ভোরের প্লাবন

দ্বিতীয় খণ্ড

ডঃ নিখিল পাল

মৌসুমী প্রকাশন
১১/৯/১ পর্ণশ্রী পল্লী, কলিকাতা-৬০

প্রকাশক :
চিত্তরঞ্জন পাল
১১/৯/১ পণশ্রী পল্লী
কলিকাতা-৭০০ ০৬০

প্রথম প্রকাশ :
কার্তিক, ১৩৬৪

প্রচ্ছদ :
অরুণ গুপ্ত

ব্লক :
স্ট্যান্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীভূমি মুদ্রণিকা
৭৭, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩

পরিবেশক :
মডার্ণ বুক ডিপো
৩১ বনমালী নস্কর রোড, কলিকাতা-৬০

মূল্য : আঠার টাকা মাত্র

উৎসর্গ

শোষণ-মুক্তির সংগ্রামে বিপ্লবী সাথীদের
উদ্দেশে

ঃ প্রকাশকের কথা ঃ

'ভোরের প্লাবন' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ হোল। ইতিমধ্যে বহু গ্রাহক এবং ক্রেতা দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশে বিলম্বের কারণ জানতে চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন। তাঁদের এই আগ্রহের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। আর সবিনয়ে জানাই, অনিচ্ছাকৃত এ বিলম্বের জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। বিশেষ করে, কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা, বিদ্যুৎ সংকট এবং পরিশেষে বিধ্বংসী বন্যাই ছিল এই অযথা বিলম্বের মূলে অনেকটা দায়ী।

অনতিবিলম্বে, এই গ্রন্থের তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড প্রকাশের ইচ্ছা রাখি। প্রথমখণ্ড প্রকাশের সময় গ্রাহকদের জানানো হয়েছিল, দ্বিতীয় খণ্ডের কলেবর বৃদ্ধি পাবে। তাই দ্বিতীয় খণ্ডের দাম বাড়াতে হোল। তবে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের দাম প্রথম খণ্ডের সমতুল রাখার অবশ্য চেষ্টা করবো। এ প্রশ্নে, গ্রাহক ও ক্রেতাসাধারণের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাব বলেই আশা রাখি।

এ অনুবাদ গ্রন্থের সব কৃতিত্বই একমাত্র অনুবাদকের। তাই যা কিছু তিরস্কার-পুরস্কার সবই অনুবাদকের প্রাপ্য। বইটিতে পাঠকের প্রয়োজন সিদ্ধ হলেই আমি ধন্য।

প্রথম প্রকাশ,

চিত্তরঞ্জন পাল

প্রকাশকের কথা

'ভোরের প্লাবন' ২য় খণ্ডের প্রথম মুদ্রণের প্রতিটি সংখ্যা আজ পাঠকসমাজের হাতে। সেজন্য পাঠকসমাজের কাছে আমি চির-কৃতজ্ঞ। পাঠকসমাজের চাহিদার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশে আজ বাধ্য হয়েছি। কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা এবং মুদ্রণের নানা সমস্যার ফলেই দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশে বিলম্ব ঘটে গেল। এ প্রসঙ্গে এ গ্রন্থের গ্রাহকদের ও পাঠকদের কাছে বিশেষ আবেদন যে কাগজ, মুদ্রণ ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যার ফলে এর তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড যথাসময়ে প্রকাশ সম্ভব হলো না। আশা রাখি, অনতিবিলম্বে উক্ত খণ্ড দুটি প্রকাশের দায়িত্ব পালনে সমর্থ হ'ব। তাই এ অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য গ্রাহক ও পাঠকসমাজের কাছে প্রকাশকের মার্জনা ভিক্ষা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

কাগজ, বাঁধাই ও মুদ্রণ ব্যয়ভার অতিরিক্ত হবার ফলে এ খণ্ডের দ্বিতীয় মুদ্রণের মূল্য বাধ্য হয়েই সামান্য বাড়াতে হল। আশা করি, এ প্রসঙ্গে পাঠক ও ক্রেতা সাধারণের পূর্ণ সহযোগিতা পাব।

দ্বিতীয় প্রকাশ

চিত্তরঞ্জন পাল

সূচীপত্র

অনুবাদকের মৌলিক গবেষণা গ্রন্থ

সুকান্তের সমাজচেতনা— নিখিল পাল

বাংলা নাটকে শেক্সপিয়ারের প্রভাব (যন্ত্রস্থ)— ডঃ নিখিল পাল

সাময়িকপত্রে সেকালের সমাজচিন্তা (যন্ত্রস্থ)— ডঃ নিখিল পাল

এক

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে সময়টা ছিল খুবই উত্তেজনামুখর। কুয়াং চৌ তখন টগবগ করে ফুটছে। এ সময়ে মাও সেখানে ফিরে এলেন। কুয়াং চৌ'র জীবনে কমিউনিষ্ট প্রভাব তখন তুঙ্গে উঠেছিল। সে সময় শ্রমিক বাহিনীর প্রয়োজনের কথাও প্রত্যেকের মুখে মুখে শোনা যেত। তাছাড়া শ্রমিক আন্দোলনের লক্ষণীয় অগ্রগতির কথাও একে অপরে বলাবলি করত। গোড়ার ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক, শ্রমিকদের সান্ধ্য স্কুল এবং ক্লাব প্রতিষ্ঠাতা মাওকে এ সময় এক পাশে সরে দাঁড়াতে দেখা গেল। তাছাড়া দক্ষিণের এই শহরটির সাধারণ উত্তেজনার মধ্যে সৈন্যেরা যখন টহল দিচ্ছে, দামামা বাজছে, লাল পতাকা উড়ছে চারদিকে, সে অবস্থায় মনে হোল হুনানের কৃষক সমিতি আর কৃষকদের পার্টি সেলগুলি অনেক দূর পড়ে রয়েছে—যেন তাঁদের করণীয় কিছুই নেই।

মে-জুনে ইংরেজ ও জাপানীদের দ্বারা নৃশংস হত্যাকান্ডের পর সেপ্টেম্বরে সাংহাই-এ আবার গুলি চালনাব ঘটনা ঘটল। কিন্তু প্রতিটি বুলেট, প্রতিটি মৃতদেহ, কমিউনিষ্ট পক্ষে আরও অনেক বেশি সমর্থক নিয়ে এল। তাছাড়া পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের বোম্বেটেগিরির বিরুদ্ধে লোকে আরও বেশি করে রুখে দাঁড়াবার শক্তি পেল। কুয়াংচৌর আনাচে-কানাচে প্রকাশ্যে অধীনতা অস্বীকারের ধ্বনি উঠল। রাস্তার মোড়ে মোড়ে জনতা ভিড় করে বক্তাদের কথা শুনত আর তারিফ করত। তূর্যনাদের তালে তাল মিলিয়ে শ্রমিক সেনাবাহিনী ভোর বেলায় কুচকাওয়াজ করত। ওয়াংপুর সামরিক শিক্ষানবিশ বাহিনীর চারিদিকে জনতা ভিড় করে উচ্চ প্রশংসায় অভিনন্দন জানাল। আর 'সামন্ততন্ত্র ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের' জন্য উত্তেজিত জনতা উত্তরের অভিযানের সমর্থন জানাল।

কিন্তু কুওমিনটাং-এর ভিতরে প্রতি বিপ্লবের বীজ অতি সূক্ষ্মভাবে বোনা চলছিল। ইতিমধ্যে চিয়াং কাই শেক ক্ষমতায় উঠতে শুরু করলেন।

হ্যারল্ড আর আইজাক বলেছেন, চিয়াং কাই শেক ছিলেন এমন এক ব্যক্তি 'যিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষা, নির্মম ধূর্ততা এবং সম্পূর্ণ বিবেকহীনতার দ্বারা পুষ্ট হয়ে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কেন্দ্রে এসে পৌঁছেছিলেন। এক ধনী জমিদারের দত্তক পুত্র ছিলেন এই চিয়াং কাই শেক। জাপানে ছাত্রাবস্থায় থাকাকালীন

তিনি গুপ্ত সমিতির সংস্পর্শে আসেন। সে সময়েই তিনি চ্যাঙ চিঙ্-চিয়াঙ্-এর তাঁবেদারে পরিণত হন। চ্যাঙ চিঙ-চিয়াঙ ছিলেন একজন কোটিপতি ব্যাংক মালিক এবং গুপ্ত সমিতির সদস্য। চীনের বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশী ব্যাংক মালিকদের সঙ্গে ছিল তাঁর ব্যাপক যোগাযোগ। এর পর এই পৃষ্ঠপোষকের মাধ্যমেই চিয়াং সাংহাই-এর ফরাসী অধিকৃত এলাকার গুপ্ত আড্ডার সর্দার এবং সাংহাই-এর 'আলকাপুন' হুয়াং চিঙ-য়ুঙ-এর দত্তক নাতি হলেন। চিয়াং সে সময় গভীর অর্থনৈতিক সংকটে পড়েন। কিন্তু মুরুব্বিরা তাঁকে সে সংকট থেকে মুক্ত করেন। তারপর সান ইয়াত সেনের শিষ্য হতে এবং চোখ আর কান সজাগ রেখে সেখানকার চীনা গুপ্ত সমিতিগুলির পক্ষে কাজ করার জন্যে কুয়াংচৌ-এ পাঠিয়ে দিলেন। চিয়াং যথাযথ তাঁর দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি কথামত তাঁর সাংহাই-এর গোপন জগতের বন্ধুদের খবর পাঠাতেন আর সে খবর তাঁরা বিদেশী শক্তিগুলির কাছে উঁচু দরে বেচতেন। এ কথা জানা যে, চিয়াং ১৯২৪ সালের মে মাসে হোয়াংপুর সামরিক বিদ্যালয়ে ডিরেক্টর হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি কুওমিনটাং সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হলেন।

ইতিমধ্যেই কৃষকদের চেয়ে শ্রমিকদের জঙ্গী মেজাজ চিয়াং-কে খুব দুর্ভাবনায় ফেলেছিল। যদিও একথা সত্য যে, ইতিপূর্বেই হাইফেং এবং লুফেং-এর অভিজ্ঞতা তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল। কৃষকরা তখন জমিদারদের পারিবারিক সম্পত্তি কেড়ে নিচ্ছিল। এদিকে স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, হোয়াংপু সমর শিক্ষালয়ের সমর শিক্ষার্থীদের শতকরা ৭০ জন এবং চিয়াং নিজেও জমিদার বা ধনী কৃষক পরিবার ভুক্ত ছিলেন। স্বভাবতই দেখা যায় যে চীনের ঐক্যের জন্যে জাতীয় যুদ্ধের মধ্যেই হোয়াংপু'র ক্যাডেটদের সামাজিক বিপ্লবের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। কেউ কেউ কৃষকদের সাজা দিতে চেয়েছিল, কেউ বা আবার কৃষকদের পক্ষও নিয়েছিল। ফলে ক্যাডেটদের নিজেদের মধ্যে খোলাখুলি ঝগড়া দেখা দিল। এমনকি পরস্পরের মধ্যে মারামারি, ঘুষাঘুষি চলতেও লাগল। চিয়াং উভয় দলের বিরোধের মীমাংসায় মধ্যস্থতা করলেন। তিনি বক্তৃতায় এমন সব বৈপ্লবিক কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন যে বোরোদিনও তাতে খুশি হলেন। এ সব বিপ্লবী কথাবার্তা শুনে সে সময়ে চিয়াং-কে 'বিপ্লবী সেনাবাহিনীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ'ও বলা হোত। তাছাড়া তিনি বোরোদিনের 'কালো চুলওয়ালা প্রিয় পাত্র' বলেও পরিচিত ছিলেন। তিনি সগর্বে ঘোষণা করলেন, বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলে নিজের ভাইকেও তিনি হত্যা করবেন। যে কোনো একজন শ্রমিকের মতোই আন্তরিকতা নিয়ে সজোরে তিনি আওয়াজ তুললেন, 'বিশ্ব বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক্', 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক।'

১৯২৫ সালের সেই শরৎকালের কুয়াংচৌ-হংকং শ্রমিক ধর্মঘট কমিটি খুবই শক্তিশালী ছিল। এই শক্তির উৎস ছিল শ্রমিক পরিষদ, কৃষক সমিতি, (যাঁরা সশস্ত্র হতে শুরু করেছিলেন), হোয়াং পু ক্যাডেটদের বামপন্থী গোষ্ঠী আর চৌ এন-লাই-এর নেতৃত্বে সামরিক যুব লীগ। আইজাক লিখেছেন—'তাঁরাই কুওমিনটাং-এর জাতীয়তাবাদী নেতাদের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।' আর 'চিয়াং-এর সাফল্যকে এগিয়ে দিতে তাঁদেরই সাহায্য করতে হয়েছিল।' তাদের এরূপ ক্ষমতা ছিল বলেই চিয়াং যখন কমিউনিষ্ট নেতৃত্বের উপর আঘাত হানতে শুরু করেছিলেন তখনও লোক দেখানো আমূল পরিবর্তনকারীরূপে নিজেকে ভান করতে হয়েছিল। যদিও এসব ঘটনাকে অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয় তথাপি একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, চিয়াং এ সব অন্তর্ঘাতমূলক কাজ সব চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আর এ ব্যাপারে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক চেন তু-সিউ-এর অকেজো ও ঢিলে নেতৃত্ব চিয়াংকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

•

সে সময় নিজের দলের মধ্যেই মাও-কে অবহেলিত বলে মনে হলেও কুওমিনটাং-এর সদস্য হিসাবে তাঁর অবস্থা কিন্তু সেরকম ছিলনা। এ সূত্রেই বলা চলে যে, তিনি সে সময় কুওমিনটাং-এর প্রচার দপ্তরের সম্পাদক হয়েছিলেন। আর সে বছব সেপ্টেম্বরেই তিনি একটি রাজনৈতিক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করলেন। এই সাপ্তাহিকীটি ১৯২৭ সালের বসন্তকাল পর্যন্ত আঠারো মাস ধরে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনিও সে প্রসঙ্গে একথাই বলেছিলেন, "আমি এই রাজনৈতিক সাপ্তাহিকীটির সম্পাদক হয়েছিলাম' তাই চি-তাও-এর নেতৃত্বে (সান ইয়াৎ সেনবাদী সমিতির প্রধান) কুওমিনটাং-এর দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীকে কেবল আক্রমণ করাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে হেয় প্রতিপন্ন করার কাজেও এই পত্রিকাটি পরের দিকে বেশ সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। তিনি এ সময়ে কুয়াংচৌ-এর সদর রাস্তার উপর একটি কনফুসীয় মন্দিরের বাড়ীতে অবস্থিত কৃষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মী-শিক্ষার দায়িত্বও নিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি ১৯২৪ সালের আগষ্ট মাসে এই প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। পেং পাই এই বক্তৃতা দিতে মাও-কে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। পেং পাই সে সময় এর দায়িত্বে ছিলেন। মাও এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নেবার পর হুনান থেকে তাঁর নিজের সংগৃহীত কর্মীদের কুয়াংচৌতে ডেকে আনলেন। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা কর্মসূচী ও নূতন করে সাজাবার কাজে হাত দিলেন। তাঁর সংগৃহীত কর্মীদের মধ্যে তাঁর ভাই মাও সে-মিনও ছিলেন।

এই কৃষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রথম পর্বে (জুলাই-আগষ্ট, ১৯২৪)

প্রায় ৩০ জন স্নাতক হয়ে বেরোলেন। তারপর দ্বিতীয় পর্বে বেরোলেন ১৪২ জন। এ সমস্ত শিক্ষাকর্মীরা সবাই কুয়াংতুং প্রদেশ থেকে এসেছিলেন। বলা চলে, পেং পাই তাঁর নিজের হাইফেং এবং কু ফেং জেলা থেকেই এদের সংগ্রহ করেছিলেন। তারপর ১১৪ জন শিক্ষাকর্মী নিয়ে তৃতীয় পর্বের তিন মাসের শিক্ষাকাল ছিল। এই পর্বের শিক্ষা কর্মীরাও সবাই কুয়াংতুং-এর অধিবাসী ছিলেন। ১৯২৫ সালের মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলে চতুর্থ পর্ব। সে পর্বের শিক্ষাকাল থেকে মাও হুনান থেকে ১০ জন শিক্ষার্থীকে পাঠিয়েছিলেন আর কুয়াংতুং থেকে এসেছিল ৬৪ জন শিক্ষার্থী।

এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পঞ্চম পর্ব থেকেই মাও কাজ শুরু করেন। পঞ্চম পর্বের কাল ছিল ১৯২৫ সালের অক্টোবর থেকে ১৯২৬ সালের মার্চ পর্যন্ত। মাও কাজে হাত দিয়েই প্রস্তাব দেন যে কেবল ক্যান্টনের কর্মীদের মধ্যেই ছাত্র সংগ্রহের কাজ সীমাবদ্ধ রাখা উচিত হবে না। তা না হলে এ প্রচেষ্টা উত্তরের অভিযানের ক্ষেত্রে ব্যর্থতারই প্রমাণ দেবে। কেননা এই প্রদেশের বাইরে তাঁদের ভাষার দুর্বোধ্যতার জন্যে এ'রা কোন কাজে আসবে না। এরপর থেকেই কর্মী সংগ্রহের পরিধি অনেকটা বিস্তৃত হোল। ফলে ১১৩ জন স্নাতকের মধ্যে কুয়াং তুং থেকে ৪১ জন, হুনান থেকে ২৭ জন আর বাদবাকী সব এসেছিলেন ফুকিয়েন, শানতুং এবং কুয়াংসি থেকে।

১৯২৬ সালের মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত স্থায়ী ষষ্ঠ পর্বটি সম্পূর্ণ নূতন করে সংগঠিত করা হোল, এবার শিক্ষাকাল বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে বিষয় এবং পাঠ্য পুস্তকগুলিরও সংশোধন করা হ'ল। এর ফলে সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্য সূচীরও রূপান্তর ঘটল। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৫ জন শিক্ষক ছিলেন। তাঁরা সবাই মাও-এর মনোনীত ছিলেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বেড়ে ৩২৭ দাঁড়াল। অঞ্চল ভিত্তিক এদের সংখ্যা দাঁড়াল কুয়াংতুং থেকে ৫, হুনান থেকে ৩৬, কুয়াংসি থেকে ৪০, হুপেই থেকে ২৭, কিয়াংসি থেকে ২২, সুইয়ুয়ান থেকে ৮, য়ুনান থেকে ১০ এবং মধ্য মঙ্গোলীয়া থেকে ২ জন। এই ভাবে মাও কমিউনিষ্ট পার্টির জন্য কৃষক কর্মীদের একটা জাল বিস্তার করেছিলেন। মাও এ প্রসঙ্গে বলেন, "এই উদ্দেশ্যেই [জনগণকে সমবেত করার জন্যে কৃষক কর্মী তৈরী করা] আমি এমন একটা পাঠক্রম স্থির করেছিলাম যাতে ২১টা বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন। যাদের মধ্যে মধ্য মঙ্গোলীয়ার ছাত্ররাও ছিলেন।

সেই কৃষক প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের ব্যবস্থাদি ছিল স্পার্টান রীতির অনুরূপ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চৌহদ্দির মধ্যেই ছাত্রাবাসটি ছিল। মাও-এর থাকবার একটি ঘরও সেখানে ছিল। একটি মাত্র ভারী পাটাতনের বিছানা, একটা টেবিল ও

একটা বাঁশের তৈরী বই রাখার তাক দিয়ে অতি সাধারণ ভাবে সাজানো ছিল ঘরটি। এ-সব কাজে মাও এ সময় খুবই ব্যস্ত ছিলেন। তাছাড়া আগের চেয়ে তাঁর কাজও ছিল অনেক বিশদ ও শ্রমসাধ্য। ছাত্ররা ২৫০টিরও বেশি বক্তৃতায় যোগ দিয়েছিল। কোন কোন বক্তৃতা তিন/চার ঘন্টারও বেশি সময় চলত। বক্তাদের মধ্যে চৌ এন লাই-ও ছিলেন। তিনি সামরিক বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। পেং পাই বলতেন হাইফেং, লুফেং এলাকা এবং পূর্বদিকের নদী অঞ্চলেব কৃষক আন্দোলনের ওপর। তাছাড়া তেংচুং-সিয়া এবং লিফু-চুনও বক্তৃতা দিতেন। তবে মাও সে-তুঙ চীনের কৃষক সমস্যা, গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা এবং ভূগোলের ওপর বক্তৃতা দিতেন। 'চীনের সমাজে শ্রেণীগুলির বিশ্লেষণ'—নামে তাঁর নির্বাচিত রচনাবলীর২ প্রথম প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু যে উপাদানে গঠিত হয়েছে সে উপাদানগুলির তিনি এখানেই রূপ দিয়েছিলেন এবং সে বিষয়ে বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। সপ্তাহে তিনি ৩২ থেকে ৩৫ ঘন্টা পড়াতেন। ছাত্রদের কুচকাওয়াজ শেখাতেন। স্বাস্থ্যবিষয়েও তাদের পড়াতেন। তাছাড়া সামাজিক অবস্থার সমীক্ষা চালাবার পদ্ধতিগুলিও তিনি ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। কয়েক বছর ধরেই তিনি এ বিষয়ে নিজে রপ্ত হয়েছিলেন। এই সঙ্গে তিনি ছাত্রদের মধ্যে বিতর্ক এবং স্বাধীনভাবে বই ও প্রবন্ধ পড়বার অভ্যাস চালু করেছিলেন। তাছাড়া ছাত্ররা যা পড়ছে তাকে সংহত রূপ দেবার অভ্যাস এবং ছাত্রদের হাতে-কলমে কাজ করার অভ্যাস কল্পে শিক্ষার্থী দল গড়ে তোলার কাজও চালু করোছলেন।

মাও তখন বলেন "বর্তমানে কমিউনিষ্ট পার্টির ভেতর কৃষকদের কাজে বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে আমি আরও বেশি বেশি লিখতে লাগলাম।" স্পষ্টতই মাও সে-তুং কেবল উত্তরাঞ্চলের অভিযানের জন্যই কৃষক কর্মীদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের কমিউনিষ্ট কৃষক সংগঠকগুলির কেন্দ্র গড়ে তুলতেও ব্যস্ত ছিলেন।

১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাসে কুওমিনটাং-এর তৃতীয় কংগ্রেসে কৃষকদের মধ্যে প্রচারের করণীয় বিষয়ে মাও একটি রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে তিনি জোরের সঙ্গে বলেন যে, বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্র হল 'গ্রামাঞ্চল'। সে সময় কুওমিনটাং-এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটিতে একজন বিকল্প সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়ে মাও একটি সংশোধনী পেশ করেছিলেন। তাতে তাই চি-তাও-এর নেতৃত্বে কুওমিনটাং-এর নির্বাসিত দক্ষিণপন্থী আন্দোলনকারীদের (এখন পশ্চিমী পাহাড়ী গোষ্ঠী এই ছদ্মনামে অভিহিত) প্রতি নরম আচরণ এবং অনুশোচনার সুযোগ দিয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণের কথা ছিল। তবে এটা মহানুভবতার মনোভাব থেকে করা হয়নি। এ সম্পর্কে মাও-এর যুক্তি ছিল। তার মতে, কুওমিনটাং এর আওতার বাইরে রেখে ঝামেলা

করতে দেওয়ার চেয়ে দক্ষিণপন্থীদের ফিরে আসতে দেওয়াই বরং ভাল ছিল। তিনি ভেবেছিলেন যে, তাতে তাদের ক্রিয়াকলাপ 'নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।' সংগঠন এবং প্রচারের ক্ষেত্রেও তিনি গণভিত্তি বাড়াতে চেয়েছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি শ্রমিক ও কৃষক কর্মীদের মধ্যে মাটি কামড়ে থাকার ক্ষমতা বাড়াতেও চেয়েছিলেন। এ সময়ে আবার একবার তাঁর কাজের উদ্যমে জোয়ার এল। জনগণের মধ্যে তিনি যখনই হাজির হলেন তখন সেটাই তাদের মধ্যে চালিকা শক্তি হয়ে দেখা দিল। তৎকালীন পটভূমিতে বিচার করলে তাঁর এই সব পদক্ষেপ একজন দক্ষ, রণকুশলীর কাজ বলেই গণ্য হবে। বলা চলে যে এ ক্ষমতাই একটি বিস্তৃত ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে নেতৃত্বের শক্তিশালী দাবী গড়ে তুলতে কাজ করেছিল। এই রণনীতির বলেই যত বেশি সংখ্যক সম্ভব মানুষকেই তিনি বিপ্লবী আন্দোলনে সামিল করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, এই মিছিলে কুওমিনটাং-এর পেটি বুর্জোয়া সদস্য সহ শ্রমিক কৃষক ছাড়াও প্রতিবিপ্লবে যোগ দেয়নি জাতীয় ধনিক শ্রেণীর এমন অংশীরাও থাকবে। তাঁর এই নীতি গৃহীত হলে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি আরও বেশি শক্তিশালী হোত। কিন্তু চেন তু-সিউ মোটেই এই সমস্যাটি তখন ভেবে দেখেননি।

এ প্রসংগে মাও-এর কথা স্মরণীয় : তিনি বলেন, "হুনানের কৃষকদের সংগঠিত করার প্রশ্নে আমার অনুশীলন ও কাজের ভিত্তিতে আমি দুটি পুস্তিকা লিখেছিলাম। এদের একটির নাম 'চীনের সমাজে শ্রেণী বিশ্লেষণ' এবং অপরটির নাম ছিল "চাও হেং-তি'র শ্রেণী ভিত্তি এবং আমাদের কর্তব্য"। বিশ্লেষণের তারিখ দেওয়া আছে ১৯২৬ সালের মার্চ মাস।[৩] এগুলো ছিল মাসের পর মাস ধরে হাতে কলমে সমীক্ষা চালাবার ফল। তা ছাড়া কৃষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতাগুলোর ক্ষেত্রেও তা সাহায্য করেছিল। ভবিষ্যৎ প্রচার অভিযানে হুনানের রণনৈতিক গুরুত্বের ওপর মাও খুব জোর দিয়েছিলেন। কেননা উত্তরাঞ্চলের অভিযানে জয়ের প্রশ্নে হুনান ছিল তাঁর মতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ। আর, সেহেতু তাঁর কাছে হুনানের কৃষক সম্প্রদায়ের জমায়েতের কাজটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চাও হেন-তি'র উপর লেখা প্রবন্ধটি ছিল মাও-এর একটি হুঁশিয়ারী নিবন্ধ। বিশেষ করে যে সব উদারনীতিক সেনানীরা কুওমিনটাং-এ যোগ দিয়ে জাতীয় আন্দোলনকে কলুষিত করতে চেয়েছিল তাদের বিরুদ্ধেই ছিল এই হুঁশিয়ারী। কিন্তু চাও তখনও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের ওপর রাজনৈতিক পীড়ন চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু চেন তু-সিউ যুক্তফ্রন্ট সম্পর্ককে সে সময় যেভাবে ব্যাখ্যা করতে চাইলেন তার মর্মার্থই হল : কুওমিনটাং-এর নেতৃত্বের ওপর নেতৃত্ব ছেড়ে দেওয়া হোক।

ইতিমধ্যে মাও কৃষকদের সমবেত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর যুক্তিতর্কের অবতারণা করলেন এবং এ সম্পর্কে নানা লেখা-পত্রও রচনা করতে শুরু করলেন। কিন্তু তাঁর কথায় কেউ কান দিলেন না। এমন কি কমিউনিষ্ট পার্টির পত্রিকা বা সাময়িকীগুলিতে মাও-এর লেখা প্রবন্ধ 'চীনের সমাজে শ্রেণী বিন্যাস' ছাপাতে পর্যন্ত চেন তু-সিউ অস্বীকৃত হলেন। কারণ স্বরূপ বলা চলে যে, "ভূমিনীতির আমূল সংস্কার ও শক্তিশালী কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার প্রশ্নে কমিউনিষ্ট পার্টি যে মতের সমর্থন করে চেন ছিলেন তারই বিরুদ্ধে।" মাও তার বিরোধিতা করে বলেন, "আমি সে সময় থেকে চেনের দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী নীতিগুলির বিরোধিতা করতে শুরু করি এবং আমরা পরস্পর আরও দূরে সরে যেতে আরম্ভ করি।" চেনের সংগে মতান্তরের প্রশ্নে এটাই ছিল মাও-এর সংযত বর্ণনা।

এই মতবিরোধের মূল বিষয় যে কেবল কৃষক সমস্যার প্রশ্নেই ছিল তা নয়, এ মতবিরোধ নেতৃত্বের সামগ্রিক সমস্যা নিয়েও ছিল। বিশেষ করে কুও-মিনটাং-এর সংগে যুক্তফ্রন্ট মৈত্রী বজায় রাখা উচিত ছিল কি ছিলনা এ বিষয়টির আলোচনার প্রসঙ্গকে পশ্চিমী লেখকরা প্রায়ই আড়ালে রাখার চেষ্টা করতেন। আর এভাবেই যুক্তি দেখানো হোত যে যুক্তফ্রন্ট বজায় রাখার সিদ্ধান্তটি ছিল চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির একটি মৌলিক ভুল। কিন্তু মূল বিষয়টি ছিল ভিন্ন। স্পষ্টতঃ লক্ষ্য করার বিষয় ছিল যে এখানে মৌলিক সমস্যা কোনটি? এই প্রশ্নে বলা চলে মৌলিক সমস্যাটি ছিল এই যে যুক্তফ্রন্টে কমিউনিষ্ট পার্টি নিজস্ব উদ্যোগ বজায় রাখবে কিনা, যা ছিল সব সময় তাদের হাতে। কিন্তু চরম গাফিলতি বা কর্তব্যে হেলা ফেলার জন্যে এ সুযোগ তাদের হারাতে হয়। মূলতঃ এটা ছিল একটা শ্রেণী চেতনা ও শ্রেণী অবস্থানের বিষয়, যুক্তফ্রন্ট বজায় রাখা বা না রাখা নয়।[৪]

এ সময় চেন-কে দেখা যায় অন্য রকম। তিনি বিপ্লবের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেয়েও কুওমিনটাং-এর অন্তর্ভুক্ত জমিদার ও মুৎসুদ্দি শ্রেণীর মনে স্বস্তি ও প্রত্যয় সৃষ্টিতে বেশি উদগ্রীব ছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে যে, ১৯২৭ সালের নৃশংস হত্যাকান্ড শুরু হবার আগেই তিনি নৈতিকভাবে হেরে গিয়েছিলেন, তাই দেখা যায় মাও যে মূল প্রশ্নটি তুলে ধরেছেন, সে সময় চেন তার মুখোমুখি হতে চাননি। মাও-এর প্রশ্ন হোল : "কে আমাদের শত্রু কে আমাদের বন্ধু?" তাই তিনি বলেন, "যে তাঁর বন্ধুর থেকে শত্রুকে আলাদা করতে পারেন না, তিনি বিপ্লবী হতে পারবে না।"

১৯২৬ সালের ১৩ মার্চ মস্কোয় কমিনটার্নের ষষ্ঠ অধিবেশন বসে। ঐ অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, "চীনের জাতীয় মুক্তির আন্দোলনে অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হোল কৃষক শ্রেণীর প্রশ্নটি......।

চীনের চল্লিশ কোটি কৃষক শ্রমিক শ্রেণীর সংগে মিলে এবং তাঁদের নেতৃত্বে চূড়ান্ত জয়ের জন্যে বিপ্লবী সংগ্রামে যে পরিমাণ অংশ গ্রহণ করবেন, তারই ওপর বিপ্লবী গণতান্ত্রিক গতিধারার বিজয় নির্ভর করবে।"

কমিনটার্নের এ প্রস্তাব মাও-এর চিন্তাধারা এবং রচনাকেই সমর্থন করছে। এ প্রসংগে বলা চলে যে ইতিপূর্বেই কৃষকদের মধ্যে মাও--এর কাজ আরম্ভ হয়েছিল। কমিনটার্নের প্রস্তাব গৃহীত হবার পর মাও হয়ত বা ক্ষণিকের জন্যেও ভেবে থাকতে পারেন যে চেন হয়ত বা বর্তমানে বদলাতেও পারেন। কিন্তু তাঁর কোন পরিবর্তন হলনা। কমিনটার্নের প্রস্তাবকে চেন আমলই দিলেন না। তবু দেখা যায় যে, ১৯২৬-এর জুন মাসের মধ্যেই সারা চীনে প্রায় দশ লক্ষ কৃষক, কৃষক সমিতির মধ্যে সংগঠিত হোল। আর তারই এক বছর পরে ১৯২৭ সালে সে সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১ কোটিতে। নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, এটা ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

কৃষক সংগঠনের এই অগ্রগতির মূলে মাও-এর কাছে শিক্ষিত কর্মীদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ছিল। বিশেষ করে কৃষকদের সংগঠিত করার কাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঐ সব শিক্ষিত কর্মীরা খুব কাজে লেগেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী বছর খানেকের মধ্যেই তাঁদের অনেককেই মৃত্যুবরণ করতে হয়। ১৯২৭ এবং ১৯২৮ সালের মধ্যেই সেই লক্ষ লক্ষ কৃষকদের সংগে তাঁদেরও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। ১৯৩৬ সালে এডগার স্নো'র৫ সংগে আলাপের সময় মাও বলেছেন : "এমনকি কমিউনিষ্ট পার্টি যদি জমি বাজেয়াপ্ত করার আরো জঙ্গী নীতি অনুসরণ করত এবং কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্য থেকে কমিউনিষ্ট সেনা বাহিনী গঠন করত তা হলেও ১৯২৭ সালের প্রতিবিপ্লবকে হারানো যেত, একথা আমি মনে করিনি। কিন্তু চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির নীতিগুলি যদি দৃঢ় এবং সম্পূর্ণ শ্রমিক ও কৃষকদের জমায়েত করার পক্ষে থাকত, তাহলে মাও বলেন সোভিয়েতগুলি দক্ষিণে একটা প্রবল বেগের সঞ্চার করতে পারত এবং সেই বনিয়াদ থেকে পরবর্তীকালে আর তাদের কখনো উৎ-খাত করা যেত না।"

মাও-কে তাই অবশেষে চেন তু-সিউ-এর বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিল। কেবল কি তাই? পার্টির মধ্যে 'অতি বাম' গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেও মাও-কে দাঁড়াতে হয়ে-ছিল। তাছাড়া সারা চীন শ্রমিক ফেডারেশনের নেতা চাং কুও-তাও এবং লি লি-সান-এর বিরুদ্ধেও তাঁকে লড়তে হয়েছিল।

এদিকে চাং কুও-তাও বিপ্লবের নেতৃত্ব সম্পর্কে যুক্তি দেখালেন যে সর্ব-হারা শ্রেণী শ্রমিকরাই হলেন বিপ্লবের নেতা। সুতরাং শ্রমিক শ্রেণী আর তাদের শক্তিই কেবল বিপ্লবকে সফল করতে পারে। তাই কৃষকদের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা মজ্জাগত হয়ে দাঁড়াল। এ সূত্রে বলা হ'ল, "শ্রমিক শ্রেণীই বিপ্লবের

পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী, তারা একাই বিপ্লব করতে পারে।" মাও এ ক্ষেত্রে জোর দিয়ে বললেন যে, শ্রমিক শ্রেণীর সহযোগী এবং বন্ধুও দরকার। তাই ধনী কৃষক এবং জমিদার বাদ দিয়ে আধা সর্বহারা এবং কৃষক শ্রেণী হলেন শ্রমিক শ্রেণীর স্বাভাবিক মিত্র। কিন্তু চাং কৃষক শ্রেণী সম্পর্কে তাচ্ছিল্য করে বলতেন, এরা হলেন 'পিছিয়ে পড়া শ্রেণী' এবং 'স্বভাবজ পুঁজিবাদী'। অথচ এই স্পষ্ট ঘটনাটি তাঁদের নজর এড়িয়ে গেল। তাঁরা বুঝলেন না যে, নেতৃত্বেরও প্রয়োজন রয়েছে পদাতিক বাহিনী, সংখ্যাত্মক শক্তি, সাধারণ মানুষ আর মানবিক উপাদানের একটি শক্তিকে। কেননা নেতৃত্ব একা লড়তে পারে না। এভাবে চেনের ঢিলেমি স্বভাব এবং অপরদিকে চাং-এর সংকীর্ণতাপ্রসূত আত্মসন্তুষ্টির মাঝে পড়ে মাও-এর কাজ অনেকাংশে শিথিল হয়ে পড়ে। সময় সময় অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্তও হ'ন তিনি। এমনকি কমিনটার্ণ এবং লেনিন এশিয়ার বুকে বিপ্লবে কৃষক সাধারণের ভূমিকার কথাটি উল্লেখ করলেও চাং কুও-তাও এবং চেন তু-সিউ দুজনেই সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেন। চীনের মত দেশের ক্ষেত্রে (যার মোট জন সংখ্যার ৮৫ শতাংশ ছিলেন কৃষক) এ ধরণের 'শহুরে চিন্তা' ছিল একান্তই অবাস্তব এবং একগুঁয়েমী কেতাবী ভরং মাত্র। আর এ মানসিকতাই দীর্ঘদিন ধরে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির উপর শয়তানের মত ভর করেছিল।

১৯২৫-এর শীতকাল পেরিয়ে ১৯২৬-এর বসন্ত ঋতুর শুরুতেই এক নূতন চিত্র ধরা পড়ল। দেখা গেল কমিউনিষ্ট পার্টির ঘাঁটিগুলি একের পর এক ক্ষয়ে যেতে। কিন্তু ইতিপূর্বে ১৯২৫ সালের বিরাট গণ-প্রতিবাদগুলি নিশানা তুলে ধরেছিল যে সামরিক শক্তির জোরে, নদীর বুকে কামানবাহী রণপোতের আশ্রয়ে কিংবা বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালিয়ে চীনের জনগণকে দমিয়ে রাখা বিদেশী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর পক্ষে আর সম্ভব নয়। তাই তাদের মনেও আশংকা দেখা দিয়েছিল যে সমগ্র চীন অচিরেই 'দাউ দাউ করে জ্বলে' উঠবে আর সমগ্র দেশ 'লালে লাল হয়ে যাবে।' চীনের পাশ্চাত্য ব্যবসায় মহলেও এ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল।

এর ফলে বৃটিশ আমেরিকা এবং অর্থ-বিনিয়োগকারী অন্যান্য যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলি চীনের ব্যবসায়ীদের নাছোড়বান্দা হয়ে খাতির করতে লাগল। চীনের শুল্ক অধিকার এবং অতিরিক্ত আঞ্চলিক অধিকারাদির ব্যাপারের (১৮৪২ থেকে অসম চুক্তি দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া ধারা সমূহ)৬ প্রশ্নটি বিবেচনার জন্যেও তাদের নূতন করে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হোল। যদিও ১৯২২ সালের ওয়াশিংটন সম্মেলন এই 'বিষয়টি বিবেচনা করার' প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তথাপি সে প্রতিশ্রুতি বিন্দুমাত্রও প্রতিপালন হয়নি। এবার চীনা ব্যবসায়ীদের

উদ্দেশ্যে একটা জোর ঘোষণা করা হোল যে ১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারীর মধ্যে তাদের শুল্ক স্বাধীনতা আবার ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এ ছাড়া 'লাল'-এর (কমিউনিষ্টদের) কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেবার জন্য চীনের ব্যবসায়ীদের কাছে আরও কত কি প্রলোভনের টোপ দেওয়া হোল। বৃটিশ ব্যাঙ্ক মালিকেরা এবং তাইপানেরা৭ হঠাৎ চীনের সংস্কৃতি নিয়ে 'মেতে' উঠল। 'চীনের প্রাচীন সভ্যতার অমূল্য ঐতিহ্যকে বাঁচাও' এই ধোঁয়া তুলে ইতিমধ্যেই তারা সোরগোল বাঁধালো। এমনকি সাংহাই-এর পশ্চিমী মহল এ সময়ে অভিনব এক ব্যাপার ঘটাল। এরা সাংহাই-এর চীনা ব্যবসায়ী মহলের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করল। সাংহাইয়ের ম্যাজিস্টিক হোটেলে 'মধ্যাহ্ন ভোজে' এরা মিলিত হোল। এই দেখে ইঙ্গ-মার্কিন মালিকানায় পুষ্ট 'চীন সাপ্তাহিক রিভিউ' পত্রিকা চড়া গলায় বলে উঠল, 'ইতিহাসে এই প্রথম......এমন একটা সমাবেশ ঘটেছে।' এই ভোজসভায় বিদেশী পৌর পরিষদের পক্ষ থেকে মার্কিন সভাপতি চীনের পুঁজিপতিদের কাছে একটি আবেদন জানিয়ে বললেন, তারা যেন বিদেশী স্বার্থের সংগে হাত মেলাতে চীনের বলশেভিকদের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তিনি আরও বললেন, 'চীনের শ্রমিক শ্রেণীর একান্ত বিশ্বাস প্রবণতার সুযোগ তারা নেবেন না কেন?......তাদের এবং আমাদের ভাল'র জন্যেই এ সুযোগ গ্রহণ করতে হবে।' তিনি তাছাড়া এমনও সুপারিশ করেন যে, 'উন্মত্ত......বিদ্রোহীদের' তুলনায় চীনের পুঁজিপতিরা চীন সমাজের উন্নততর 'নেতা' হতে পারবেন। এ ঘটনার তিন সপ্তাহ পর আবার এক নূতন ইতিহাস সৃষ্টি হোল। দেখা গেল সাংহাই পৌর পরিষদেব এক নূতন কায়দা। সমগ্র ইওরোপবাসীর এই সাংহাই পরিষদ শেষ পর্যন্ত তিনজন চীনা সদস্য গ্রহণ করল।

এভাবেই ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে গোপন সমিতি গড়ে উঠল। আর এ সমিতির মাধ্যমেই কুয়াংচৌর আবালবৃদ্ধ বনিতাকে বিপথগামী ও প্রতারণা করার হাজারো চেষ্টা চলল। এ সব গোপন সমিতির অধিকাংশ সদস্যই ছিল চীনে ইওরোপীয় পুলিশের দালাল। এরা বিদেশী শক্তিবর্গকে আশ্বাস দিল যে সময় এলে কুয়াংচৌ-এ 'আমাদের লোকটি' কমিউনিষ্টদের মোকাবিলা করবে। ওই লোকটি হলেন কমিউনিষ্টদের চরম শত্রু চিয়াং কাই-শেক।

আর একথাও সত্য যে, বাস্তবে চিয়াং বিদেশী শক্তিবর্গ এবং চীনের মুৎ-সুদ্দি ও জমিদারদের স্বার্থে তাঁর সাধ্যমত চেষ্টাও করেছিলেন। চাতুরীপূর্ণ: ভাবেই তাঁর কাজে ও কথায় শ্রমিকেরা ক্ষমতা থেকে ক্রমেই বঞ্চিত হতে থাকেন। এ কথা সত্য যে, তাঁরা জোটবন্দীও হয়েছিলেন, তাঁরা নিজেদের হাতে অস্ত্রও তুলে নিয়েছিলেন তাছাড়া তারা কুচকাওয়াজ করতেন, এমনকি তাঁরা উৎসাহের সঙ্গে কাজও করতেন। কিন্তু তাঁদের কাজের সময় সীমা ও কাজের অবস্থা

আগের মতই ছিল। কেবল ছোটখাট কিছু সংস্কার হয়েছিল মাত্র। কিন্তু শ্রমিকদের কাজের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা বা কাজের অবস্থা ভালো করার জন্যে তখন কিছুই করা হয়নি। আশায় বুক বেঁধে শ্রমিকরা এতাবৎ শুধু কষ্ট ভোগ করছিলেন,—করছিলেন যথাসাধ্য ত্যাগ স্বীকার, আর এভাবেই অব্যাহত-ভাবে চলা তাঁদের ওপর সমস্ত অত্যাচারই ধৈর্যের সংগে তাঁরা সহ্য করছিলেন। তাঁদের মনে গভীর আশা ছিল 'উত্তরের অভিযানের পর সব ঠিক হয়ে যাবে।' কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁরা প্রতারিত হতে থাকেন। অথচ সে সত্য তাঁরা বুঝতে পারেন নি। এদিকে আবার শিল্পপতিদের মধ্যে নতুন প্রচার শুরু হোল: শ্রমিকদের বাড়াবাড়ি নিয়ে তাঁরা অভিযোগ তুললেন। হংকং-এর দেড় লক্ষ ধর্ম-ঘটী শ্রমিক তখন কুয়াংচৌ-তে ছিলেন। তাঁদের থাকা-খাওয়া-পরার ব্যবস্থা কুয়াংচৌ-এর শ্রমিকদেরই করতে হয়েছিল। কিন্তু তাদের টাকাকড়ি ছিল খুব কম। কাজে কাজেই স্থানীয় রাজধানী থেকে টাকাকড়ি সংগ্রহ করা হোত। ওদিকে কিন্তু রাজস্বের সব কিছু ব্যবস্থাই ইংরাজদের নিয়ন্ত্রণে। তাঁরা এবার কুয়াংচৌ-র 'লাল' সরকারের সমস্ত টাকাকড়ি আটকে দিলেন। এদিকে 'ঐক্য' রক্ষার তাগিদে চেন তু-সিউ-এর অনুগামী শ্রমিক নেতারা যৌথ দর কষাকষির পথ গ্রহণ করে শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের সংযত করলেন। অথচ এই নির্দিষ্ট মাস-গুলির মধ্যে চেন তু-সিউ-এর নেতৃত্বাধীন চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি একবারও জনগণের কাছে তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক বক্তব্য সুস্পষ্ট করে তুলে ধরলেন না। বরং শ্রমিকদের 'বাড়াবাড়ি'কে এরা 'সংযত করলেন', 'নিন্দা করলেন' এবং 'দন্ড' দিলেন। প্রসঙ্গত বলা চলে যে, এভাবেই তাঁরা শেষ পর্যন্ত প্রতিবিপ্লবের সাহায্যকারী হয়ে দাঁড়ালেন। তাই দেখা গেল যে, শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে পার্টি সে সময় নেতৃত্ব দেয়নি এমনকি আত্মশক্তিতে দাঁড়িয়ে সাহসী ভূমিকাও গ্রহণ করেনি।

ফলে, পার্টির জীবনে অগ্রগতির পরিবর্তে এক ধ্বংসের গাড্ডাই তৈরী হতে শুরু করেছিল। পার্টির জীবনে এ পরিণতির জন্যে বোরোদিনকে যতটা দায়ী বলে দেখানো হয়েছে তা ছিল আরো বেশি। বোরোদিন যুক্তি দেখালেন যে শ্রমিক শ্রেণীকে নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে। কিন্তু ব্যাপার-স্যাপার ছিল খুবই জটিল। তিনি একথাও বললেন যে কুওমিনটাং-এর অন্তর্গত পুঁজিপতিদের মনে কমিউনিষ্টরা অবশ্যই 'দুশ্চিন্তা জাগাবে' না। সেখানে সবার উপরে থাকবে 'কাজের ঐক্য'।......এভাবেই পার্টির জীবনে বেইমানী শুরু হয়েছিল।

১৯২৬ সালের জানুয়ারী-তে নিহত লিয়াও চাং কাই-এর স্থানে ওয়াং চিং-ওয়েই কুওমিনটাং-এর প্রধান পদে পাকাপাকিভাবে নিযুক্ত হলেন। সে সময় অপর একটি 'ত্রয়ী' শক্তি গড়ে উঠল। তাতে ওয়াং চিং-ওয়েই চিয়াং কাই-

শেক এবং চিয়াং-এর সামরিক উপরওয়ালা সেনাধ্যক্ষ স্ন চাং-চি ছিলেন। এই ত্রয়ী গড়ে ওঠার পেছনে যে উদ্দেশ্য ছিল তা হ'ল, চিয়াং-কে দাবিয়ে রাখার একটা চেষ্টা মাত্র।৮ কিন্তু চিয়াং অচিরেই স্ন-এর হাত থেকে রেহাই পেলেন। স্ন চিহ্নিত হলেন 'দক্ষিণপন্থী' বলে। এই বদনামের ব্যাপারে তিনি কর্মী ও ধর্মঘটী শ্রমিকদের সাহায্য নিলেন। এই কমিটিতে এখন রইলেন দ্নজন। তারা হলেন ওয়াং চিং-ওয়েই এবং চিয়াং কাই-শেক। ওয়াং চিং-ওয়েই ছিলেন সব রকমের খেতাব ও সামাজিক মর্যাদার অধিকারী এবং চিয়াং-এর ছিল সব রকমের সামরিক শক্তি। কিন্তু এভাবে তিন মাসও তাঁদের কাটল না। ইতি-মধ্যেই চিয়াং মনস্থির করলেন যে ক্নওমিনটাং-এ তিনি প্নর্ণ ক্ষমতার অধি-কারী হবেন। তাই তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধির পথের বাধা ওয়াং-চিং-ওয়েই-কে হটাতে তিনি সচেষ্ট হলেন। কেননা তিনি মনে করলেন যে ক্নওমিনটাং-এর উদার-নৈতিক অংশকে দ্নর্বল করার পরবর্তী পদক্ষেপটি নেবার সময় প্রায় উপস্থিত হয়েছে। তিনি আরো ঠিক করলেন একই সময়ে কমিউনিষ্ট পার্টিকেও চ্নড়ান্ত আঘাত হানতে হবে। এরই পরিণতি স্বর্নপ ধরা যেতে পারে ১৯২৬ সালের ২০শে মার্চ-এর বিখ্যাত 'চ্নং শান' ঘটনাটিকে। চীন বিপ্লবের কাহিনীর মধ্যে বৈশিষ্ট্যপ্নর্ণ অন্যসব অন্নকাহিনীর মতই এটিরও আজ পর্যন্ত প্নরোপ্নরি বিশ্লেষণ হয়নি।

বোরোদিন ছিলেন তখন সাংহাই-এর বাইরে। (তাঁর স্ত্রী ফান্নি বোরোদিন ছিলেন আমেরিকান, তাঁদের সন্তানদের আমেরিকার একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি ক'রে দিয়েছিলেন)। ক্নওমিনটাং-এর নৌ বিভাগের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত রাশিয়ার উপ-দেষ্টাও সে সময় সাংহাই-এর বাইরে ছিলেন। কয়েকটি কামানবাহী পোত দিয়ে ক্নওমিনটাং নৌবাহিনী গড়ে ওঠে। 'চ্নং শান' রণপোতটি ছিল তারই অন্যতম। লি চি-ল্নং নামে একজন কমিউনিষ্ট-এর অধীনে এই পোতটি ছিল। বছরখানেক আগে লি চি-ল্নং, সান ইয়াত সেনবাদী সমিতির বির্নদ্ধে দাঁড়িয়ে-ছিলেন। তিনি এ সমিতিকে গণতন্ত্রবিরোধী এবং য্নক্তফ্রন্ট ভাঙ্গার প্রয়াসী বলে ধিকৃত করেছিলেন। ফলে এভাবেই তিনি চিয়াং-এর আক্রমণের লক্ষ্য-বস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন।

১৯২৬ সালে ১৮ মার্চ লি চি-ল্নং একটি বিশেষ বার্তা পেলেন। সে বার্তার মর্ম ছিল যে, তিনি যেন 'চ্নং শান' এবং 'পাওপি' নামে দ্নটি কামান-বাহী পোতকে পরীক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত রাখার জন্যে শহরের পোতাশ্রয় থেকে মাইলখানেক দ্নরের সেই ওয়াংপ্ন ডকে অবিলম্বে পাঠান। সে সঙ্গে টেলি-ফোনেও আর একটি বার্তা এল। তাতে তাঁকে পরামর্শ দেওয়া হ'ল যে পরীক্ষার জন্য সমস্ত সাজসরঞ্জাম সহ 'চ্নং শান'-কে যেন তৈরী রাখা হয়।

লি চিং-ল্ন য্নদ্ধে প্রস্তুত অতিরিক্ত সেনাদল দিয়ে রণপোতগ্নলির

পরীক্ষার্থ অংশগুলিকে উল্টে-পাল্টে দেখে কিছু কিছু অদল-বদল করলেন। তারপর চিয়াং কাই-শেক-কে টেলিফোনে বিস্তারিত জানালেন। কেননা তিনি বুঝেছিলেন যে তাঁর কাছ থেকেই এ আদেশ এসেছে। চিয়াং পরে বলেছিলেন যে তাঁকে হরণ করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল। আর লি যখন টেলিফোন করে বলেছিলেন 'কামানবাহী পোতগুলি তৈরী'—তখন তার মনেও সন্দেহ দৃঢ় হয়ে ওঠে। তাই বিপর্যয় এড়াবার জন্যে তিনি ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন।

চিয়াং কাই-শেকের অনন্য দূরদর্শিতাকে মেনে নিয়ে মনে হয় কেউ কোনো প্রশ্ন তোলেননি। এই সুযোগকে কাজে লাগাতে ইতিমধ্যেই তিনি বিশাল সৈন্য-বাহিনী এবং বহু সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন ঘটিয়েছিলেন। আর এই মিলিত শক্তি অতি দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে লি চিং লু-কে রণতরীতে গ্রেপ্তার করল। এই সঙ্গে শহরের মধ্যে থেকে চল্লিশ জন কমিউনিষ্টকেও গ্রেপ্তার করল। তাছাড়া কুয়াচৌ-এর রুশ উপদেষ্টাদের বাসস্থানগুলিও ঘিরে ফেলল। তারপর তাদের প্রহরীদের নিরস্ত্র করা হোল। আর ওয়াংপু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পঁচিশ জন কমিউনিষ্ট কর্মীকে চিয়াং এ সময়ে গ্রেপ্তার করে বন্দী করলেন। তাঁদের মধ্যে চৌ এন লাই-ও ছিলেন। এ গ্রেপ্তারের খবর ছড়িয়ে পড়ার আগেই শ্রমিক ইউনিয়নের সদর কার্যালয়ে হানা পড়ল। সেখানেও গ্রেপ্তার চলল। শ্রমিকদের ধর্মঘট কমিটি এবং তার রক্ষীদের নিরস্ত্র করা হোল আর সঙ্গে সঙ্গে সব অস্ত্র-শস্ত্রও আটক হোল। এভাবে সমস্ত অঞ্চল জুড়ে একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব গড়ে তোলা হোল। সৈন্যবাহিনী ও পুলিশ রাস্তায় রাস্তায় টহল দিতে শুরু করল। প্রধান প্রধান রাস্তার বুকে সশস্ত্র পুলিশ ও বিশেষ রক্ষীবাহিনীর ট্রাকগুলি যাতায়াত শুরু করল।

এদিকে অন্যান্য কুওমিনটাং নেতারা একেবারেই অপ্রস্তুত ছিলেন। লি চিং-লুং অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রায় বোকার মতই ওয়াং চিং ওয়েই-কে জড়িয়ে ফেললেন। লুং এ সময় বলেন যে ওয়েই কয়েক সপ্তাহ আগে 'ঝামেলা রুখবার' কথা বলে নৌবাহিনীর জাহাজগুলিতে অতিরিক্ত সৈন্য সমাবেশের হুকুম দিয়েছিলেন। হঠাৎ এই আক্রমণের পর চিয়াং পরিকল্পিতভাবে পথে পথে সেনাবাহিনীর টহল, সান্ধ্য আইন, হঠাৎ তল্লাসী, সামরিক হুমকি ইত্যাদি নানা রকমের চাপ সৃষ্টি করে জনজীবনে উত্তেজনা বজায় রাখলেন। দ্রুত এবং প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা গ্রহণে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি তখন অক্ষম ছিল। সে মুহূর্তে চাং কুয়ো-তাও যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গনের জিগির তুললেন। আর তা যদি হ'ত তাহলে তা সর্বনেশে হয়ে দাঁড়াত। কেননা ইতি-মধ্যে শ্রমিকদের নিরস্ত্র করা হয়েছে, ধর্মঘট কমিটিকে পঙ্গু করা হয়েছে, আর ইতিমধ্যেই সব অস্ত্র-শস্ত্র চলে গেছে চিয়াং-এর হাতে। এ অবস্থায় গোটা

কুওমিনটাং চিয়াং কাই-শেকের পিছনে জড়ো হোত। আর এমন কি রণতরীর সাহায্যে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছিল (ব্যর্থ হয়েছিল) এ সন্দেহই দৃঢ় হোত।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কুওমিনটাং-এর কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির একটি জরুরী অধিবেশন বসে। এ অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, 'ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে বামপন্থী কমরেডদের সাময়িকভাবে সরে যাওয়া উচিত।' ওয়াং চিং ওয়েই এর মর্ম বুঝতে পারলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝলেন যে, চিয়াং তাঁকে পথ থেকে সরাতে চাইছেন। একটি 'শিক্ষামূলক ভ্রমণে'র নাম করে তিনি অবশেষে ইওরোপে চলে গেলেন। ফলে, এক্ষেত্রে চিয়াং কুওমিনটাং-এ সর্বেসর্বা প্রভু হয়ে রইলেন।

এ অবস্থায় চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি যদি জনতাকে ডাক দিতেন, জনতাব সমাবেশ ঘটাতেন, তা হলে হয়ত চিয়াং-এর সুদিন এভাবে আসত না। তাছাড়া জনতাকে সংঘবদ্ধ করার সুযোগও তখন ছিল। কেননা ব্যাপারটা অনেকটা অদ্ভুতভাবেরহলেও বলা চলে যে, সে সময়ের সংবাদপত্র ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকাগুলি তখনও চিয়াং-এর বাহিনীর দ্বারা অধিকৃত হয়নি। তাই এসব মাধ্যমকে কাজে লাগাতে চীনেব কমিউনিষ্ট পার্টি যদি শক্তি ও সাহস দেখাতেন এবং চিয়াংয়ের শক্তির কাছে মাথা নোয়াতে কিংবা ভয়ে পালিয়ে যেতে অস্বীকার করতেন, তাহলে চিয়াং কাই-শেক এ দফায় হয়ত জিততে পারতেন না। কিন্তু চেন তু-সিউ ভয়ে পাথর বনে গেলেন। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তার হাত কচলাতে লাগলেন। আর এ অবস্থায় কি করতে হবে এ নিয়ে শুধু প্রশ্ন করতে লাগলেন। বোরোদিন তখন সাংহাই থেকে ফিরে এলেন। কিন্তু চিয়াং আগ বাড়িয়ে এসে প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে বললেন তিনি হয়ত বা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। তাছাড়া তাঁর স্নায়ুর অবস্থাও ভাল নেই। তিনি কাজের চাপে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি আরো বললেন যে, তাঁর জীবন আজ বিপন্ন। তাই তাঁকে ছাড়া বিপ্লবের কাজ চলতে পারে না। বিশেষ করে উত্তরেব অভিযানের জন্যে এখন তৈরী হতে হবে। চিয়াংয়ের কথায় মোহগ্রস্ত বোরোদিন কমিউনিষ্টদের তিরস্কার করলেন। জোর দিয়ে বললেন, তাদের এত 'বাড়াবাড়ি এবং 'তাড়াহুড়ো' করাটা উচিত নয়। তারই জবাবে চেন তু-সিউ মাপ চাইলেন। তা দেখে, যথেষ্ট উদারতার সংগেই চিয়াং বোরোদিনের আচরণে সন্তোষ প্রকাশ করলেন। এবার তিনি ওয়াংপু-তে চৌ এন-লাই যে পদে ছিলেন সে পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে আনতে চেন তু-সিউকে উপদেশ দিলেন। কারণ স্বরূপ তিনি বললেন যে, 'কমিউনিষ্টরা সেখানে অনেকটা স্থান জুড়ে আছে।' ওই অবস্থায় চিয়াংয়ের কাছ থেকে আশাতীত মার্জনা পেয়েছেন বলেই চেনের মনে হ'ল। তাই চিয়াংয়ের সে হুকুমনামা তিনি মান্য করলেন। এ সময় থেকে চিয়াং-এর

সংগে কমিউনিষ্টদের পারস্পরিক সম্বোধনের ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় পার্থক্য দেখা দিল। অধস্তনের ক্ষেত্রে ওপরওয়ালাকে যেমন লেখার বিধি প্রচলিত তেমনি সম্মানসূচক ভাষায় তাঁরা তাঁকে চিঠি লিখতেন। এ সময়ে আর একটি লক্ষণীয় দিক্ ছিল যে, কমিউনিষ্টদের পরিবর্তে চিয়াং-ই এবার শ্রমিকদের কাছে বর্তমান পরিস্থিতি 'ব্যাখ্যা' করার জন্যে এগিয়ে এলেন। ২রা মে, তিনি দুই পার্টির (কুওমিনটাং ও চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি) যৌথ অধিবেশনে 'শ্রমিক কৃষক ও সৈন্যদের মহান ঐক্য' নামে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। ১৪ মে সামরিক আইন জারী হোল। পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্যে 'কমিউনিষ্ট অভ্যুত্থান'এর গুজব রটিয়ে দেওয়া হোল। অপর দিকে জনজীবনে সন্ত্রাসের আবহাওয়াও সৃষ্টি করা হোল। শ্রমিকেরা নিরস্ত্রই রইলেন। কেননা ট্রেড ইউনিয়নগুলি এ সম্পর্কে কোন নির্দেশই তাদের দিল না। এ দিকে ধর্মঘট কমিটিও অসহায় হয়ে পড়ল। ইতিমধ্যেই শহরাঞ্চলে জমিদার ও জমিদারের সেনাবাহিনী কৃষক সমিতির নেতৃবৃন্দকে খুন করতে শুরু করল।

এ পরিস্থিতির মুখেই, সারা চীন শ্রমিক ফেডারেশনের তৃতীয় সম্মেলন ১৯২৬ সালের মে মাসের শেষ দিকে অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের দায়িত্বে ছিলেন লিও শাও-চি এবং লি লি-শান। ৪০০ ইউনিয়ন এবং ১,২৪০,০০০ শ্রমিকের প্রতিনিধিরা এ সম্মেলনে যোগ দেন। শ্রেণী সচেতনতার দিকে তাকালে দেখা যাবে যে সম্মেলনের আগের বছরগুলিতে এ শ্রমিকদের মধ্যে ৮০০,০০০ জন ২০০-এরও বেশি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধর্মঘটে অংশ নিয়েছিলেন। চিয়াং সেই সম্মেলন মঞ্চে দাঁড়িয়ে যে ভূমিকা নিলেন তাতে তাঁর কথাবার্তায় তাঁকে মনেপ্রাণে একেবারেই বামপন্থী বলে ভাবতে কষ্ট হলো না। সে মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রধান সেনাপতি চিয়াং কাই-শেক যে কথা বললেন তা হলো—'শ্রমিক কৃষক জনতা......সমস্ত প্রতিবিপ্লবীদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করছে। তারা জাতীয় সরকারের ভিতকে সংহত করছে।......এ থেকে যে কেউ দেখতে পাবেন যে সেনা বাহিনীর শক্তি ছাড়াই শ্রমিক এবং কৃষকেরা ইতিমধ্যেই 'তাদের নিজেদের শক্তি'তে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়তে সক্ষম হয়েছে'। উপস্থিত প্রতিনিধিদের কান ফাটানো হাততালিতে চিয়াং অভিনন্দিত হলেন। চিয়াং তখন বজ্রমুষ্টি উঁচিয়ে তুলে চিৎকার করে বলে উঠলেন 'বিশ্ব বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক্।' কাজ করার চীনা ধরন ধারনে অভ্যস্ত যে কেউ বুঝতে সক্ষম ছিলেন যে, চিয়াং তাঁর অনুগামীদের চীনা শ্রমিক সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁদের বলেছিলেন যে, শ্রমিকরা তখনও খুবই শক্তিশালী ছিল। তাই চিন্তার কোন কারন ছিল না যে, এ প্রহসন আরো কিছুকাল চলবে। মাও চিয়াং সম্পর্কে তখন যে কথা বলেছিলেন তা হোল—'চিয়াং কাই-শেক ভাল বক্তৃতা করতে পারেন। দেখা যাক্ তিনি কি করেন।' কিন্তু চিয়াং যা করছিলেন তা

ছিল খুবই স্পষ্ট। তিনি চেয়েছিলেন জনজীবন থেকে কমিউনিষ্ট প্রভাব খর্ব করতে।

১৯২৬ সালের ৫ই মে কুওমিনটাং-এর কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির এক বিশেষ অধিবেশন বসে। সে অধিবেশনে চিয়াং 'পার্টির ঘটনা সমূহের পুনর্বিন্যাসের' জন্যে একটি বিশেষ প্রস্তাব আনেন। সে প্রস্তাবে কুওমিনটাং দল ও তার সংগঠনগুলির মধ্যে কমিউনিষ্ট প্রভাব সীমাবদ্ধ করার রূপরেখাই বর্তমান ছিল। এ প্রস্তাবে আরো বলা হোল যে, চীনের কমিউনিষ্ট পাটির সদস্যদের মধ্যে যে সমস্ত সদস্য কুওমিনটাং-এর সদস্য আছেন এমন একটি নামের তালিকা তাঁর কাছে পেশ করতে হবে। তাছাড়া কুওমিনটাং-এর কোন পরিচালনার পদে কমিউনিষ্টরা থাকবে না। চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি তার সদস্যদের যা নির্দেশ দেবে তা অনুমোদনের জন্য তাঁর কাছে সে নির্দেশাবলী পেশ করতে হবে। ফলে, চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়া ছিল খুবই শোচনীয়। চিয়াং তবু অনমনীয় মনোভাব নিয়ে চললেন। তিনি বললেন যে, কমিনটার্ন থেকে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কাছে যে সব বার্তা ও নির্দেশ আসবে তাও তাঁকে জানাতে হবে। এ বিশেষ অধিবেশনে একমাত্র মাও চিয়াংয়ের বক্তব্যের বিরোধিতা করেছিলেন।

ইতিপূর্বেই ওয়াং চিং-ওয়েই কায়দা করে ইওরোপ ভ্রমণের নাম করে বাইরে চলে গিয়েছিলেন। সেহেতু চিয়াং একাধারে কুওমিনটাং, সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীর একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসলেন। তাছাড়া জাতীয় সৈন্যবাহিনীর প্রধান হিসাবে সমস্ত সরকারী ও দলীয় অফিসগুলিও ছিল তাঁরই অধীনস্থ। তিনি একাধারে অর্থ, অস্ত্র ভান্ডার, রাজনৈতিক বিভাগ এবং ওয়াংপু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করতেন। কিন্তু তথাপি উত্তরের অভিযানের জন্য তখনও তাঁর কমিউনিষ্টদের দরকার ছিল। কেননা এঁদের ছাড়া তাঁর বাহিনীকে অবিশ্বাস্য ধরণের অসুবিধায় পড়তে হবে, এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। কারণ তিনি শ্রমিক ও কৃষকদের জমায়েত করতে পারতেন না। তাই তিনি তখন চালাকি করে 'আত্ম-সমালোচনার' ভন্ডামী শুরু করলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর অধীনস্থ লোকের হঠকারী কার্যকলাপের জন্য কঠোর সমালোচনার ডাক দিলেন। এরই প্রেক্ষাপটে তিনি কয়েকজন নিম্নপদস্থ কর্মচারীকে শাস্তি দিলেন। তাছাড়া তিনি তাঁর পুরোনো সাথীদের কয়েকজনের সঙ্গ ত্যাগ করলেন। তাঁদের একজন ছিলেন, কুয়াংচৌ-র সেনানিবাসের অধ্যক্ষ। তিনি তাঁকে পছন্দ করতেন না। আর এসব কায়দা কানুনের ফাঁকে আসল ক্ষমতা হাতে নিয়ে কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর পরবর্তী আঘাত হানার জন্য প্রস্তুতি চালাতে থাকেন।

কুওমিনটাং ছিল একটি জাতীয়তাবাদী দল। তাতে বিপ্লবী উপাদানের বৈশিষ্ট্যও ছিল। কিন্তু সামরিক ডিক্টেটর চিয়াং কাই-শেকের হাতে কুওমিনটাং

দল রূপ নিল একটি প্রতিবিপ্লবী হাতিয়ারের। আইনতঃ না হলেও কার্যতঃ সে সময় থেকেই চেন তু-সিউ যুক্তফ্রন্ট, বিপ্লব এমন কি চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ালেন। আর সেই সময় থেকেই উত্তরের অভিযান চীনকে ঐক্যবন্ধ করার পরিবর্তে চিয়াং-এর শাসন কায়েম করার অভিযানে রূপান্তরিত হোল।

কয়েক দশক ধরেই ১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত প্রথম চীনের যুক্তফ্রন্ট নীতি সম্পর্কে মতবিরোধ চলে এসেছে। এই মতবিরোধের জোয়ারে এটা বলা হয়েছে যে, এই বেইমানী সম্পর্কে লিওন ট্রট্স্কি ইতিপূর্বেই সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। তাছাড়া তিনি যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে দিয়ে চীনের কমিউ-নিষ্ট পার্টির বেরিয়ে আসার যে দাবী তুলেছিলেন, তা সঠিক পন্থাই ছিল। অপর দিকে যুক্তফ্রন্ট টিঁকিয়ে রাখতে স্টালিন যে সুপারিশ করে-ছিলেন তা ছিল ভুল নীতি। পরিণামে যে বিপর্যয় ঘটে, এ ছিল তারই ফল।

এ প্রসঙ্গে সন্দেহের অবকাশ নেই যে চীন বিপ্লব সম্পর্কে স্টালিন ভুল খবর পেয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি এর জটিলতাও বুঝতে পারেন নি। প্রসঙ্গত বলা চলে যে, কমিনটার্নের প্রস্তাব ও নির্দেশাদিও ক্রমশই পরিস্থিতির সঙ্গে বেশি বেশি বেখাপ্পা ও অসময়োচিত হয়ে উঠেছিল। সেহেতু ট্রটস্কির বক্তব্যকে সঠিক বলে মনে করার এতেই কোন কারণ ঘটে না। চাং কুয়ো তাও-এর মতোই চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির বামপন্থী গোষ্ঠী ইতিমধ্যেই যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে দেবার সোরগোল তুলে ট্রটস্কির পথ অনুসরণ করে চলছিলেন। কিন্তু বস্তুত যুক্ত-ফ্রন্টে ভাঙ্গন এনেও কমিউনিষ্ট পার্টির ভেতরের দুর্বলতা তখন শোধরানো যেত না। বরং এতে তার বিলুপ্তি ঘটত। আর চিয়াং এ সুযোগে দেশকে লাটে তোলার জন্য বিদেশী সৈন্যদের সাদরে ডেকে আনতেন। এর ফল দাঁড়াত খুবই মারাত্মক। সান ইয়াত-সেন সারাটি জীবন যার জন্য ব্যয় করে গেলেন সেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পুরো ইতিহাসটিকে তখন টুকরো টুকরো করে ফেলা হোত।

তবে এ বিষয়টির মোদ্দাকথা জেনে রাখা ভাল। কারণ এর মোদ্দাকথা যুক্তফ্রন্ট টিকিয়ে রাখার প্রশ্নেই সীমাবন্ধ ছিল না। তা ছিল চেন তু-সিউ-এর নীতি স্বীকারের নীতির প্রশ্নে। যার অর্থ দাঁড়াল, কুওমিনটাং-এর প্রতি-বিপ্লবী নেতাদের হাতে বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্ব তুলে দেওয়ার প্রশ্নটি। ফলে, এই প্রথম যুক্তফ্রন্ট এবং প্রথম বেইমানী ছিল জাতির জীবনে বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। যারা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণে পারদর্শী ছিলেন তারা সঠিক শিক্ষাই পেলেন।

যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে ট্রটস্কির এ নিন্দাবাদ ছিল মূলতঃ বুর্জোয়া দলগুলির সংগে 'সাময়িক মৈত্রী' সম্পর্কিত লেনিনের মতবাদেরই পরিপন্থী। ১৯২১ সালে লেনিন বলেছিলেন যে, বুর্জোয়ারা জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলন কব্জা করতে এবং নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেষ্টা করবে। যা হোক্ তারা চরমপন্থী বলে ধ্বনিত হলেও তারা তাদের শ্রেণী স্বার্থেই এ বিপ্লবের সংগে বেইমানী এবং শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের সংগে আপোষ করবে। তাই কমিউনিষ্ট পার্টি যুক্ত-ফ্রন্টে থেকেও তার নিজস্ব স্বাধীনতা বজায় রাখবে এবং তাছাড়া শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর নেতৃত্বও নিজের হাতে রাখবে। মনে হয় যুক্তফ্রন্টের এ রণনীতি একমাত্র মাও সে তুঙই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই দেখা যায়, দশ বছর পরে যখন দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠেছিল তখন চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে প্রথম যুক্তফ্রন্টের ভয়াবহ শিক্ষার অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি ঘা মারতে থাকেন।

১৯২৬ সালের মার্চ মাসের সামরিক অভ্যুত্থানের ঘটনাটির বার্তা মস্কোয় পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু এ পাঠানো খবরে অভ্যুত্থানের প্রকৃত তাৎপর্যকে অস্বীকার করা হয়েছিল কিংবা বলা চলে যে বিষয়ের গুরুত্বের উপর যথাযথ মূল্যায়ণ তখন হয়নি। তাই স্বাভাবিক কারণেই বলা চলে যে, বোরোদিন এবং চেন তু সিউ-এর পাঠানো খবরে ঐ অভ্যুত্থানের গুরুত্ব কমিয়ে দেখানো হয়েছিল। আর এ শোচনীয় ভুলের জন্য অবশ্যই আজ তাদের দায়ী করতে হবে। এমনকি বোরোদিন কমিউনিষ্টদের 'বাড়াবাড়ির' কথাও লিখেছিলেন। চিয়াং তাঁর ছেলে চিয়াং চিং-কুয়োকে এ সময় মস্কোয় পড়তে পাঠিয়ে আর একটি চালাকির চাল চাললেন। স্বভাবতঃই তখন কি করে আর তাঁকে কমিউনিষ্ট সমর্থক নয় বলে কেউ সন্দেহ করবে?

ইতিমধ্যে মে মাসে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি ও কুওমিনটাং-এর এক যুক্ত অধিবেশন বসে। সে অধিবেশনে মাও সে তুঙ হাজির ছিলেন। সেখানে চিয়াং কাই-শেক তাঁর প্রতিনিধিদের মাধ্যমে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি ও কুওমিনটাং-এর সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের জন্যে চাপ দিয়েছিলেন। চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত রাখার জন্যে সমস্ত প্রস্তাবই কুওমিনটাং সদস্যদের দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। কমিউনিষ্টরা কুওমিনটাং-এর সমস্ত দপ্তর থেকেই তাদের কাজ হারালেন। এ অধিবেশনে চিয়াং কাই-শেকের প্রতিনিধি একটি প্রস্তাব আনলেন। এ প্রস্তাবে বলা হোল যে, কমিউনিষ্ট সদস্যরা তাঁদের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতি আনুগত্যের কথা ঘোষণা করবে। মাও সে-তুঙ এর প্রতিবাদ করলেন। আর এটি একটি অসম্ভব ব্যাপার বলেও তিনি তার সমর্থনে যুক্তি দেখালেন। কারণ স্বরূপ বললেন যে এর ফলে, চীনের অধি-কাংশ এলাকায় যে কোনো কমিউনিষ্টকে গ্রেপ্তার করা হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে

ঘটনাস্থলেই তাদের হত্যা করা হবে। মাও বললেন, 'জাতীয় বিপ্লবের ভবিষ্যতের পক্ষে এটা শুভপ্রদ নয়।' এ কারণে তিনি কুওমিনটাং-এর প্রচার বিভাগের তাঁর নিজস্ব দপ্তর ছেড়ে দিলেন। কিন্তু এর ফলে কৃষক প্রতিষ্ঠান উপেক্ষিত হোল। এ পরিস্থিতির মুখে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির পলিটব্যুরোর কাছে রিপোর্ট করার জন্য মাও সাংহাই রওনা হলেন।

ইতিমধ্যেই পার্টির এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হোল। সে সভায় সারা চীন শ্রমিক ফেডারেশনের নেতা লিও শাও-চি এবং চাং কুও-তাও উপস্থিত ছিলেন। শ্রমিক শ্রেণী সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিও শাও-চি একথা বললেন যে শ্রমিকেরা 'খুবই পিছিয়ে' আছে। তাই এ ক্ষেত্রে কৃষকদের শিক্ষিত করা এবং পরিচালনা করার গুরুদায়িত্বের কথাও তিনি বললেন। এমনকি তিনি এ মনোভাবও প্রকাশ করলেন যে শ্রমিক শ্রেণী এখনও প্রস্তুত নয়। তাছাড়া তিনি একথাও বললেন যে, এরা শিশুসুলভ বাম সংকীর্ণতাবাদে ভুগছিল। এসব বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি চেন তু সিউ-র মত একই নীতির সমর্থন করলেন। অপরদিকে চাং কুও-তাও জাতীয় বুর্জোয়া সম্পর্কে মত ব্যক্ত করলেন যে এরা হোল বিপ্লবের স্বাভাবিক শত্রু। তাই যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গনই হচ্ছে একমাত্র সম্ভাব্য সমাধান। তরুণ চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি যুক্তফ্রন্ট থেকে অবশ্যই নিজেকে মুক্ত করবে এবং তার শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করবে।

মাও সে তুঙ সে সময় কৃষক শ্রেণী ও কৃষকদের সমাবেশ সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাধারণ সম্পাদক চেন তু-সিউ-এর কাছ থেকে বাধা পেলেন। বক্তব্যে বাধাপ্রাপ্ত মাও তাঁর বন্ধুদের বলেছিলেন যে, চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির দুর্বলতা দূর করার ক্ষেত্রে একমাত্র সমাধানের পথ হচ্ছে জাতীয় পর্যায়ে কৃষক সংগঠনকে সশস্ত্র করে তোলা। তিনি তাঁর মতের সমর্থনে বার বারই একই কথা বললেন যে, 'কৃষকরাই হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণীর সবচেয়ে সুনিশ্চিত মিত্র।' সেখান থেকে তিনি তখন কুয়াংচৌ-র কৃষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরে গেলেন। কুয়াংচৌ-র সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তখন লি ফু-চুন শিক্ষকপদে নিযুক্ত ছিলেন। মাও-এর বন্ধু সাই হো-সেনের বোন সাই সাং-এর সঙ্গে লি ফু-চুন বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। সাংহাই থেকে মাও যখন কুয়াংচৌ ফিরে এলেন তখন তিনি তাঁকে কৃষকদের বিষয় নিয়ে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে বক্তৃতা দিতে বললেন।

১৯২৬ সালের জুলাই মাসে তিনি আবার সাংহাই ফিরে এলেন। অবশেষে, এবার তিনি এলেন চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কৃষক দপ্তরটিকে গড়ে তুলতে। আর এ বিষয়ে তিনি চাইলেন কুয়াংচৌ-র কৃষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষিত কর্মীদের কাজে লাগাতে। এ সময়ে তিনি হুনান প্রদেশেও যান এবং সেখানকার কর্মীদের সতর্ক করেও দেন। সে বছর জুন মাসেই কুওমিনটাং-এর

কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি উত্তরের অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আর জুলাইতে জাতীয় সৈন্যবাহিনীর সমাবেশের কথা ঘোষণা করা হয়। এ সময়ে ইতঃস্তত চারদিকে ঘুরে বেড়ানো, প্রবন্ধাদি লেখা, সম্পাদকীয় নিবন্ধাদি রচনা করা, বক্তৃতা এবং আসন্ন যুদ্ধের জন্য কৃষক সংগঠন সমূহের সমাবেশ করা ইত্যাদি মাও-এর কাজ ছিল। আর বিপ্লবের দিক থেকে এসব কাজ ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তা গুরুত্বপূর্ণ হলেও সে সময় কিন্তু একাজের গুরুত্ব অন্যের নজরে পড়েনি। কেননা সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করার জন্য জাতীয় সৈন্যবাহিনীর উত্তরে অভিযানে কুয়াংচৌ শহর থেকে যাত্রা শুরুর সময় অতিদর্শনীয় কুচকাওয়াজ এবং গণ-সমাবেশের উৎসাহের আলোড়নের ছায়ায় মাও-এর গুরুত্বপূর্ণ কর্মধারাগুলি প্রায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিল।

এ সময়ে কমিউনিষ্ট সাপ্তাহিক 'দি গাইড' বা 'পথ নির্দেশ' পত্রিকায় মাও-এর স্বল্পখ্যাত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালের নভেম্বর সংখ্যায়। "কিয়াংসু এবং চেকিয়াং প্রদেশে কৃষকদের কঠোর দুর্ভোগ এবং তাদের সামন্ত ও জমিদার বিরোধী আন্দোলন"-এ শিরোনামায় প্রবন্ধটি লেখা হয়, এ প্রবন্ধ রচনায় তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতাই কাজে এসেছিল। পলিটব্যুরোর সঙ্গে আলোচনার জন্য তিনি সাংহাই গিয়েছিলেন। পথে যেতে যেতে গ্রামাঞ্চলে তিনি যে সমীক্ষা চালিয়েছিলেন তারই ফলশ্রুতি এ প্রবন্ধে ধরা পড়ে। এ সব সরেজমিনের তদন্তের কাজে তিনি তাঁর কৃষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের সঙ্গে নিয়েছিলেন। তাঁর মূল খসড়া থেকে সংক্ষিপ্ত করেই এ প্রবন্ধটি ছাপা হয়। এ খসড়ায় কৃষকদের সংগঠিত করার জন্য মাও সে তুঙ যে সুপারিশ করেছিলেন সেগুলি বাদ দেওয়া হয়। সম্ভবতঃ চেন তু-সিউ-এর চাপানো 'সেন্সর' ব্যবস্থার জন্যই এরূপ ঘটেছিল।

মাও ইতিমধ্যেই বিভিন্ন কাউন্টি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি সে সব কাউন্টি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ লিখেছিলেন। তিনি তাঁর রচনায় এ সম্পর্কিত ঘটনাবলীর যে বিবরণ দেন তাতে জমিদারেরা কিভাবে চাষীদের ওপর অত্যাচার চালাত ; আর কিভাবে চৌ শুই-পিং নামে উশীর একজন ছাত্র ১৯২৫ সালে জাপান থেকে ফিরে এসে 'খাজনা বন্দোবস্তী চাষীদের' 'সমবায় স্বাবলম্বী সমিতি' সংগঠিত করতে চেষ্টা করেছিলেন তার কথা জানা যায়। তাঁর বর্ণিত বিবরণে আরও জানা যায় যে, 'চাষীরা তাকে অনুসরণ করেছিল... মেঘের মতো তারা ছড়িয়ে উঠেছিল...এক বাক্যে তারা খাজনা কমানোর দাবী তুলেছিল। ...কিন্তু চাষীরা সাধারণ সংঘবদ্ধ হবার আগেই জমিদাররা জোট বাধল ...তিনি জেলার আম[illegible]লাবর্গের অধস্তন ব্যক্তিবর্গ (অর্থাৎ তথা-কথিত ভদ্রলোকেরা) এবং জমিদারেরা একযোগে তাঁদের কাজে নামলেন।' সে
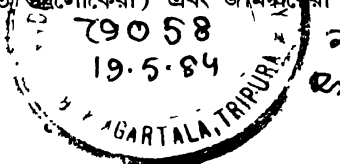
সময় সমরনায়ক সান চুয়াং-ফাং-এর অধীনে ঐ প্রদেশটি ছিল। এরা তাঁর কাছে চাষীদের দাবী সম্পর্কে প্রতিবিধানের আবেদন জানালেন। উক্ত সমরনায়ক চৌ-কে হত্যা করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনটিকেও তিনি দমন করলেন। কিন্তু ১৯২৬ সালে আবার চাষীরা খাজনা কমানোর দাবী তুলে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন। বছরটি ভাল কি খারাপ সে যাই-ই হোক না কেন জমিদারেরা কিন্তু খাজনা কমাতে অস্বীকার করলেন।

১৯২৬ সালের বসন্তকালে জুসি কাউন্টিতে খরা সত্ত্বেও জমিদারেরা খাজনা কমাতে অস্বীকৃত হলেন। ফলে, চাষীরা দাঙ্গা বাধাল। 'সমস্ত বাউন্ডুলে সর্বহারারা তাঁদের সঙ্গে খুব সাহস নিয়ে যোগ দিয়েছিল।' মাওয়ের সহকর্মীরা যে সব শক্তিকে মার্কসবাদী শ্রেণী বিভাগে ঠাঁই পাওয়ার যোগ্য বলে ভাবেননি, সেই সব ভিক্ষুক, ভূমিহীন ক্ষেত মজুর আর ভবঘুরেদের কথা মাও তাঁর চীনা সমাজের শ্রেণীগুলির বিশ্লেষণে উক্তভাবে উল্লেখ করেছিলেন। কৃষকেরা সে সময় জমিদারদের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়েছিল। ওদের ফসল ও ভাঁড়ার খেয়ে খালি করে দিয়েছিল। তারা এমনকি পুলিশ থানা পর্যন্ত পুড়িয়ে দিয়েছিল। আর থানার অস্ত্রশস্ত্রও ভাগাভাগি করে নিয়েছিল কিন্তু তা সত্বেও আন্দোলনটিকে দমন করা হয়েছিল......এর কারণ হচ্ছে যে, জনগণ নিজেদের পুরোপুরি সংগঠিত করতে পারেননি। তাছাড়া তারা তাদের আন্দোলনে সঠিক নেতৃত্বও পায়নি......তাই সে কারণেই আন্দোলন আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তা ব্যর্থ হয়।'

এ প্রবন্ধটি লেখার সম্ভবতঃ একটি উদ্দেশ্য ছিল। ভবিষ্যতে কোন পথ গ্রহণীয় হবে তারই ব্যাখ্যা করে হয়ত বা এ প্রবন্ধে তারই একটি হুঁশিয়ারী ছিল। আর নেতৃত্ব সম্পর্কেও তাতে বিশদ ইঙ্গিতের উদ্দেশ্য ছিল। এ ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর পলিটব্যুরোর কমরেডদের সচেতন করার প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু বৃথাই সেই চেষ্টা। চেন তু-সিউ ইতিমধ্যেই 'কৃষক আন্দোলন সীমিতকরণ' কর্মসূচীকে তাঁর নীতি হিসাবে গ্রহণ করেন। আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে নভেম্বরে কৃষকদের কোনো সামরিক বাহিনী গড়ে ওঠা নিষিদ্ধ বলে গৃহীত হয়েছিল। মাও তাই সংগ্রামের কথা বললেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে চেন তাঁর নূতন সূত্র বের করলেন। 'পিছু হটা' আর 'কমিউনিষ্টদের উপর কুওমিনটাং-এর চাপানো নিয়ন্ত্রণের গন্ডীকে না ছাড়িয়ে গিয়ে কুওমিনটাং-এর জন্য কাজ করো' এ নীতি তিনি ঘোষণা করলেন। তাছাড়া আরো একটি লক্ষণীয় ঘটনার উল্লেখ করা যায় যে, দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রশ্নে এবং সামরিক অভিযানের প্রস্তুতির জন্য সৈন্যবাহিনীর মধ্যে রাজনৈতিক সংগঠনের কোন কাজ না করার কথাই পার্টির তরফ থেকে সে সময় বলা হয়েছিল। আর এ প্রসঙ্গে বলা চলে যে, সামরিক কাজে কুওমিনটাং-এর সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য

কমিউনিষ্টদের আদেশ দেওয়া হয়েছিল বলেও চৌ এন-লাই এই মর্মে রিপোর্ট করেছিলেন।

১৯২৬ সালের ৯ই জুলাই সেই প্রতিক্ষিত উত্তরে অভিযান শুরু হোল। জাতীয় সৈন্যবাহিনী প্রবল উৎসাহের মধ্য দিয়ে সে অভিযানের উদ্দেশ্যে কুয়াং-চৌ ছাড়ল। ধুসর উর্দি পরিহিত সেনাবাহিনীকে দেখে জনতা মহা উল্লাসে ফেটে পড়ল। সেই উল্লসিত জনতার কাছে চিয়াং তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা জানালেন। তিনি বললেন যে, সমস্ত সমর নায়কদের তিনি পরাস্ত করবেন। চীনকে একতাবন্ধ করবেন, আর অসম সন্ধি চুক্তিগুলির ও বিদেশীদের অতিরিক্ত আঞ্চলিক অধিকারসমূহের বিলুপ্তি ঘটাবেন। তাছাড়া সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটিয়ে 'বিশ্বশান্তি' প্রতিষ্ঠা করবেন। কালের বিচারে চিয়াং ছিলেন একজন যুগ পুরুষ—দেশনায়ক। আর এ বিষয়ে এটা ছিল তাঁর জীবনে মহাকাল সাম্যের ঘটনা। চিয়াং এ অনুকূল আবহাওয়ায় নিজের হাতেই এ উদ্যোগটিকে কেড়ে নিলেন। আর তাঁর এই বিজয়ের শেকলে বাঁধা একটি বন্দীরূপে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি কালের পথে এসে দাঁড়াল।

দু মাসের মধ্যেই কিয়াং শি, হুনান হুপেই প্রদেশগুলি জাতীয়তাবাদী বাহিনীর দখলে এল। ১২ সেপ্টেম্বর জেনারেল তাং শেং-চি'র বাহিনী চাংশায় প্রবেশ করল। জেনারেল তাং ছিলেন একজন উদারনৈতিক সেনানায়ক। তিনি ১৯২৩ সালে সান ইয়াত সেনের কুয়াংচৌ সরকারে যোগ দিয়েছিলেন। সেপ্টেম্বরের শেষ ভাগে প্রদেশটি তাঁর দখলে এল। জেনারেল তাং সেই প্রদেশের কার্যকরী শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন। ভয়ে অন্যসব সমরনায়কেরা পালিয়ে গেলেন।

এ সব দ্রুত বিজয়ের প্রশ্নে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে শত্রুঘাঁটিগুলির অন্তরালে শহরের শ্রমিকদের সংগঠিত ধর্মঘট এবং কৃষকদের অভ্যুত্থানের ফলেই এ সাফল্য অনেকাংশে সম্ভব হয়েছে। শ্রমিকদের মনে যেমন গভীর আবেগ ছিল তেমনি তাদের আত্মত্যাগও ছিল অতুলনীয়। তারা গোপনে রক্ষী বাহিনী গড়ে তুলল এবং আচমকা সমরনায়কদের দুর্গগুলো দখল করে নিল। শহরাঞ্চলের কৃষকেরা পুলিশ থানা অধিকার করতে অভিযান শুরু করল। তাছাড়া তারা মুটে, দূত, পথ প্রদর্শক, স্ট্রেচার বাহক, খাবার ও জল সরবরাহের কাজ বিনা পারিশ্রমিকেই করতে শুরু করল। বিশেষ করে হুনান প্রদেশে মাও কৃষকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। সেখানে কৃষকদের নিজস্ব সংগঠিত রক্ষী বাহিনী দ্বারা জাতীয় সৈন্যবাহিনী প্রচুর সাহায্য পেয়েছিল। এ রক্ষীবাহিনী নিজেদের উদ্যোগেই ক্রমে বেড়ে উঠেছিল। এমনকি বলা চলে যে, সেনাবাহিনী পেঁাছবার আগেই তাদের জন্য অনেকটা যুদ্ধ জয়

হয়ে গিয়েছিল। প্রগতিশীল শক্তির বিপুল সমাবেশে বহু সামরিক শিক্ষানবিশ অফিসার এবং পুঁজিপতিরা ভয় পেয়েছিল। এখানেই হোল শক্তি আর ক্ষমতার প্রশ্ন। বলা চলে যে, এটাই একটা সার্বিক বিপ্লব ঘটাতে পারত। ইতিমধ্যে প্রগতিশীল শক্তির যত বেশী জয় ঘটতে লাগল, তত বেশী প্রতিক্রিয়াশীলেরা নিজেদের সম্বন্ধে আতঙ্কিত হয়ে উঠল।

১৯২৬ সালের ডিসেম্বরে মাও আবার চাংশায় ফিরে এলেন। সে সময় সেখানে তাঁর উপস্থিতি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে তিনি হুনানের প্রথম কৃষক ও শ্রমিক কংগ্রেসে ভাষণ দিয়েছিলেন (ডিসেম্বর ২০—২৯, ১৯২৬)। তিনি এ কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। শ্রমিক ও কৃষকদের এ কংগ্রেসে মাও এর সময়োপযোগিতার দিক্ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দেন। তাঁর এ বক্তৃতা ছিল অনেকটা চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। কারণ এটা চেন তু-সিউর আদেশের বিরুদ্ধেই গিয়েছিল। কিন্তু তা সত্বেও এ কংগ্রেসের তাৎপর্যকে অস্পষ্ট করে রাখারই চেষ্টা সব সময় হয়েছে এমনকি এর গুরুত্বকেও উপেক্ষা করা হয়েছে।

১৯২৬ সালের ২৯ ডিসেম্বর চাংশায় খবরের কাগজের একটি রিপোর্ট অনুসারে জানা যায় যে, মাও বলেছিলেন, চীনের সামনে একটা বিরাট সুযোগ আসছে। ইতিমধ্যেই ১২ লক্ষ কৃষক সংগঠিত হয়েছে। তাছাড়া সে সময় শ্রমিক-কৃষক-ব্যবসায়ী এবং ছাত্রদের একটা যুক্তফ্রন্ট যে দরকার ছিল সে কথাও তিনি জোরের সঙ্গে বলেন। কেননা বিপ্লবের জন্য সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণীর ঐক্য প্রয়োজন। মুখ্যতঃ জাতীয় বিপ্লব হোল শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষক বিপ্লব। আর তাই এ বিপ্লব মূলতঃ কৃষক শ্রেণীর উপরই নির্ভর করে। এর পর তিনি শহরাঞ্চলের ব্যবসায়ী কারবারের বাজার নিয়েও বিশ্লেষণ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবীদেরও পরিস্থিতির বিচার বিশ্লেষণ করেন। এ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, তাঁদের অধিকাংশই হলেন অ-বিপ্লবী। তবে তাঁদের কেউ কেউ যেমন প্রগতিশীল ছিলেন আবার তেমনি অল্প কয়েকজন আবার প্রতিক্রিয়াশীলও ছিলেন বটে। তাই তাবা যদি একান্তই বিপ্লব চান তবে অবশ্যই তাদের শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হতে হবে।৯ তাই আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে চেন তু-সিউ-এর কাছে এ বক্তৃতা কত অবাঞ্ছিত ছিল। সে সময়ে মাও নিজেকে যে পরিস্থিতিতে দেখেছিলেন তখনকার পরিস্থিতি ছিল বাস্তবিকপক্ষে আবো বেশি তাৎপর্যপূর্ণ।

স্বভাবতঃই মাও-কে এ সময় মানসিক দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হতে দেখা যায়। একদিকে মাও-কে যা করতে বলা হয়েছিল সে আদেশ, অপরদিকে তিনি যা উচিত মনে করেছিলেন সে আবেগ, এ দুয়ের ধাক্কায় তাঁর মন ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল। ইতিপূর্বেই শ্রমিক এবং কৃষক শ্রেণীর বাড়াবাড়ি সম্পর্কে অভিযোগ-

গুলি কুওমিনটাং-এর মস্কোস্থিত প্রতিনিধিদের দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। সে অভিযোগগুলি এমনকি স্টালিনের কাছেও গিয়ে পেঁাছেছিল। এ অভি-যোগে বলা হয়েছিল যে, হুনানের কৃষকেরা 'নিয়ন্ত্রণের বাইরে।' কৃষকদের এ বাড়াবাড়ির জন্য সেখানে ঘটনা ঘটবে এ মর্মে চিয়াং কাই-শেকের কাছ থেকেও এক ক্রুদ্ধ বার্তা পেলেন বোরোদিন। এর ফলে, হুনানের কৃষক শ্রেণীকে সংযত করার জন্য শ্রমিক ও কৃষক কর্মীদের নিয়ন্ত্রণে আনাতে শ্রমিক ইউ-নিয়নগুলির ওপর এক কড়া নির্দেশ এল। এ নির্দেশ মাও-এর উপরও এসে পড়ল। তাকেও বলা হয়েছিল এদের 'সংযত করতে এবং তাদের উদ্যমকে ব্যর্থ করে দিতে' আর কৃষক এবং শ্রমিকদের কংগ্রেসকে নির্দেশাবলী মেনে চলার কথা বলতে। কিন্তু সে সময় কৃষক শক্তির প্রবল জোয়ারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মাও এই ভুল সিদ্ধান্তের ভয়াবহতা উপলব্ধি করেছিলেন। আর এও উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাদের কথামত কাজ করার নামান্তরই হবে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। তাই মাও তাঁর চিন্তানুযায়ী সে সময় যে সংগ্রামী বক্তৃতা দিয়েছিলেন চেন তু-সিউর পক্ষে তা ছিল একান্তই ভাবনাতীত'।

এ কথা স্বীকৃত যে, স্টালিন আগাগোড়াই কৃষকদের সচেতন করার কথা বলে এসেছেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই দেখা গেল যে স্টালিনও যেন কিছুটা প্রভা-বিত হয়ে পড়েছেন। আর ১৯২৬ সালের অক্টোবরে স্টালিনের পাঠানো সেই টেলিগ্রাম থেকে এটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। এতে তিনি কৃষকদের সম্পর্কে সতর্কতা ও সংযমের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে এ কথাও ঠিক যে, স্টালিন প্রকৃত পরিস্থিতিটি জানতেন না। তাছাড়া তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি যে, চেন তু-সিউ এই সুযোগে ফলপ্রসূ কাজকে বন্ধ করতে কিভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

নভেম্বরেই স্টালিন তাঁর মত পরিবর্তন করলেন। তিনি বললেন যে, 'যে খবর আমরা পেয়েছি তা সঠিক নয়।' তাই নভেম্বরে তিনি এক তারবার্তা পাঠালেন। সে তারবার্তায় তিনি কৃষকদের যুদ্ধার্থে প্রস্তুত বা সংগঠিত করার উপর জোর দিয়েছিলেন। ঐ মাসেই স্টালিনের নির্দেশে কমিনটার্ন-এ (সপ্তম প্লেনাম) সংযত হবার উপদেশ দিয়ে যে যে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল তার পাল্টা সিদ্ধান্ত নিলেন। সুতরাং যে সব বিভ্রান্তি ও দ্বন্দ্ব সে সময় বর্তমান ছিল এ ধরণের সিদ্ধান্ত ছিল তারই একটি নির্দেশক বস্তু মাত্র। যদিও একথার কোন উল্লেখ নেই তবু বলা চলে যে, এ সবের মূলে ছিল অনুবাদ সমস্যা, ভুল সংবাদ সরবরাহ এবং ভুল ব্যাখ্যার সমস্যা। চেন তু-সিউ স্টালিনের পরবর্তী এই পাল্টা সিদ্ধান্তের কথা মাও-কে জানাননি। মনে হয়, অনেক পরে ছাড়া, পলিটব্যুরোর অন্যান্য সদস্যদেরও তিনি তা দেখাননি। স্টালিনকে তাঁর বিবৃতিতে বলতে হয়েছিল যে, 'টেলিগ্রাম পাঠিয়ে কেউ বিপ্লব চালাতে

পারে না।' কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই যে, চীনের ইতিহাসে তখন তাই ঘটেছিল। তখন বাস্তবের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, কমিনটার্নের সিদ্ধান্তসমূহ এবং স্টালিনের নির্দেশাদি ঘন ঘন আসতে থাকে। কেননা চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি তখন নিজে তাদের সিদ্ধান্তস্থির করতে অসমর্থ ছিলেন। কিন্তু দুঃখের কথা যে, এরা আবার অপরের সিদ্ধান্তগুলিও কার্যকরী করতে অক্ষম ছিলেন। ফলে, দূর থেকে শুধু এ অবাধ চিন্তার সাহায্য যুগিয়ে পার্টির জীবনে বিপর্যয় আরও বাড়িয়ে দিল। ব্যাপারটা এত দূর গড়াল যে সেকালের জটিলতা আজও তার ভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা সৃষ্টি করছে।১০ মস্কোর তারবার্তাগুলি সে সময় চীনের প্রতি উপদেশের বান বইয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কখনও জানা যেতনা কোন কোন পরিস্থিতিতে এর ভুল প্রয়োগ ঘটবে। ইতিমধ্যেই স্টালিন পত্রের বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ করার জন্য এবং তার উপর বক্তব্য দাখিল করার জন্য কমিনটার্ন কমিটিগুলি গঠন করল। তবে এগুলো করতে বেশ সময় নিল। কিন্তু দুটো কমিটি দুটো পরস্পরবিরোধী মন্তব্য পেশ করল। অবশেষে প্রতিনিধি দল পাঠানো হোল। কিন্তু তাঁরা প্রকাশ্যে বিবাদ করতে শুরু করলেন এবং পরস্পরের বিরোধিতা করতে লাগলেন। এ সব গোলমালের মধ্যে সময়ের ব্যাপারটাও ছিল। অথচ এদিকে অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হতে লাগল। ফলে, মস্কো থেকে 'উপদেশ' আসার সময়টুকুর মধ্যেই সব কিছুরই এক আমূল ভিন্নরূপ দেখা দিতে শুরু করল। আর অপরদিকে খোদ মস্কোয় স্টালিন-ট্রট্স্কি সংগ্রাম চীনের এ অবস্থাটিকে আরো জটিল করে তুলল।

এই আতঙ্কজনক জগাখিচুড়ী১১ অবস্থায় মাও কি করতে পারেন? সে কারণেই বোধহয়, ওই ডিসেম্বরের কৃষক এবং শ্রমিক কংগ্রেসে তাঁকে দেখতে অনন্য এক বিশুষ্ক চেহারার মানুষ বলে মনে হয়েছিল। তিনি একটা ঢিলে জ্যাকেট পরে দাঁড়িয়েছিলেন। হাত দুটি ছিল তাঁর পিছনে। এভাবেই তিনি সে সময়ের একটি আলোক চিত্রে ধরা পড়েছিলেন। আমরা যতটা জানি সে তথ্য মতে বলা চলে যে, ওই কংগ্রেসে তিনি কৃষক ও শ্রমিকদের সংযত করেন নি। কংগ্রেসে তাঁরা জমিদারের হাত থেকে জমি বাজেয়াপ্ত করার প্রস্তাবই পাশ করেছিলেন।

ইতিমধ্যেই বিপ্লবী সৈন্যদল উহানে এগিয়ে এল। ডিসেম্বরের মধ্যেই এর পতন ঘটল। চিয়াং কাই-শেকও চাংশায় এসে হাজির হলেন। 'জনগণের নায়করূপে' নিজেকে তিনি জাহির করে সংগ্রামী শ্রমিক শ্রোতাদের খুশী করতে এবং তাঁর নিজের সম্পর্কে সব রকমের সন্দেহ দূর করার মতলবে নিজের ভূমিকা নিয়ে একটি বক্তৃতা দিলেন।

'সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করার পরই চীন তার স্বাধীনতা লাভ করতে পারে। ......তৃতীয় আন্তর্জাতিক হবে বিশ্ব বিপ্লবের সদর দপ্তর।......সাম্রাজ্যবাদকে

উৎখাত করতে আমাদের অবশ্যই রাশিয়ার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।......এই চীনবিপ্লব বিশ্ববিপ্লবেরই একটা অংশ।......সাম্রাজ্যবাদকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করার কাজে আমরা তাই বিশ্ববিপ্লবের সমস্ত সৈনিকদের অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ করব।' একদিকে তিনি এভাবে তার বক্তব্য তুলে ধরলেন আর অপর-দিকে কুয়াংচৌ-র শ্রমিকেরা তারই সহকারীদের দ্বারা নির্বিবাদে খুন হচ্ছিলেন।

'এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখেও মাও কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, চাংশা, লিলিং, শিয়াংতান, হুশান এবং সিয়াং সিয়াং হুনানের এই পাঁচটি জেলায় কৃষক সংগঠন এবং রাজনৈতিক অবস্থার আমি তদন্ত করে-ছিলাম। আর সেই সঙ্গে কৃষক আন্দোলনের নূতন পথ গ্রহণ করার উপর জোর দিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরী করেছিলাম।' মাও-এর লিখিত বিবরণে জানা যায় যে, ১৯২৭ সালের ৪ঠা জানুয়ারী থেকে ৫ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত পাঁচ সপ্তাহ ব্যাপী ঘুরে ঘুরে এ তদন্তের কাজ চলেছিল। এটাই ছিল হুনানের কৃষক আন্দোলনের উপর মাও-এর বিখ্যাত একটি তদন্তের রিপোর্ট।১২

১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ ভাগে জাতীয় সৈন্যবাহিনীর বিজয় ঘটল। কিন্তু এ সাফল্যের পর মুহূর্তেই কৃষক সংগঠনগুলিকে দমন করার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও নভেম্বর-ডিসেম্বর এ দু'মাসে কৃষক সমিতিগুলির তালিকাভুক্ত সদস্য সংখ্যা ১০ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষে দাঁড়িয়ে-ছিল। ৭৫টি কাউন্টির মধ্যে ৫৪টি কাউন্টিতেই তখন কৃষক সমিতি গড়ে উঠে-ছিল। এদিকে কুওমিনটাং যাতে চটে না যায় সে জন্য সমাজের 'ইতরজন'দের সংযত করার নির্দেশ জারি হয়। এ নির্দেশ জারিতে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কৃষক বিভাগের প্রধান তাঁর উত্তেজিত তারবার্তায় মাও-কে বাক্যবাণে জর্জরিত করে তোলেন। যখন সে তারবার্তাগুলি মাও তার হাতের মুঠোয় পেতেন, জানতেন সে নীতিগুলি কত ভুল। আর চার পাশে যখন শুনতেন কৃষকদের প্রশংসার কথা তখন তাঁর মনের ভাব কী রকম হোত? তাই দেখা যায় যে তিনি তাদের 'সংযত বা নির্মূল' করতে অন্তর দিয়ে চান নি এবং তা কখনও পারেন নি। তিনি বরং তাদের অবস্থা ও শক্তি সম্পর্কে তদন্ত করতেন। ডিসেম্বরের ৩০ তারিখ থেকে ৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত পাঁচ দিন মাও শাওশানে কাটালেন। বোঝা গেল, তিনি যে এবার বিরাট লড়াই শুরু করবেন তারই শক্তি সঞ্চয় করতে তিনি এ সময়টি নিলেন।

এদিকে কৃষকেরা নিজেদের উদ্যোগেই ইতিমধ্যে জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করতে শুরু করলেন। এমন কি তাঁরা অত্যাচারীদের ও দুর্নীতি-গ্রস্ত কর্মচারীদের শাস্তি দিতেও ইতিমধ্যেই আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। পলায়মান জমিদারেরা এসব কাজকে বলতেন 'বর্বরতা', কিন্তু এ সব কাজে

মাও-এর অনুমোদন ছিল। তাঁর মতে, যে দুর্ভোগ কৃষকদের ইতিপূর্বে সহ্য করতে হয়েছিল সে তুলনায় কৃষকেরা ছিলেন উন্নতমনা এবং উদার প্রকৃতির। এটা ছিল বিপ্লব। মাও যেমন তার বর্ণনা দিয়েছিলেন তা হোল ঃ এটি ছিল একটি ঘূর্ণিবাত্যা, একটি প্রচণ্ড ঝড়। আর এ ঝড়ই হল বিপ্লবী উদ্দীপনার সর্বব্যাপী, মূলীভূত অপ্রতিরোধ্য উৎসারণ আর স্বর্গ মর্ত্যকে পাল্টে দেবার মত একটি তুষার ধ্বস। এরই মধ্যে মাও সে-তুঙ কৃষক জনতার পক্ষে নিজেকে দেখতে পেলেন। এ প্রসঙ্গে মাও-এর মানসিকতার দিকটি স্মরণীয়। তিনি বলেন, 'যা সূর্য ও চন্দ্রকে জায়গা বদল করতে শেখাতে পারে' এমন ভাবধারায় উদ্দীপিত হয়ে একবার চলতে শুরু করলে তা হবে যে কোনো শক্তির চেয়েও শক্তিমান।' এ অসাধারণ শক্তির প্রভাবই তিনি সারা জীবন মনে রেখেছেন। এই বত্রিশ দিনের প্রতিটি দিন-রাত্রি অস্থি মজ্জায় মেশা অভিজ্ঞতায় তাঁর চিন্তাধারা গড়ে তুলতে তিনি তা স্মরণ করতেন।

মাও বলেন, 'হুনানে আমার সাম্প্রতিক সফরকালে আমি সেখানকার অবস্থা নিয়ে একটা প্রাথমিক তদন্ত করেছিলাম।......আমি কাউন্টি শহরে এবং গ্রামে গ্রামে তথ্যানুসন্ধান সম্মেলন ডেকেছিলাম।...আমি সে সমস্ত বক্তব্য বিষয়গুলি গভীর মন দিয়ে শুনতাম।......কৃষক আন্দোলন কি আর কেনই বা এ আন্দোলন এর অনেক বিষয়েই হানকো এবং চাংশার ভদ্রলোকেরা যা ভাবেন সে সব তথ্য ছিল তার একেবারেই উল্টো। আমি অনেক অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছি এবং শুনেছি—যা এতদিন পর্যন্ত ছিল আমার অজানা। (আন্দোলনের বিরুদ্ধে চলার সব কথাবার্তা দ্রুত সংশোধন করতে হবে। কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত বিপ্লবী কর্তৃপক্ষের গৃহীত ভুল ব্যবস্থাগুলি অবশ্যই দ্রুত বদলে ফেলা দরকার। শুধু এটা হলেই 'বিপ্লবের ভবিষ্যৎ' গঠন উপকৃত হবে। কেননা কৃষক আন্দোলনের বর্তমান অভ্যুত্থান একটা বিশাল ঘটনা।) বোঝা গেল, অল্প সময়ের মধ্যেই......কয়েক কোটী কৃষক একটা প্রচণ্ড ঝড়, একটা ঘূর্ণি-বাত্যার মত জেগে উঠবে। আর এ শক্তি এত দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং প্রচণ্ড হবে যে, তা প্রতিরোধ করতে সে যত বিরাট শক্তিধরই হোক না কেন—একে রাশ টেনে ধরে রাখতে পারবে না। যে সব ফাঁদ তাদের বন্দী করে রেখেছে তা তারা ছিঁড়ে ফেলবে—আর দ্রুত তালে মুক্তির পথে এগিয়ে যাবে।' (বন্ধনীর মধ্যে গ্রন্থকারের উক্তি)

মাও যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, অনুচ্ছেদের পর অনুচ্ছেদ জুড়ে তারই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্য ঘটনার ছক কেটেছেন, আর জীবন্ত শব্দচছটায় তারই বর্ণনা করে-ছেন। এই কৃষক আন্দোলনের বিকাশ দুটি কালের মধ্যে ধরা পড়ে ঃ ১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বরের আগে পর্যন্ত সময়টি ছিল সংগঠন গড়ার কাল কিন্তু এ বছরের অক্টোবর থেকে জানুয়ারী পর্যন্ত কালটি ছিল...বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের

কাল।' পরবর্তী অধ্যায়টি ছিল উত্তরের অভিযানের সময় কাল। আর এ সময় কালের মধ্যে কৃষক সমিতির সদস্য সংখ্যা দ্রুততালে ২০ লক্ষ পরিবারে গিয়ে পোঁছেছিল। যার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, প্রায় এক কোটি লোক তার সামিল হয়েছিল।১৩ বলা হোল যে, 'হুনানের কৃষক সমাজের প্রায় অর্ধেক এখন সংগঠিত।' তারা তখন স্থানীয় অত্যাচারীদের আক্রমণ করছিল—আর আক্রমণ করছিল জমিদারদের, যারা কোন আইনের মর্যাদা দিত না এমন কি সাধারণ মানবিকতার ধারও ধারত না : যারা খুশিমত কৃষকদের ধরে ধরে হত্যা করত, কৃষকদের স্ত্রী কন্যার উপর বলাৎকার চালাত কিংবা তাদের খুশীমত অপহরণ করত। বলা চলে, 'হাজার হাজার বছর ধরে সামন্ততান্ত্রিক জমিদাররা যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত সে সবই এখন গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল।' 'কৃষক সমিতিগুলির হাতে সব ক্ষমতা চাই'—এ দাবীই এখন বাস্তবে রূপ পেল। এমন কি দাম্পত্য কলহের মত তুচ্ছ সব ব্যাপারও তখন কৃষক সমিতির কাছে আনা হোত। তারা এমনই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন যে, তখন ছোট ছোট জমিদার বা জোতদারও কৃষক সমিতির অন্তর্ভুক্ত হতে চাইছিল। তারই জবাবে 'কে তোমাদের নোংরা টাকা চায়?'—গরীব কৃষকেরা এ উত্তর দিত এবং তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করত।

কিন্তু এ সবের উপর মাও-এর সুনির্দিষ্ট মন্তব্য ছিল আরও মারাত্মক। "এটা ভয়ানক" বা "এটা চমৎকার"......গ্রাম থেকে যখনই এ সব ঘটনার খবর পৌঁছত তখন হৈ চৈ -এর কারণ ঘটত। মাও এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে এ খবর পেয়ে এমনকি শহরের সম্পূর্ণ বিপ্লবী চেতনাসম্পন্ন লোকেরাও 'মনমরা' হোত, আর ভাবত যে 'এটা ভয়ানক।' কিন্তু মাও এতে জোর দিয়ে বলতেন যে, না—'এটা চমৎকার।' তাঁর মতে, মহান্ কৃষক জনতা তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা সফল করতে জেগে উঠেছেন......ডক্টর সান ইয়াত সেন জাতীয় বিপ্লবে নিবেদিত তাঁর চল্লিশটি বছরে যা করতে চেয়েছিলেন, অথচ তা পারেননি—কৃষকেরা কয়েক মাসে তা করে ফেলেছেন। এটা তাঁদের একটা অপূর্ব কৃতিত্ব......এটা চমৎকার।

মাও তাই বলেন, 'যদি তোমার বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং তুমি যদি গ্রামে গ্রামে গিয়ে থাক আর চারপাশে তাকাও তাহলে নিঃসন্দেহে তুমি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে যা ইতিপূর্বে কখনো হওনি। ক্রীতদাসত্বে আবদ্ধ অগণিত কৃষকেরা আঘাত হানছে আজ তাদেরই শত্রুদের বিরুদ্ধে যারা তাদের রক্তমাংস খেয়ে মোটা হয়েছে।' তাই তিনি বলেন, 'কৃষকেরা যা করছে তা পুরোপুরি ঠিক। আর তারা যা করছে তা কি চমৎকার!'

মাও আরও বলেন যে, 'কৃষকেরা হচ্ছে খোলা চোখের মানুষ। কে ভাল আর কে মন্দ কৃষকেরা তার পরিষ্কার হিসাব রাখে......বিপ্লব সে তো আর

একটি ভোজসভা নয়, নয় তা একটি প্রবন্ধ রচনা—অথবা চিত্রাঙ্কন কিংবা সূচী শিল্পের কাজ। এটি তাই অতি রুচিশীল, অতি অবসরবিলাসী এবং ভদ্র, অতি সহিষ্ণু, সদয়, শিষ্ট শোভন, সংযত এবং উদার হতে পারে না। বিপ্লব হোল একটা অভ্যুত্থান, একটা বলপ্রয়োগের কাজ—যাতে একটা শ্রেণী আর একটা শ্রেণীকে উৎখাত করে।' কৃষকেরা বড় দূর এগিয়ে যাচ্ছে বলে যাঁরা বলতেন তাঁদের সংগে মাও এই বলে মজা করতেন। তিনি বলতেন, 'একটা ভুলকে শোধরাতে হলে তার আসল সীমানাটা টপকাতেই হবে—না হলে ভুল শোধরানো যাবে না।'

মাও ইতিমধ্যেই কৃষকদের 'মহান্ চোদ্দটি কৃতিত্বের' তালিকা তৈরী করেন। কমিনটার্ন রচিত সঞ্চারিত ধারণাসমূহ এবং প্রস্তাবাদির মতোই এই কৃতিত্বগুলির কথা ধ্বনিত হোত। কৃষকেরা যে বাস্তবিকই কৃষি বিপ্লব চালিয়ে যাচ্ছেন এবং কমিউনিষ্ট সূত্র অনুসারে তাদের যা করণীয় তা করছেন, সে কথাই মাও প্রমাণ করেছিলেন। তাই দেখা যায়, কৃষকেরা তাঁদের নিজেদের সংগঠিত করছিলেন। তাঁরা জমিদারদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে আঘাত করছিলেন। এমন কি সামন্ততান্ত্রিক শাসনকেও উৎখাত করছিলেন। তাছাড়া সংগে সংগে জমিদারদের সৈন্যদলকে পরাস্ত করছিলেন আর নিজেদের আত্মরক্ষার কাজও দ্রুত সংগঠিত করছিলেন। তাছাড়াও তাঁরা সমাজ দস্যুদের কাছ থেকে মুক্ত হচ্ছিলেন এবং আরোপিত কর বিলুপ্ত করার কাজ শুরু করেছিলেন। এসব কাজের সংগে সংগে তাঁরা জনশিক্ষা ও সমবায়ের জন্যও আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এ সব আন্দোলনের সংগে সংগে গঠনমূলক কাজ হিসাবে তাঁরা রাস্তা তৈরী ও বাঁধ মেরামতের কাজও শুরু করে দিয়েছিলেন। আর এ সমস্ত কাজই তাঁরা তাদের নিজস্ব সংগঠনের মাধ্যমে নিজস্ব শক্তির জোরেই করতে শুরু করেছিলেন। চেনের নেতৃত্ব সম্পর্কে বিদ্রূপের সুরেই মাও তাঁর মন্তব্যের উপসংহারে বললেন—'দিনের পর দিন "ব্যাপক জনগণকে জাগবার কথা বলা" আর জনগণ জাগলে তার পরই মৃত্যুভয়ে আতঙ্কিত হওয়ার সংগে লর্ড শেহ্-এর ড্রাগনদের ভালবাসার তফাৎ কোথায়?' এ প্রসংগটি একজন বিখ্যাত লর্ডের সম্পর্কে বলা হয়েছিল, যিনি ড্রাগনদের ছবি আঁকতে ভালবাসতেন কিন্তু যখন একটি জীবন্ত ড্রাগন তাঁর সংগে দেখা করতে এসেছিল তখন তিনি ভয়ে প্রায় মরেই গিয়েছিলেন।

মাও এ রচনাটি হাতে নিয়ে চাংশায় ফিরে গেলেন। চাংশা ছেড়ে তিনি মাত্র বত্রিশ দিনের জন্য গ্রামাঞ্চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু ফিরে এসে দেখলেন যে ইতি-মধ্যেই অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছে। কেননা তিনি সব কিছুর মধ্যেই এখন ভয় আর মনের অনড় ভাব লক্ষ্য করলেন। ইতিমধ্যেই কুয়াংচৌ থেকে কুও-মিনটাং সরকারকে উহানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।[১৪] এ সব ব্যাপার-স্যাপারে

তিনি সাংঘাতিক অস্বস্তিকর অবস্থা লক্ষ্য করলেন। কুওমিনটাং শাসনাধীন শহরগুলির দুর্নীতির চিত্র সংক্ষেপে তুলে ধরা দরকার। কেননা 'সূর্য ও চন্দ্রকে জায়গা বদল করতে শেখাতে' অর্থাৎ 'অসাধ্যসাধন' করতে পারে যে কৃষক শক্তি তা প্রত্যক্ষ করার জন্যই এ সময়টা তিনি গ্রামাঞ্চলে ছিলেন। আর সে সময়ের মধ্যেই তিনি দেখতে পেলেন যে শহরের বুকে ইতিমধ্যেই অনেক কিছু ঘটে গেছে।

কুওমিনটাং-এর শাসনাধীনে, যা কার্যতঃ বলা চলে চিয়াং কাই-শেকের সামরিক নিয়ন্ত্রণে, কুয়াংচৌ আর অন্য সব শহরগুলিতে যে সব ঘটনা ঘটছিল তা ছিল মূলতঃ গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করার কাজ। এর ফলে সে সময় জনসভা, সংবাদপত্র, শ্রমিক ও কৃষকদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, ধর্মঘটের অধিকার প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল, আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে সব রকমের ধর্মঘটকেই চিহ্নিত করা হোল 'প্রতিবিপ্লবী' বলে। ১৯২৬ সালের গ্রীষ্মকাল থেকেই সাংহাই হতে গোপন সমিতির সদস্যেরা কুয়াংচৌ-তে এসে ভিড় জমাতে শুরু করে দিল। ওরা এল হংকং থেকে সমুদ্র পথে—সঙ্গে অর্থ ও অস্ত্র বোঝাই করে। (এর বেশীর ভাগটাই ইংরাজ আর ফরাসীদের সরবরাহ করা)। এর উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিষ্ট সংগঠনগুলিকে ধ্বংস করা।

গুপ্ত সমিতির লোকেরা এসেই নানা জাল শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে তুলল। ইতিমধ্যেই পুলিশদের ইউনিয়ন বলে একটি দল হোল। আর তারপর প্রকৃত শ্রমিক ইউনিয়নগুলির উপর তাদের সশস্ত্রভাবে লেলিয়ে দেওয়া হোল। স্বভাবতই ভাবা যায় যে, পরের বছর যে হত্যাকান্ড ঘটবে এটা ছিল তারই চূড়ান্ত মহড়া। আর এদিকে এই দলগুলির নৃশংসতা এবং নিষ্ঠুর নির্যাতনের বহর ক্রমেই বেড়ে চলল। ফলে, সংগ্রামী জনতার নৈতিক শক্তির চাপ সাংঘাতিক-ভাবে ভেঙ্গে পড়ল। কয়েকদিনের মধ্যেই পঞ্চাশেরও বেশি কারখানা শ্রমিককে মেরে ফেলা হোল। আর শত শত শ্রমিককে পঙ্গু করে দেওয়া হোল। মালিকেরা সে সমস্ত পঙ্গু শ্রমিককে বিনা ক্ষতিপূরণেই তাড়িয়ে দিতে শুরু করল। আর এদিকে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও অনুমোদিত 'যৌথ দর-কষাকষির' 'টীম' গুলির দ্বারা মালিকপক্ষের এ সব কাজ সমর্থিত হতে লাগল।১৫

ডিসেম্বরে কৃষক সমস্যার প্রশ্নের উপর ভাষণদান কালে স্টালিন নিজে কৃষি বিপ্লব চালিয়ে যাওয়ার জন্য কৃষকদের নির্বাচিত বিপ্লবী কমিটি গড়ে তোলার সুপারিশ করেছিলেন। তিনি এ সঙ্গে একথাও যোগ করে বলেছিলেন, 'আমি জানি কুওমিনটাং-এ এবং এমনকি চীনের কমিউনিষ্ট পার্টিতে এমন লোক আছেন যাঁরা ভাবেন গ্রামাঞ্চলে বিপ্লব করা অসম্ভব। তছাড়া কৃষকদের বিপ্লবের দিকে এগিয়ে দিলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যাবে এ

আশঙ্কায় তাঁরা ভীত ছিলেন। এটা একটা বিরাট ভুল।......এ কথা ঠিক যে চীনের চরম লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষক প্রশ্নটিকে জুড়তেই হবে।'

অথচ চেন তু-সিউ যে সংযমের কথা ইতিপূর্বেই প্রচার করে চলছিলেন তাকে সমর্থন করে, এমন কোন বক্তব্য কিন্তু স্টালিনের ভাষণে ছিল না।

কুওমিনটাং-এর মধ্যে দক্ষিণপন্থীদের সমর্থনপুষ্ট চিয়াং কাই-শেক এবং 'বাম' কুওমিনটাং বলে চিহ্নিত ওয়াং চিং-ওয়েই-এর সমর্থক সেই উদারপন্থী-দের মধ্যে লড়াই তখন চরমে পৌঁছেছিল। এই 'বাম' কুওমিনটাং ছিল নিজেরাই একটা জগাখিচুড়ি ধরণের সংমিশ্রণ, সেখানে যেমন ছিল প্রকৃত দেশপ্রেমিকের উপস্থিতি—আবার ছিল বহু সুবিধাবাদীরও সেখানে ভিড়। মোটের উপব এতে খুব কমই বড় জমিদার ও ব্যবসায়ী ছিলেন। চিয়াং-কে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে ওয়াং চিং-ওয়েই-কে ক্ষমতায় বসানোই ছিল এ দলের মূল লক্ষ্য। চিয়াং-এর একান্তই সামরিক শাসনের বদলে সরকারে যাতে বেসামরিক নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনা যায় সে ঝোঁকটিকে তারা উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করতেন। এখন উহানে অবস্থিত এই 'বাম' কুওমিনটাং চিয়াং কাই-শেককে সংযত করার চেষ্টা করলেন। চিয়াং তখন উত্তরের অভিযান পরিচালনার জন্য ১৯২৬ সালের নভেম্বরে নানচাং-এ সদর দপ্তর তুলে এনেছিলেন।

চিয়াং অবশ্য এ সময়ে সুপারিশ করেছিলেন যে কুওমিনটাং সরকার নানচাং-এ উঠে আসুক। আর তা যদি হোত তাহলে কুওমিনটাং-এর বেসামরিক শাসনের উপর নিয়ন্ত্রণ চালনার কাজটি তাঁর পক্ষে আরো সহজ হয়ে উঠত। কিন্তু তা বাতিল করে দেওয়া হোল। এ সময় উহানে জানুয়ারী মাসে কুও-মিনটাং-এর এক কনভেনশন হোল তাতে চিয়াং কাই-শেককে তাঁর পার্টির সদস্যপদ এবং সামরিক পদ থেকে হটিয়ে দেওয়া হোল। আর সে কনভেনশনে ওয়াং চিং-ওয়েই-এর নেতৃত্ব বজায় রাখা হোল।

কুওমিনটাং-এর মধ্যে এই ষড়যন্ত্রকে সাধারণভাবে কমিউনিষ্টদের প্ররোচনা বলে ধরা হোত। বোরোদিনের দ্বারা সমর্থিত হয়ে চেন তু-সিউ ওয়াং চিং-ওয়েই এর ওপর আশা নিবন্ধ করেছিলেন। হুনানের কার্যকরী গবর্ণর জেনারেল তাং শেং-চি-কে চিয়াং-এর প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকাটি দেওয়া হোল। তাই 'বাম' কুও-মিনটাং-এর সামরিক ব্যক্তি হিসাবে উত্তরের অভিযান চালিয়ে যেতে তাঁকে ক্ষমতা দেওয়া হোল। আর চরিত্রে বিজাতীয় বশ্যতার মনোভাব থাকার জন্য চিয়াং কাই-শেককে তীব্রভাবে নিন্দা করা হোল।

এ সংবাদে উহান শহরে শ্রমিকরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বিরাটাকারে কেন্দ্রীভূত চীনের সর্বহারা শ্রেণীর (সর্বসাকুল্যে ৪০ লক্ষ, উহানে ৬

লক্ষ)১৬ অস্তিত্ব চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যদের মনে জয়ের এক গভীর অনুভূতি নিয়ে এল। কেননা ইতিপূর্বে যারা শহরের দেওয়ালের বাইরে কখনো তাকায়নি এমনকি যাদের কাছে প্রকৃত ঘটনা অস্পষ্টই ছিল তারাই শেষ পর্যন্ত অতিশয় আকুলতা নিয়ে পুরোপুরি গভীরভাবে সমর্থন জানাল। 'বাম' কুওমিনটাং পাঁতি বুর্জোয়া চরমপন্থীরা সে সময় 'যে কোন কমিউনিষ্টের চেয়ে বেশী লাল আওয়াজ তুলল'—আন্না লুই-স্ট্রং তাঁর রিপোর্টে একথাই বলেছিলেন।১৭ এই করে তারা বামপন্থীদের বিজয়ের এই সাধারণ (তা ছিল প্রতারণাপূর্ণ) মনোভাবকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু যে মাত্র উহানের শ্রমিকরা প্রতিরোধ বাহিনী, রক্ষীবাহিনী আর বিপ্লবী কমিটিগুলিতে নিজেদের সংগঠিত করতে শুরু করল তখনই সেই চিরাচরিত আর্তনাদ উঠতে শুরু করল যে, ওরা 'বড় বেশী এগিয়ে যাচ্ছে' বড় বেশী 'বাড়াবাড়ি' করছে। আর এ সব কথাবার্তা উঠতে শুরু করল তাদেরই মুখে, খবরের কাগজে যাদের জ্বালাময়ী বক্তৃতার মুখর শিরোনামা তৈরী হচ্ছিল।

পুনরায় 'বিরোধ' এড়াবার জন্য উহানের কমিউনিষ্ট শ্রমিক দপ্তর একটি সালিশী বোর্ড গঠন করল। 'কাজের ঘন্টা নির্ধারণে চালু প্রথা মেনে নিতে' তাছাড়া শ্রমিক নিয়োগ ও বরখাস্তের ব্যাপারে, শিক্ষানবিশ শিশু ও নারী শ্রমিকদের প্রতি তেমনি ব্যবহারের প্রশ্নটিকে চালু প্রথার হাতে ছেড়ে দিতে সায় দিলেন। কমিউনিষ্ট ফেডারেশনের শ্রমিক কার্যকরী কমিটির প্রধান লিউ শাও-চি এবং লি লি-সান এতে সম্মতি দিয়েছিলেন।১৮ সে সময় কাজের সময় ছিল ১২ ঘন্টা, কাজের সপ্তাহ ছিল ৭ দিনের। আর শিশু শ্রমিকরা, (যাদের বলা হত শিক্ষানবিশ) তাদের কাজের প্রথম পাঁচ থেকে সাত বছর কোন বেতন পেত না।

কিন্তু শ্রমিকদের রাজনৈতিক প্রাণশক্তি নিজস্ব গতিবেগ সৃষ্টি করল। হানকৌর বৃটিশ অধিকারভুক্ত সীমান্তে ওরা বিক্ষোভ দেখাল। বৃটিশরা তাঁদের কামানবাহী পোতগুলি সরিয়ে নিল। ৪ঠা জানুয়ারী শ্রমিকরা বৃটিশ অধিকারভুক্ত এলাকায় ঝড়ের বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওরা সেখানকার অবরোধ সরিয়ে দিল, কাঁটা তারের বেড়া আর বালির বস্তাও মুক্ত করল। অবশেষে ওরা 'দেশের জন্য' এলাকাটি আবার ফিরিয়ে আনল। কিন্তু স্মরণীয় যে, এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোন লুঠতরাজ ঘটেনি, কেউ প্রহৃত বা নিহত হয়নি, এমন কি কোন বাড়িতে কেউ ঢোকেনি পর্যন্ত। অথচ কুওমিনটাং কিংবা কমিউনিষ্ট পার্টির কোন নেতৃত্ব এ কাজে নির্দেশ দেয়নি। এটা ছিল একান্তই শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতার বহিঃ প্রকাশ মাত্র। উহানের কুওমিনটাং সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রী ইউ জেন-চেন হানকৌ এবং কিউকিয়াং-এর বৃটিশ অধিকৃত এলাকাগুলিকে চীনের আইনগত অধিকারে আনার ব্যাপারটিকে আইনানুগ করার ব্যাপারে কাগজপত্রে সই করলেন।

শ্রমিকদের এ দখলের প্রশ্নে চেন তু-সিউ দুঃখ প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন যে 'এতে বিদেশীরা অবশ্যই জ্বালাতন হয়েছেন......'।

নানচাং—এ চিয়াং কাই-শেকের সদর দপ্তরে চীনা ও বিদেশী আগন্তুক, ব্যাংক মালিক এবং কূটনীতিবিদ প্রমুখেরা সর্বদাই আসত-যেত। চীনে অবস্থিত বিদেশী শক্তি ও মুৎসুদ্দিদের কাছ থেকে চিয়াং এখন অর্থ সংগ্রহ এবং তহবিল গড়ে তোলার পথ পেলেন। প্রায় ঠিক একই সময়ে বোরোদিন এবং উহানের রুশ উপদেষ্টারা সমতালে বলছিলেন যে চিয়াং সম্ভবতঃ জাতীয় বিপ্লবের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন না। এই প্রশ্নে তাঁদের যুক্তি ছিল যে তাহলে চিয়াং তাঁর তহবিল ও সম্পদ আহরণের উৎস হতে বঞ্চিত হবেন। অথচ এ কথা ঠিক যে, বিপ্লব বিরোধী কাজের জন্যই চিয়াংকে প্রচুর পরিমাণে পুরস্কৃত করা হচ্ছিল।

বৃটিশ অধিকৃত এলাকা অধিকারের পরই চিয়াং উহানে অল্প কয়েকদিনের জন্য এক সফরে এলেন। বোরোদিন তাঁকে নিয়ে ঘুরলেন। মুখ বুজে চিয়াং শহরটি পরিদর্শন করলেন। তিনি দেখলেন যে শ্রমিক প্রতিরোধ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে বৃটিশ অধিকৃত এলাকাটি শৃঙ্খলাবদ্ধ রয়েছে, তাছাড়া তিনি শ্রমিকদের সামরিক শিক্ষণ ব্যবস্থাও দেখলেন। কিন্তু কোন মন্তব্য না করে কঠোর নীরবতার মধ্যেই তিনি নানচাং-এ ফিরে এলেন। সেখানে এসেই তাঁর সংকল্পের কথা ঘোষণা করলেন। তিনি কুওমিনটাং-এর সদস্যদের 'শুদ্ধিকরণের' কথা বললেন। সে সঙ্গে একথাও বললেন যে, যারা সান ইয়াত সেনের তিন নীতি মেনে চলবেন, তাদের তাড়াতে হবে।

এ সমস্ত বিভ্রান্তি, চক্রান্ত এবং বিশ্বাসঘাতকতার প্রেক্ষাপটের বিরুদ্ধেই মাও 'হুনানের কৃষক আন্দোলনের উপর একটি তদন্তের রিপোর্ট' পেশ করলেন। এর আবেদন ছিল প্রবল আবেগপূর্ণ অথচ গভীর যুক্তিবাদী। তাছাড়া রিপোর্টটি ছিল নিষ্ঠাপূর্ণ সামাজিক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি উদাহরণস্বরূপ। বলা চলে, প্রায় আগ্নেয়গিরিতুল্য প্রবল উচ্ছ্বাসপূর্ণ আবেগ সৃষ্টিকারী এই রিপোর্টটি পৃথিবীর একটি মহান্ সাহিত্যিক দলিল তথা রাজনৈতিক ইস্তেহার হয়ে থাকবে। এর মধ্যে চীনের কৃষি বিপ্লবের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক এবং মানবিক পরিধির উপর মাও-এর দখল কি পরিমাণ তাও প্রকাশ পায়। এর মধ্যে কেবল বিশ্লেষণই নয়—আছে সংগঠন ও নেতৃত্ব সম্পর্কে বিস্তৃত ও পুংখানুপুঙ্খ পরিকল্পনার ছক। যেমন কার্ল মার্কসকে উদ্ধৃতি দিয়ে মাও বলতেন : 'জগৎকে বুঝতে শেখাই যথেষ্ট নয়, একে বদলাতে হবে।

মাও-এর এই রিপোর্ট আরো স্পষ্ট করে দিল যে, গত শীতকালে তাঁর হুনানে ফিরে আসার সঙ্গে কৃষক অভ্যুত্থানের সময়টা মিলে গিয়েছিল আর কৃষক সংগঠনের সদস্য সংখ্যাও সে সময় বেড়ে গিয়েছিল। তাই এ ঘটনা চেন তু-সিউ-র কাছে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হল যে মাও কৃষকদের বিপ্লবী কাজকর্মে

সাহায্য করেছেন। তাছাড়া তিনি একে দমাতে ও ব্যহত করতেও ব্যর্থ হয়েছেন।

'আগামী বসন্তের গোড়াতেই' মাও বলেছিলেন (সেটা বোধহয় ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারী হবে), 'আমি যখন উহানে পেঁাছেছিলাম তখন সেখানে কৃষকদের একটি আন্ত-প্রাদেশিক সভা হয়েছিল। আমি তখন সে সভায় উপ স্থিত ছিলাম এবং আমার গবেষণালব্ধ প্রবন্ধভুক্ত প্রস্তাবগুলি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম।......সে সভায় অন্যান্যদের মধ্যে পেং পাই, ফাং চি-মিন এবং দুজন রুশ কমিউনিষ্ট সদস্য ছিলেন। কমিউনিষ্ট পার্টির পঞ্চম কংগ্রেসে পেশ করার জন্য আমার প্রস্তাব গ্রহণ করে একটা সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছিল। তথাপি কেন্দ্রীয় কমিটি সে সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করল।

মাও এ সময় লিখেছিলেন : 'প্রত্যেক বিপ্লবী কমরেড এবং প্রতিটি বিপ্লবী পার্টিকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। তাঁদের সিদ্ধান্তমত হয় তাঁরা স্বীকৃত হবেন, নয় প্রত্যাখ্যাত হবেন। এর তিনটি বিকল্প ব্যবস্থা আছে, তাদের (কৃষকদের) আগে চলা এবং তাদের নেতৃত্ব দেওয়া। তাদের পেছনে থেকে পরখ করা আর সরাসরি সমালোচনা করা, কিংবা চলার পথে দাঁড়িয়ে তাদের গতিপথে বাধা দেওয়া। এক্ষেত্রে প্রতি চীনাবাসীর বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহই তোমাকে তাড়াতাড়ি বেছে নিতে বাধ্য করবে।' বিপ্লবের মান নির্দ্ধারণে এভাবে মাও 'প্রতি কমরেড'কে আহবান জানিয়েছিলেন।

এসব প্রসঙ্গে আরও আলোচনা সভা হয়েছিল। সেসব সভাতে মাও জোরের সঙ্গে কৃষি বিপ্লবের কথা বলেছিলেন। তিনি লি ফু-চুন, সাই হো সেন, পেং পাই এবং ফাং চি-সিন প্রমুখের কাছ থেকে এ বিষয়ে সমর্থন পেয়েছিলেন। কিন্তু চেন তু-সিউ মাও-এর রিপোর্ট প্রকাশে কিংবা সদস্যদের মধ্যে প্রচারে অস্বীকৃত হলেন। এইভাবেই তিনি ওদের পথের বাধা হয়ে দাঁড়াতে এবং বিরোধিতা করতে মনস্থ করলেন।

এসব বিরোধিতা সত্বেও সেই বছর ফেব্রুয়ারীতে মস্কোয় কমিনটার্নের কার্যকরী কমিটি বর্দ্ধিত প্লেনামে পুনরায় কৃষক সমস্যার প্রশ্ন আলোচিত হয়। যদিও কৃষক সমস্যার প্রশ্নে লিখিত মাও-এর রিপোর্টটি চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র ছাপাতে অস্বীকৃত হয় তথাপি 'গাইড' পত্রিকায় তা সহানুভূতির সঙ্গে গৃহীত হয়। প্লেনামে গৃহীত বিষয়বস্তুটির পুনরাবৃত্তি করা হল। বলা হল : 'বর্তমান অবস্থায় কৃষি প্রশ্নটি......চরম অবস্থায় আছে......বাস্তব পরিস্থিতির কেন্দ্রবিন্দুতে এটি আজ অবস্থিত। যে শ্রেণী সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে এই একান্ত অপরিহার্য প্রশ্নটি হাতে নেবে এবং এর মৌলিক সমাধান করবে......সেই শ্রেণীই বিপ্লব পরিচালনা করবে।'

একথা ভুললে চলবে না বা, 'চীনের সমরবাদের শক্তি নির্ভর করছে একদিকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ অপরদিকে দেশীয় জমিদারদের উপর।......তাই সামরিক ও সামন্ততান্ত্রিক চক্রান্তকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করার প্রশ্নে কৃষক-

দের মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামকে অবশ্যই বাড়িয়ে তুলতে হবে। কেননা এটা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামেরই একটি অংগ।'

তাই এ প্রসঙ্গে এ কথা ভুললেও চলবে না যে, 'গ্রামাঞ্চলের চরম শ্রেণী-সংগ্রাম যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুক্তফ্রন্টকে দুর্বল করে দেবে এ ধরণের ধারণা ভিত্তিহীন।......তাই কৃষি প্রশ্নটি যদি দৃঢ়তার সংগে গ্রহণ করা না হয়, যদি কৃষক শ্রেণীর বাস্তব দাবীগুলির প্রতি......সমর্থন জানানো না হয় তবে বিপ্লবের পক্ষে প্রকৃত বিপদ নেমে আসবে......তাছাড়া পুঁজিপতি শ্রেণীর একাংশের অনিশ্চিত ও বিশ্বাসহীন সহযোগিতা না পাওয়ার ভয়ে জাতীয় বিপ্লবের কর্মসূচীতে কৃষক আন্দোলনকে প্রথম স্থানে না রাখা হবে একান্তই অবিবেচনাপূর্ণ কাজ।......এ কৌশল নিশ্চয়ই বিপ্লবী সর্বহারার রাজনীতি নয়।......কমিউনিষ্ট পার্টি অবশ্যই এ রকম ভুলের মধ্যে পড়বে না।'

কমিনটার্নের বক্তব্য বিষয়বস্তুর সংগে মাও-এর বক্তব্য বিষয়বস্তু যে মিলে গিয়েছিল সে প্রশ্নে কোন সন্দেহের অবকাশ আছে কি? ১৯২৭ সালের মার্চ মাসে 'বাম' কুওমিনটাং-এর এক সভায় (কমিউনিষ্টদের উপস্থিতিতে) মাও সে তুঙ আবার কৃষক বিপ্লবের কথা প্রবল আবেগের সংগে বললেন। এ সংগে অত্যাচারী গুন্ডাবাহিনী এবং জমিদারদের সরাসরি মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে তিনি কৃষক সংগঠনগুলিকে সমর্থন জানালেন। তাছাড়া কৃষক শ্রেণীকে সশস্ত্র করার জন্যও তিনি জোর দিয়ে বললেন। তিনি পুনরায় কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে তাঁর রিপোর্টটি পেশ করলেন। কিন্তু সেবারও রিপোর্টটি বাতিল করা হোল। আর তা করা হোল, যা নির্ধারিত হয়েছে 'তার সব কিছুরই বিরোধী' এ অজুহাতের বলে। সে বছর এপ্রিলে ভূমি সমস্যা 'তদন্তের' জন্য আহূত বিশেষ কমিশনে মাও বক্তৃতা দিলেন। তিনি বললেন 'হুনান এবং ওপেই-তে কৃষক আন্দোলনের এক প্রবল জোয়ার এসেছে।......চীনের ভূমি প্রশ্নের সমাধানের জন্য আমরা অবশ্যই প্রথমে বাস্তবতাকেই আঁকড়ে ধরব।' লোকেরা যারা বলত যে কৃষকদের কাজ হচ্ছে 'বেআইনী', তাদের তিনি সাফ জবাব দিলেন, 'এই বাস্তব অবস্থার আইনী অনুমোদন কেবল কাজের শেষেই আসতে পারে।' তিনি জমি বাজেয়াপ্তের কথা সরাসরি বলেন নি কিন্তু সহজভাবে এ কথাই বললেন যে 'খাজনা দিও না।' 'এ ক্ষেত্রে একথাই ছিল যথেষ্ট।' অপর সমস্ত সভাতেই কৃষক আন্দোলনে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীদের তিনি জাতীয় বিপ্লবে কৃষক-দের যুক্ত করার গুরুত্বকে স্মরণ করিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন যে ভূমি সংস্কারই হচ্ছে এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ পথ। তাই 'এ ছাড়া (ভূমি সংস্কার) বিপ্লবী শক্তিগুলি তাদে চলার ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হবে।'

কিন্তু চেন নেতৃত্বের শেষ অমর্যাদাকর আশ্রয়স্থল সেই অযোগ্য ও শত্রু-ভাবাপন্ন আমলাতন্ত্রের সংগে মাও মোকাবিলা করতে যান নি। এদিকে একটি বিশেষ কমিশনের কাছে মাও তাঁর ভাষণ দিয়েছিলেন। কমিশন শেষ পর্যন্ত একটি 'জমি জরিপ কমিটি' গঠন করল। কিন্তু এটা ছিল একটা লোক দেখানো কমিটি মাত্র। এর কাজ ছিল কিভাবে জমি বাজেয়াপ্ত করা যায় তা নির্দ্ধারণ

করা। তাছাড়া বড় জমিদার ও ছোট জমিদারের সংগে পার্থক্য নির্ণয় করাও এর কাজ ছিল। এ অযথা গড়িমসিতে মাও-এর মেজাজ অত্যন্ত বিগড়ে গেল। তিনি বললেন যে, 'হুনানে কৃষকেরা ইতিমধ্যেই নিজেরা জমি ভাগ করে নিয়েছে। ......জমিদারেরা গ্রাম ছেড়ে শহরে পালিয়ে যাচ্ছে।' তিনি আরো বললেন যে, 'হুনানের যুদ্ধবাজরাও কৃষকদের শোষক শ্রেণী......হুনানে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করার পরও এ শোষণ......সম্পূর্ণভাবে দূর করেন নি।'

এবার চেন তু সিউ-ই কেবল মাও-এর বিরুদ্ধে গেলেননা বিপ্লবের কঠিন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে বলে অন্য কমিউনিষ্টরাও তাঁর বিরোধিতা শুরু করলেন। ৩০ মৌ (৫ একর) এর উপর জমির মালিক জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করার কথা মাও-এর প্রস্তাবে ছিল। তবে জেলা ও অঞ্চল ভিত্তিক পার্থক্য থাকার ফলে তাতে 'নমণীয়' নীতি গ্রহণের কথাও বলা হয়েছিল। জমি দখলের প্রশ্নে মাও-এর প্রস্তাব চাং কুও-তাও-এর কাছে যথেষ্ট ব্যবস্থা বলে মনে হয়নি। তাই ছোট বড় নির্বিশেষে সমস্ত জমিদারদের জমিই, পাইকারী হারে তক্ষুণি বাজেয়াপ্ত করার সুপারিশ তিনি করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জমি জরিপ কমিটি জমি বাজেয়াপ্ত করার সীমা নির্দেশ করলেন ৫০০ মৌ, (৮০ একর)। কিন্তু তাতেও খুব গলতি ছিল। যেমন, তাতে নির্দেশ ছিল যে, জমি বাজেয়াপ্ত করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পরিবারের মধ্যে কুওমিনটাং এর সৈন্যবাহিনীর কোন সামরিক অফিসার না থাকে। যদি কোন সামরিক অফিসার থাকে, তবে অফিসারদের পরিবারভুক্ত জমি যত বিশালই হোক্ না কেন তা ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে থাকবে। তাই দেখা গেল যে, এ নিয়মের বলে কোন জমিদারের জমিই আর বাজেয়াপ্ত করার পথ রইল না। কেননা গোষ্ঠী সম্পর্কের মাধ্যমে সে সম্পর্ক তা যত দূরেরই হোক্ না কেন এমন কোন জমিদার পরিবার ছিল না যে তার কোন না কোন সম্পর্কিত সদস্য কুওমিনটাং-এর বাহিনীতে ছিল না। তাই সাধারণভাবে যে অর্থ দাঁড়াল তা হোল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর তাতে কোন জমিদারের জমিই আর বাজেয়াপ্ত করার প্রশ্ন রইল না। ফলে, মূলতঃ কোন ভূমি সংস্কারই আর হোল না।

এভাবেই বিশ্বাসঘাতকতা ক্রমে বেড়েই চলল।

নির্দেশিকা

১। হ্যারল্ড, আর আইজাক্স—'চীন বিপ্লবের ট্র্যাজিডি Secker & Warburg, London, 1938; সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, Oxford University Press, London, 1931

২। মাও-এর নির্বাচিত রচনাবলী (১ম খন্ড)।

৩। কুয়াং চৌ-এর কৃষক প্রতিষ্ঠানের সাময়িক পত্রিকা 'Peasant Monthly''তে ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মাও-এর এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি চৌ এন —লাই সংগঠিত হুয়াংপু অ্যাকাডেমীর মিলিটারী ইউথ লীগের প্রকাশনায় 'Chinese Youth' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

৪। এই মৌলিক সমস্যার পুনরায় আলোচনার জন্য 'ভোরের প্লাবন' ৩য় খন্ডের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৫। এডগার স্নো—'চীনের আকাশে লাল তারা' (Rad Star Over China) দ্রষ্টব্য)।

৬। প্রথম অহিফেন যুদ্ধের শেষ—চীনের বুকে প্রথম অসম চুক্তি স্থাপন।

৭। বৃহৎ শেঠ গোষ্ঠী—১৯৪৯ সালের পরে চীনে এই শব্দটির প্রচলন বন্ধ হয়ে যায়।

৮। চিয়াং-এর সব ঘটনাবলীর মধ্যে অত্যাধিক উচ্চাকাংঙ্কার দিকটি লক্ষ্য করা যেত। ফলে কুওমিনটাং-এর সদস্যাবৃন্দের মধ্যে একান্তই উৎসর্গীকৃত এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যাক্তিত্বসম্পন্ন সদস্যদের মনে অশান্তির কারণ ঘটেছিল।

৯। ১৯৪১ সালে চাংশার যাদুঘরে হানসুইন মাও-এর বক্তৃতামালার দলিলগুলি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

১০। Kostas Mavrakis—Du Trotskyisme দেখুন। Francois Maspero, Paris, 1931 পৃঃ—১৫১—১৬২। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে এখন বলা হয় যে, রুশ সেনাপতি গ্যালেন উত্তরে এবং অন্যসব সামরিক অভিযানের একটি পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন। কিন্তু তিনি বা রুশ উপদেষ্টারা শ্রেণী সংগ্রামের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি। তাঁরা কুওমিনটাংকে 'বাম ও 'দক্ষিণ' এ দু'ভাগে ভাগ করেছিলেন। তাঁরা একথাও বলেছিলেন যে, ঘটনার বাস্তব গতিতে 'বাম' অংশ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির দিকে থাকবে। রুশ দলিলাদি ছিল কৌতুহলোদ্দীপক। কারণ সেগুলির অধিকাংশ চীনা সৈন্যাধ্যক্ষের সুস্পষ্ট মূল্যায়ণ করলেও তার মধ্যে একমাত্র চিয়াং কাই-শেক সম্পর্কে পক্ষপাতমূলক উল্লেখ রয়েছে। (১৯২৬ সালের মার্চে চিয়াং-এর অভ্যুত্থানের ছয় মাস বা তারও কিছু আগে এই দলিলগুলি লেখা হয়েছিল।) চিয়াংকে যেহেতু অর্থ ও সম্পদের জন্য কুয়াংচৌ সরকারের উপর নির্ভর করতে হয় সেহেতু চিয়াং 'বাম' পক্ষে থাকতে বাধ্য হবেন বলে তাঁরা চিন্তা করেছিলেন। এ ভাবেই তাঁরা চীনে পাশ্চাত্যের বড় ব্যবসা-বাণিজ্যের আর্থিক জাল বিস্তারের লক্ষণটি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

১১। এম, এন, রায় কমিনটার্নের ভারতীয় সদস্য। তিনি পরে ট্রট্স্কিপন্থী হয়েছিলেন। বুখারিনও ছিলেন কমিনটার্নের সদস্য। তিনি পরবর্তী কালে স্টালিন কর্তৃক-বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। এরা চীন বিপ্লবের অবস্থার দুটি বিভিন্ন কর্মপন্থা নিয়ে ১৯২৬ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে হুল্লোর বাধিয়ে দিয়েছিলেন। চীনের কমিউন্স্টে পার্টির শ্রমিক শাখার পরিচালক তান পিং-শান দু'বার তাঁর রিপোর্টে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য রেখেছিলেন। ১৯২৬' সালের নভেম্বরে তিনি কমিনটার্নে

চীনের প্রতিনিধি হিসাবে মস্কোয় ছিলেন। এক সময় তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, কৃষক আন্দোলনকে সংযত করা উচিত হবে না। আবার পরমূহূর্তেই তিনি বলেন যে, এটা উচিত হবে। বোরোদিন জোর দিলেন যে, যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে সামরিক বিজয়ই হোল প্রধান কাজ। বোরোদিনের বক্তব্য বিষয় সমর্থিত হোল। যাই হোক, কমিনটার্নের ৭ম অধিবেশন জোর দিয়ে বলেছিল যে, সর্বহারার রাজনৈতিক দল অবশ্যই একটি মৌলিক কৃষিকর্মসূচী সামনে তুলে ধরবে। তা না হলে জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনে সেই দল নেতৃত্ব হারাবে।

১২। মাও সে তুঙ—নির্বাচিত রচনাবলী (১ন খণ্ড)

১৩। মাও ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে প্রতিটি পরিবারে মাত্র একজনের নাম লেখাও।

১৪। পূর্বে যে কুওমিনটাং সরকার কুয়াংচৌতে ছিল ১৯২৭ সালের ১লা জানুয়ারীতে সে সরকার উহানে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৫। ১৯২৭ সালের জানুয়ারীতে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের বিদেশী সদস্যেরা কুয়াংচৌ সফরে এসেছিলেন। (তাঁদের মধ্যে ছিলেন জে, দোরিয়ত, কমিনটার্ণ-এর তৎকালীন ফরাসী প্রতিনিধি, পরবর্তীকালে তিনি একজন ফ্যাসিস্টে পরিণত হন।') তাদের কাছে সেখানকার ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি চিয়াং-এর ধামাধরা জেনারেল লি চি-শেং ঘোষণা করেছিলেন যে শ্রমিক শ্রেণীব প্রতি তাঁর অনুরাগ ও মমতা আছে। অথচ ঠিক সেই সময়েই তিনি তাদের নিষ্ঠুরভাবে পিটুচ্ছিলেন। তাছাড়া তাদেব জেলে পাঠাচ্ছিলেন এবং গুলি করে মারছিলেন।

১৬। সে সময়ের গণনার বিচারে ধরা যায় যে, চীনে তখন প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিক ছিলেন। এ সংখ্যা তৎকালীন চীনের মোট লোকসংখ্যার শতকরা এক ভাগ ছিল।

১৭। আন্না লুই স্ট্রং (১৮৩৬—১৯৪০) তিনি তাঁর 'চীনের লক্ষ লক্ষ মানুষ' গ্রন্থে (গোলাঞ্জ-১৯৩৬) তৎকালীন উহানের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন।

১৮। সারা চীন শ্রমিক ফেডারেশনের কার্যনির্বাহক কমিটির সহ সভাপতি লিউ শাও-চি ১৯২৬ সালের নভেম্বরে উহানের শ্রমিক ইউনিয়নগুলির লীগ সংগঠিত করেছিলেন। লি লি-শান ছিলেন কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন আন্তর্জাতিকের সদস্য। আন্না লুই স্ট্রং ১৯২৭ সালে উহানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে 'চীনেব লক্ষ লক্ষ মানুষ' গ্রন্থটি দেখুন।

দুই

চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি পরিচালিত নিখিল চীন শ্রমিক ফেডারেশন ১৯২৭ সালের বসন্তকালের মধ্যেই শ্রমিকদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়ার পথ ধরেছিল। ইতিপূর্বে কুয়াংচৌতেও এ ঘটনাই ঘটেছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে উহানের শ্রমিকদেরও 'বিপ্লবের স্বার্থে স্বার্থ ত্যাগ করতে' বলা হয়েছিল। এজন্যে তারা অস্ত্রশস্ত্রের কারখানায় দিনে আট ঘন্টা কাজ করার দাবী ছেড়ে দিল। তাদের তখন তের থেকে সতেরো ঘন্টা কাজ করতে হোত। তারা তখন ভাবতে শুরু করল যে, 'আমাদের বিপ্লবী সরকার বিপদাপন্ন' তাই তারা শিশু শ্রমিকদের জন্য যে একটি আইনের দাবী তুলেছিল তাও তখন তারা মুলতুবি রাখল। আন্না লুই স্ট্রং১ এ প্রসঙ্গে লেখেন যে, 'আমি নিজেই সুতাকলে সাত-আট বছরের শিশুদের দশ ঘন্টা কাজ করতে দেখেছিলাম।' এ নীতি গ্রহণের মূলে দুটি কারণ ছিল। তার একটির মূলে 'বাম' কুওমিনটাং-এর পুঁজিপতি-দের চাপ ছিল আর অপরটির মূলে ছিল উহান সরকারের আর্থিক সংকট।

এল ২৪শে মার্চ। চিয়াং কাই-শেক সেই দিনটিতে নানকিং দখল করে নিলেন। এটিকে তিনি তাঁর রাজধানী শহরে পরিণত করলেন। এবার তিনি এগিয়ে চললেন। এগিয়ে চললেন 'সাম্রাজ্যবাদের' প্রতীক শহর সাংহাইয়ের উদ্দেশ্যে। তবে তা খুবই সুচিন্তিত সতর্কতার সঙ্গে অতি ধীর গতিতে। ইতি-পূর্বেই সাংহাইয়ের কয়েক সহস্র শ্রমিক এক অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল। এ অভ্যু-ত্থান ঘটেছিল ১৯২৬ সালের অক্টোবরে। আর তা ঘটল স্থানীয় সমরনায়ক সান চুয়ান-ফাং-এর বিরুদ্ধেই। শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে চৌ এন-লাই ছিলেন সেখানে। ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে প্রায় পাঁচ লক্ষ শ্রমিককে নিয়ে চৌ এন-লাই এক সাধারণ ধর্মঘট পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টির শ্রমিক ফেডারেশনের সাংহাই শাখা তখন লি লি-সানের পরিচালনাধীন ছিল। এই শাখা 'ঐক্যের' নীতিতে অবিচল ছিল। আর এই 'ঐক্যের' নীতিটি ছিল চেন তু-সিউ-এরই 'শ্লোগান'। এর ফলে, কুওমিনটাং-এর ট্রেড ইউনিয়ন-পন্থীরাও শ্রমিকদের সমাবেশ ঘটালো। আর এ সমাবেশ ঘটানো হল চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্বাধীন 'উত্তরে অভিযানে বীর সৈনিকদের' অভ্যর্থনা জানানোর প্রস্তুতি হিসাবে।

অথচ সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির কোন নির্দেশ ছিল না, তথাপি চৌ এন-লাই একটি গোপন নগর কাউন্সিল গঠন করেছিলেন, আর প্রয়োজনবোধে সম্মিলিত শক্তির হাতে ক্ষমতা গ্রহণের জন্য একটা প্রাদেশিক কাউন্সিলও গঠন করেন। তিনি শ্রমিকদের সশস্ত্র আঘাত হানার উদ্দেশ্যে শিক্ষা

দিলেন। চৌ এন-লাই কিছু করার আগেই কুওমিনটাং নগর দুর্গের অধিনায়ক শহরের চীনা অঞ্চলটিকে কেবল চিয়াং কাই-শেকের হাতে তুলে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। তথাপি চৌ এন-লাই চীনা শহরটি দখলের জন্য তৈরী হয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে শ্রমিকেরা ২০শে মার্চ সন্ধ্যায় পুলিশের সদর দপ্তরটি দখল করে নিলেন। দখলে আনলেন এর ছোট অস্ত্রাগারটিও। সংগে সংগে শহরের ডাকঘরটিও তাঁরা দখল করে নিলেন। একই সময়ে সাতটি ঝটিতি আক্রমণ ছিল এ পরিকল্পনার লক্ষ্য। রেল পথের স্টেশনটিও তারা দখল করে নিলেন এই ভাবে। এর ফলে, কিছু সময়ের জন্য শহরের বুকে চিয়াং-এর প্রবেশ বন্ধ হোল। আর এদিকে কমিউনিষ্টদের হাতে এনে দিল এক চূড়ান্ত সুযোগ।

তিন সপ্তাহ ধরে চীনা শহরটি শ্রমিকেরা দখলে রেখেছিলেন। এ অবস্থায় কমিউনিষ্ট সদস্যরা বিদেশীদের অধিকারভুক্ত অঞ্চল এবং আন্তর্জাতিক উপনিবেশে হাত দিলেন না। এ সময় চিয়াং তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে সাংহাইয়ের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। ১৯২৭ সালের ১৬ই মার্চ নাগাদও কুওমিনটাং এর সোভিয়েট উপদেষ্টাগণ মনে করতেন যে, 'নীচুতলাকার বিপ্লবী চাপ এত শক্তিশালী যে চিয়াং বিপ্লবের প্রতি বিশ্বস্ততার নীতিতে অনুগত থাকতে বাধ্য হবেন।' এদিকে কুওমিনটাং ও চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে বিচ্ছেদের যে গুজব রটেছিল সে কথা চেন তু-সিউ অস্বীকাব করলেন।

মার্চের শেষ দিকে ওয়াং চিং-ওয়েই ফ্রান্স থেকে রাশিয়া হয়ে ফিরে এলেন। সে সময় রাশিয়ার খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সংগে তাঁব দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। চেন তু-সিউ তাঁর সংগে দেখা করতে সাংহাই ছুটে গেলেন। ৬ই এপ্রিল উভয়ে একটি যুক্ত বিবৃতি দিলেন। তাতে কুওমিনটাং সরকার ও চীনের কমিউনিষ্টদের মধ্যে মৈত্রীর পুনরুল্লেখ ছিল। আর বিচ্ছেদের সব খবরই 'কুৎসাপূর্ণ গুজব' বলে নিন্দা করা হোল। ঠিক ঐ দিনেই ওয়াই চিং-ওয়েই-এর সংগে চিয়াং কাই-শেক এক সাক্ষাৎকারে বসেছিলেন। এভাবেই একদিকে একটি আঁতাতের সম্ভাবনার এবং অপরদিকে আশাবাদের উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। এর ফলে, অতি জংগী শ্রমিক নেতাদের লড়াকু মনোভাব দুর্বল হয়ে পড়ল।

চিয়াং কাই-শেকের মধ্যস্থতাকারীগণ ইতিমধ্যেই বিদেশী ও চীনা বেনিয়ানদের এবং সাংহাইয়ের ব্যাংক প্রতিষ্ঠানগুলির সংগে আলাপ-আলোচনা চালাতে ব্যস্ত ছিলেন। এ আলাপ-আলোচনার মূল লক্ষ্য ছিল তারা যাতে চিয়াংকে অর্থ সরবরাহ করেন। এ আলোচনা সফল হোল। দেখা গেল যে, সে মুহূর্তেই তাঁরা দান হিসাবে চিয়াংকে ৫০ লক্ষ রৌপ্য ডলার দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ৮ই এপ্রিল, চিয়াং সাংহাই গুপ্ত সমিতিগুলির প্রধানদের সংগে দেখা করেন। এ সব প্রধানরা ছিলেন তাঁরই পুরোনো বন্ধুবর্গ। পালা করে এ সাক্ষাৎকার চলছিল। কতিপয় বিদেশী বাণিজ্যিক দূতাবাসের কর্মচারীদের সংগেও তিনি এ সময় সাক্ষাৎ ও আলোচনা চালান। কিছু দিনের মধ্যেই দেখা গেল যে,

বিদেশী উপনিবেশগুলি থেকে ট্রাক বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ গুন্ডাদলের কাছে চালান আসতে থাকে আর সেই সংগে অর্থেরও স্রোত বইতে থাকে।

'ঐক্য, মৈত্রী ও সংহতির মনোভাব নিয়ে' অনুষ্ঠিত সভাশেষের ছয় দিন পরেই ১২ই এপ্রিল এক ভয়াবহ চিত্র দেখা গেল। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত গুপ্ত সমিতির গুন্ডাবাহিনী কমিউনিষ্ট সংগঠিত শ্রমিকদলের রক্ষীবাহিনীকে চার-দিক থেকে ছড়িয়ে পড়ে আটক করতে লাগল এবং সংগে সংগে তাদের হত্যা করতেও শুরু করল। তারই একটি বর্ণিত চিত্রে বলা হোল যে, 'তখন গোলাগুলি ছোঁড়া শুরু হোল এবং তিন সপ্তাহের মধ্যেও তা আর বন্ধ হোলনা'। জে. বি. পাওয়েলের২ লেখা থেকেই এ তথ্যচিত্রটি পাওয়া যায়। ১৪ই এপ্রিল চিয়াং-এর সৈন্যবাহিনী সাংহাই প্রবেশ করল আর সংগে সংগে চলল জবাইয়ের কাজ। এ নৃশংস হত্যাকান্ডে কয়েক হাজার শ্রমিক প্রাণ হারালেন এবং আরও হাজার হাজার শ্রমিক নৃশংসভাবে নির্যাতিত হলেন। মাসের পর মাস এভাবে মিলি-টারী ট্রাকগুলির ঘর্ঘরানি শব্দ শোনা যেত আর সেগুলিতে শ্রমিকদের বোঝাই করে নিয়ে আসা হোত। তারপর তাদের গুলি করে মারা হোত। প্রায় দু বছর ধরে প্রতি সপ্তাহের শেষে এ হত্যালীলা চলেছিল। বলা চলে যে, চিয়াং কাই-শেক এভাবেই সাংহাই রক্ষা করেছিলেন।৩

এ ঘটনার এক সপ্তাহ পূর্বে চেন তু-সিউ চিয়াং কর্তৃক পান ভোজনে আপ্যায়িত হয়েছিলেন। অথচ আজ তিনিও প্রায় গ্রেপ্তার হতে হতে বেঁচে গেলেন। শেষ পর্যন্ত লুকোবার মত তিনি স্থান পেলেন এক বন্ধুর আস্তানায়। সেই বন্ধুই তখন তাঁকে গোপনে সাংহাইয়ের বাইরে যেতে সাহায্য করেন। চৌ এন-লাই-য়ের মাথার উপর পুরস্কার ঘোষিত হোল। মাত্র কয়েক মিনিটের ফারাকে তিনি প্রাণ নিয়ে পালাতে সমর্থ হলেন। এদিকে ২৭শে এপ্রিল উহানে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির পঞ্চম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবার দিন ধার্য ছিল। চৌ এন-লাই সাংহাই থেকে পালিয়ে যথা সময়ে উহানে এসে পেঁছলেন।

ইতিমধ্যে ১৩ই এপ্রিল চিয়াং কাই-শেক নানকিং-এ একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। আর সংগে সংগেই সে সরকার পশ্চিমী শক্তিবর্গের দ্বারা স্বীকৃত হলো। এই শক্তিবর্গ চিয়াং প্রতিষ্ঠিত সরকারকে চীনের একমাত্র এবং বৈধ সরকার বলে স্বীকৃতি দিলেন। এরই ফলে এবার দুটি কুওমিনটাং সরকার গড়ে উঠল। একটি হোল নানকিং-এ আর অপরটি হোল উহানে। উহানে তখন ওয়াং চিং-ওয়েই সমারোহের সংগে অভ্যর্থিত হয়েছিলেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সাংহাইতে চলছিল শ্রমিক নিধন-যজ্ঞ। উহানের কুওমিনটাং সরকার সে সময় বড়ই বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়েছিল। বিদেশী কামানবাহী পোতগুলি এদিকে উহানকে পুরোপুরি ঘিরে রেখেছিল আর অন্যদিকে সেখানকার বৃহৎ বণিকগোষ্ঠী এবং সেনাবাহিনীর বেশ কিছু সংখ্যক মনের ভাব গোপন করে চিয়াং-এর দিকে তাকিয়ে তাদের স্বার্থ রক্ষার কথা ভাবছিলেন। ইতিপূর্বেও সাংহাই-তে চিয়াং কাই-শেক বৃহৎ বণিক গোষ্ঠীর স্বার্থ 'রক্ষা' করেছিলেন। এ সামরিক বাহিনীর বেশ মোটা সংখ্যকই ছিলেন প্রাক্তন সমরনায়কেরা। তারা

কুওমিনটাং এর স্বার্থেই এসে জড়ো হয়েছিলেন। এরই ফলে জাতীয় সেনা-বাহিনী ও সৈনাধ্যক্ষদের মধ্যে দুর্নীতি এসে আশ্রয় করেছিল। এ সব অবস্থা থাকার ফলেও উহানের কুওমিনটাং সরকার চিয়াং-কে 'সাম্রাজ্যবাদের দালাল' বলে ধিক্কার দিয়েছিলেন।

এদিকে পিকিং-এ তখন ৬০ জন কমিউনিষ্ট এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতা গ্রেপ্তার হলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন লি তা-চাও। তাঁকে ১৭ই এপ্রিল শ্বাস-রোধ করে হত্যা করা হোল। কুয়াংচৌ এবং পিকিং-এর রুশ দূতাবাসগুলিতে তল্লাসী চালানো হোল। আর কুয়াংচৌ-এর রুশ কূটনীতিবিদ্গণ ও তাঁদের স্ত্রীরা নিহত হলেন। সারা চীন জুড়ে তখন সমরনায়ক ও জমিদারদের দ্বারা কৃষক ও শ্রমিকেরা জবাই হতে শুরু হলেন। 'বাম' কুওমিনটাং সরকারের সমরবিশারদ ও প্রাক্তন সমরনায়ক প্রমুখেরা চিয়াং কাই-শেকের কাছ থেকে করণীয় সংকেত গ্রহণ করলেন। তাঁরা এবার আরও পাকাভাবে এ কাজে হাত দিলেন। তাই চিয়াং কাই-শেকের অনুসরণে তাঁরা বিচ্ছিন্নভাবে হত্যা করার পরিবর্তে সুসম্বদ্ধ গণহত্যার পথে অগ্রসর হলেন।

বলা চলে, 'খরগোস যেমন একটি অজগরের মুখে পড়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে এবং কাঁপতে থাকে' সে সময়কার আবহাওয়া ছিল এমনই উত্তেজনাপূর্ণ।[৪] সেই এপ্রিলেই চেন তু-সিউ চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির পঞ্চম কংগ্রেস আহ্বান করলেন। কংগ্রেসে ৫৭,৯৬৭ জন সদস্যের প্রতিনিধি হিসাবে ৮০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। ওয়াং চিং-ওয়েইও সম্মাণীয় অতিথি[৫] হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ঠিক সেই সময়েই 'বাম' কুওমিনটাংও তার চতুর্থ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত করার কাজে প্রস্তুতি চালাচ্ছিল।

এদিকে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির পঞ্চম কংগ্রেস হয়ে দাঁড়াল এক ব্যাপক আত্মসমর্পণেব ক্ষেত্র। চেন তু-সিউ বিপ্লবকে 'গভীরে' নিয়ে যাওয়ার আগে 'তাকে বিস্তীর্ণ' (কুওমিনটাং-এব নেতৃত্বাধীনে) করার কথা বললেন। এর একমাত্র অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সাহসের সংগে পরিস্থিতির মোকাবিলা কবাব প্রচেষ্টাকে আর একবাব পবিত্যাগ করে চলা। চেন আশা করলেন যে, উহানের 'বাম' কুওমিনটাং চিয়াংকাইশেকের বিরুদ্ধে ফেংয়ু-সিয়াং-এর সংগে সহযোগিতা করবে। ফেং অন্যান্যদের তুলনায় বেশী গণতান্ত্রিক বলে খ্যাত ছিলেন। তিনি ছিলেন উত্তরাঞ্চলের একজন সমরনায়ক। প্রয়াত সান ইয়াত-সেন সমরনায়কদের সেনাবাহিনীগুলি রক্ষা করার কথাকে খুবই সর্ব-নাশকর বলে মনে করতেন। আব চেনের নীতি হোল সে পথেই ফিরে যাওয়া। 'বাম' কুওমিনটাং দল এখন মাত্র একটি পথই খোলা দেখল। তা হোল, চীনের একীকবণেব ধ্বনির ভিত্তিতে আরও বেশি বেশি সেনানায়কদের চিয়াং-এর বিরুদ্ধে জমায়েত করা। যাই হোক না কেন, অর্থবান এবং ক্ষমতাসম্পন্ন লোকদের পক্ষেই সেনানীরা সব সময়ে সামিল হতেন (সাময়িকভাবে)। এদের কেউই সুযোগ ও সময় বুঝে যখন তখন পক্ষ পরিবর্তনের একটুও দ্বিধা করত না। তাছাড়া 'বাম' কুওমিনটাং তাও লক্ষ্য করল যে ফেং য়ু-সিয়াং-এর

ক্ষমতা কাজে লাগানো অসম্ভব। কেননা অন্য সব সমরনায়কদের মতই তিনিও ছিলেন অবিশ্বাস্যযোগ্য। তিনিও শেষে চিয়াং-এর পক্ষে ভিড়ে গেলেন। (অবশ্য সাময়িকভাবে)। আর তিনি উহানের কুওমিনটাংকে কমিউনিষ্ট মুক্ত করতে পরামর্শ দিলেন।

'অন্য সব কিছুর উপর ঐক্যের' ডাকই হোল চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির পঞ্চম কংগ্রেসের মূল 'শ্লোগান'। কৃষকদের 'বাড়াবাড়ি'র জন্য মাও সে তুঙ-কে দায়ী করা হোল। কংগ্রেসে তিনি তিরস্কৃত হলেন এবং তাঁর ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হোল। চৌ এন-লাই-কেও সমালোচনা করা হোল। যদিও তিনি কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন না তবু তাঁর অনুপস্থিতিতেই শ্রমিকদের নিরস্ত্র করেননি বলে তাঁর সম্পর্কে এ বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছিল। কেননা তাঁর এই ত্রুটির জন্যই নাকি এ হত্যাকান্ড আহূত হয়েছিল।

অথচ শ্রমিক ও কৃষকদের উপর দমন-পীড়ন বন্ধ করতে কিংবা নিন্দা করতে পঞ্চম কংগ্রেসে কোন নীতিই গৃহীত হয়নি। বরং তার পরিবর্তে 'ভূমি বিপ্লবের কাজ মন্থর করতে এবং জমিদার ও ভদ্রশ্রেণী তাছাড়া সেনানায়কদের সুবিধাদানের নীতিই গৃহীত হোল।......কেন্দ্রীয় কমিটিতে জমিদার ও ভদ্র-শ্রেণীর সকলকেই পূর্ণ সুযোগ-সুবিধাদানের নীতি গৃহীত হোল।'৬ মাও এ সম্পর্কে তাই বলেছিলেন যে, 'পার্টি তখনও চেন তু-সিউ-এর প্রভাবাধীন রয়ে গেল।' তাছাড়া তিনি একথাও বলেন যে, 'চিয়াং কাই-শেক ইতিমধ্যেই প্রতিবিপ্লব পরিচালনা করতে এবং সাংহাই ও নানকিং-এর কমিউনিষ্ট পার্টির উপর আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তবুও চেন উহানেব কুওমিনটাং-এর প্রতি উদার নীতি প্রদর্শনেই ব্যস্ত ছিলেন। তাছাড়া তাদের প্রতি সুযোগ-সুবিধাদানের পক্ষেই তিনি সব সময় ছিলেন।

বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, 'তাদের আশ্বস্ত করতে'ই চেন কুওমিনটাং-এর প্রতি তোষামোদের মনোভাব দেখাতেন। তাতে মাও চেন-এর এ আত্মসমর্পণের তীব্র বিরোধিতা করেন। লক্ষণীয় যে এতেও কিন্তু তাদের আশ্বস্ত করেনি। তারা এখন নিজেদের রক্ষার জন্য একটা পথের অনুসন্ধান করছিলেন। হঠাৎ এসব তথাকথিত চরমপন্থীদের অনেকেই কমিউনিষ্ট বিরোধী হয়ে উঠলেন। অথচ তারাই এক সময় কমিউনিষ্টদের অপেক্ষাও বেশি বামপন্থী বলে পরিচিত ছিলেন। আন্না লুই স্ট্রং ঐ সংকটের দিনগুলিতে উহান পরিদর্শন করেছিলেন। তিনি ওই ঘটনা সম্পর্কে লিখেছিলেন যে, 'কুওমিনটাং-এর বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের দাবীসমূহের প্রচন্ডতার দিক থেকে কৃষক এবং শ্রমিকদের অনেক পিছনে ফেলে দিল। সান ইয়াত-সেনের প্রথম স্ত্রীর সন্তান সান ফু এবং রক্ষণশীল মতের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আওয়াজ তুললেন : "ভদ্রলোকদের খতম কর।" বিচার বিভাগের প্রধানমন্ত্রী সু চিয়েন তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতায় কমিউনিষ্টদের চেয়েও অনেক বেশী দাবী-দাওয়ার কথা তুললেন'।

কিন্তু 'অতি বামপন্থা' আর পাতি-বুর্জোয়া শ্রেণীর চরমপন্থা শেষ পর্যন্ত চরম প্রতিক্রিয়াশীলতার দিকেই দ্রুত মোড় নিল। এ ধরণের ঘটনার কথা লেনিন ইতিপূর্বেই ব্যাখ্যা করেছিলেন। আর চীন বিপ্লবে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে।

মাও বলেন, 'তখনকার পার্টির নীতি সম্বন্ধে বিশেষ করে কৃষক আন্দোলনের নীতি সম্পর্কে আমি খুব ক্ষুব্ধ ছিলাম। আজ আমার মনে হচ্ছে যে, যদি কৃষক আন্দোলনকে আরো বেশি এবং ব্যাপকভাবে সংগঠিত করা হোত আর জমিদারদের বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামের জন্য তাদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা হোত তাহলে অনেক আগে সারা দেশব্যাপী আরো অনেক বেশি শক্তিশালী 'সোভিয়েট' (রাজনৈতিক বিভাগ) গড়ে উঠত। কিন্তু চেন তু-সিউ ছিলেন তার ঘোর বিরোধী।'

পরবর্তীকালে চেন তু-সিউ ওজর দেখান যে তিনি কমিনটার্ন থেকে পাওয়া নির্দেশাদিকেই মাত্র অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু দলিলপত্র পাঠে তাঁর এ বক্তব্য সমর্থিত হয় না। তাছাড়া নির্দেশগুলিকেও পরিবর্তিত পরিস্থিতির সংগে তাল রেখে চালাতে পারা যাচ্ছিল না। সব চেয়ে ত্রুটি যেটা ছিল তা হোল চীনের পরিস্থিতির বাস্তব ঘটনার বিবরণ মস্কোয় পাঠানো হোত না। সে যাই হোক, চেন তু-সিউ প্রসঙ্গে মাও-কে বলতে হয়েছিল যে, কোন অবস্থাতেই একজন কমিউনিষ্টের কর্তব্য হবেনা 'কেবল হুকুম তামিল করা, যখন তিনি জানছেন যে সে হুকুমগুলি ভুল। সে ক্ষেত্রে তাঁকে নিজের মাথা খাটাতে হবে।' হুনানে কৃষক আন্দোলনের উপর তাঁর বহু রচনায় তিনি এ সমস্যাকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। হুনানের কৃষক আন্দোলনের উপর তাঁর লিখিত প্রবন্ধে এটা ছিল ঠিক মত 'বেছে' নেওয়ার দূরদর্শিতা ও শ্রেণীনীতি এবং নিজের সংকল্প স্থির করার প্রশ্ন। তবে চেন এবং তাঁর সমর্থক কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যেরা কিন্তু বাছাই করার প্রশ্নে অস্বীকৃত ছিলেন না। তবে তাঁদের এ বাছাই ছিল সব সময়েই শ্রমিক ও কৃষক বিরোধী। আর অপরদিকে বিষয়সম্পত্তির মালিক, বুর্জোয়া এবং সেনানীদের স্বার্থই তাঁরা সব সময় আঁকড়ে থাকতেন। ফলে, তাঁদের কবর তাঁরা নিজেরাই খুঁড়েছিলেন।

ভীরুতা আর বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা আর হত্যাকান্ডের সেই ভয়াবহ বসন্ত আর গ্রীষ্মকালের দিনগুলিতে বোরোদিন উহানেই বসেছিলেন। যদিও আন্না লুই স্ট্রং-এর ভাষায় 'গোটা বিপ্লবই ছিল যাঁর আঙ্গুলের ডগায়'৭ এমন এক ব্যক্তি বলেই তাঁকে বর্ণনা করা হয় তথাপি একথা না বলে পারা যায়না যে, ঐ-সময়ে যা ঘটেছিল সে ঘটনার ফলাফলের জন্য চেন তু-সিউ-এর মতোই তিনি ছিলেন অনেকখানি দায়ী। শ্রীমতী স্ট্রং ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার কিছু পূর্বে মস্কোতে পুনরায় বোরোদিনের সংগে দেখা করেছিলেন। সে সাক্ষাৎকারের সময় বোরোদিন বলেছিলেন যে 'আমার ভুল হয়েছিল চীনের বিপ্লব আমি বুঝতে পারিনি......আমি কত ভুলই না করেছিলাম।'৮

আন্না লুই স্ট্রং তথাপি বলেন যে, 'সে সময় (১৯২৭ সালের মে মাস)

বোরোদিন এবং সাধারণ গোঁড়া কমিউনিষ্টদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল এটাই যে চীনের বিপ্লব একটি কমিউনিষ্ট বিপ্লব হতে পারেনা, কিংবা এমন কি একটি শ্রমিক বিপ্লবও নয়......বরং তার রূপ হবে কৃষক বিপ্লব যাতে শহরাঞ্চলের অধিকতর চেতনাসম্পন্ন শ্রমিক শ্রেণীর সাহায্য এবং আংশিক নেতৃত্ব থাকবে। কিন্তু এ বিপ্লব কোন ক্ষেত্রেই পাঁতি বুর্জোয়াদের সংগে মৈত্রীর প্রশ্নটিকে বাতিল করবে না।' যাই হোক্ না কেন, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, এ নীতির কথা নীতিবাক্যের মধ্যেই রয়ে গেল। এটা ছিল ১৯২৬ সালের স্টালিনেরই নীতি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, (মাও ছাড়া) প্রয়োগের ক্ষেত্রে এর কিছুই করা হোল না। বরং দেখা যায় যে, এর উল্টোটাই হয়েছিল।

এপ্রিলের শেষ নাগাদ লক্ষ্য করা গেল যে, উহানের 'বাম' কুওমিনটাং ইতিমধ্যেই দক্ষিণপন্থীর দিকে অনেক বেশি ঝুঁকে পড়েছেন। চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বের আশা-আকাঙ্ক্ষা কেন্দ্রীভূত হোল শেষ পর্যন্ত ওয়াং চিং-ওয়েই-এর ওপর। কিন্তু ওয়াং নিজেকে অবশেষে চিয়াং কাই-শেকের দলের বলেই প্রমাণ করে দিলেন। কেননা তিনিও ছিলেন একজন চরম সুবিধাবাদী লোক।

কমিনটার্নে ভারতীয় দূত ছিলেন এম. এন. রায়। মাও সে তুঙ তাঁর সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তা হোল : 'এম. এন. রায় চেন এবং বোরোদিন অপেক্ষা কিছুটা বামপন্থী ছিলেন কিন্তু তাও কেবল নাম কা ওয়াস্তে।' লোক হিসাবে তিনি বাক্যবাগীশ এবং বিশৃঙ্খলাপরায়ণও ছিলেন। মাও তাঁর সম্পর্কে আরো বলেন যে, 'তিনি কথা বলতেন খুব বেশি।' মিঃ রায় সে সময় কমিনটার্ন থেকে আসা একটি 'গোপন' টেলিগ্রাম ওয়াং চিং-ওয়েই-কে দেখালেন। তাতে কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কমিউনিষ্টরা কিভাবে কুওমিনটাংকে ব্যবহার করবে তারই নির্দেশ ছিল। সে সময়ে ওয়াং চিং-ওয়েই ও অন্যান্য 'বামপন্থীরা' ইতিমধ্যেই চিয়াং কাই-শেকের সংগে গোপনে সলা পরামর্শ চালাচ্ছিলেন। চিয়াং-এর প্রতি ওয়াং চিং-ওয়েই-এর ব্যক্তিগত ঈর্ষা ছিল খুবই বেশি। তবু তারই সান্নিধ্যলাভের আশায় তিনি ব্যস্ত হলেন। কেননা বিপ্লবের ঝাপটায় তিনি ইতিমধ্যেই আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। তাই মধ্যস্থতার সাহায্যে বিপ্লবের ঝাপ্টা থেকে মুক্তির পথ পাবার চেষ্টা করছিলেন তিনি। আর মধ্যস্থতার প্রশ্নে সাহায্যকারী বন্ধুটি হলেন ব্যাঙ্ক মালিক টি. ভি. সুং। তিনি ছিলেন চিয়াং-এর ভাবী শ্যালক, তাঁর ভাবী পত্নী সুং সেই-লিং-এর ভাই। ওয়াং চিং সে সময় কমিউনিষ্টদের ছেড়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। মিঃ রায়ের সেই আতঙ্ক সৃষ্টিকারী হঠকারিতাই তাঁর এ সিদ্ধান্তকে আরো বেশি ত্বরান্বিত করেছিল। কেননা সেই টেলিগ্রামে কমিনটার্ন শ্রমিক এবং কৃষকদের একটি সেনাবাহিনী গড়ে তোলার সুপারিশ করেছিল। এ তথ্যের কথা জানতে পেরে ওয়াং বেরিয়ে আসার একটা অজুহাত খুঁজে পেলেন।৯......তিনি এ সূত্র ধরেই তখন বলতে পারলেন যে, চীনে একটি কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্র চলছিল। তাই তিনি চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন।

এদিকে, বিপ্লব প্রকৃতই ঘটতে যাচ্ছে এ আতঙ্কে উন্মাদ হয়ে উহানের বুকে তখন বয়ে গেল এক প্রতিক্রিয়ার ঝড়। দেখা গেল এই প্রতিক্রিয়ারই সমর্থনের এক প্রবল জোয়ার বইতে। এর ফলে, সেখানেও সাংহাইয়ের সেই হত্যাকান্ডের পুনরাবৃত্তি ঘটল।

সেই ভয়ঙ্কর বসন্তে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কৃষি বিভাগ কৃষক সমিতিগুলির তরফ থেকে হাজার হাজার আবেদনপত্র পাচ্ছিল। আত্মরক্ষার সে সব আবেদনপত্রে পরিষ্কার সব কর্মপন্থা, নেতৃত্ব এবং অস্ত্রশস্ত্রের দাবী ছিল। কিন্তু তাদের ভাগ্যে মিলল শুধু রূঢ় ভর্ৎসনা আর 'বাড়াবাড়ি'র অজুহাতে তীব্র ধিক্কার। ইতিমধ্যেই কৃষক নিধন শুরু হয়ে গিয়েছিল। গ্রাম থেকেও তারা তাড়িত হচ্ছিলেন। আর কৃষক সমিতির কর্মী ও সক্রিয় সদস্যেরা নির্যাতিত ও গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হচ্ছিলেন। কিন্তু তা সত্বেও কৃষি ও শ্রম দপ্তরের কমিউনিষ্ট মন্ত্রীরা শ্রমিক রক্ষী বাহিনীগুলি এবং কৃষক সমিতিগুলিকে নিরস্ত্র করার আদেশ দিলেন। সংগে সংগে আবার ভয় দেখানো হোল যে, যদি কৃষকেরা জমিদারদের বিরুদ্ধে এগোয় তবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সারা চীন শ্রমিক ফেডারেশনের হুকুমনামায় শেষ পর্যন্ত শ্রমিকেরা নিরস্ত্র হলেন। আর লিউ শাও-চি ও লি লি-সান এ হুকুম তামিল করেন। লিউ শাও-চি ১৯২৭ সালের জুন মাসে শ্রমিকদের নিরস্ত্রীকরণের সাফল্য সম্পর্কে একটি রিপোর্টও দিয়েছিলেন।

মে মাসের মধ্যেই চেন তু-সিউ-এর নেতৃত্ব শ্রমিক এবং কৃষকদের পরিত্যাগ করেছিল। আর দু দিন পরেই চিয়াং এ সুযোগে সাংহাইয়ে নিধন যজ্ঞ চালিয়ে দিয়েছিলেন। আর সারা চীন জুড়ে সমরনায়কগণ তাদেব নিজেদের উদ্যোগেই হত্যাকান্ড শুরু করে দিয়েছিল। কৃষকদের উপর এ হত্যাকান্ড, নির্যাতন, অংগচেছদ এবং তাদের শূলে দেওয়ার কাজ অবাধে চলল। আর স্ত্রীলোকদের পুড়িয়ে মারা (হাজার হাজার মারা গেলেন তাদের স্তন কেটে ফেলার ফলে। আর অনেককে টুকরো টুকরো করে কাটা হোল। তাছাড়া ভাষায় কহতব্য নয় এমন সব পদ্ধতিতে মহিলাদের ওপর নির্যাতন চলল) ইত্যাদির চরম হিংস্রতার রূপটি হোল একটি বুক চাপা দুঃস্বপ্নের মত।১০

এ সময় প্রবাহের ন্যায় অসংখ্য রিপোর্ট এল। এমন কি এ রিপোর্টগুলি মিন কুও জি পাও সংবাদপত্রে ছাপা হয়ে বের হোল। সে সব খবরে বলা হোল 'কৃষকদের সারা শরীরে কেরোসিন ঢেলে দিয়ে তাদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হোত, আগুনে পোড়া লাল লোহা লাগিয়ে তাদের গায়ের মাংস ছাড়িয়ে নেওয়া হোত।' একমাত্র হুপেই-এ ফেব্রুয়ারী থেকে জুন মাসের মধ্যে ৫০০ মহিলা সহ ৪৭০০ কৃষককে মুন্ডচ্ছেদ, জীবন্ত সমাধি, শ্বাসরুদ্ধ, অগ্নিদগ্ধ, টুকরো টুকরো করে কেটে হত্যা করা হয়েছিল। পরিণাম তাই ভয়ঙ্কর রূপ নিল। আর এ আতঙ্ককর পরিণামের শিকার হয়েছিলেন হতভাগ্য কৃষকেরা। যে অন্যায় জুলুম ও পৈশাচিক পীড়ন তাদের ওপর নেমে এল তার এক ভগ্নাংশও অত্যাচারী জমিদারদের উপর তারা চালাননি।

এ অবস্থায় অস্ত্রের জন্য কৃষকেরা আকুল আবেদন জানাতে থাকেন। তারা নিজেরাই রক্ষী বাহিনী গড়ে তোলেন আর বন্দুক হস্তগত করেন। কিন্তু অনমণীয় চেন তু-সিউ তাঁদের কেন্দ্রীয় কমিটির নামে 'বাড়াবাড়ি করা এবং শিশুসুলভ কাজকর্ম বন্ধ করার' আহবান জানালেন। আর 'শৃংখলা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য' কৃষক ও শ্রমিকদের অবিলম্বে অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করার আদেশ দেওয়া হোল।

ঐ সমস্ত ভয়াবহ সপ্তাহগুলি মাও-এর চেতনাকে সব সময়েই জ্বালা দিত। কয়েক দশক পরেও সে সব দিনগুলির কথা বলতে গিয়ে তাঁর চোখ জলে ভরে উঠত। যে কোন অল্পপ্রাণ উৎসর্গীকৃত ব্যক্তি এই দেখে এ পথ ছেড়ে দিতেন নয়ত বা 'সাম্যবাদ' এ ধরণের 'নেতৃত্ব' দিয়েছিল বলে তার প্রতিও সম্পূর্ণ বীতরাগ হয়ে পড়তেন। কিন্তু মাও তাঁর লক্ষ্যে 'অটল' রইলেন। তিনি এবং তুং পি-বু ইতিমধ্যে যে সব ঘটনা ঘটছিল তার উপর রিপোর্টের পর রিপোর্ট লিখে চললেন। মাও কৃষক শ্রেণীকে নিরস্ত্র হতে বলায় অস্বীকৃত হলেন। আর সেজন্যই কৃষকদের 'বাড়াবাড়িতে' প্ররোচিত করার অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত হলেন।

২১শে মে চাংশাতে 'হর্স-ডে' বলে খ্যাত সেই হত্যাকান্ডের ঘটনটি ঘটল। ঐ দিনটিতে কুওমিনটাং সৈনাধ্যক্ষ সু কে-সিয়াং সৈনিকদের বাহুতে সাদা ব্যাজ পরিয়ে মার্চ করিয়ে নিয়ে এলেন। এসে পেঁৗছলেন হুনান প্রাদেশিক শ্রমিক ইউনিয়ন এবং ছাত্র ও শ্রমিকদের সমিতিগুলির প্রধান দপ্তরগুলিতে। তারপর 'চিয়াং কাই-শেক দীর্ঘজীবী হোক' এই ধ্বনি তুলে সেখানকার নিরস্ত্র বসবাসকারীদের উপর গুলি চালাতে শুরু করেন। কিন্তু এ ঘটনার কোন রিপোর্ট এক মাসের মধ্যেও কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি।

২৭শে মে ২০ হাজার ক্রুদ্ধ কৃষক শ্রমিক তাছাড়া পিং সিয়াং এবং আনুয়ান খনি শ্রমিকেরা এ হত্যাকান্ডের প্রতিশোধ নেবার জন্য চাংশার উদ্দেশ্যে অভিযান করল। এটা এখন নিশ্চিত যে মাও এ আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টি পরিচালিত সারা চীন শ্রমিক ফেডারেশন এবং সারা চীন কৃষক সমিতি শ্রমিক ও কৃষকদের নিরস্ত্র হতে নির্দেশ পাঠালেন। এর ফল দাঁড়ালো মারাত্মক। সেনানীদের কামানের গোলায় এঁরা তখন ধরাশায়ী হলেন। পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে ঐ আদেশের ফলে ৩০ হাজারেরও বেশি লোককে মরতে হয়েছিল। আর এক বছরের মধ্যে সে সংখ্যা দাঁড়ালো এক লক্ষের উপর।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন চাংশার পশ্চিম গেটের বাইরে বধ্য ভূমিতে নিয়ে যেতে দলে দলে ছেলে মেয়ে স্ত্রী পুরুষ মিলে সকল মৃত্যুযাত্রীদের মিছিল চলত। 'স্ত্রীলোকদের যোনির ভিতর দিয়ে দেহের উপর দিকে গুলি ছুঁড়তে সৈনিকরা মহা আনন্দ পেত।' যে সব ছাত্রীরা তাদের চুল ছোট করে কাটত তাদের বাছাই করে কসাইয়ের মত জবাই করা হোত।

কিন্তু এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, কুওমিনটাং সেনাদলের সবাই প্রতি-

বিপ্লবী ছিল না।' 'চতুর্থ সেনাদল'-এর মত কিছু কিছু ইউনিট কমিউনিষ্ট অফিসারদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। এ 'চতুর্থ সেনাদল' উত্তরাঞ্চলের অভি-যানের সময় তার বিশেষ কর্মদক্ষতার গুণে 'অটল' বলে খ্যাত ছিল। সে যাই হোক্ এ সমস্ত ইউনিটগুলিকে নানচাং-এর সন্নিকট ছাউনীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাতে অজুহাত দেখানো হোল যে, চিয়াং এখন নানকিং১১-এ আছেন। সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে আঘাত হানতে নূতনভাবে বাহিনীগুলির পুনর্বিন্যাস করার প্রয়োজন। সেহেতু নানকিং-এর সন্নিকট ছাউনিতে তাঁদের পাঠানো হোল।

কুওমিনটাং কর্মপরিষদ এবং চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি বোরোদিনের নেতৃত্বে উহান থেকে 'পাঁচ জনের এক কমিটি' 'শান্তি শৃঙ্খলা' পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য হুনানে পাঠান। এ কমিটি লক্ষ্যস্থলের দিকে তাঁদের যাত্রা শুরু করলেন বটে কিন্তু তাঁরা এগুতে পারলেন না। বোরোদিনের সহযাত্রী ছিলেন পার্সি চেন। তিনি বলেছিলেন যে বোরোদিন একটা কাজের কাজ করার চেষ্টা করেছিলেন। তা হোল মাও-কে খুঁজে বার করা আর 'কৃষকদের থামা বার জন্য তাঁকে হুকুম করা'। কিন্তু বোরোদিন বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। চাংশা যেতে মাঝ পথেই তুং তিং হ্রদের কূলে অবস্থিত নদীমাতৃক শহর ইয়োচৌতে তিনি বাধা পান। সে শহরের ভারপ্রাপ্ত সমরনায়ক ভদ্রতা করে তাঁকে পান ভোজনে আপ্যায়িত করেন। তারপর সেখান থেকে তাঁকে উহানে ফেরৎ পাঠান।

ইতিমধ্যে জুন মাসেই 'বাম' কুওমিনটাং কমিউনিষ্টদের সংগে তাদের মিত্রতার কথা অস্বীকার করল। কমিউনিষ্টদের সংগে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে তাদের প্রত্যেককে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতির নির্দেশ জারী হোল, এদিকে কৃষক এবং শ্রমিক নেতারা গুলিবিদ্ধ হতে লাগগেল। যে সব জমি কৃষকেরা ইতিপূর্বে দখল করেছিলেন সে সব জমিই আবার জমিদাররা পুনর্দখল করে নিল। ইতিমধ্যে হুনান কৃষক সমিতিগুলির একশতের মত প্রতিনিধি চাংশায় সম্মেলনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের ধরে পাইকারী হারে হত্যা করা হোল। কমিউনিষ্ট পরিচালিত বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হয়ে গেল। বামপন্থী শিক্ষক ও ছাত্রদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হোল।

২০শে জুন চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এগারো দফার একটি বিবৃতি প্রচার করেন। এ বিবৃতিতে শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনগুলির ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ভার সম্পূর্ণভাবে কুওমিনটাং-এর হাতে ছেড়ে দেওয়া হোল। সে সময় সারা চীন শ্রমিক ফেডারেশনের ৪০০ প্রতিনিধি উহানের সম্মেলনে ছিলেন। তারা সবাই তথাপি বন্দী হলেন। অনেকেরই জেল হোল। আর কিছু প্রতিনিধিকে হত্যা করা হোল। এই সন্ধিক্ষণেই লিউ শাও-চি বন্দী হলেন। কিন্তু মনে হয় যে, সাম্যবাদ পরিত্যাগের শপথ গ্রহণ করে তিনি সে সময় নিজের প্রাণ বাঁচান।১২ তবে যে স্বল্প সময়ের জন্য তিনি জেলে ছিলেন, সে সময় তিনি কনফুসীয় সাহিত্য পাঠে রত ছিলেন। এসব সাহিত্য তাঁর

বন্দীকারকেরা পাঠিয়েছিল। একজন 'স্বধর্মত্যাগী পলাতক' ব্যক্তির জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠার শুরু যেভাবে হয়ে থাকে আজ লিউ শাও-চি-র মূল্যায়ণ সেই ভাবেই হয়ে থাকে।

এদিকে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী এবং শ্রমিক নেতাদের প্রকাশ্যেই হত্যার কাজ চলছিল। তার ফলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে শহরের রাস্তাগুলি চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটিও ভেঙেগ গেল। কমিউনিষ্টরা তখন সর্বত্রই পালাতে নয়ত বা আত্মগোপনে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

২১শে মে'র 'হর্স-ডে' হত্যাকান্ডের সময়ে চাংশায় জনসভা করতে মাও সে তুঙ চেষ্টা করেছিলেন। যে সেনানীরা এ হত্যাকান্ডের জন্য দায়ী তাদের বিরুদ্ধে পিটুনী অভিযান চালানোর প্রস্তুতিই ছিল এ সভা ডাকার উদ্দেশ্য। এমন কি তিনি হুনানের অস্থায়ী শাসনকর্তা জেনারেল তাং শেং-চি-এর সংগে ব্যক্তিগত-ভাবে দেখা করেন এবং তাঁর ক্ষিপ্ত অধীনস্থদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেন। নিঃসন্দেহে এটা ছিল একটা দুঃসাহসিক ভূমিকা। কেননা সে সময়ে কোন কমিউনিষ্টই প্রকাশ্যে বোরোতে সাহস করতেন না। ২৭শে মে কৃষকদের চাংশা অভিযানের প্রতিও তিনি সমর্থন জানিয়েছিলেন। এতে চেন তু-সিউ চটে উঠলেন। আর কৃষকদের অভ্যুত্থানে সাহায্য করা এবং সংগঠিত করার অভিযোগে মাওকে তিনি অভিযুক্ত করেন। তাছাড়া জেচুয়ানে চলে যেতে তাঁকে তিনি হুকুম করলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত হুনানে থাকতে দেবার জন্য মাও চেনকে রাজী করাতে পেরেছিলেন। চেন বিশেষ করে মাও-কে যে তিরস্কার করেছিলেন তারও একটা কারণ ছিল। কেননা 'বৃহৎ জমিদারদের মালিকানা-ভুক্ত সব জমি বাজেয়াপ্ত করার ডাক দিতে তিনি হুনান প্রাদেশিক কৃষক সমিতিকে সাহায্য করেছিলেন।' এদিকে কিন্তু সন্ত্রাস ক্রমেই বাড়তে লাগল। তা দেখে মাও খোলাখুলিভাবে লিখলেন, 'সমস্ত কৃষক সমিতিগুলিই চার দিক থেকে ঘেরাও হচ্ছে আর নেতারা নিহত হচ্ছেন।' ওয়াং চিং-ওয়েই তাতে গর্জে উঠলেন। তিনি বললেন : 'কৃষক জনতার সংগঠকদের একথা বলতে আমি শুনেছি যে, তোমরা তোমাদের নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর কর ; কুওমিন-টাং-এর উপর বিশ্বাস রেখোনা......এটা ছিল অবাধ্যত......এ জন্যই প্রতি-বিপ্লবীরা জনগণের প্রতি দুর্ব্যবহার করেছে আর সেহেতু আমরা জনগণকে রক্ষা করতে পারিনি।'

অস্থায়ী শাসনকর্তা তাং মেং-চি মাও-কে গ্রেপ্তারের নির্দেশ জারী করলেন। সেহেতু মাও তাঁর প্রথমকালীন নব সংগৃহীত দুজন সভ্য কুও লিয়াং আর সিয়া সি-কে সংগে নিয়ে হুনান ছাড়তে বাধ্য হলেন। উহানে তাঁরা স্বল্প সময়ের জন্য আত্মগোপন করেছিলেন। আর সে সময়টা ছিল ১৫ই জুলাই অবধি। কেননা ঐ তারিখেই 'বাম' কুওমিনটাং আনুষ্ঠানিকভাবে কমিউনিষ্ট পার্টিকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সংগে সংগে পার্টির সদস্য পদ ত্যাগ করার কথা কমিউনিষ্টদের বলা হোল। সব শহরে শহরে জল্লাদের দল সন্দেহ-ভাজনদের ধরে ধরে মুন্ডচ্ছেদ করতে লাগল।

উহানের রাস্তাগুলিতে এ হত্যাকান্ড চলল নির্বিবাদে। আর এ হত্যা-কান্ড চলাকালীন ২৭শে জুলাই 'বাম' কুওমিনটাং-এর নেতারা বোরোদিনকে সৌজন্যমূলক বিদায় সম্ভাষণ জানাতে উহানের রেল স্টেশনে গিয়েছিলেন। ঐ তারিখে বোরোদিন রাশিয়া ফিরে যাচ্ছিলেন। বরং একথাই বলা সঠিক যে, তাঁকে রাশিয়া ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল।

হতভাগ্য বোরোদিন তাঁর সঙ্গী আন্না লুই স্ট্রং-কে সংগে নিয়ে পার্সি চেন চালিত মোটর গাড়ীতে চড়ে নিরাপদে রাশিয়ার জমিতে পাড়ি জমালেন। তাঁদের রাশিয়া পেঁাছতে, চীনের সীমান্ত পর্যন্ত উত্তর চীন, মঙ্গোলিয়া ও গোবি মরুভূমির দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। তবে সে সময় এটা কম দুঃসাহসী অভিযান ছিল না।১৩ তবে হুকুম ছিল বোরোদিনের গায়ে যেন কারোর হাত না লাগে। এ পথযাত্রা সাত দিন ধরে চলেছিল। সাত দিন পরে তাঁরা শেষে মস্কোয় পেঁাছলেন। এ চলার পথে তারা পিছনে ফেলে এলেন প্রায় রক্তাক্ত এক চীন বিপ্লব আর একটি কমিউনিষ্ট পার্টিকে। স্পষ্টতঃই বলা চলে যে চীনের পার্টি তখন তার দশাংশ প্রাপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ কিনা চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এ পরিণাম ভেবে বোরোদিন হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন। গভীর আক্ষেপে বললেন তিনি, 'সব শেষ হয়ে গেল।'

'বাম' উহান সরকার নানকিং-এর চিয়াং কাই-শেকের কাছ থেকে একটি ধন্যবাদসূচক তারবার্তা পেল। এ তারবার্তায় কমিউনিষ্টদের হাত থেকে মুক্ত হবার জন্য উহান সরকারের ন্যায্য এবং দেশপ্রেমিক কাজের প্রশংসা করা হোল। আরো বলা হোল যে, এতে বন্ধুত্ব স্থায়ী হোল। এতদিন পরে আবার নানকিং ও উহানের কুওমিনটাং সরকারের পুনর্মিলন ঘটল। আর এই সুযোগে ওয়াং চিং-ওয়েই প্রচুর পরিমাণ অর্থ নিয়ে পুনরায় ইওরোপে প্রমোদ ভ্রমণে যাত্রা করলেন।

হুনানের সামরিক শাসনকর্তা ছিলেন তাং শেং-চি। তিনি মাও সে তুঙ-কে গ্রেপ্তার করতে চেষ্টা করেছিলেন। পরবর্তীকালে দেখা যায় (১৯৪৯ সালে) তিনিই আবার মাও-এর পক্ষ সমর্থন করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, যাজক পদে বৃত্তি ধারণ করেই তাঁর জীবনের সমাপ্তি ঘটে। ওয়াং চিং-ওয়েই সমাজে একজন মেধাবী 'বাম' রাজনীতিবিদ্ বলে পরিচিত ছিলেন। অথচ ১৯৩৯ সালে তাঁর জীবন শেষ হয় জাপান কর্তৃক চীন আক্রান্ত হলে জাপানেব একজন দালাল হিসাবে। নানকিং-এ তখন দক্ষিণ চীনের জাপানী পুতুল সরকারের প্রধান পদ তিনি গ্রহণ করেছিলেন। আজ চীনে তাঁর নামটি একটি কলঙ্কময় শব্দের সামিল হয়ে উঠেছে।

নির্দেশিকা

১। আন্না লুই স্ট্রং—'চীনের লক্ষ লক্ষ জনতা'।

২। জে. বি. পাওয়েল—'চীনে আমার পঁচিশ বছর কাল' ম্যাকমিলান, নিউইয়র্ক, ১৯৪৫।

৩। এ ঘটনাবলীর কিছু চমকপ্রদ বিবরণ পাওয়া যাবে আঁদ্রে মালরোঁ প্রণীত 'মানুষের ভাগ্য' গ্রন্থে। গ্যালিমার্ড, প্যারিস, ১৯৩৪।

৪। আন্না লুই স্ট্রং।

৫। কমিনটার্নের ভারতীয় প্রতিনিধি এম. এন রায় মার্চ মাসে চীনে এসেছিলেন। তিনি এ কংগ্রেসে (চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চম কংগ্রেস) উপস্থিত ছিলেন। চীনের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তাঁর পুরোপুরি অজ্ঞতা এবং সে সম্পর্কে তাঁর মতবাদ কেবল আতঙ্ক এবং বিশৃঙ্খলা বাড়িয়ে তুলেছিল।

৬। চু চিউ-পাই-এর কথা।

৭। বিপ্লবে বোরোদিনের কুশলতার ভিত্তি ছিল মেক্সিকোতে একটি অসফলপূর্ণ প্রাক্-প্রচেষ্টা।

৮। ১৯৪২ সালে আন্না লুই স্ট্রং-এর সঙ্গে গ্রন্থকারের সাক্ষাৎকার।

৯। Kostas Mavrakis—'Du Trotskyisme', পৃঃ ১৬২ দেখুন।

১০। সে সময়ের সংবাদপত্র এবং পুস্তকাদিতে এমন কাহিনী প্রচুর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। (আরো দেখুন) হ্যারল্ড, আর, আইজাক্স প্রণীত—'চীন বিপ্লবের ট্র্যাজেডি।

১১। নানচাং-এ কয়েক মাসের জন্য চিয়াং কাই-শেকের প্রধান কার্যালয় ছিল। সেটি চিয়াং-এর সৈন্যরা অংশত খালি করেছিলেন যখন তিনি নানকিং এবং সাংহাই অভিমুখে যাত্রা করেন। কুওমিনটাং সৈন্য এবং সমরনায়কদের সৈন্যের এক মিশ্রিত বাহিনী কুওমিনটাং-এর পক্ষ নিয়েছিলেন। তারা সেখানে থেকে যায়।

১২। সেই দিনগুলিতে সন্ত্রাস এবং বিশৃঙ্খলা চলতে থাকায় ৪০ বছর আগেও এ কাহিনী জানা যায় নি। বিস্তৃত ভাবে জানার জন্য ৩য় খণ্ডের ৫ম অধ্যায় দেখুন।

১৩। নোট সমূহ এবং পার্সি চেনের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।

তিন

১৯২৭ সাল। এই বছরের মাঝামাঝি সময়ে চীনের বুকে নৃশংস হত্যা-কান্ড পুরোদমে চলতে থাকে। কমিনটার্ন সে সময়ে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে সিদ্ধান্তের নূতন নীতি অনুসারেই চীনে অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য চীনের কমিউনিষ্ট পার্টিকে আহ্বান জানানো হোল। সে সময় স্টালিনের ভাষায় যে কথা বলা হয়েছিল তা হোল, অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে।১ তবে যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধা আর পরিস্থিতির বিভিন্ন ধরণের ব্যাখ্যার (সম্ভবতঃ ভাষান্তরে অনুবাদ করার অসুবিধাও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল)২ কারণে রাশিয়া থেকে চীনের বিপ্লব পরিচালনার কাজ এক দুরূহ অবস্থার সৃষ্টি করল। ফলে, একমাত্র 'নিয়ামক নীতিসমূহ' চীনে পাঠানো হোত। ১৯৩৬ সালে মাও এডগার স্নো'র কাছে এ বিষয়টি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন:

'তৃতীয় আন্তর্জাতিক......এটা একটি প্রশাসনিক সংগঠন নয়, কিংবা পরামর্শদানের ক্ষমতা ভিন্ন এর কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই।......যদিও একথা সত্য যে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি কমিনটার্নের সভ্য তাহলেও এর অর্থ এই নয় যে সোভিয়েট চীন, মস্কো বা কমিনটার্ন দ্বারা শাসিত।......দেশটিকে মস্কোর হাতে তুলে দেবার জন্যে এ সংগ্রাম নয় মুক্ত চীনের জন্যেই আমাদের এ সংগ্রাম।'

এ 'নিয়ামক নীতিসমূহ'কে চেন তু-সিউ কিন্তু কমিনটার্নের কাছে বশ্যতার অজুহাত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। স্টালিন অবশ্যই পরবর্তীকালে চীনের কমিউনিষ্ট সদস্যদের পরামর্শদানের এই অভ্যাসের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর সম্ভাব্য বিষয়সমূহের মধ্যে 'হুকুমের' মত একটা শক্তি নিহিত ছিল। আর সেই 'হুকুম'গুলি ছিল বরাবরই দ্ব্যর্থবোধক আর পরস্পরবিরোধী।৩ 'তার-বার্তার সাহায্যে বিপ্লব' সমাধার প্রশ্নে বছরের পর বছর ধরে এ মানসিক নির্ভরতা চীন বিপ্লবের গতিকে বিভ্রান্ত করেছিল। তাছাড়া বহু দুঃখজনক পরিণতিরও সৃষ্টি করেছিল।

তবে বড় রকমের অভ্যুত্থান ঘটানোর সময় তখন চলে গেলেও কার্যতঃ স্টালিনের পরামর্শ কিন্তু একেবারেই অসমীচীন ছিলনা। মাও নিশ্চিন্তভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে সশস্ত্র সংগ্রামই হোল একমাত্র মুক্তির পথ। এক্ষেত্রে মাও-এর ধারণার সঙ্গে স্টালিনের বক্তব্যের সংগতি ছিল। আর চৌ এন-লাইয়ের দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল এ পথেরই অনুসারী। বিপ্লব তখন ভাটার শেষ পর্যায়ে ছিল। তাছাড়া সে সময় পার্টিও টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ফলে, নৈরাশ্য ও সন্ত্রাস চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তবু পরাজয়ের এ ফলশ্রুতিই বিজয়লাভের নূতন রণনীতির জন্ম দিল। এদিকে 'বাম' কুওমিনটাং সরকারের সঙ্গে

সম্পর্ক ছিন্ন হবার পর অর্থাৎ ১৫ই জ্বলাই, ১৯২৭ কুওমিনটাং সরকার চীনের কমিউনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করলেন। আর তারই সতের দিন পর ১লা আগষ্ট ১৯২৭, নানকিং অভ্যুত্থান ঘটলো।

ইতিমধ্যে এক অস্থায়ী পলিটব্যুরো গঠিত হোল। ১৩ই জ্বলাই কিউ-কিয়াং-এ এই পলিটব্যুরো মিলিত হয়েছিল। রুশ ফেরৎ বুদ্ধিজীবী চু চিউ-পাই এই পলিটব্যুরোর ভারপ্রাপ্ত সদস্য ছিলেন। এ সময় একটি ফ্রন্ট কমিটিও গঠিত হোল। চৌ এন-লাই এ কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। কুওমিনটাং-এর সঙ্গে সহযোগিতার পূর্ব-নীতি এ ফ্রন্ট কমিটি স্পষ্টতঃ পরিত্যাগ করল। চীন কমিউনিষ্ট পার্টির বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার কাজও এ কমিটি সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করে দিল। কিন্তু এর আগে পর্যন্ত মাও সে তুঙ এবং চৌ এন-লাই ছাড়া কেন্দ্রীয় কমিটির বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সামরিক বিষয়াদি সম্বন্ধে উদাসীনতা এবং নিরুৎসাহের অবস্থাই বর্তমান ছিল। সশস্ত্র শ্রমিক রক্ষীদল আর কৃষক শ্রেণীকে যে এত সহজে বলি দেওয়া হয়েছিল তার মূলেও ছিল গরীবদের জীবন সম্পর্কে সেই শ্রেণী অবজ্ঞার কারণ। আর এ মনোভাব গড়ে উঠেছিল, ওদের অপদার্থতার প্রশ্নে অজ্ঞতার সেই ধারণা থেকেই।

চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির নিজস্ব কোনো সেনাবাহিনী ছিল না। তারা কুওমিনটাং সেনাবাহিনীর উপরই নির্ভরশীল ছিল। এ কুওমিনটাং সেনা-বাহিনীর মধ্যেই ছিল বিভিন্ন ইউনিট। যেমন বলা চলে, পূর্বে উল্লিখিত সেই লৌহ পাশ ইউনিটগুলির (চতুর্থ সেনাদল) কথা। এ সব ইউনিটগুলির মধ্যে প্রচুর সংখ্যায় কমিউনিষ্ট ক্যাডেটরাই ছিলেন সামরিক অফিসার। এ সব অফি-সাররা হোয়াংপু সামরিক বিদ্যালয়ে চৌ এন-লাই-এর অধীনে শিক্ষাগ্রহণ করে-ছিলেন। ফ্রন্ট কমিটির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যে সব অভ্যুত্থান ঘটেছিল তারই পরিণতিতে লাল ফৌজেরও জন্ম হয়েছিল। তবে এ চিত্রও দেখা গেল যে, চীন কমিউনিষ্ট পার্টির বুদ্ধিজীবীদের পরিস্থিতি সম্বন্ধে ধারণা ছিল খুবই কম। সেহেতু উহানের 'বাম' কুওমিনটাং এর সঙ্গে ছাড়াছাড়িটা পুরোপুরি হলেও যে ঝান্ডার নীচে এ অভ্যুত্থানগুলি ঘটেছিল কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত তা ছিল কুওমিনটাং-এর ঝান্ডাই। আর যেহেতু তারা সামরিক রণনীতি ও রণকৌশল সম্বন্ধে কিছুই বুঝতেন না তাই দেখা যায়, চু চিউ-পাই আর চীনের কমিউ-নিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে আসীন অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরা সহর ও গ্রামে একই সঙ্গে একই সময়ে অভ্যুত্থান ঘটানোর পরিকল্পনা নিলেন। এভাবেই দ্রুত সংগৃহীত বৃহৎ অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অরক্ষিত সেনাদলকে ছড়িয়ে দেওয়া হোল। ফলে, এঁরা নিজেদের পরাজয় নিজেরাই ডেকে আনলেন।

কিন্তু কুওমিনটাং-এর সবাই প্রতিবিপ্লবী হয়ে গেলেন না। কুওমিনটাং-এর সেনাবাহিনীর বহু ইউনিট এবং তাদের অফিসারগণ কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে যোগ দিলেন। ১৯২৮ সালের অক্টোবরে মাও সে তুঙ লিখেছিলেন :

'কুওমিনটাং-এর মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ছোট ও মাঝারি পুঁজিপতিরা, বহু বুদ্ধিজীবী ও বণিক শ্রেণী আর অন্যান্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাও বিপ্লবের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তারা বড় বড় জমিদার ও মুৎসুদ্দিদের অনুগামী হয়ে পড়েছিলেন। আর এভাবেই শেষ পর্যন্ত চিয়াং কাই-শেকের আনুগত্যও মেনে নিয়েছিলেন।' তাই, 'কুওমিনটাং-এর নূতন সমরনায়কদের বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় শহরগুলিতে প্রতিষ্ঠিত রইল মুৎসুদ্দি শ্রেণীর আধিপত্য আর শহরাঞ্চলে বা গ্রামাঞ্চলে রইল জমিদার শ্রেণীর আধিপত্য......শ্রমিক, কৃষক এবং সাধারণ শ্রেণীর অন্যান্য অংশের মানুষ এমনকি জাতীয় বুর্জোয়ারাও (জাতীয় পুঁজিপতি) পড়ে রইলেন সেই অতি-বিপ্লবী শাসনাধীনে। আর, এর ফলে, এরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সামান্যতম সুবিধাটুকুও পেলেন না।'[৪] এ রাজনৈতিক অভিমত পরবর্তী বছরগুলিতে সঠিক বলে প্রমাণ হয়েছিল। আর বিশেষ করে তা প্রমাণিত হয়, ১৯৪৯ সালে চিয়াংশাহীর শাসনের শেষ দিকে, যখন মধ্যবির্তরা কমিউনিষ্ট পার্টিতে এসে জড়ো হন।

মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া, জাতীয় বুর্জোয়া এবং পাঁতি বুর্জোয়ার মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে মাও-এর শ্রেণী বিভাজনগুলি ছিল একান্তই লক্ষণীয় ও উপযোগী বিষয়। এর ফলে, বিপ্লবের প্রতিটি পর্যায়ে, প্রতি শ্রেণীর মধ্যে সমর্থনকারী জনতার এক অংশকে পাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। যদিও এসমর্থন ছিল খুবই সাময়িক আর 'দোদুল্যমান'। তিনি অবুঝের মত কখনোই সমস্ত 'বুর্জোয়াদের' এক করে ফেলতেন না। কিংবা কোন শ্রেণীস্তরে থাকার জন্য কাউকে তিনি খামখেয়ালীভাবে নিন্দাবাদও করতেন না। নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, প্রাঞ্জল বিশ্লেষণে তাঁর নিখুঁত কুশলতা ছিল। আর সে ক্ষমতার গুণেই তিনি তাঁর লক্ষ্যের সমর্থনে এত বেশি লোককে জড়ো করতে পারতেন। এ কারণেই শ্রীমতী সান ইয়াত সেনের নেতৃত্বে (সুং চিং লিং, সান ইয়াত সেনের বিধবা পত্নী) কুওমিনটাং-এর একটি অংশ চিয়াং কাই-শেক এবং ওয়াং চিং-ওয়ে-এর গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আর সান ইয়াত সেনের লক্ষ্য ও নীতিসমূহ এবং বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য তাদের অস্বীকার করেছিল। সে সময় থেকেই সুং চিং-লিং এবং ডঃ লিয়াও চুং-কাই-এর বিধবা পত্নী হো সিয়াং-নিং-এর মত অন্যান্য বহু সাহসী নর-নারী বিপ্লবী কুওমিনটাং দলের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। এ সব বীর প্রতিনিধিরা চিয়াং কাই-শেককে প্রবলভাবে অস্বীকার করতে থাকেন (চিয়াং কাই-শেক ছিলেন শ্রীমতী সান ইয়াত সেনের ভগ্নীপতি। চিয়াং ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে শ্রীমতী সানের বোন সুং মেই-লিংকে বিয়ে করেন)। আর কুওমিনটাং এর মধ্যে প্রবাহিত কমিউনিষ্ট বিরোধী উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে মিশে যেতে এরা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন। তাই বিপ্লবী কুওমিনটাং-এর সঙ্গে একটি যুক্তফ্রন্টের কথা বলা তখনও সম্ভব ছিল। ফলে চিয়াং কাই-শেকের সামরিক একনায়কত্বের সঙ্গে এদের বিরোধিতা চলেছিল প্রায় এক দশক ধরে। কুওমিনটাং-এর পতাকা ব্যবহারের

কারণ হয়ত বা এতে ব্যাখ্যা করা চলে। তবে এতে কিন্তু যথেষ্ট বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। কেননা তখনও কুওমিনটাং কর্তৃক শ্রমিক ও কৃষকেরা নিহত হচ্ছিলেন। ফলে শ্রমিক ও কৃষকদের হত্যা করা হচ্ছে জানতে পেরে, নূতন অভ্যুত্থানের জন্য যে সংগঠন গড়ে তোলা হচ্ছিল তাতে যোগদানে অনেক শ্রমিক ও কৃষক বিরত ছিল।

১৯২৭ সালের ১৮ই জুলাই, হানকৌতে অনুষ্ঠিত ফ্রন্ট কমিটির এক সভায় অভ্যুত্থানের পরিকল্পনাসমূহ অনুমোদিত হয়েছিল। তাতে এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়েছিল যে, একদিকে চৌ এন-লাই যখন নানচাং শহরের বিরুদ্ধে অভিযানের নেতৃত্ব দেবেন সেই সঙ্গে অপরদিকে ফেং চি-মিন এবং পেং পাই সহ মাও সে তুঙ গ্রামাঞ্চলে অভিযান শুরু করবেন। এই গ্রামাঞ্চলের অভিযানসমূহকে শহর অভিযানের সহায়ক হিসাবেই গণ্য করা হয়েছিল। তবে, শহরের অভিযানসমূহকেই তখন অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। মাও এবার তার নিজের প্রদেশ হুনানের অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব করতে নির্বাচিত হলেন। (কৃষক অভ্যুত্থানসমূহ সংগঠিত করার কাজকে সমর্থন করার জন্য মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে মাও-কে 'যুদ্ধবাজ' বলে তিরস্কৃত হতে হয়েছিল।) আর ঠিক হয় যে হুনানের এই অভ্যুত্থানের সঙ্গে কোয়াংতুং এবং হুপেই প্রদেশকেও একই কৃষক অভ্যুত্থানের সমন্বয় সাধন করা হবে। শহরের বুকে অভ্যুত্থানের চেয়েও গ্রামাঞ্চলের অভ্যুত্থানসমূহের অধিকতর গুরুত্ব আছে বলে মাও চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এ মত বাতিল হয়েছিল। ফলে, কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতি অনুগত তৎকালীন সেনাবাহিনীর বৃহৎ অংশকে নানচাং শহর দখলে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

৭ই আগষ্ট হানকৌতে আবার চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। মিটিংটি ছিল খুবই উত্তেজনাপূর্ণ। চেন তু-সিউ তাঁর সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে খারিজ হলেন। আর পার্টির এই বিধ্বংসী অবস্থার জন্য তান পিং-শানও দোষী সাব্যস্ত হলেন। উভয়েরই কুওমিনটাং এর প্রতি আনুগত্য ও দাস মনোবৃত্তি ছিল। 'কুওমিনটাং-এর মধ্যেকার বুর্জোয়া'দের হাতে তাঁরা নেতৃত্বের প্রয়োগ ক্ষমতা অর্পণ করেছিল। ঐ নেতৃত্ব বদলের ঘটনায় তাঁরা মাত্র ১১ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এ ঘটনা উপলক্ষ্যে মাও এড্‌গার স্নো-কে বলেছিলেন যে, তিনি সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে চেন-কে খারিজ করতে এবং নেতৃত্ব বদলের প্রশ্নে 'সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয়' ভূমিকা নিয়েছিলেন। সে সভায় চেনের সুবিধাবাদী নীতি নিন্দিত হয়েছিল। তাছাড়া উহান—কুওমিনটাং সরকারের সঙ্গে সব রকমের সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হোল। আর সশস্ত্র সংগ্রামের নূতন নীতিও অনুসৃত হোল। তাছাড়া নানচাং অভ্যুত্থান এবং তা দখলে নেবার পর এ সব নীতির কেবল প্রাধান্যই নয়, তা অনুসৃতও হয়েছিল।

এ ঘটনার ফলে চেন তু-সিউর সর্বনাশা লাইনটির অবসান ঘটানো সম্ভব হয়েছিল সত্য। একথাও সত্য যে, তথাপি সে সময় আর একটি চরম বামপন্থী

কর্মধারার বিকাশও ঘটতে শুরু করেছিল। আর এ ঘটনাটি ঘটেছিল অংশতঃ একটি ভাবাবেগের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ। আর অংশতঃ তা ঘটেছিল নূতন কেন্দ্রীয় কমিটির গঠন প্রক্রিয়ার দরুণ। চাং কুও-তাও, লি লি-সান এবং লিউ শাও-চি সে সময় (লিউ জেল থেকে পালিয়েছিলেন) চেন তু-সিউ-কে নিন্দা করে-ছিলেন। যদিও ইতিপূর্বে তাঁরা কেউই চেনের বিরোধিতা করেননি। বরং বলা চলে যে শ্রমিক শ্রেণীকে নিরস্ত্র করার প্রশ্নে, চেনের হুকুমকে বিরোধিতা করার পরিবর্তে তাঁরা সে হুকুম তামিল করেছিলেন।

সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে চেনের পদচ্যুতির সিদ্ধান্তের পাশাপাশি ৭ই আগষ্টের জরুরী সভায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্তও সমর্থিত হয়। আর সমর্থিত হয়, 'শহর দখল' ও 'জন জাগরণ'এর প্রশ্নটিও। এই 'শহর দখলের' দৃষ্টিভঙ্গী থাকার জন্যই মাও-এর নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষক অভ্যুত্থান কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন পায়নি। ফলে পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় কমিটি নিন্দিত হয়েছিল। আর আজ তা সত্বেও কৃষক অভ্যুত্থানকে কমিউনিষ্ট সামরিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় প্রকৃত বেগবান গতিশক্তি হিসাবে গণ্য করা হয়। শরতের ফসল কাটার অভ্যুত্থান বলে অভিহিত এই সংক্ষিপ্ত সংগ্রামটি ক্ষয়িত চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির পুনর্জন্ম ঘটাতে এবং চীন বিপ্লবের নূতন পথের নিশানা খুলে দিতে পেরেছিল।

শরতের ফসল কাটার সময়টি ছিল একটি বড় রকমের কৃষক আন্দোলনের অনুকূল সময়। কেননা জমিদাররা তখন খাজনা, কর আর সুদী টাকার ধার আদায়ের জন্য কৃষকদের শষ্য কেড়ে নিত। আর সেই সূত্রেই জমিদার আর প্রজার মধ্যে শ্রেণী সংঘর্ষ বাঁধত। বিশেষ করে যেখানে জমি বাজেয়াপ্ত হয়ে-ছিল সেখানেই এর চূড়ান্ত হিংস্রতার প্রমাণ মেলে। জমিদাররা বন্দুক ও চাবুক সহ তদের ভাড়াটে সৈন্যদের নিয়ে তাদের নিজেদের কৃষক প্রজাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। আর সকলকে ভয়ে শঙ্কিত করে তুলতে প্রায়ই কিছু লোককে হত্যা করা হোত।

শরতের ফসল কাটার অভ্যুত্থানের ঘটনার শুরু আর শেষ কেমন করে হয়েছিল? স্বভাবতঃই এ প্রশ্ন মনে জাগে। ১৯৩৬ সালে মাও অতি সংক্ষিপ্ত-ভাবে শুধু তার উল্লেখ করেছিলেন।[৫] কিন্তু পরে এর বিশদ বিবরণ মেলে। দেখা যায়, অভ্যুত্থানের জন্য শ্রমিক কৃষক বাহিনী গড়ে তুলতে খনি শ্রমিক সংগ্রহের কাজে মাও আন্যুয়ানে (চাং চিয়া ওয়ান) গিয়েছিলেন। মাও-এর সঙ্গে তাঁর ভাই মাও সে-তানও ছিলেন। মাও-এর সৈন্য বাহিনীর প্রাণকেন্দ্র হবেন তাঁরাই যাঁরা ছিলেন আন্যুয়ানের খনি শ্রমিক। এদের সাথে থাকবে পিং-সিয়াং ও লিলিং থেকে সংগৃহীত কৃষক আত্মরক্ষী বাহিনী, কিছু জাতীয় বাহিনীর সৈনিক এবং দরদী অফিসার, কিছু কিছু ছাত্র ও কৃষক কর্মী। আর এসব কর্মীদের নিয়েই পরবর্তীকালে গঠিত হবে তাঁর প্রথম লাল ফৌজ।

এই সৈন্যদলের সেই সংগ্রহের কাজটিই ছিল একটা শক্তিমত্তার পরিচয়।

কেননা জমিদার, সমরনায়ক আর কুওমিনটাং-এর সৈন্যবাহিনীর অবস্থিতিতে সমস্ত অঞ্চলটি থমথমে হয়ে উঠেছিল। আর সে সব সৈন্যবাহিনীর প্রত্যেকের মধ্যেই হত্যার উন্মত্ততা পেয়ে বসেছিল। আর এদিকে কমিউনিষ্ট সৈনিকেরা ছিলেন একটা ছন্নছাড়া গোছের বাহিনী। তাদের সম্বল ছিল বর্শা আর লাঠি। আর কারো কারো বন্দুকও ছিল বটে কিন্তু গোলা-বারুদ ছিল অতি সামান্য। ঐ সৈন্যবাহিনীর কোন পোষাক ছিল না। মাও-এর নিজেরই ছিল একটা সুতির পাজামা মাত্র। উপরেরটি ছিল ভিন্ন রং-এর। আর উভয়টিই ছিল তালি দেওয়া। পায়ে ছিল খড়ের চটি জুতা। তাঁর গলায় জড়ানো ছিল একটি তোয়ালে। তিনি সামনে ও পিছনের সারিতে স্থান বদল করে সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চললেন। এভাবে তাঁরা মার্চ করে গেলেন হুনান থেকে কিয়াংসি পর্যন্ত। তাঁরা আবার ফিরে এলেন। আর এভাবেই তাঁরা বহু কঠিন প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন। একই সঙ্গে অন্য কৃষক অভ্যুত্থানগুলিও আরো অন্য সব প্রদেশে সংগঠিত হয়েছিল। তবে সব অভ্যুত্থানগুলিই অতি দ্রুততার সঙ্গে দমন করা হয়েছিল। ফলে সমাবিষ্ট বাহিনীগুলি একে একে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। কিন্তু মাও-এর সৈন্যবাহিনীর ভাগ্য ভিন্ন রূপ নিল।

মাও বলেন যে, এবার 'ক্ষমতার জন্য দীর্ঘ ও প্রকাশ্য সংগ্রাম শুরু হলো।' অবশ্য এ সংগ্রাম গত দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে চলছিল।

১৯২৭ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর অভ্যুত্থান শুরু হোল। অক্টোবরের শেষ ভাগে এর অবসান ঘটল। আর এ ঘটনা আজ এক বিরাট জয় বলে অভিনন্দিত হয়ে থাকে। তবে এটিই একমাত্র দুঃসাহসিক বিজয় ছিলনা। বরং বলা চলে যে, এটি ছিল একটি প্রথম পদক্ষেপ, যাতে মাও সে তুঙ এক বৈপ্লবিক যুদ্ধের এক নূতন কৌশল সৃষ্টি করেছিলেন। আর এটি ছিল 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার' কৌশল। এর লক্ষ্য ছিল নূতন ধরণের একটা সেনাবাহিনী গড়ে তোলা আর গ্রামীণ ঘাঁটি তৈরী করা,—যেখানে কমিউনিষ্ট পার্টি ও লালফৌজ ভবিষ্যতে শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠবে।

মাও তাঁর সৈন্যবাহিনীর প্রত্যক্ষ নাম দিলেন প্রথম কৃষক ও শ্রমিক সেনা-দলের প্রথম বিভাগীয় বাহিনী। আগষ্ট মাসের গোড়াতেই মাও অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বললেন যে, 'কুওমিনটাং-এর পতাকা আর ব্যবহার করা উচিত হবে না কেননা তা সবাইকেই বিভ্রান্ত করে।' 'একটি তারার মধ্যে কাস্তে-হাতুড়ী' (রিপোর্টে যা বলা হয়েছে লাঙ্গল তাতে ছিল না) চিহ্নিত পতাকাটি ছিল শরতের ফসল তোলার অভ্যুত্থানের পতাকা। পতাকাটির রূপ দিয়েছিলেন মাও। 'কোন অবস্থাতেই কুওমিনটাং-এর পতাকাতলে কোন অভ্যুত্থান পরিচালনা করা চলবে না' চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির পলিটব্যুরোর এ চূড়ান্ত ঘোষণাটি ১৯শে সেপ্টেম্বরের আগে জারি হয়নি। জাপ আক্রমণ শুরু এবং দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠবার আগে পর্যন্ত লাল ফৌজের পতাকা হিসাবে মাও রচিত পতাকার নক্সাটিই বর্তমান থাকে।

তবে সৈন্যবাহিনীর লোকদের মধ্যে তারতম্য খুব বেশি ছিল বলেই মাওকে

তাদের উৎসমূলের অনুসারে পৃথক পৃথক সেনাবাহিনীতে ভাগ করতে হয়েছিল। তাঁর প্রথম কৃষক ও শ্রমিক সেনাদলের প্রথম সেনাদলটি আসন্ন যুদ্ধের অগ্রবর্তী বাহিনী ছিল। এই অগ্রবর্তী বাহিনী গড়ে উঠেছিল আন্‌য়ুয়ান এবং পিং শিয়াং খনি শ্রমিকদের দিয়ে। দ্বিতীয় সেনাদলটি গড়ে উঠেছিল কৃষক রক্ষীবাহিনী থেকে। তৃতীয় এবং চতুর্থ সেনাদলটি গড়ে উঠেছিল উহানের দুর্গস্থিত বাহিনীর সে সব লোকদের নিয়ে, যারা ওয়াং চিং-ওয়েই-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল আর পরবর্তীকালে কমিউনিষ্টদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। এই সেনাদলগুলির মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল ৮ হাজার। আর এরাই হোল প্রথম সেনাবাহিনীর প্রথম বিভাগীয় সেনাদল।

একথা বলা চলে যে, দ্রুততার সঙ্গেই চীনের নূতন নেতৃত্ব গড়ে উঠেছিল। ফলে, এই নেতৃত্বের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশও ছিল। আর সেজন্যই সমস্ত পরিকল্পনাই প্রায় ভেস্তেও গিয়েছিল। স্টালিনের কাছ থেকে জুলাই তারবার্তার অদ্ভুত ঘটনাটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানগুলিকে প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিল। চাং কুও-তাও এই তারবার্তা পড়েছিলেন (যার রুশ ভাষায় জ্ঞান হয়ত তেমন যথেষ্ট ছিলনা)। চাং কুও-তাও সে তারবার্তার যে ব্যাখ্যা করেন তার অর্থ দাঁড়িয়েছিল এই যে, 'ধীরে সুস্থের' নীতিকে অবশ্যই মেনে চল।৬ কিন্তু চৌ এন-লাই এই ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। তাই তিনি ১লা আগষ্টের নানচাং অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি চালাতে লাগলেন। অবশ্যই এতে পার্টি সদস্যদের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি করল। ইতিমধ্যে হুনান প্রাদেশিক কমিটির দোদুল্যমানতাকে কেন্দ্র করে অপর একটি বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি হোল। তখন মনে হচ্ছিল যে, এঁরা কৃষক অভ্যুত্থানের সঙ্গে তাল রেখে চাংশা শহর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। মাও এর বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁর মতে, কৃষকদের সশস্ত্র করতে হবে। গ্রামে থাকবে তাঁদের নিজস্ব ঘাঁটি। এরা শহর আক্রমণ করবে না। এর ফলে মাও সে তুঙের যে বাহিনী শরতের ফসল তোলার অভ্যুত্থান ঘটালো তারা কোন নূতন শক্তির সমর্থন বা সাহায্যই পেল না। ফলে তাদের প্রাথমিক সাফল্যকে পরবর্তী ধাপে আর এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হোলনা।

এ প্রসঙ্গে বলা হোল : 'এই সেনাদল (যেটি মাও সংগঠিত করেছিলেন) হুনান প্রাদেশিক কমিটির সম্মতিক্রমেই সংগঠিত করেছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটি হুনানের প্রাদেশিক কমিটির সাধারণ কর্মসূচী এবং আমাদের সেনাদলের বিরোধিতা করেছিল। তাতে এই মনে হয়েছিল যে কেন্দ্রীয় কমিটি সক্রিয় বিরোধিতার পরিবর্তে 'ধীরে সুস্থের' নীতিকে গ্রহণ করেছেন।' মাও যে বিপ্লবী দলটি গড়ে তুলেছিলেন তারা সম্পূর্ণ আবেগপ্রবণ হলেও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে এই দুঃখদায়ক ইতঃস্ততা, ক্রিয়া কেন্দ্রের বিক্ষিপ্ততা, পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের দরুণ সেই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীটির মধ্যেও ফাটল ধরেছিল। আর অন্যদিকে অবস্থার পরিণতি ভুল হলে তাদের অদূরদর্শিতার বোঝাটাও মাও এবং চৌ এন-লাই-এর ঘাড়ে তিক্ততার সঙ্গে চাপিয়ে দেওয়া হোত।

সে সময় আরো নূতন সৈন্য সংগ্রহের কাজে হেং ইয়াং খনি শ্রমিক এবং

কৃষক রক্ষীদলের মধ্যে যাতায়াত করার কালে মাও সে তুঙ ধরা পড়লেন। তারপর তাঁকে গুলি করে মারার জন্য মিনতুয়ান-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নিয়ে আসার হুকুম হোল।

মাও এ প্রসঙ্গে বলেন, "যখন আমি সেনাবাহিনী সংগঠিত করছিলাম...... আমি কয়েকজন 'মিনতুয়ান'-এর হাতে ধরা পড়েছিলাম। মিনতুয়ান ছিল (আত্মরক্ষার জন্য গঠিত জমিদারদের হুকুমে সেনাদল)। এরা কুয়োমিনটাং-এর সংগে কাজ করত......আমাকে মিনতুয়ান কেন্দ্রীয় দপ্তরে নিয়ে যাবার আদেশ হোল। কথা ছিল যে, ঐখানেই আমাকে হত্যা করা হবে। আমি একজন কমরেডের কাছ থেকে কয়েকটি দশ ডলার ধার করলাম। যাদের প্রহরায় যাচ্ছিলাম তাদের হাত থেকে মুক্তি পেতে তাদের ঘুষ দিতে চেষ্টা করলাম। এ সমস্ত সাধারণ সৈনিকেরা ছিল সবাই ভাড়াটে। আমাকে নিহত অবস্থায় দেখতে তাদের বিশেষ কোনো স্বার্থ ছিলনা। তাই তারা আমাকে ছেড়ে দিতে রাজী হোল। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত অধস্তন সেনাপতি তা অনুমোদন করতে অস্বীকার করল। তাই আমি পালাতে চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু 'মিনতুয়ান' কেন্দ্রীয় দপ্তরের প্রায় দু'শো গজের মধ্যে না আসা পর্যন্ত আমি পালাবার সুযোগ পেলাম না। সে স্থানে আসার পর আমার বাঁধন আল্‌গা হোল। সে সুযোগে আমি মাঠের মধ্যে দৌড়ে পালাই।"

রাত না হওয়া পর্যন্ত মাও লম্বা ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন। ফলে তাঁকে খোঁজাখুঁজি শুরু হোল। এক সময় অনুসন্ধানকারীরা তাঁর এমন কাছাকাছি এসে গেল যে মনে হোল তারা যেন প্রায় তাঁর গায়ে এসে পড়ে আরকি। কিন্তু সে যাত্রায় তিনি বেঁচে যান। আগেই তার জুতো জোড়াটি খুলে নেওয়া হয়েছিল। (যাকে হত্যা করা হবে তার জুতো খুলে নেওয়াই ছিল সেই সময়কার রেওয়াজ। কেননা হত্যাকারীর ভয় ছিল যে মৃতব্যক্তি ভূত হয়ে তার পিছু নেবে। তাছাড়া জুতো জোড়াটি সাধারণ সৈনিকের প্রাপ্য পুরস্কার হিসাবে গণ্য হোত।) এর ফলে সারা রাত ধরে বন্ধুর পাহাড়ের ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে হাঁটার জন্য তাঁর পা দুটি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়ে। অবশেষে একজন চাষীর আশ্রয়ে এসে তাঁর এ হাঁটার অবসান ঘটে। তাঁর হাতে তখনো অবশিষ্ট সাতটি রৌপ্য ডলার ছিল। তা দিয়ে তিনি জুতো, ছাতা এবং খাবার সংগ্রহ করলেন। যখন তিনি কৃষক রক্ষীদলের কাছে এসে পেঁ‌ৗছলেন তখন তাঁর হাতে মাত্র কয়েকটি তাম্রমুদ্রা[৭] অবশিষ্ট ছিল।

মাও তাঁর সেনাদলগুলিকে পুনরায় সংযুক্ত করলেন। আর শরতের অভ্যুত্থানের ওপর সেসময় দশটি নিবন্ধ লিখলেন। এগুলি ছিল অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত সাদাসিধে গোছের কতগুলি আদর্শের নীতিবাণী স্বরূপ। এসব নিবন্ধের শিরোনামাগুলি হোল : (১) তাং শেং-চি নিপাত্ যাক্, (২) ওয়াং চিং-য়েই নিপাত্ যাক্, (৩) হুনান প্রাদেশিক সরকার ধ্বংস হোক্, (৪) কুওমিনটাং সরকার ধ্বংস হোক্, (৫) অত্যাচারী জমিদার ও ভদ্রবেশী শয়তানদের বিনাশ কর, (৬) শ্রমিক কৃষক আর সৈন্যদের শক্তি কায়েম কর,

(৭) কৃষক শ্রেণীর একনায়কত্ব কায়েম কর, (৮) বিপ্লবী কমিটি গড়ে তোলো, (৯) কৃষক বিপ্লবই সত্যিকারের বিপ্লব, (১০) অভ্যুত্থানের জয় দীর্ঘজীবি হোক্!

বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বলা হোল "কৃষক অভ্যুত্থানের নেতৃস্থানীয় ক্ষুদ্র সেনাদলটি হুনানের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হোল। হাজার হাজার কুও-মিনটাং সেনাদলের মধ্য দিয়ে তাদের পথ করে চলতে হয়েছিল। এর ফলে তাদের বহু যুদ্ধও করতে হয়েছিল।" আন্যুয়ান এবং পিংসিয়াং খনি শ্রমিক আর হেংইয়াং কারখানা শ্রমিকেরা তাদের উপস্থিতি এবং কাজের মধ্য দিয়ে মাও যে শ্রমিক-কৃষক সেনাদলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁর সেই দাবীকে যথার্থ বলে প্রমাণ করে দিয়েছিল। তাঁর উপস্থিতিতে উৎসাহিত হয়ে পিং সিয়াং কাউন্টিতে ৩০ হাজারের বেশি বর্শাধারী কৃষকের এক অভ্যুত্থান ঘটল। ১২ই সেপ্টেম্বর সেনাপতি লিলিং কাউন্টি দখল করল আর ১৫ই সেপ্টেম্বর দখল করল লিউ ইয়ান-এর কাউন্টি শহরটিও।

তবে 'চাংশা দখলের' কথা ছাড়া আর কোন কেন্দ্রীয় নির্দেশনামা ছিল না, তাছাড়া এর সমর্থনে কোনো নূতন সেনাদলও আসেনি। এবার চার হাজার লোকের এ সেনাদলটি বন্ধুর পাহাড় এবং উপত্যকার মধ্যেকার পাক খাওয়া সংকীর্ণ চোরাপথ দিয়ে হেঁটে চলছিল। এভাবে চলারও কারণ ছিল। কেননা দিগন্তব্যাপী এ খোলা মাঠের ওপর দিয়ে সাধারণ ছেঁড়া পোষাক পরা এ সব সৈন্যদের ধূসর বর্ণের সারিটিকে দেখে ফেলা খুবই সহজ ছিল। এদিকে এই ফাঁকে কুওমিনটাং সেনাদল লিউ ইয়াং অবরুদ্ধ করে এবং তা পুনর্দখলে নিয়ে যায়। এতে মাও-এর সেনাবাহিনীর প্রচুর ক্ষতিও হয়। সিয়া তাও-য়িং অতীতে কুওমিনটাং সেনাদলের একজন সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি মাও-এর বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেন। কিন্তু এ যুদ্ধে পুনরায় তিনি কয়েক শো' সৈন্য নিয়ে শত্রুপক্ষে চলে যান। এদিকে সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা খুব দুর্বল ছিল। রাজনৈতিক শিক্ষাও অতি নীচু মানের ছিল। আর কিছু সৈনিক লুঠ-তরাজের সুযোগ পায়নি বলে বিদ্রোহও করে বসল। সেপ্টেম্বরের মধ্যেই কুও-মিনটাং-এর শ্বেত-সন্ত্রাস দল উত্তর হুনানের তিন লক্ষ তিরিশ হাজার কৃষককে হত্যা করল। ফলে, সারা অঞ্চল এক মহাশ্মশানে পরিণত হোল। মাওয়ের সেনাবাহিনীর খাবার জোগাড় করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। ফলে সেনাবাহিনীর লোকেরা উপোস করতে লাগল। গ্রামেতেই আহতদের ছেড়ে আসা হোল কিন্তু কৃষকেরা সব সময়ে তাদের যত্ন নিত না। কেননা তাদের জীবনেও ভয় ছিল। কারণ যে সব কৃষকেরা কমিউনিষ্টদের আশ্রয় দিত তাদের ওপর চলত অশেষ নির্যাতন। আর নিষ্ঠুরভাবে তাদের ধরে ধরে অঙ্গচ্ছেদও করা হোত। আর এ সব খবরাখবর সংগ্রহের জন্য গুপ্তচরে গুপ্তচরে গ্রামাঞ্চল ছেয়ে গিয়েছিল। 'লালফৌজের' সৈন্যদের ধরবার জন্য এদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলত। তাই সমাজজীবনে বিশ্বাসঘাতকতা একটা সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এদিকে ঐতিহ্যগত চীনা সামরিক বৃত্তির কুঅভ্যাসগুলি এই ক্ষুদ্র

বাহিনীকেও পেয়ে বসেছিল। কিছু অফিসার সৈন্যদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করত এমনকি তাদের মারধরও করত। আবার এদিকে হুনান প্রাদেশিক কমিটি এবং পলিটব্যুরোর পরস্পরবিরোধী নির্দেশের ফলে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় (এ কাহিনীর মধ্যে এ ধরণের বিভ্রান্তি আরও লক্ষ্য করা যাবে) তাতে মাও-এর পক্ষে কাজ চালানো বড়ই কঠিন হয়ে দাঁড়াল। বলা চলে যে সে সময়ে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে যে হরেক রকম মনোভাবসম্পন্ন এবং আত্মকেন্দ্রিক লোকের সমাবেশ ঘটেছিল তেমনটি আর কখনো দেখা যায়নি। আর এই ভিত্তি-গত বিভিন্নতা ক্রমেই চলতে শুরু করল। তবে বড়ই বিস্ময়ের কথা যে এই হতাশাপূর্ণ অবস্থা সত্ত্বেও এই চরম সংকট মুহূর্তেও মাও তাঁর দুর্বলীভূত বাহিনীকে ভেঙ্গে দিলেন না। কিংবা বলা চলে যে, তাঁর বাহিনীকে শহর দখলে নিযুক্ত অন্যান্য বাহিনীগুলির সঙ্গে যোগ দেবার উদ্দেশে সে দিকে অভিযান করালেন না। বরং তার পরিবর্তে মাও নিজ বিচারবুদ্ধি অনুসারে কাজ করার অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সে সময় মাও-এর লক্ষ্য ছিল একটাই। তা হোল, লাল ফৌজ গড়ে তোলা আর টিঁকে থাকার জন্য গ্রামাঞ্চলে একটি ঘাঁটি বাছাই করা।

• মাও-এর এ সিদ্ধান্ত এবং প্রথম লাল ঘাঁটির নির্বাচন সম্পর্কে সীমাহীন তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা চলতে পারে। তিনি কেন এমন কাজ করলেন, যে সময়ে শহর দখলের চেষ্টায় অন্যেরা নিজেদের প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছিল? এর জবাব দিতে হলে মাও-এর চিন্তা-ভাবনার কুশলতার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। তাঁর মত ছিল মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করা, অদম্য কঠোর নিষ্ঠাসহ কর্তব্য কর্মে মন দেওয়া, আবেগ বা আকাঙ্ক্ষার আকুলতার দ্বারা শাসিত না হয়ে সাফল্য অর্জনে সর্বদা কঠোর থাকা। তাঁর সিদ্ধান্তগুলি কৃষক বিদ্রোহের ঐতিহ্যগত ধারণার সঙ্গে মানানসই ছিল। এটা ছিল 'তটরেখা'র (Water Margin) ৮ সেই বীর নায়কগণেব পথ। আর তাছাড়া অন্যসব জনপ্রিয় বিদ্রোহের চিন্তাধারারও মিল ছিল তাতে যাঁরা পর্বতে চলে গিয়ে পর্বতসম দৃঢ় হয়ে বছরের পর বছর ধরে সেখানে থেকে অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে সাধারণ লোকের সমর্থন লাভ করেন তাদের এ সব কাজের সঙ্গে এটি ছিল সংগতিপূর্ণ।

অধিকতর বাস্তবানুগ দৃষ্টিভঙ্গী এবং সহজাত জ্ঞানবুদ্ধিই ছিল এ অভিজ্ঞতার মূল কারণ, মাও তাঁর নিজের প্রদেশকে খুব ভালভাবেই জানতেন। তিনি পায়ে হেঁটে হেঁটে সুদীর্ঘ পথ ভ্রমণের মধ্য দিয়ে একে জেনেছিলেন। ১৯১৮ সালের জানুয়ারীতে একযাত্রাপথে তিনি যখন লিউ ইয়াং-এর কাছা-কাছি পর্বতরাজির উপরে ওঠেন তখন তিনি বেশ স্পষ্টই দেখতে পান যে গোপনে থাকার পক্ষে এটি ছিল একটি চমৎকার স্থান। এই পর্বতমালার বিন্যাস ধরণ ছিল এমনই চমৎকার যে, মনে হোত, এটি যেন সেই গভীর জঙ্গলের একটি দুর্লঙ্ঘ গোলক ধাঁধার মধ্যে প্রসারিত। আর এটি ছিল ছোট ছোট লতাগুল্মাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই পর্বতমালা ক্রমে উর্দ্ধমুখী হয়ে ওপরে উঠে গেছে।

এতে ছিল সব দুরারোহ পাহাড়। আর তাতে সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল গোলাকৃতি বৃহৎ শিলাখন্ড। তাই পর্বতমালা অঞ্চলটি অনুসরণকারী নিয়মিত সেনা-বাহিনীর কাছে রাতের দুঃস্বপ্নের মতই আতঙ্ককর বলে মনে হোত। তিনি জানতেন যে, এসব দুর্গম পাহাড় চোরাচালানকারী আর লবণের ফেরিওয়ালা-দের চলাচলের পথ করে দিয়েছে। কৃষকদের কাছে তিনি জানতে পারেন যে চিংকাংশানের চার পাশের পর্বতমালাই হোল বিদ্রোহী কৃষকদের আশ্রয়-স্থল। আর এ অঞ্চলটি শুধু পূর্বেকার শতাব্দীর বিদ্রোহীদের জন্যই ছিলনা, বর্তমান শতকের বিদ্রোহীদের জন্যও আদর্শ আশ্রয়স্থল ছিল। তিনি আরো জেনেছিলেন যে সমরনায়কদের বাহিনী দুটি প্রাদেশের মধ্যবর্তী সীমানা অঞ্চলে কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলি অপেক্ষা সাধারণভাবেই কম পাহারা দেয়। এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে এ সব ভীষণ দর্শন নির্জন শিখরমালায় গুন্ডার দল বা আফিমখোর সমরনায়কদের সৈন্যবাহিনীর কাছে কোন খবরা-খবর রাখার দাবী করা যেতে পারে না। পরবর্তী সব লালঘাঁটিগুলির ক্ষেত্রে এ বৈশিষ্ট্যের সুযোগ বর্তমান ছিল। তাই দেখা যায় বর্তমান বাস্তব অভি-জ্ঞতার মাধ্যমে কৃষক ঐতিহ্যকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে মাও-এর সংকল্পই দানা বেঁধে উঠেছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে এ পথই তিনি গ্রহণ করলেন। এভাবেই স্বল্প মেয়াদীকালের মধ্যে অনুসরণকারীদের সহ নিজেকে তিনি রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আর দীর্ঘ মেয়াদী সময়ের দিক্ থেকে বলা চলে যে, বিপ্লবও তাতে রক্ষা পেল।

চিংকাংশান পর্বতস্তূপে যাবার পথে ওয়েচিয়াংশিস্থিত মোটামুটি সৌষ্ঠব-পূর্ণ পরিবেশে লি জেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে মাও ২০শে সেপ্টে-ম্বর তাঁর সৈনিকদের সভা ডাকলেন। তাঁর সৈন্যসংখ্যা হ্রাস পেয়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে এক হাজারের মত। সেখানে 'পর্বতের ওপর আরোহণ করার' এবং বিপ্লব চালিয়ে যাবার সংকল্প নেওয়া হোল। এটা দুঃখজনক যে ওয়েনচিয়াংশি-তে অনুষ্ঠিত সভায় মাও-এর বক্তৃতার কোনো বিবরণী লিপিবন্ধ ছিলনা। এটি নিশ্চয় একটি সুষ্ঠু এবং বলিষ্ঠ বক্তৃতা ছিল। আমরা সবাই যা জানি তা হোল, তিনি বক্তৃতা শেষে চিৎকার করে বলেছিলেন, 'বিপ্লব চালিয়ে যেতে আমাদের সাহস আছে কি নেই?' আর সেই হাজার কণ্ঠে তারই জবাবে ধ্বনিত হোল: 'হ্যাঁ, আমাদের সেই সাহস আছে।'

২৩শে সেপ্টেম্বর তাঁদের পর্বত যাত্রা শুরু হোল। কিন্তু 'আমরা সাহস করি' বলে যাঁরা সেদিন চিৎকার করেছিলেন তাঁদের এক ক্ষুদ্র অংশের মনে এবার নূতন করে চিন্তা শুরু হোল। এঁদের দু'শোরও বেশি সঙ্গী দল ছেড়ে চলে গেলেন। মাও এসব দেখে-শুনে ঘোষণা করলেন যে, যাঁরা ঘরে ফিরতে চান তাঁরা যেতে পারেন। তাঁদের রাহাখরচও দেওয়া হবে। এ পরিস্থিতিতে ঘোষণাটি এমনিতে ছিল একটি অস্বাভাবিক ঘটনা বিশেষ। কিছু বিপ্লবী এসব দল ছাড়া 'বিশ্বাসঘাতকদের' হত্যা করতে চাইলেন। শেষ পর্যন্ত মাত্র ৮০০ সঙ্গী নিয়ে মাও সেই মায়াবী, কর্দমাক্ত টিলাগুলি আরোহন করতে

লাগলেন। তাঁরা লাল কাদা মাটির ওপর দিয়ে বহু কষ্টে হেঁটে চললেন। তাঁদের খড়ো স্যান্ডেলের তলা সেই কাদামাটিতে আটকে যেতে লাগল। চলার পথে তাঁদের আগাছা কেটে পরিষ্কার করতে হোল। এমনকি তাঁরা ভাত রান্না করতে কিংবা নিজেদের শরীর গরম রাখতে আগুন জ্বালাতে সাহস করলেন না। তাই স্বাভাবিক কারণেই তাঁরা ক্ষুধার্ত ও শীতার্ত হয়ে পড়লেন। সে অবস্থায় তাঁরা অবশেষে লিউ শি-তে এসে পেঁাছলেন। এটি ছিল একটা বাজার-শহর। এখানে এঁরা কুওমিনটাং-এর এক বেশ বড় বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হলেন। ফলে, পিছনের অংশটি তাঁদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা এ আক্রমণকে হটিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। তার পর সেখান থেকে তাঁরা লিয়েন হুয়ার ক্ষুদ্র কাউন্টি শহর দখল করতে এগিয়ে গেলেন। এখানে তাঁরা তাঁদের খাদ্য পেলেন। আর সেখানে তাঁরা 'প্রকাশ্যে বিপ্লব ঘোষণা করলেন।' তার পর সেখান থেকে সানওয়ান পেঁাছতে আবার পাহাড়ে উঠতে শুরু করলেন। এক ক্ষুদ্র পাহাড়ী নদীর ওপর এক অনিশ্চিত অবস্থার মুখে সানওয়ান গ্রামটি অবস্থিত। বুদবুদে ফেটে পড়া এর স্রোতধারা ক্রমে সমতলের বুকে নেমে গেছে। চিংকাংশান পর্বতমালার শুরু হয়েছে এখানেই। এর একটি পথ চলে গেছে সংকীর্ণ গিরি পথগুলির দিকে। ২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে ৩রা অক্টোবর পর্যন্ত মাও-এর অধীনস্থ বাহিনীর পুনর্গঠনের কাজ চলল। ইতি-হাসে 'সানওয়ানে পুনর্গঠন' বলে তা খ্যাত আছে। মাওয়ের হাতে যে বাহিনী অবশিষ্ট ছিল তাঁদের শিক্ষিত করে একটা নূতন বাহিনীতে গড়ে তোলাই ছিল মাও-এর প্রথম মৌলিক প্রচেষ্টা। যে শিক্ষায় বাধ্য করবে তাঁদের নিজস্ব চেতনাগত দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হ'তে। আর সেই শিক্ষাই যেকোন বাধ্যতা-মূলক শৃঙ্খলাপরায়ণতার চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধতার মধ্যে তাঁদের এগিয়ে নিয়ে যাবে।

মাও সে সময় এক আলোচনা সভায় দীর্ঘ সময় ধরেই বক্তৃতা করেছিলেন। লোকেরা ঠাসাঠাসি করে বসেছিলেন। আর মন দিয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনছিলেন সবাই। শরৎকলের ঝিরঝিরে হিমেল বৃষ্টি থেকে রেহাই পেতে তাঁরা একটি পোড়ো মন্দিরে সাময়িকভাবে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ঐ অবস্থায় তাঁরা সবাই শীতার্ত ও ক্ষুধার্ত ছিলেন। কিন্তু তবু তাঁরা মাও-এর বক্তৃতা নিষ্ঠার সঙ্গে শুনছিলেন। সে বক্তৃতা শুনে তাঁরা খুবই উৎসাহিত হ'ন এবং এগিয়ে যেতে তাঁরা মনস্থ করেন। এ মনোভাবের মূলে ছিল তাঁদের প্রবল ইচ্ছাশক্তি। যে ইচ্ছাশক্তির জোরে তাঁরা বিপ্লবের পথে নিজেদের উৎসর্গ করতে পেরেছিলেন।

এখানে মাও যে বৈঠকী সভা শুরু করেছিলেন তার রেওয়াজ মধ্যবর্তী উচ্চ মালভূমিতে যে ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানে না পেঁাছনো পর্যন্ত সেই চড়াই পথে পথ চলতে চলতে সব সময়েই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাই দেখা গেল যে, নিং কাং কাউন্টির অন্তর্গত কু চেং-এ আবার একটা মিটিং ও আর একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই আলোচনা সভায় শরতের ফসল তোলার অভ্যুত্থানের ব্যাপারে কি ভুল হয়েছিল তারই ঘটনাসমূহ মাও তাঁর বাছাই

করা বিশ্বস্ত দলগ্নলির কাছে সমীক্ষা ও আলোচনার জন্য উপস্থিত করলেন। তখন কাজের উদ্যম বজায় রাখার পক্ষে এটাই ছিল একমাত্র পথ। তিনি তাঁদের বললেন যে, 'অতীতের ভ্নলের বিশ্লেষণ কর', আর 'ভবিষ্যৎ রচনায় অতীতকে কাজে লাগাও।' ১৯৩৬ সনে এডগার স্নো-কে অতি সংক্ষেপে বলতে হয়েছিল যে, কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বারা 'একটা পরস্পর বিরোধী কর্মধারা প্রতিপালিত হচ্ছিল। তাতে একদিকে দেখা যায় সামরিক বিষয়াদি ব্যাপারে তাঁদের একটা অবহেলার মনোভাব আর অপরদিকে সংগে সংগে জনপ্রিয় জনতার একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ইচ্ছা।' ন্তন নেতৃত্বের 'শহর দখলের' চিন্তা ক্ষক শ্রেণীর শক্তির প্রতি তাঁদের অবহেলা যে নিজেকে এবং তাঁর দলকে সম্প্ণর্ণ পরিত্যক্ত অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল সে কথা কিন্তু তিনি বলেননি। তখন তাঁর সংগে যাঁরা ছিলেন এ ধরণের কোন কথাই তিনি তাঁদের কাউকে বলেননি। তাঁর মধ্যে যে সব ধারণা-সম্হ অংক্নরিত হতে শ্নর্ন করেছিল সে সব কথাই তিনি তাঁদের বললেন। আর অস্বাভাবিক মনে হলেও সে সময় তাঁরা সবাই ছিলেন তাঁর কাছে এক একজন অসাধারণ ব্যক্তি। তাই তিনি তাঁদের উচ্চ সাহস, সশস্ত্র সংগ্রাম, ভ্মি সংস্কার, গ্রামীণ ঘাঁটি আর গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও আর দখলে আনার কথা তাঁদের তিনি বলতেন। বিপ্লবের রণনীতি কি হবে তার পরিকল্পনা মাও চিং-কাংশান যাবার পথেই রচনা করেছিলেন।

মাও বলেন যে তাঁরা বর্তমানে যে অভ্যুত্থান পরিচালনা করবেন এরকমটি ইতিপ্বর্বে কখনো সম্ভব হয়নি। অনেকেই ভাবতেন যে শহরগ্নলিই ছিল কেবল গ্নর্নত্বপ্ণর্ণ। কিন্তু ভ্নললে চলবে না যে, গ্রামগ্নলিও ছিল অধিকতর গ্নর্নত্বপ্ণর্ণ। কেননা গ্রামেই ছিল অধিকাংশ মান্নষের বাস। তখন গ্রামেই খাদ্য প্রস্তুত হোত। আর শহরগ্নলি তা ভোগ করত। তাই ক্ষকেরা হলেন সমাজের একটি গ্নর্নত্বপ্ণর্ণ শ্রেণী। তাঁরাই হলেন মান্নষের জীবন ও খাদ্যের যোগান-দার। তাই এখন থেকেই তাঁরা কোনো স্নরক্ষিত আশ্রয় 'দখলের' কথা এড়িয়ে চলবেন। কেননা বিস্তৃত গ্রামাঞ্চলই হবে তাঁদের স্বাধীন চলাচলের স্থান। সেখানেই তাঁরা বেঁচে থাকবেন আর ন্তন লালফৌজ গড়ে তুলবেন। এভাবেই এমনকি চিংকাংশান চড়াই পথে যাত্রার কালেও ক্ষক বিদ্রোহের ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্যকে মাও গ্রহণ করেন আর সংগে সংগে তিনি সংগঠন ও আদর্শের ন্তন এক সামাজিক সত্তার দ্বারা একে র্পান্তরিত করলেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে স্নদ্ঢ় একটি পর্বতে স্নপ্রতিষ্ঠিত একটি ঘাঁটিতে এসে তাঁদের ক্ষয়িত শক্তি প্নরন্দ্ধার হবে। আর সংগে সংগে চীন বিপ্লবও প্নরন্জ্জীবিত হবে।

সিয়া সিউ-ওয়ান নামে অপর একটি ক্ষ্নদ্র গ্রামেও মাও পার্টি ও লালফৌজ গড়ে তুলতে আর একটি পদক্ষেপ নিলেন। তিনি কোম্পানী স্তরেও (সেনা বাহিনীর ভাগ বিশেষ) পার্টি সেল গড়লেন। এ পরিকল্পনা মতে প্রতি স্কোয়াডে একটি করে পার্টি সেল প্রতি ব্যাটেলিয়নে একটি করে কমিটি গঠন করে তিনি লাল ফৌজের গঠনপ্রাকারকে একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। সাধারণ সেলদের মধ্য থেকে ৭ জন থেকে ৯ জনকে

নিয়ে প্রতি কমিটি গঠিত হোল। তাঁদের মধ্যে ন্যূনপক্ষে এক কিংবা একাধিক তিনজন পর্যন্ত পার্টি সদস্য ছিলেন। পরবর্তীদের (মাও এ'দের বেশির ভাগকেই শিক্ষা দিয়েছিলেন) মাও বলতেন শিক্ষক প্রতিনিধি। কেননা এ'রাই সেনাদের শিক্ষা দিতেন আর এ'রাই সাধারণ সেনাদের রাজনৈতিক চেতনা ও নৈতিক মানের উন্নতি সাধন করতেন। তাঁদেরই সেনাবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হোত। সৈন্যদের জনসাধারণের মধ্যে মিশে কাজ করার শিক্ষা দেওয়া হোত। কেননা গণ-প্রচারের কাজ এ'দেরই করতে হোত। এ প্রসঙ্গে মাও বলেন যে, লালফৌজ কেবলমাত্র একটি সামরিক হাতিয়ার নয়, মোটের উপর এই লালফৌজ হোল রাজনৈতিক প্রচার, রাজনৈতিক উত্তেজনা, ভূমি সংস্কার ও কৃষক সংগ্রাম গড়ে তোলার এক রাজনৈতিক হাতিয়ার। তাছাড়া জনশিক্ষা ও জনগণের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সাহায্য করা আর জমিদারের হাত থেকে ক্ষমতা দখল করতে সাহায্য করারও এটি ছিল একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার বিশেষ।

সাধারণ সৈনিকদের হিতার্থে তত্ত্বাবধানের জন্য কোম্পানী স্তরে মাও 'সেনাদের কমিটিসমূহ' কিংবা 'সৈনিকদের সোভিয়েটসমূহ' সৃষ্টি করেন। তিনি যে নিয়মাবলী রচনা করলেন তাতে বলা হোল—অফিসারেরা সৈনিকদেব কখনো মারধোর করতে পারবে না। তাদের বেতনহার সমান থাকবে। সৈনিকদের থাকবে আলোচনা এবং অফিসারদের কাজের সমালোচনা করার অধিকার। তাছাড়া বাহিনীর সব হিসাব-পত্র জনসাধারণের পরীক্ষার জন্যে প্রকাশ্যে থাকার ব্যবস্থাও তিনি নিলেন। এভাবে তিনি পার্টি নিয়ন্ত্রণের শর্ত সাপেক্ষে লাল ফৌজের মধ্যে একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রচলন করলেন। তারপর তিনি প্রথম শ্রমিক-কৃষক বাহিনীর 'প্রথম রেজিমেন্ট নাম দিয়ে তাঁর লোকদের পুন-র্গঠিত করলেন। এই রেজিমেন্টকে দুটি রেজিমেন্টে ভাগ করা হোল (প্রথম ও তৃতীয় ব্যাটেলিয়ন)। এতে ছিল সাতটি কোম্পানী এবং দুটি ডিট্যাচমেন্ট (যুদ্ধাদির জন্য প্রেরিত সৈন্যবাহিনী), আর একজন করে স্বাস্থ্যবিষয়ক ও বাড়তি অফিসারদের অফিসার। সাধারণ সৈনিকের তুলনায় অফিসারদের সংখ্যা ছিল খুব বেশি। তাই ডিট্যাচমেন্টটি অফিসারদের একটি রিজার্ভ বাহিনী হিসাবে কাজ করত। চিংকাংশানে লালফৌজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে নূতন সব সৈনিক এনে এই রিজার্ভ বাহিনীর সভ্যেরা তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন।

এভাবেই প্রথম থেকেই মাও পার্টি এবং লালফৌজের সমন্বয়ের প্রতি-রূপকে একটি সূত্রের মধ্যে গ্রথিত করেছিলেন। কিন্তু পার্টির মধ্যে রইল আদর্শগত বিষযের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। আর এই সংযুক্তি এমনই অবিচ্ছেদ্য ছিল যে পরবর্তী কয়েক দশকগুলিতে তিনি কখনো একে পৃথক করে দেখেননি। অন্যত্র যে দুটিকে পৃথক করে দেখার রেওয়াজ ছিল তা অস্বীকার করার মধ্যে মাও-এর চিন্তাধারার এই বিশিষ্ট প্রকৃতি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি সৃষ্টি করেছিল। মাও সর্বদাই লালফৌজকে পার্টি কর্মীদের সর্বোত্তম শিক্ষাস্থল

হিসেবে মনে করতেন। যেহেতু চীন বিপ্লবে সশস্ত্র সংগ্রামই ছিল প্রধান হেতু।

মাও-এর সেনাবাহিনী ঘাঁটির সর্বত্রই যেত। আর স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়ে মিটিং করত। গানওয়ান এবং কুচেং-এ যখন লালফৌজ গিয়ে হাজির হোল তখন সেখানকার অধিবাসীরা প্রথমে পর্বতে পালিয়ে গিয়েছিল। ওই সব ভীরু জনতা ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে সৈন্যদের লক্ষ্য করছিল। এটাই ছিল যেন তৎ-কালীন জনজীবনের করণীয় কাজের একটি নির্দিষ্ট ধারা। যখনই কোন সেনা-বাহিনী অঞ্চলে প্রবেশ করত তখনই প্রত্যেকে সেখান থেকে পালিয়ে যেত। মাও-এর পরিষ্কার নির্দেশ ছিল যে, তাঁর সেনারা কখনো কারো বাড়ীতে ঢুকবে না কিংবা কোনো জিনিষে হাত দেবেনা। তাই স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে মাও-এর সেনাবাহিনীর এ ধরণের আচরণ অসাধারণ বলেই মনে হোল (কেননা লুঠতরাজ, ডাকাতি এবং আগুন লাগানো এগুলিই ছিল সৈনিক জীবনের আচরিত প্রথা)। এ অবস্থায় পলায়িত স্থানীয় অধিবাসীরা পর্বতের ঢালু জায়গার গুপ্ত স্থান থেকে সমস্ত কিছু লক্ষ্য করে তিন দিনের মাথায় একে একে ফিরে এল। মাও তাদের সঙ্গে কথা বললেন। তাদের ফিরে আসতে জোরের সঙ্গে অনুরোধ জানালেন। কিছু 'অর্থ ও জামা-কাপড়' স্থানীয় অধি-বাসীদের মধ্যে বিতরণ করলেন। এসব 'জামা-কাপড় ও অর্থ' সানওয়ানের পথে যেতে জমিদারদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।[৯] তিনি তাদের বুঝিযে বললেন যে, এই লাল পতাকাবাহী সেনাবাহিনী তাদের নিজেদেরই বাহিনী। আর নিজেদের স্বার্থেই তাঁরা উৎসর্গীকৃত। অধিবাসীরা তাতে মোহিত হোল। তারপর দ্বিধাহীন চিত্তে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাঁরা সৈন্যদের জন্য ভাত রান্না ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে থাকেন। তাছাড়া কিছু লোক লালফৌজে এসে যোগ দিলেন। তারপর মাও-এর সেনাবাহিনী যেখানেই গেলেন সেখানেই এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে লাগল।

সিয়া সিউ ওয়ান থেকে মাও পর্বতমালার ওপর দিয়েই চলতে মনস্থ করেন। সেই পরিকল্পনা মতেই তাঁর সেনাবাহিনী এবার সিং চু শান-এর দিকে সবটাই চড়াই পথ অতিক্রম করে চলতে শুরু করে। এ পরিবেশে সেখানে তিনি তাঁর প্রচলিত শৃঙ্খলাবোধের বিখ্যাত আটটি নীতির তিনটির প্রচলন করেন। সে তিনটি হল : 'নম্রভাবে কথা বল' ; 'ন্যায্য মূল্যে দিয়ে খরিদ কর' ; আর 'যা ধার নিলে তা ফেরত দিও'।

এটাও লক্ষণীয় ছিল যে, বিতর্ক ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নি। কথিত যে, কিছু কিছু অফিসার এমনকি তাঁকে মারার জন্যও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তথাপি মাও তাদের কোন ক্ষতি না করার জন্যেই জোর দিয়ে অন্যদের বলতেন। বরং তিনি বলতেন যে, কেউ চাইলে শান্তভাবে তিনি চলে যেতে পারেন। এসব ঘটনা আগে কিন্তু কখনো দেখা যায়নি।

১৯২৭ সনের অক্টোবরের শেষের দিকের কথা কৃষকেরা এখনও স্মরণ করে থাকেন। সে সময় মাও ক্রমাগতই পথ চলতে শুরু করেছিলেন। আর পথ চললেন সর্বদাই সেই চড়াইয়ের পথে। এভাবেই দুরারোহ বন্ধুর পর্বত তিনি

দ্রুতপায়ে অতিক্রম করে চললেন। অবশেষে 'গ্রেট ওয়েন' ক্ষুদ্র গ্রামটি পিছনে ফেলে জেপিং-এ এসে পেৌঁছলেন। এস্থানই ছিল তাঁর প্রধান কার্যালয় আর কেন্দ্রীয় ঘাঁটি। মাও-এর সে সময়কার হালটি ছিল বেশ লক্ষণীয়। তাঁর পরণে ছিল ছেঁড়া কাপড়, মাথার চুল ছিল উস্কো-খুস্কো। তিনি দেখতে ছিলেন অতি রোগা আর চুলগুলি ছিল খুবই লম্বা। তাঁর নিজের হাল যেমন ছিল তেমনি তাঁর সৈন্যবাহিনীরও ছিল সেই শোচনীয় অবস্থা। আর দেখতে তাঁদের ভয়ংকর বলেই মনে হোত ;—মনে হোত, সত্যিকারের দস্যুদের মত। তাঁদের গায়ে ছিল উকুন বাছাই কম্বল জড়ানো। কিন্তু তবু তারা ছিলেন খুবই ভদ্র। কারোর কোনো কিছুতেই তারা হাত দেননি। মাও কিভাবে কৃষকদের শুভেচ্ছাসহ সম্ভাষণ জানাতেন সেকথা কৃষকেরা আজও স্মরণ করেন। মাও শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করতেন, 'ভাই, তেমার নাম কি?' 'এমনকি শিশুরাও তাদের দেখে আর ভয় পেত না। মেয়েরাও ফিরে আসতেন আর সৈনিকদের জন্য তাঁরা রান্না করে দিতেন।'১০

বিস্তৃত চিংকাংশান হচ্ছে একটি বিশাল প্রাকৃতিক দুর্গ। অসংখ্য পর্বত-মালা, পাহাড়, পর্বত-চূড়া আর গিরিখাত দ্বারা এটি ছিল পরিবেষ্টিত। এটি ছিল লা সিয়াও পর্বতমালার অংশ বিশেষ। কিয়াংসি এবং হুনান প্রদেশ দুটির মধ্যে এটি ছিল অবস্থিত। এই পর্বত স্তূপের চারপাশ ঘিরে রয়েছে সমতল ভূমি। এ সব জমিতে জল সেচের বন্দোবস্ত ছিল না থাকারই মতো। এর অনুর্বর লাল মাটিতে খুব অল্প ফসল ফলত। তবে প্রচুর পরিমাণে এক ধরণের তৈলাক্ত গুল্ম পাওয়া যেত। এর অতি উঁচুতে ছিল গভীর জঙ্গল আর নীচের ঢালুতে ছিল মাঝারি ধরণের লতাগাছ-গাছড়ার জঙ্গল। এ ঊষর অঞ্চল জুড়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঁচটি গ্রাম ছড়িয়ে ল। সর্বসাকুল্যে এর লোকসংখ্যা ছিল দু হাজার মাত্র। উত্তর-দক্ষিণ আর পূর্ব-পশ্চিম মিলে এর পরিধি হবে প্রায় ৩০ মাইলের কাছাকাছি। ছয়টি কাউন্টির মাঝখানে এই গ্রামগুলি অবস্থিত ছিল। এই ছয়টি কাউন্টির মধ্যে হুনান প্রদেশে ছিল চারটি আর কিয়াংসি প্রদেশে ছিল দুটি। তাছাড়া এ অঞ্চলে অতি সংকীর্ণ পরিসরের পাঁচটি গিরি-পথও ছিল। যে গিরিপথগুলি সামান্য কয়েকজনের পক্ষেই আটকে দেওয়া সম্ভব ছিল। এ গিরিপথগুলি ৫০০০ ফুট থেকে ৫৫০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত আবহাওয়ামণ্ডিত মালভূমিতে গিয়ে পৌঁছেছে। আর এই গিরিশৃঙ্গ-গুলির সমকেন্দ্রিকতা ভাজে ভাজে ক্রমগতিতে ঢালু হয়ে পাক খেতে খেতে নেমে গিয়ে সৃষ্টি করেছে যে 'খাদ' তা উঠে গেছে গিরিপথের অনেক উঁচুতে। এর পাথুড়ে পাহাড ছিল সর্বত্রই প্রসারিত। মাটি আর জমি ছিল তার খুবই অল্প। ওখানকার অধিবাসীরা চাকাওয়ালা গাড়ীর ব্যবহার জানতেন না। ওঁরা আগুন জ্বালাত পাথর ঘষে ঘষে। ওঁরা এত গরীব ছিল যে এঁদের কোন লোকেরই এক জোড়ার বেশি পাজামা ছিল না। এমনকি প্রতি পরিবার পিছু একটি কম্বলও অনেকের ছিল না। ওদের বেশির ভাগ লোকই ছিল মুটে। এঁরা

নীচের সমতল ভূমিতে কৃষি খামারের বোঝা বইতেন। সব পরিবারই ছিল হাক্কা গোষ্ঠীভুক্ত, এই হাক্কা বা 'অতিথি-মানুষ' এদের আদি বাস ছিল উত্তর চীনে।১১ 'মোঙ্গলবাহিনীর আক্রমণের সময় বিতাড়িত হয়ে ওঁরা হটে আসেন। তারপর দক্ষিণ দিকে ওঁরা ছড়িয়ে পড়েন। স্থানীয় অধিবাসীদের অবাঞ্ছিত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তাঁরা বন্ধ্যা পর্বতের ওপর নিকৃষ্টতম অঞ্চলে এসে আশ্রয় নেন। স্থানীয় অধিবাসীরা প্রায়ই তাঁদের গ্রামের ওপর এসে চড়াও হতেন। তাই জমিদারদের দয়ার ওপরই তাঁদের নির্ভর করতে হোত।

স্থানীয় অধিবাসী ও ঔপনিবেশিকদের মধ্যে (হাক্কা গোষ্ঠী) সম্পর্কের এই বিরাট চিড় দীর্ঘকাল ধরে বর্তমান ছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে এই হাক্কাদের পূর্বপুরুষেরা চীনের উত্তরাঞ্চল থেকে এসেছিলেন।......তাঁদের এই বংশগত দ্বন্দ্ব হচ্ছে অন্তর্নিহিত।......[তাঁরা] স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা সমতল ভূমিতে ক্রমেই অত্যাচারিত হয়ে আসছিলেন।'১২

উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে এই সম্পর্কের চিড় থাকার দরুণ পরবর্তীকালে মাও-কেও পার্টি সংগঠনের ক্ষেত্রে অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। 'তত্ত্বের দিক্ থেকে এই চিড়......শোষিত শ্রেণীসমূহ শ্রমিক-কৃষক কুলের মধ্যে কখনই বাড়া উচিত নয়। আর একথা খাটে আরো বেশি করে কমিউনিষ্ট পার্টির ক্ষেত্রে। কিন্তু এই চিড়ও ঘটে থাকে, আর তা ঘটতে থাকে দীর্ঘকালের সেই ঐতিহ্যগত শক্তির বলে।' প্রথা অনুযায়ী বাস্তবকে শুধুমাত্র তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করাই যথেষ্ট নয়। মাওকে তাই বহু অন্যান্য তত্ত্বেরও সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তিনি তখন থেকেই নমনীয় পথ গ্রহণে তাঁর এই বিশেষ গুণকে উত্তমরূপে কাজের মধ্যে প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন।

ইতিপূর্বেই দস্যুতে পরিণত হাক্কা কৃষকদের দুটি দলের দ্বারা চিংকাং-শান দখল হয়েছিল। এই দস্যুদল দুটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্র য়ুয়ান ওয়েন-সাই১৩ এবং ওয়াং-সো নামে একজন দর্জির নেতৃত্বে পরি-চালিত হোত। এদের দলে ছিল ৬০০ লোক আর ১২০টি রাইফেল। তাই চিং-কাংশান-এ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে মাও সে তুঙ প্রথমেই য়ুয়ান এবং ওয়াং-এর সঙ্গে আপোষ মীমাংসায় আসার জন্য আলোচনায় বসেন। এ আলোচনা এতই সার্থকমন্ডিত হয়েছিল যে শুধুমাত্র তাদের স্বীকৃতিই মাও পেলেন না, সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর ৮০০ সৈন্য ও ৮০টি রাইফেলের সঙ্গে এদের বাহিনী-টিকেও সংযুক্ত করতে পারলেন। তারপর তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীকে দুটি অঞ্চলে অস্থায়ীভাবে স্থাপন করলেন। প্রথমটি 'ফাইভ ওয়েল' অঞ্চলে আর দ্বিতীয়টি 'নাইন ড্রাগন' নামে প্রসারিত একটি শৈল শ্রেণীতে অবস্থিত ছিল। আর এভাবেই তিনি চিংকাংশানে প্রথম লাল ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সেবারের শীতকালে চরম সব প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করেই চিংকাংশানে টিকে থাকা মাও-এর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। এ সময়ে যুক্তি আরোপ করে স্বমতে রাখা, বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুঝানো তাছাড়া শিক্ষাদানের কাজে মাওকে যে পরিমাণে হাত দিতে হয়েছিল তা ছিল তুলনাহীন। তাঁর

প্রণীত আদর্শসমূহের তিনটি নীতির কথা তাঁকে অবিরাম পুনরাবৃত্তি করতে হোত। তাছাড়াও অফিসার ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সমকক্ষতার উপরও তাঁকে জোর দিতে হয়। তিনি সবার প্রতি মিনতিসহ উপদেশ দিতেন যে, 'শত্রু সেনা এবং তার নিম্নপদস্থ অফিসারদের কখনো হত্যা কোরো না।' তাঁর নিজ আও-তায় থাকা মানুষ সম্পদকে অনুপযোগী বলে মাও কখনো হেয় জ্ঞান করতেন না। গোড়াতেই তাদের কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করতেন না। প্রথমে তাদের গড়ে তোলার কাজ তিনি নিজে হাতে নিতেন, তাদের সমাবেশ করতেন, শিক্ষা দিতেন এবং তাদের সমৃদ্ধ করে তুলতেন। আর সে কারণেই হতচ্ছাড়া সর্বহারা ভিক্ষাজীবী, দস্যুবৃত্তিতে পরিণত কৃষক কাউকেই তিনি এই শিক্ষণ প্রক্রিয়া থেকে বাদ দিতেন না। একথা ভুললে চলবে না যে, বৈপ্লবিক কাজের অন্ত-র্নিহিত বিষয়টি হোল চেতনার উন্মেষ ঘটানো এবং মানুষের সমাবেশ করা। পাশ্চাত্যের সমাজগুলিতে সমাবেশ করার স্বাভাবিক অর্থই হোল চাপ সৃষ্টি করা। কেননা এটা হোল তাদের কাছে একটি বাহ্যিক বলপ্রয়োগের ঘটনামাত্র। কিন্তু এরও প্রয়োজন আছে। আর তার মূল্য ও স্থায়িত্ব আছে এমন একটি সংগ্রামে আপন শক্তি ও সামর্থ্যকে রূপায়িত করাই হোল মানুষের কাম্য। ব্যক্তির সৃজনীশক্তিতে তার মূল্যবোধের সঙ্গে, এবং তার উদ্যম সৃষ্টিকারী লক্ষ্যে আর নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়া এবং তার আত্মোৎসর্গের জন্য যে পরিমাণ পাওয়া যাবে তাকে ভিত্তি করেই সমাজও সে পরিমাণ শক্তিশালী হয়ে উঠবে। এই লক্ষ্যগুলি থাকলেই নিজেকে মহৎগুণের অধিকারী করে তোলা সম্ভব। আর তাতে আত্মোৎকর্ষের বিকাশ সম্ভাবনাও থাকে। মাও যে পরিস্থিতির মধ্যে ছিলেন, সে অবস্থায় এই প্রক্রিয়ারই অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ ও তার প্রচন্ডতা বাড়িয়ে তুলতে হয়েছিল। এটাকেই তিনি রাজনৈতিক শিক্ষা বলতেন। এরূপ কাজ করার মধ্য দিয়েই তিনি বিপ্লবের একজন শিক্ষক-রূপে গড়ে উঠলেন।

মানুষের উৎসাহ-উদ্দীপনার সমাবেশকারীই হলেন প্রকৃত শিক্ষক। প্রতিটি ত্যাগকেই মহত্তর মঙ্গল হিসাবে প্রতিভাত করা এবং একে অর্থপূর্ণ করে তোলা আর একে প্রেরণাদায়ক ও মহত্বপূর্ণ সমগ্রতায় যুক্ত করার প্রতিভার অধিকারী হবেন সেই শিক্ষক। এ শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যেই অন্তর্নিহিত রয়েছে মাও-এর প্রতিভা। 'মানুষের পরিবর্তন হতে পারে' এই কথাগুলির মধ্যেই মাও আত্ম-পরিবর্তনের একটি সামগ্রিক কর্মসূচী প্রবর্তন করলেন। অক্ষমতা, বশ্যতা আর হতাশার সেই পুরোনো প্রবাদ যা চীনের লক্ষ লক্ষ মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রেখেছিল মাও সেগুলিকে গুঁড়িয়ে দিলেন। চিংকাংশানের নিঃসঙ্গতার সেই কঠোর শীতে বেখাপ্পা এবং পিছিয়ে পড়া জনসমষ্টি নিয়ে একান্তই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে তিনি এ কাজে রপ্ত করে-ছিলেন।

মাও সে তুঙ বলেন যে, 'যেহেতু শরতের ফসল তোলার অভ্যুত্থানের' কর্ম-

সূচী কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদিত ছিল না [৭ই আগস্টের আগে ১৩ই জুলাই এটি রচিত হয়েছিল]।১৪ সে কারণে প্রথম বাহিনীর যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল আর **শহর দখলের দৃষ্টিভঙ্গীর** ফলে আন্দোলন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবার উপক্রম হয়েছিল......সে কারণে আমাকে পদচ্যুত করা হোল। এই ব্যর্থতার সমস্ত দায়ভার আমার ওপর এসে পড়ল। তবু আমার নিশ্চিত অনুভূতি ছিল, আমরা সঠিক পথেই চলেছি।'

'যুদ্ধ তখনও পার্টিকাজের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়নি'—এই কথাটি ১৯২৮ সালে মাও লিখেছিলেন। তিনি আরো বলেছিলেন যে, 'তখনও চলছে অতিমাত্রায় সংকীর্ণ এক আন্তঃ পার্টি সংগ্রাম।......পার্টির মধ্যে চূড়ান্ত পর্যায়ের গণতান্ত্রিকতার একটি গুরুতর অবস্থা বর্তমান ছিল......এই 'বাম' প্রবণতাই বাম লাইনের একটি বেপরোয়া কার্যকলাপে পর্যবসিত হয়।' ১৯২৭-এর আগষ্ট থেকে ১৯২৮-এর শেষ দিক পর্যন্ত এই 'বাম' লাইনটির সঙ্গে চু চিউ-পাই-এর নাম জড়িত ছিল। হানকৌতে অনুষ্ঠিত ৭ই আগস্টের পার্টি মিটিং-এ এই চশমাধারী বুদ্ধিজীবী যুবটি সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ১৮৮৯ সালে কিয়াংসু-র এক ভদ্র পরিবারে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। সহজাত গুণসম্পন্ন ব্যক্তি হলেও তিনি ছিলেন খামখেয়ালী ও অস্থির প্রকৃতির লোক। তিনি স্টালিনের প্রতিনিধির দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। কেননা কিছু ঐতিহাসিকের কথা মতে সেই প্রতিনিধি নাকি তাঁকে ক্ষমা করেছিলেন। কিন্তু চীনাবাসীদের কাছে তাঁর ক্ষমা মঞ্জুর হয়নি।১৫ চু 'শহর দখলের' একটা হিংস্র, প্রায় পুরোপুরি সন্ত্রাসমূলক একটি লাইন গ্রহণের জন্য জোর চাপ দিয়েছিলেন।

শরৎকালীন ফসল তোলার অভ্যুত্থানকে চীন কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব যে সাংঘাতিকভাবে নিন্দা করেন, তারই অর্জিত ফল প্রতিষ্ঠিত হোল মাও-এর লাল ঘাঁটি স্থাপনে। সামরিক আদর্শগত শিক্ষক সম্প্রদায়ের একটি শৃঙ্খলাপরায়ণ সংস্থা গঠনে এবং পার্টিকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রশ্নেও এর সাফল্য দেখা যায়। তাছাড়া চীন বিপ্লব ঘটা সম্ভব হোত না। চিংকাংশান লাল ঘাঁটি অর্জিত এই সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং তাকে উন্নত করতে পার্টি নেতৃত্ব সব ব্যবস্থাই মেনে নিয়েছিলেন। তা না হলে, ১লা আগষ্টে নানচাং অভ্যুত্থান কিংবা ডিসেম্বরে কুয়াংচৌ দখলের কোনটাই কার্যকর হওয়া সম্ভব হোত না। কিন্তু মাও যা করতেন তাতে তাঁর নিজের পার্টি নেতৃত্বের স্বীকৃতি থাকত না। ৭ই আগষ্টে প্রতিষ্ঠিত প্রাদেশিক পলিটব্যুরোর বিকল্প সভ্য হিসাবে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির পদে যে অধিষ্ঠিত ছিলেন সে পদটিও তিনি এরই মধ্যে হারালেন। এমনকি হুনান প্রাদেশিক কমিটির পদ থেকেও তাঁকে অপসারণ করা হোল। তবু তিনি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন এই ভেবে যে, তিনি সঠিক নীতিই অনুসরণ করছেন।

এতে কিন্তু বহু মহৎ গুণের অধিকারী এবং উৎসর্গীকৃত প্রাণ চৌ এন-লাই যে প্রথমে নানচাং এবং পরে সোয়াটৌ আর কুয়াংচৌ-এর বিরুদ্ধে অভ্যু-

খান পরিচালনায় অপরিমেয় ব্যক্তিগত সাহস, উদ্যম এবং আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়েছিলেন তাকে বিন্দুমাত্রও খাটো করা হচ্ছে না। কিন্তু শহরাঞ্চলের বিরুদ্ধে অভিযানসমূহ যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, চীনের বিপ্লব পরিচালনায় পার্টি এবং সৈন্যবাহিনীকে একসূত্রে বেঁধে পুনর্গঠন করার অপরিহার্য কাজটি তাতে সম্পন্ন করা যায়নি। 'চীন কমিউনিষ্ট পার্টি পরিচালিত সশস্ত্র সংগ্রাম হোল শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষক শ্রেণীর যুদ্ধ'—মাও-এর কথা হোল তাই। আর এই একটি মাত্র বাক্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে জয়ের সমাধান সূত্রও।

শরৎকালের ফসল তোলার অভ্যুত্থানের সঙ্গে শহরমুখী নানচাং অভ্যুত্থানটিরও মৌলিক পরিবর্তন রয়েছে। কেননা সশস্ত্র সংগ্রামের বিপ্লবী নীতির অনুকূলে এটি ছিল একটি নিষ্পত্তিমূলক কাজ। বহু সংখ্যক সুশিক্ষিত সৈনিক এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। তবু এটি ব্যর্থ হয়। এ ব্যর্থতার মধ্যেও শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। আর সময় থাকতে সে শিক্ষা গ্রহণ করা হলে চীন কমিউনিষ্ট পার্টি তার গুরুত্বপূর্ণ ভুলগুলি থেকে বাঁচতে পারতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯২৭ সালের ১লা অগষ্ট নানচাং অভ্যুত্থানের দিনটিই ছিল লালফৌজের জন্ম তারিখ। তথাপি ১৯৩২ সালের পূর্বে একে লালফৌজ দিবস বার্ষিকী হিসাবে প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়নি।

চৌ এন-লাই কিভাবে সাংহাই সশস্ত্র শ্রমিক বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন তা আমরা দেখেছি। তাছাড়া চিয়াং কাই-শেককে 'উস্কানী দেওয়া হচ্ছে' এই অভিযোগ এনে চেন তু-সিউ কিভাবে তাঁকে ভর্ৎসনা করেছিলেন তাও দেখেছি। চৌ এন-লাই এর জবাবে বলেন যে, এসব সশস্ত্র কার্যাবলী অসময়োচিত ছিল না। বরং চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির উচিত সামরিক বিজয়লাভের জন্য পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া। কেননা সামরিক শক্তির **স্বাবলম্বন** ছাড়া, কার্য পরিচালনার জন্যে প্রতিষ্ঠিত একটি ঘাঁটি ছাড়া, সদ্যোজাত চীন কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষে একটি স্বতন্ত্র পার্টি বলে জাহির করা নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার ছিল। চৌ এন-লাই-এর এ ধরণের চিন্তাধারার সঙ্গে মাও-এর চিন্তাধারার মিল ছিল। তবে তাঁদেব উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য ছিল তা হোল, চৌ এন-লাই ছিলেন শহরভিত্তিক পরিবারের এক বুদ্ধিজীবী সন্তান। চৌ এন-লাই কিছুকালের জন্যে শহর দখলের দৃষ্টিকোণ থেকেও চিন্তা-ভাবনাকে মুক্ত করতে পারেন নি। যদিও তিনি ১৯২৯ সাল নাগাদ বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেটি ছিল একটি ভুল নীতি।

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনাকে চৌ এন-লাই সমর্থন করেছিলেন। ফ্রন্ট কমিটির জুলাইয়ের অধিবেশনে এ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নূতন লাইনটির পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল। তারই ভিত্তিতে ২৯শে জুলাই তিনি নানচাং শহরে পেঁাছলেন এবং সেই শহরের বুকে কিয়াংসি হোটেলে তিনি ছদ্মনামে বাস করতে থাকেন। সে হোটেলে থাকাকালীন তিনি জেচুয়ানের প্রাক্তন সমর-নায়ক যিনি পরে কমিউনিষ্ট হয়েছিলেন তাঁর সঙ্গেও নানচাং দখলের পরি-কল্পনা নিয়ে যোগাযোগ স্থাপন করেন।

পূর্বোল্লিখিত শেষ বর্ণনায় চু-তে সম্পর্কে আমরা যা দেখেছি তা হোল :—একজন ক্ষুদ্র সমরনায়ক হিসাবে জীবন কাটাতে তিনি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছিলেন। আর এই জীবন বিতৃষ্ণার মুখেই তিনি মেয়েমানুষ ও আফিম ছেড়ে দেন। পরে অধ্যবসায়ের জন্য বিদেশে পাড়ি জমান। কিন্তু তিনি ছিলেন অতিশয় দেশপ্রেমিক। আর স্বভাবতই সে কারণে কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতি তিনি আকৃষ্ট হ'ন। ১৯২২ সালে জার্মানীতে চৌ এন-লাই-এর পরামর্শে তিনি পার্টিতে যোগ দেন। সে সময়ই চৌ এন-লাই-এর সংগে তাঁর সাক্ষাৎ মেলে। ১৯২৬ সালে দেশে ফেরার সময় তাঁর নিজ প্রদেশের সমরনায়কদের কয়েকজনকে উত্তরাঞ্চল অভিযানে যুক্তির দ্বারা বুঝিয়ে দলে ভেড়াতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এতে তিনি ব্যর্থ হয়ে নানচাং ফিরে যান। সেখানে পৌঁছে কুওমিনটাং-এর অধীনে জননিরাপত্তার অফিসার পদে নিযুক্ত হ'ন।

কমিউনিষ্ট পার্টির দখলের পরিকল্পনার নানা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কারণের মধ্যে নানচাংকে বাছাইয়ের প্রশ্নেও একটি কারণ ছিল। সামরিক দিক্ থেকে এটি ছিল একটি অনুকূল অবস্থান। কমিউনিষ্টদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন কুও-মিনটাং সেনাধ্যক্ষদ্বয় ইয়ে তিং ও হো লুং উভয়ের সৈন্যদলই এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। আর ছিল কমিউনিষ্ট অফিসারদের চালিত লৌহদৃঢ় বাহিনীর একটি অংশ। সর্বোপরি নানচাং-এ জননিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান হিসাবে চু-তেও উপস্থিত ছিলেন। আর তা ছাড়াও তিনি ছিলেন শহরের সহ-সামরিক সৈনাধ্যক্ষ। স্বভাবতই এ ধরণের কাজের পক্ষে এ সব সুবিধাও ছিল। চু-তে সেখানকার সব অফিসারদেরই জানতেন। তাঁর সদানন্দময় জেচুয়ানী আদব-কায়দা এবং কথা বলার মহৎ গুণে অফিসারদের কাছে তিনি অতি প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। কমিউনিষ্টদের মনে এই ভাবনা ছিল যে, শহর দখলের প্রথম প্রবল আক্রমণের মুখে সব অফিসারদের মনে নিরাপত্তার একটা ভান সৃষ্টি করে এদের নিষ্ক্রিয় রাখতে তিনি সমর্থ হবেন।

লি লি-সান, সু তে-লি আর নিয়েহ্ জুং-চেন প্রমুখ কমিউনিষ্ট সদস্যরা নানচাং-এ এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা ফ্রান্সে যেতে 'কাজ ও অনুশীলন চক্রে' যোগ দিয়েছিলেন। তারপর হোয়াংপু সামরিক বিদ্যালয়ে১৬ প্রবেশ করতে ফ্রান্স থেকে ফিরে এলেন। লৌহদৃঢ় সেনাবাহিনীগুলির ছাউনি ছিল শহরের কাছাকাছি। আবার অসামরিক পোষাকে কিছু ব্যক্তি দেওয়ালের ভেতরে অনু-প্রবেশ করেন। কিন্তু স্টালিনের তারবার্তার ফলে পরিকল্পিত অভ্যুত্থান প্রায় সম্পূর্ণতঃই বন্ধ করা হোল। ৩০শে জুলাই সকালে চাং কুও-তাও তারবার্তা নিয়ে পৌঁছলেন। কিন্তু চৌ এন-লাই এ অভ্যুত্থান বন্ধ করে দিতে অস্বীকৃত হলেন। ফলে, তাঁর এই সিদ্ধান্তটি হোল 'আজ্ঞানুবর্তিতার' নিয়ম শৃঙ্খলা-বিরোধী। এদিকে আক্রমণও ত্বরান্বিত হোল। ১লা আগষ্ট কমিউনিষ্ট পরি-চালিত সেনাবাহিনী নানচাং আক্রমণ করেন। অবশেষে দুর্গের সেনাবাহিনীকে নিরস্ত্র করে তারা শহরটি দখলে নিলেন। ২রা আগষ্ট শহরের প্রাণকেন্দ্রে এক জনসমাবেশ ডাকা হোল। চৌ এন-লাই সে সমাবেশে কুওমিনটাং কেন্দ্রীয়

কমিটি প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। এ কমিটিতে ছিলেন শ্রীমতী সান ইয়াত-সেন আর ছিলেন সৈনাধ্যক্ষ চাং ফা-কুয়েই। তিনি নানচাং আসার পথেও ছিলেন। আর ছিলেন কতিপয় কুওমিনটাং নেতৃবৃন্দ, যারা প্রতি-বিপ্লবে যোগ দেননি।

কিন্তু চিয়াং কাই-শেক নানচাং-এ রেল ও জলপথে সৈন্য পাঠিয়ে দ্রুত শক্তিবৃদ্ধি ঘটালেন। ৩রা আগষ্ট থেকে তাই সৈন্য প্রত্যাহার শুরু হোল। ৫ই আগষ্ট নাগাদ সব সৈন্য বের হয়ে গেল। এই যুক্ত বাহিনীগুলি তখন দক্ষিণ থেকে সরতে লাগল আর আরম্ভ করেদিল একটি দীর্ঘস্থায়ী পর্যায়িক অভি-যান ধারা। যার ফলে অবস্থার আরো অবনতি ঘটল। পরিণতিতে দলের মধ্যে স্বাভাবিক ভাঙগন দেখা দিল। অবশেষে দলের মধ্যে স্বদলদ্রোহিতা, পলায়ন-পরতা, বিশ্বাসঘাতকতা এসে আশ্রয় নিল। কিন্তু এদের মধ্যে থেকেও একটি মূল অংশ লক্ষ্য পথে এগিয়ে চলল। এমনকি এরা এদের চলার পথে জমিদার-দের হত্যা, ভূমি সংস্কারের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন এবং জমির দলিলাদি পোড়ানোর মধ্য দিয়ে বিপ্লবী কর্মসূচী রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছিলেন।

পরবর্তীকালে চু-তেকে বলতে হয়েছিল যে (তাঁর সুহৃদ, আমেরিকার সাংবাদিক এ্যাগনেস স্মেডলেকে)১৭ শুধুমাত্র শহরের অধিবাসীদের সমাবেশ করা হয়েছিল বলেই নানচাং অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়েছিল। বিদ্রোহীরা গ্রামাঞ্চলের প্রচার কার্যে এবং কৃষি বিপ্লবের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে অবহেলা করে ছেন। এঁরা প্রদেশের কৃষক অভ্যুত্থানকেও সমর্থন জানাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন (যা তখন বাস্তবে ঘটছিল)। চু-তে বলেছিলেন যে, 'কৃষক অভ্যুত্থানকে সাহায্য করতে সশস্ত্র বাহিনী ব্যবহারে মাও সে তুঙই ছিলেন একমাত্র নেতা।'

কিন্তু এটি ছিল পশ্চাতের প্রেক্ষাপট। দেখা গেল, ইতিমধ্যেই ছিন্ন-ভিন্ন সেনাবাহিনীসমূহ পরিত্যক্ত ও বিধ্বস্ত গ্রামাঞ্চলের মধ্য দিয়ে নিজেদের পথ করে এগুতে। আর এ চলার পথে খন্ড খন্ড যুদ্ধে লিপ্ত থাকার ফলে এদের এক ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেও পড়তে হয়েছিল। অবশেষে সেপ্টেম্বরের ২৩শে কি ২৪শে তারিখ নাগাদ ফুকিয়েন প্রদেশের সোয়াটৌ নামে এক বন্দরে এসে ওঁরা হাজির হলেন। এ সময় যদিও চৌ এন-লাই অত্যধিক জ্বরের ফলে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তথাপি তিনি সেনাবাহিনীকে নিদেশ দিতে সামনের সারিতেই থাকতেন। কিন্তু এবার তাদের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে কমে যায়। আর তাই তাঁরা হাইফেং ও লুফেং অঞ্চল (পেং পাইয়ের অঞ্চল) সমূহে চলে আসতে বাধ্য হ'ন। দু-বছর আগে এই অঞ্চলেই দুর্বার কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু শ্বেত-সন্ত্রাস তখন কচু কাটার মত হত্যালীলার তান্ডব চালালো। এ পরিস্থিতির মুখে সৈনিকদের চলল অনাহার। চৌ প্রায় মৃত্যু-মুখী হলেন। অন্ততঃ দেখতে তাঁকে এমনই মনে হচ্ছিল। কিন্তু সৈনিকদের ছেড়ে যেতে তিনি অস্বীকৃত হলেন। এ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু অবধারিত ভেবে তাঁর কমরেডরা শেষ পর্যন্ত ইয়েহ্ তিং ও নিয়েহ্ জুং-চেনের সঙ্গে হংকং-এ

গোপনে পাঠিয়ে দেন। আর তখনকার মতো তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েন। একে একে তাঁরা তখন আত্মগোপন করলেন। অবশেষে বিশাল প্রান্তর সায়রে তাঁরা ডুবে গেলেন। নয়ত বা আশ্রয় নিলেন বিচ্ছিন্ন পার্বত্য গ্রামগুলিতে। হংকং-এ দু' সপ্তাহ থাকার পর সামান্যতম আরোগ্য লাভের আগেই চৌ সাংহাই-এ ফিরে এলেন। এখানে আসার পর আবার তিনি বিদ্রোহে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু ইতিমধ্যে দমন-পীড়নে হিংস্রতায় শ্রমিকেরা ভীত হয়ে পড়লেন। গুপ্তচরবৃত্তি আর হত্যাকান্ড ছাড়া সাংহাইয়ের কোন অলিগলিই আর বাদ ছিল না। চিয়াং কাই-শেকের কুওমিনটাং সরকার চৌ এন-লাই-এর মাথার ওপর পুরস্কার ঘোষণা করলেন। ১৯২৮ সালের জানুয়ারীতে চৌ এন-লাই রাশিয়া চলে গেলেন। অবশ্য কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি আবার ফিরে এলেন। ফিরে এসে সাংহাই-এ পার্টির কাজ করার জন্যে পুনরায় আত্মগোপন করলেন।

১৯২৭ থেকে ১৯৩০ সালের পরের পর বছরগুলিতে শহর দখলের সামরিক রণনীতির প্রশ্নটি অবশেষে বর্জন করার অবস্থায় এসে পেঁছিল। পার্টির নীতি ও পার্টিকে নূতনভাবে গড়ার ক্ষেত্রে চৌ-এর অবদান ছিল প্রচুর। কিন্তু তথাপি এ কথা সত্য যে, সঠিক রণনীতির স্রষ্টা ছিলেন মাও। অন্যান্য অনেকের মতোই চৌ মাও-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বিশেষ করে ঐ বছর-গুলি জুড়ে মাও-এর অন্যতম সর্বাধিক লক্ষণীয় জয় এটি ছিল যে তিনি তাঁর ধারণাসমূহের পক্ষে বহু উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিদের পেয়েছিলেন। যেমন, ধরা যেতে পারে চু-তে-এর কথা। তিনি ছিলেন জেচুয়ানের একজন প্রাক্তন সমরনায়ক। শেষ পর্যন্ত তিনি কমিউনিষ্ট হ'ন। তিনি ছিলেন বয়সে মাও-এরও বড়। আর চৌ এন-লাই-এর কথা যদি বলা যায়, দেখা যাবে, তিনি ছিলেন একজন মেধাবী ছাত্র। তাছাড়া একজন সংগঠক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। সর্বোপরি তিনি ছিলেন ব্যক্তিগতভাবে একজন অসম সাহসিক ব্যক্তি আর মোহিনী-শক্তি ও বুদ্ধিমত্তারও অধিকারী। হাস্যরসিক জেচুয়ানবাসী ছাত্র চেন-ই একজন কমিউনিষ্ট অফিসারে পরিণত হ'ন। লিন পো-চেংও জেচুয়ান-বাসী ছিলেন। ইয়েহ্ চিয়েন ইয়েং ছিলেন দক্ষিণ চীনের অধিবাসী। তাছাড়াও বিপুল দক্ষতাসম্পন্ন সাহসী জেন পি-শী এবং আরো অন্যান্য বহু ব্যক্তি ছিলেন, যাঁরা দক্ষতা ও সাহসিকতার দিক থেকেও ছিলেন খ্যাতিমান। বিপ্লব সৃষ্টিতে মাও-এর প্রতিভা সম্বন্ধে তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই আগে কিংবা পরে এঁদের সবাইকেই তাঁর মতে নিয়ে আসতে পেরেছিল।

আর যদিও এঁদের অনেককেই মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল আর অনেককে শেষ পর্যন্ত পাওয়াও যায়নি কিংবা অনেকে সুযোগ সন্ধানী হয়ে পড়ে-ছিলেন তথাপি বলতে হয় যে সে সময় এঁরাই বিপ্লবের রথচক্রকে জোর কদমে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

১৯২৭-২৮ সালের সেই শীতেরকালে চিংকাংশানের জীবন ছিল বাঁচার জন্য সংগ্রামের একটা সময়কাল। সে সময় এতগুলি লোকের জন্য খাদ্য ও

বস্ত্রের সমস্যাগুলিও সবচেয়ে বড় সমস্যা বলে দেখা গিয়েছিল। লুন্ঠনকারী দস্যুদলের মত লুঠতরাজের স্বাভাবিক পথ নিলে এ'রা এসব অর্জন করতে পারতেন কিন্তু মাও কঠোরভাবে এসব কাজ নিষিদ্ধ করে দেন। লোকের ক্ষতি না করে বরং তাঁদের পক্ষে উপকারী হবে এ ধরণের বৈপ্লবিক কার্যাবলীর একটি কাঠামোর মধ্যে সৈন্য চলাচল এবং তার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধির হিসাব-নিকাশের মধ্য দিয়ে একটি নূতন কৌশল আবিষ্কৃত হোল। তাতে সেনা-বাহিনীটি হবে একাধারে একটি উৎপাদক বাহিনী আর সঙ্গে সঙ্গে একটি রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির উৎস।

চিংকাংশানে মাও-এর সঙ্গে ছিলেন তাঁর দুই ভাই আর তাঁর দত্তক বোনটিও। এরা তিনজনেই শরতের ফসল তোলার অভ্যুত্থানে অংশ নিয়েছিলেন। নভেম্বরে চালিং এর কাউন্টির উপর লালফৌজ আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে কাউন্টি শহরটি দখলে এল। জমিদাররা অনেকে নিহত হলেন। আর তাদের সঞ্চিত ধনসম্পদ ও জিনিষপত্র গরীব কৃষকদের সঙ্গে সমানভাগে ভাগা-ভাগি করে নেওয়া হোল। ভূমি সংস্কারের কথাও এই সঙ্গে ঘোষিত হোল। তখন শহরের উপর লাল ঝান্ডা উড়তে লাগল। ডিসেম্বরে নিনকাং কাউন্টির লুং শি লালফৌজে ছেয়ে ফেলল। আর লাল শাসনাধীনে আনা প্রতিটি কাউন্টিতে সঙ্গে সঙ্গেই জনগণের স্বায়ত্তশাসন সরকারের ঘোষণা হোল।

এভাবে পার্বত্য ঘাঁটিটির চারিধারে ছ'টি কাউন্টিতেই লালফৌজের প্রথম বাহিনীর আগমন প্রত্যক্ষ করা গেল, ফলে, তাদের জন্যও প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করতে হয়েছিল। কিন্তু ভূমি-বিপ্লবে যে জমি ও সম্পদের পুনর্বন্টন হয় তার মধ্যেই মাত্র সে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। চালিং-এর প্রথম পর্যায়ের কার্যাবলীতে মাও সর্বদাই দুঃখ প্রকাশ করতেন। সৈন্যেরা যথেষ্ট শৃঙ্খলাপরায়ণ না হবার দরুণই চালিং-এর প্রথম পর্যায়ে এসব ঘটনা ঘটেছিল। তাতে জমিদার ধনী কৃষক আর এমনকি তেমন কিছু ধনী নন এমন সব লোকদেরও ধরে ধরে হত্যা করার মত সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হয়েছিল। অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, এক্ষেত্রে কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছিল সত্য কিন্তু এর পিছনে অবশ্য কারণও ছিল। তা হল : লুঠ-তরাজ করবেনা, অযথা হত্যা করবেনা, একমাত্র জমিদার ও অত্যাচারীদের বাড়ি-ঘরের প্রতিই অভিযান কেন্দ্রীভূত করবে, নিজের জন্য কোনো জিনিষই গ্রহণ করবেনা, কিন্তু সেসব জিনিষ সতর্কতার সঙ্গে যথাযথভাবে সেনাধ্যক্ষের কাছে পৌঁছে দেবে, সেগুলি কেবল গরীব কৃষকদের মধ্যেই ভাগ করে দেওয়া হবে আর জমিদারদের মজুত ফসলের অংশ থেকে সেই সব গরীব কৃষকদের সাহায্য করতে হবে, তাছাড়া তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে—এই নীতি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে যে কঠোব আত্মসংযম থাকা প্রয়োজন এসব অর্ধভুক্ত লোকদেব পক্ষে তা ছিল খুবই কঠিন কাজ। কোন কোন শোষিত গরীব কৃষক তাদের ফসলের প্রাপ্য অংশ নিতে ভয় পেত, এমনও হোত যে তাতে তারা জমিদার বাড়ি গিয়ে তাদের পাওয়া অংশ ফিরিয়ে দিয়ে আসত। আগেকার সর্ব প্রকার

ট্যাক্সের পরিবর্তে ফসলের উপর ২০ শতাংশ ট্যাক্সের একটি সমহার ধার্য করা হোল। তাতে কৃষকদের ট্যাক্সের বোঝা হাল্কা হোল। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির মুখে সর্বত্রই দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে কৃষক সমিতি গড়ে তুলতে হয়েছিল। আর জনসভা করে স্থানীয় সরকারে তাদের প্রতিনিধি পাঠাতে নির্বাচনের ব্যবস্থাও করতে হয়েছিল।

১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী নাগাদ লালফৌজ নিনকাং, য়ুংমিন, চালিং, সুই-চুয়ান, লিয়েনহুয়া, লিংসিয়েন অঞ্চলসমূহে ভূমি বিপ্লবের অগ্রগতি ঘটালেন। এ অঞ্চলসমূহের প্রতিটি স্থানেই কমিউনিষ্ট পার্টির একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই কমিটিগুলিই শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের 'সোভিয়েট' পরিষদসমূহে পরিবর্তিত হোল। আর এভাবেই সৃষ্টি হোল ঘাঁটির জন্য জিনিসপত্র ও লোক সরবরাহের একটি উৎস। দরিদ্র কৃষকেরা এই নূতন শক্তির পাশে এসে ভিড় করে দাঁড়াল। তাতে এ নূতন শক্তি তাদের জীবন রক্ষা ও জীবিকার মান উন্নত করে তুলেছিল।

এ নূতন শক্তির ভয়ে কিন্তু জমিদাররা পালিয়ে গেল। যে সব জমিদার বেশি অত্যাচারী ছিল তাদের প্রকাশ্যে হত্যা করা হোল। দরিদ্র কৃষকেরা তাতে সাহস পেল। এবার তারা ঝুড়ি নিয়ে জিনিষপত্র ও জমির ভাগ বুঝে নিতে এল। কিন্তু এ নূতন অবস্থা আর এই নূতন ক্ষমতা ছিল অতি দুর্বল। প্রতিশোধের ভয়ে কৃষকেরা কিন্তু আতঙ্কিত ছিল। তারা ভাবত কুওমিনটাং সেনাবাহিনী ফিরে এলে তখন তাদের ভাগ্যে কি ঘটবে? এ অবস্থার মুখেই যত শীঘ্র সম্ভব মাও জনগণের মধ্য থেকে কৃষক সমিতিগুলির সমর্থিত রক্ষীবাহিনী এবং লালবাহিনী গড়ে তোলার সক্রিয় ভূমিকা নিলেন। কৃষকদের রক্ষা করতেই কিন্তু এই বাহিনীগুলি গঠিত হোল। আর ইতিমধ্যেই পার্বত্য ঘাঁটিতে তিনি সৈনিক ও কর্মীদের জন্য রাজনৈতিক ও সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কিন্তু সাধারণ লেখা পড়ার জ্ঞান থাকা ছাড়া এ শিক্ষাদানের কাজটি অগ্রসর হতে পারেনা। তাছাড়া উপযুক্ত শিক্ষক, পাঠ্যপুস্তক ও কাগজ-পত্রের অভাবে লেখাপড়া শেখার কাজও বাধাপ্রাপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। সৈনিকেরা চেটালের ওপর ভর করে বালুমাটির ওপর উপুড় হয়ে বসে লাঠি দিয়ে মাটির ওপর লেখা অভ্যাস করত।

চিংকাংশানের সেই চিহ্নিত গ্রামগুলিতে, যেখানে মাও বাস করতেন সেখানেও মাও তাঁর লেখার কাজ চালিয়ে যেতেন। সময় সময় তিনি বক্তৃতাও দিতেন। পাহাড়ের প্রস্তর খন্ডের ওপর বসে শারীরিক ব্যায়ামে নিযুক্ত সৈনিকদের তিনি লক্ষ্য রাখতেন। তাছাড়া সময় সময় আবার গাছ রোপণ করতেন। বই পড়াকালীন যে পৃষ্ঠাটি তিনি পড়তেন সে পৃষ্ঠাটি হাত দিয়ে খুলে রাখতেন। তাঁর ব্যক্তিত্বকে ঘিরে সেসব ঘটনাসমূহ আজ এক ঐতিহাসিক কাহিনীর অংশবিশেষে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া মাও-এর চরিত্রের বিরাট ব্যক্তিত্বের ছবিটিও তখন ধরা পড়েছিল। যে অভিযান ব্যর্থ হবে বলে মনে হোত মাও তারই ওপর সজোরে আঘাত হানার অভিযান চালাতেন। দুর্গম ও বন্ধুর

পর্বতের ওপর অবস্থিত তাঁর ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী ছিল শত্রুসেনাবাহিনী পরিবেষ্টিত। তাই মাও-এর ব্যক্তিত্বের বিরাটত্ব যে কী তা তাঁর এই আলৌকিক মহিমাময় ছবি থেকে বোঝা কঠিন। কিন্তু ভুললে চলবে না যে মাও ছিলেন জনসাধারণের হাড়-মাংসের সঙ্গে সম্পূর্ণতই একাত্ম। মাটির নীচের জলের ন্যায় তাঁর চিন্তাধারার প্রবাহও লোকচক্ষুর অগোচরেই বিস্তার লাভ করত। আর লোকচক্ষুর আড়ালেই সে প্রবাহ যে সব কৃষকদের সঙ্গে তিনি বাস করতেন তাদের মধ্যে প্রবাহিত হোত। ফলে, তাদের চিন্তা ও মানসিকতার ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটত। পার্বত্য গ্রামাঞ্চলের হাল্কা বাহকেরা পর্বতের মধ্য দিয়েই দুর্গ সংরক্ষিত উচ্চ দেশের চারিদিকের সমতল ভূমিতে যাতায়াত করত। এবা এবং নুন পাচারকারীরাই মাত্র এসব পথের সন্ধান জানত। এরাই কালে মাও-এর গোপন সংবাদ আনা-নেওয়ার ব্যাপক সূত্রবাহী এবং যোগাযোগ রক্ষাকারী-রূপে পরিণত হোল। একটা সেনাবাহিনীর পক্ষে নুন অতি আবশ্যকীয় দ্রব্য, মাওয়ের লোকজনেরও এই নুনের প্রয়োজন ছিল খুব বেশি। এই বহনকারীদের সংগঠন গড়ে তুলতেও প্রায় এক বছরের কাছাকাছি সময় লেগেছিল। এদের মধ্যে অনেকেই আবার লাল রক্ষীবাহিনীর সদস্য হলেন। আর অনেকেই হলেন গণ-পরিষদের দ্বারা গঠিত গণকমিটির সদস্য। তাদের তখন মনে হোত বর্তমানে তারা এক রূপান্তরিত চিংকাংশানে বাস করছে। সেখানে স্থাপিত হোল বিদ্যালয় আর হাসপাতাল। আর সাংহাই শহরের ছাত্ররা এসেছিলেন এর জমি, টেলিভিসন আর বিজলী বাতির উন্নতিসাধন করে একে সমৃদ্ধশালী করে তুলতে। তাছাড়া হাজার হাজার দর্শনাথী প্রতি মাসে যে পথ দিয়ে চিংকাংশানে আসেন সে পথটিকে একটি পরিচ্ছন্ন পীচের পাকা রাস্তাতে পরিণত করতেও সেসব ছাত্ররা ওই কাজে হাত দিয়েছিলেন।

সমগ্র চীন জুড়ে যখন সেই শীতকালীন মর্মান্তিক হত্যাকান্ড চলে তখনও সেই চিংকাংশান মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। নিজেদের খাবার ব্যবস্থা নিজেরাই করতো। সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম চালিয়ে যেতো। ১৯২৮ সালের জানুয়ারীতে এর ওপব প্রথম আঘাত এল। সেসময় নিংকাং পুনর্দখলের জন্য একটি সমরনায়কবাহিনীকে পাঠানো হোল। কিন্তু এ বাহিনীকে সম্পূর্ণ হটিযে দেওয়া হোল। লালফৌজ বাহিনীর হাতে নিনকাং শেষ পর্যন্ত রয়ে গেল। এ সাফল্যের ফলে লোকচক্ষে এ ঘাঁটিটির মর্যাদা অত্যাধিক বেড়ে গেল। ফলে, দরিদ্র কৃষকেরাও এতে অধিকতর ভরসা পেল।

ফেব্রুয়ারী নাগাদ ঘাঁটির সেনাবাহিনী খুবই শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়ে উঠে। ফলে, সমতলভূমিতে বীজ বোনা ও রোপণের কাজে কৃষকদের সাহায্যের ব্যাপারে এবং নিজেদের জন্যেও কিছু পতিত জমি উদ্ধার করতে এরা সমর্থ হোল, এভাবেই নিজেদের খাবার সংস্থানের কাজটি সেনাবাহিনী শুরু করে দিল। শ্রমিক ও কৃষকদের একটি সেনাবাহিনীর পক্ষে যা হওয়া উচিত মাও সেনাদলের মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্যই দেখা গেল। প্রসঙ্গত বলা চলে যে, মাও-এর ভাবধারার মধ্যেই তার ভাবমূর্তি অন্তর্নিহিত ছিল। মাওয়ের মতে, সেনা-

বাহিনী হবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী আর এরা কখনো জনসাধারণের ভারবহ হবে না। আর চীনের ক্ষেত্রে এটি ছিল একটি চমৎকার নজীর। কেননা ইতিপূর্বে সৈনিকেরা কখনো কৃষকদের সাহায্যে আসেনি বরং উল্টো ঘটনাই ঘটতো। তারপর তিনি সৈনিকদের গৃহনির্মাণ ও জ্বালানীর জন্য কাঠকাটা, তাছাড়া বাড়ি তৈরী করা ও সব্জী চাষের ক্ষেত্রে নিযুক্ত রাখেন। এসব কাজের সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি ক্ষুদ্র হাসপাতাল স্থাপন করেন। আর ঔষধ হিসাবে চীনা ঔষধের সাহায্যেই হাসপাতালের দাবাখানা ভরিয়ে তুলতেন। কেননা তাছাড়া অন্য কোন ঔষধ-পত্র যোগাড় করা তখন অসম্ভব ব্যাপার ছিল। ১৯২৮ সালের মে মাসে মেথডিস্ট সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষিত চিকিৎসক ডঃ নেলসন ফু চিংকাংশানে আসেন। সে সময়েই চিংকাংশানে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা শুরু হয়। সে বছরই নভেম্বর মাস নাগাদ সেখানে ষোল জন 'ডাক্তার' হিসাবে গড়ে উঠলেন (এঁরা সেনাবাহিনীর আংশিক শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মী)। মাও এ প্রসঙ্গে জোর দিয়ে বলেন যে, স্থানীয় লোকদের স্বাস্থ্যের প্রতি ডাক্তারদের নজর দিতে হবে। আর তারা যে আসার পথে অতি সামান্য ঔষধ-পত্র নিয়ে এসেছিলেন তাও কৃষকদের সঙ্গে ভাগ করে ব্যবহার করতে হবে।

সে বছর সমস্ত শীতকালটাই মাও পলিটব্যুরোর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকেন। সাংহাই-এ তখন পলিটব্যুরোর কাজকর্ম গোপনে চলত। ১৯২৮-এর ফেব্রুয়ারীর শেষ অথবা মার্চ মাসে মাত্র তিনি জানতে পারেন যে তাঁর 'ভুলনীতিসমূহের' জন্য পলিটব্যুরোর বিকল্প সদস্য হিসাবে তাঁর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পদ থেকে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছে। অথচ ঐ সময়-কালের মধ্যে দু'জন সমরনায়কের বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয়েও তিনি দৃঢ়-ভাবে তাঁর বাহিনীকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন (দ্বিতীয় আক্রমণটি ঘটে ঘাঁটির উপর)। আর শরতের ফসল তোলার অভ্যুত্থানের সময় থেকে শুরু করে তিনি যে সব কাজ করেছিলেন সেজন্য পলিটব্যুরোতে তাঁর কঠোর সমা-লোচনা করা হোল।

১৯২৭ সালের নভেম্বরে কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সে প্লেনামে মাও-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েই তাঁর সদস্যপদ বাতিল করা হোল। মাও-এর অবস্থার প্রতি কোনো মনোযোগ না রেখেই, রচিত নিয়মাবলীর সঙ্গে যা খাপ খায়নি সে সবকিছুকে কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছিল। চীন কমিউনিষ্ট পার্টির সমস্ত পুরোনো নেতারাও তাতে নিন্দিত হলেন। নানচাং অভ্যুত্থানের অধিকাংশ নেতাদেরও এভাবে নিন্দা করা হোল। চৌ এন-লাইও ভীষণভাবে তিরস্কৃত হলেন। আর অবিরাম সশস্ত্র অভ্যুত্থান পরিচালন, জমি বাজেয়াপ্তকরণ, সমস্ত জমিদারদের খতমকরণ, ভূমি বিপ্লব, স্থানীয় অত্যা-চারীদের গলাকাটা এবং আরো অনেক কিছু করার জন্য আহ্বান দেওয়া ছাড়াও প্লেনাম ঘোষণা করল যে একটি 'সুউচ্চ বৈপ্লবিক তরঙ্গ' আসন্ন প্রায়। বাস্তবে কিন্তু, বিপ্লব তখন ভাটার টানে অতি মন্দ গতিতে নেমে এসেছিল।

সুতরাং চিংকাংশানে থাকাকালীন মাও সে তুঙ কিন্তু সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব-সম্পন্ন একজন অবিসংবাদিত প্রধানরূপে ছিলেন না। বরং বলা চলে যে, তাঁর অবস্থা ছিল তখন সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা তাঁর সব ধারণা আর নীতিসমূহ সবই পার্টিতে অবহেলিত ছিল। কিংবা বলা চলে যে, এ সবই তাঁর পার্টি নেতৃত্ব দ্বারা অস্বীকার করা হয়েছিল। সাংহাই-এ অবস্থিত চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির সদর দপ্তরে মাও যে দৃষ্টিতে ধরা পড়েন তা হল : তিনি সব ভ্রান্তি-মূলক কাজ করে যাচ্ছেন, পর্বতের দৃঢ় ভিতে অবস্থান করে তিনি গেরিলা-দের একটি বিচ্ছিন্ন বাহিনীকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ; আর তাঁর নরম পন্থার নীতির দ্বারা দক্ষিণপন্থী প্রবণতাকেই প্রকাশ করছেন। ফলে, ঘর জ্বালানো বা নিধন-যজ্ঞ তাঁর দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে সম্ভব হয়নি।'১৮

চিংকাংশানে থাকাকালীন মাও মুহূর্তের জন্য শান্তিতে ছিলেন না। এক-দিকে তাঁর ঘাঁটির উপর সমরনায়ক ও কুওমিনটাং-এর সৈন্যবাহিনীর আক্রমণ অব্যাহত ছিল আর অপরদিকে তাঁর জীবনে ছিল নিজ পার্টি প্রেরিত নির্দেশাদি ও পাল্টা নির্দেশাদি এবং সমালোচনার বহর। সময় সময় পলিটব্যুরো প্রেরিত প্রতিনিধিরা আসতেন আর তাঁকে ভর্ৎসনা করতেন। আর তাঁর পরিকল্পিত কাজ থেকে তাঁকে বিরত করতে সচেষ্ট হতেন। এখন বলা চলে যে, তিনি যে সব নির্দেশ ও পালটা নির্দেশ পেতেন আর তা যদি তিনি মেনে চলতেন তবে সেখানে সে সময়ে লালফৌজ ও লালঘাঁটি গড়ে উঠত না। আর অবশ্যই বিপ্লব্ রূপ পেতেও যথেষ্ট দীর্ঘসময়ের প্রয়োজন হোত।

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি একটি পার্বত্য দৃঢ় ভিতের মধ্যে ছিলেন। সংবাদ আদান-প্রদান চলত খুব ধীরে। তাতে অসুবিধাও ছিল বিস্তর। তিনি সেসময় চীনের অবস্থাসমূহের বাস্তব মূল্যায়িত নীতিসমূহের ভিত্তিতে একটি সংগঠন গড়ে তুললেন। এভাবেই গড়ার কাজ আরো চালিয়ে যেতে তিনি সচেষ্ট হলেন। তাঁর বিরুদ্ধে ভর্ৎসনার কথাবাও। যখন তিনি শুনতেন তখন তাঁর মধ্যে কোনো চাঞ্চল্য প্রকাশ পেত না। তাছাড়া অন্য কারোর মত তিনি কখনো তাঁর পার্টির বিরুদ্ধেও যাননি। তাছাড়া তিনি তাঁর নিজস্ব বিশ্বাসের পরিবর্তনও করেন নি। এসব নানা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়েও তিনি নিয়মিতভাবে প্রশাসনিক কাজকর্ম, তথ্যানুসন্ধানের কাজ, চারদিকে ঘুরে বেড়ানো, গ্রামে গ্রামে যাওয়া, আর দিনে নানা কাজে ব্যস্ত থাকার ফলে সময়ের অভাবে রাতে লেখার কাজ চালিয়ে যেতেন। অবস্থা যাই হোক্ না কেন সে মুহূর্তে তিনি কুওমিনটাং এবং সমরনায়কদের সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে একটি পাল্টা আক্রমণের পরিকল্পনা করার কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন। তাছাড়াও তিনি সে সময় আরো একটি অভিযানে জয়ী হয়েছিলেন।

ব্যাপক-ভিত্তিক সংগঠনসমূহ গড়ে তুলতে চরম সন্ত্রাসমূলক কাজ পরি-হার করে চলাটা বিপ্লবের প্রতি বিরোধিতা করা হয় না। বরং বিপ্লব পরি-চালনার জন্যে যে গঠন প্রক্রিয়ার দরকার তার সঙ্গে এটি ছিল একান্তই সংগতি-পূর্ণ। এতেই মাও নিজেকে একজন সাচ্চা লেনিনবাদী বলে প্রমাণ করতে

পারলেন। আর মাও-এর মতবাদের বিপরীতধর্মী বিষয় ছিল চীনের কমিউ-নিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক চু-চিউ-পাই-এর মতবাদ ;—'সমস্ত বুর্জোয়া-দের, সব ধনী কৃষক এবং মাঝারি কৃষককে হত্যা কর'। চিংকাংশানে মাও 'নরম-পন্থা' গ্রহণের চেষ্টা করেছিলেন। তাতে কেবলমাত্র বৃহৎ জমিদাররাই আক্রান্ত হোত। কিন্তু তথাপি পরে তিনি একথা বলেছিলেন যে, অত্যাচারীদের এবং বড়, মাঝারি, ছোট জমিদার এবং ধনী কৃষকদের মধ্যে পর্যাপ্ত পার্থক্য টানতে পারেন নি। অবশ্য যাতে চরম কিছু না ঘটে, এদের সকলেরই প্রাণ যাতে রক্ষা পায় সেজন্যে তিনি সদা সতর্ক ছিলেন। আর্থিক ও রাজনৈতিক পদ্ধতিতে একটি শ্রেণীকে ধ্বংস করা এবং মানুষকে শারীরিকভাবে ধ্বংস করা, (যেটা তিনি সব সময়েই ঘৃণা করতেন) তিনি অনেক আগেই এই দুই পদ্ধতির মধ্যে একটি পার্থক্য রচনা করেছিলেন। সমকালের বিচারে সে যুগে, সে পরিবেশে দাঁড়িয়ে এ পৃথকীকরণের দূরদর্শিতার গুণে তাঁকে একজন অসাধারণ ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করে। এভাবে বিপ্লবের পক্ষে মানব সমাজের এমন একটা দিক্ তিনি তুলে ধরলেন সেটা স্টালিন কখনো আয়ত্ত করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর এই মধ্যপন্থার মনোভাবটি কেন্দ্রীয় কমিটিকে সাংঘাতিকভাবে ক্রুদ্ধ করে তোলে। কেননা এদের ঝোঁকটা ছিল 'কচু কাটা এবং জ্বালানো-পোড়ানোর' দিকে। ফলে, গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশকেই তাদের পক্ষে সমবেত করার পরিবর্তে বরং বিরূপ মনোভাবাপন্ন করে তুলেছিল।

মাও এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, কৃষককে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। আর ভূমি-সংস্কারের জন্য, এই কর্মধারায় সক্রিয় হয়ে এবং তাতে সামগ্রিকভাবে অংশগ্রহণ করে শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য থেকে তাদের নিজেদেরও শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া আরো বলেন যে, প্রয়োজন রয়েছে কৃষক গেরিলা অভিযানের। কেননা, শুধুমাত্র বন্দুক ও গোলাবারুদ দিয়ে অস্ত্র-ভান্ডার পূর্ণ করার জন্যই নয়, বিভিন্ন কাউন্টি এবং জেলাসমূহে বৃহৎ জমি-দারদের বিরুদ্ধেও এই কৃষক গেরিলা অভিযান চালাবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে-ছিল। আর এ অভিযান সফল হতে পারে তখনই যখন এতে জনতার সর্বাধিক সমর্থন থাকে। কিন্তু গণ-পরিষদ গঠন এবং মাও-এর ভূমি সংস্কার কর্ম-সূচীর অন্যান্য পদ্ধতিসমূহ কেন্দ্রীয় কমিটি দ্বারা অনুমোদিত হয়নি। ১৯২৭ সালে ডিসেম্বরে গ্রামদেশে আরো 'অগ্নি সংযোগ এবং হত্যা করার' নির্দেশ মাও-এর কাছে এল। শহরের বুকে 'পীত' ইউনিয়ন নেতাদের (কুওমিনটাং সৃষ্ট শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ) হত্যা করা, ব্যাঙ্ক ডাকাতি, থানা আক্রমণ ইত্যাদি সব কর্মসূচী চু-চিউ-পাই-এর চরম বাম নীতির মধ্যে লিপিবদ্ধ ছিল। যোগাযোগের অসুবিধার অনুকূল পরিবেশের সুযোগ নিয়ে ১৯২৮ সালের মার্চ মাস অবধি মাও তাঁর নিজের পদ্ধতিতেই কাজ চালিয়ে যাবার চেষ্টা করে-ছিলেন। তাই দেখা যায়, যতক্ষণ না চরম বাম লাইনটি তাঁকে অনুসরণ করতে বাধ্য করে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাঁর পদ্ধতি মতই কাজ চালিয়ে যান।

একটি বিপ্লবী পার্টি ও বিপ্লবী বাহিনীর জন্য গ্রামীণ লাল ঘাঁটি গড়ে তুলতে মাও যে পরীক্ষামূলক কাজ চালান তা চীনের ইতিহাসকেও পরিবর্তন করতে সাহায্য করেছিল। সে সময়ে পার্টির কাছে ভবিষ্যতের জন্য কোনো পরিকল্পনা ছিল না। স্বভাবতই কাউকে কাজের মধ্য দিয়েই এটা পরীক্ষা করতে হবে আর মোটামুটিভাবে একটা প্রাথমিক নক্শাও তৈরী করতে হবে। চিংকাংশান ঘাঁটিটি ছিল এরূপ একটি সন্ধিক্ষণকালীন পরীক্ষামূলক ঘাঁটি। এতে যে সাফল্য ঘটেছিল তার মূলে ছিল আত্মঘাতমূলক নির্দেশগুলি পালনে মাও-এর বিচক্ষণ বিরোধী প্রবণতা। আর তাই, বিপ্লবকে একটি সৃষ্টিশীল ও কার্যকর রূপ দেবার দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে সঙ্গে তার বাস্তবতা সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি থাকার কারণে এটি সফল হতে পেরেছিল।

এড্গার স্নো মাও সম্পর্কে তাঁর প্রাথমিক অনুভূতির কথা বলেছিলেন। 'একরাতে আমি যখন হেঁটে ফিরছিলাম তখন একজন (দোভাষী) আমার পাশ-কেটে হেঁটে চলা এক ব্যক্তির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করালেন। তিনি বললেন, ইনিই মাও সে তুঙ। দেখতে ছিলেন তিনি আর সকলের মতোই। সেখানে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরার মত চেহারায় তেমন কোনো বৈশিষ্ট্যই তাঁর ছিল না। তিনি একাই হেঁটে যাচ্ছিলেন। ফিরে যাচ্ছিলেন তাঁর গুহা বাসভূমিতে। তার কয়েকদিন পর দিনের বেলায় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হোল। প্রথম দর্শনে ছাপ পড়ার মত এমন কোনো বৈশিষ্ট্যই তাঁর মধ্যে ছিল বলে তখন মনে হবার কোনো কারণ ছিলনা। যদিও তিনি ছিলেন দেখতে অনেকটা লম্বা ও ক্ষীণকায়। তথাপি তিনি ছিলেন অতি শান্ত স্বভাবের লোক। তাঁকে যা বলা হোত তার সবই তিনি ভাল করে শুনে যেতেন। তাঁর এই সদাচরণে বারে বারে আমি তাঁর প্রতি বেশি বেশি করে প্রভাবিত হয়েছিলাম। তিনি হলেন এমন একজন মানুষ যাঁর মধ্যে ছিল বিরাট দক্ষতা-সম্পন্ন জ্ঞান আর ছিল তাঁর চরিত্রে জ্ঞান ও বিচক্ষণতার সার্বভৌম কর্তৃত্ব। চরিত্রের এ গুণাবলী তাঁর সঙ্গে কথা বলে যে কেউ উপলব্ধি করতে পারতেন। তিনি ছিলেন জ্ঞান ও মৌলিক ধারণাসমূহের একটি প্রকৃত ভান্ডার, স্বাধীন চিন্তা ও নমনীয় গুণের এমন উৎকর্ষতা আর কারো চরিত্রে দুর্লভ ছিল।

'তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময়ে নিজেকে একজন বিশ্ব রাজনীতিবিদের সম্মুখীন বলে মনে হবে। আর কথা শেষে ফিরে আসার পর তিনি বিস্মিত হয়ে পড়বেন। মনে হবে, এখানে এক নিঃস্ব পরিবেশের মধ্যে এ মানুষটি অবস্থান করছেন! তাতে আরো মনে হবে যে তাঁর আশা পূরণের কোনো সম্ভাবনাই যেন নেই। অন্ততঃপক্ষে বাইরের অবস্থা দেখে তাই মনে হবে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় যে কেউ অনুভব করতে পারবেন যে চীনের একমাত্র তিনিই হলেন সে ব্যক্তি যিনি সে দেশের বাস্তব অবস্থাটা বুঝেছিলেন। এদিকে দেখাচ্ছিল যেন সারা দুনিয়াটিই তাঁর বিরুদ্ধে আর তিনি একেবারে নিঃসঙ্গ। তবে কিন্তু, লোকে তাঁর আদর্শের পক্ষে ঝুঁকেছিল। তিনি সাধারণ মানুষের মনে বিশ্বাস জন্মাতে পেরেছিলেন। আমি চীনাবাসী হলে তাঁর সঙ্গে

আমি যোগ দিতাম। তিনি যেভাবে চীনের বাস্তব অবস্থাকে দেখেছিলেন সে-ভাবে 'দেখা' বা তাঁকে অনুসরণ করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর ছিল না।'

এটি ছিল দশ বছর পরের ছবি।১৯ চিংকাংশানে অবস্থানরত মাও-এর মধ্য থেকে ইতিমধ্যে সেই অদম্য নির্ভীকতা এবং অচঞ্চল সহিষ্ণুতার দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ছিল। আর নিজের মতো করে অপরকে দেখাবার তাঁর যে ক্ষমতা ছিল তা তখনোই প্রমাণিত হয়েছিল। যে কোনো বিপ্লবী অপেক্ষা চিংকাংশানের মাও ছিলেন অনেক বেশী দূরদর্শী। যদিও একথা মাও নিজেই বলেছিলেন যে এখনো তাঁকে অনেক কিছু শিখতে হবে। সামগ্রিক ভিত্তিমূলের পরিকল্পনার পক্ষে যা একান্ত কার্যকর সে সব কিছুরই বিস্তৃত খুঁটিনাটি-সহ ব্যাপক, বিস্তীর্ণ পরিধিসম্পন্ন নীতিসমূহের কথাই সে সময়কার লেখাগুলির বিষয়বস্তু ছিল। আর সে সব লেখাগুলির মধ্যে দেখা যাবে একজন জন্মবিজ্ঞানীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ স্পর্শ আর সে সব রচনায় দৃঢ় আবেগহীন কৃতিত্বপূর্ণ যুক্তির সমাবেশ। ব্যক্তিগত চরিত্রে অতি বিনয়ী হলেও মাও-এর লেখাগুলিতে বক্তৃতার সেই পাণ্ডিত্যের ভঙ্গীটিই থাকত। হয়ত বা এ কারণেই মাও-এর প্রতি সে সময়কার পার্টি নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তিদের রাগের হেতু ছিল।

এ্যাগনেস স্মেডলে মাওকে পছন্দ করতেন না। তবু তিনি সে সময়কার গেরিলা যুদ্ধের দিনগুলিতে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। মাও সম্পর্কে তিনি বলেন : 'চীন বিপ্লবের তত্ত্বগত সমস্যাদি নিয়ে মাও-এর মন অবিরামভাবে কসরত করে চলত। প্রায় মেয়েলী গোছের স্বজ্ঞাত ও আন্তরিক অনুভূতি-সম্পন্ন মাও-এর চরিত্রে ছিল সুস্পষ্ট এক শক্তিমান্ পুরুষের আত্ম-বিশ্বাস এবং সংকল্পে দৃঢ়তার সমস্ত গুণাবলী।'

এই 'স্বজ্ঞাততার' সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে মাও সহজেই তার ব্যাখ্যা করতেন। তিনি প্রশ্নের উত্তরে বলতেন আপন জনতার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একাত্ম হয়ে মিশে যেতে তিনি চেষ্টা করতেন আর তার ফলেই সেই জনতার কাছ থেকে পাওয়া শক্তি এবং জ্ঞান তিনি সহজে আয়ত্ত করতেন। তিনি বলতেন যে তাঁরাই তাঁকে তৈরী করেছেন, অন্য কোনো পথে তা হয়নি।

১৯২৮ সালের গোড়াতেই প্রতি বিপ্লব অতি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। বিপ্লবী শক্তিগুলি ছিল বড়ই দুর্বল এবং বিচ্ছিন্ন। শহরের বুকে শ্রমিক ইউনিয়নগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। গ্রামাঞ্চলের কৃষকেরা ভীত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তথাপি চিংকাংশানেই বিপ্লবের পদাতিক বাহিনী সংগঠিত করা গিয়েছিল। বিপ্লবের গতিপথের জন্য যেমন একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মসূচী থাকা প্রয়োজন তেমনিই সংগঠনের চাই একটি গণ-সংগঠন। একটি গ্রাম্য লালঘাঁটি বলতে কি বোঝায় তার সঠিক ব্যাখ্যা প্রথমেই স্থির করতে হয়। একটি রাজনৈতিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখবার মত এর থাকবে প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক ও আর্থিক সংগতি এবং এর সঙ্গে প্রধান অবলম্বন হিসাবে থাকবে একটি সশস্ত্র বাহিনী। যথাসম্ভব

এটি হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থাৎ স্বাবলম্বী। আর এর থাকা চাই আত্মরক্ষার ক্ষমতা আর বিস্তার সাধনের সম্ভাবনা। সৈন্য সংগ্রহ আর আর্থিক উন্নতি-সাধনের অনুকূল পরিবেশের জন্যও এর থাকা চাই যথেষ্ট জনবল। আর থাকা চাই নেতৃত্ব দেবার মতো এর যথেষ্ট কর্মী। তাছাড়া সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষাদানের জন্য চাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আর এসব কিছুর সাফল্যের মূলে প্রধান শর্ত হিসাবে বর্তমান থাকবে তার জনসমর্থন। তাই কোনো ক্ষেত্রেই একটি দখলদার সেনাবাহিনীর পক্ষে এ কাজ সম্ভব হতে পারে না। এর জন্য চাই এমন একটি জনগণের বাহিনী যার তুলনা চলে জলের বুকে মাছের সঙ্গে।

এ ক্ষেত্রে কৃষক-জনতা ছিল একটি বিস্তীর্ণ স্বর্গ। দুর্বল কমিউনিষ্ট পার্টিকে সংহত এবং তার সশস্ত্র শক্তিবৃদ্ধির পক্ষে সুযোগ গ্রহণে এতে প্রচুর সম্ভাবনা ছিল। চিংকাংশানে জীবনযাপনের সময়কালে সে সব সপ্তাহ ও মাস-গুলিতে মাও-এর মৌলিক নীতি সম্পকীয় চিন্তাধারার মোট ফল দাঁড়ায় চীন বিপ্লবের সমস্যাসমূহ পূর্ণাঙ্গ যাচাই করা এবং একটি সমাধানে আসা। 'চীনে কেন লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা বজায় থাকতে পারে?' এই শিরোনামায় মাও-এর রচনাটি ১৯২৮-এর অক্টোবরে চিংকাংশান ঘাঁটির একটি ক্ষুদ্র গ্রাম মাওপিঙে বসে লেখা হয়েছিল। এ রচনাতে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পদ্ধতি বিশ্লেষণ করা হয় আর এতে যুক্তি দেখানো হয় যে কি করে শত্রু বাহিনী-দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েও একটি লাল কাঠামো বেঁচে থাকতে পারে। ১৯২৮-এর নভেম্বরে 'চিংকাংশান অঞ্চলে সংগ্রাম' শিরোনামায় লেখা রচনাতে বিস্তৃত বিবরণ সহ মাও সে সময়কার সংগ্রামের বিষয়, তখনকার কার্যকলাপ, আর সেই বছরভরা চিংকাংশানে বেঁচে থাকার এবং গঠনমূলক অনুসৃত কর্মপদ্ধতির বিষয়সমূহ সম্পর্কে লিখেছিলেন।

রণকৌশলের দিক্ আলোচনা প্রসঙ্গে মাও লিখেছিলেন যে, চীনের বর্ত-মান পর্যায় সামগ্রিক সমজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর নয়,—এখনো এ দেশ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ে রয়েছে। আর চীনের এই বিপ্লবী পর্যায় শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারত। কিন্তু সম্পূর্ণতঃ পৃথক নীতি এবং কর্মকৌশল এর সঙ্গে জড়িত ছিল।

সান ইয়াত-সেনের লক্ষ্য ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধার দিকে। কিন্তু চিয়াং কাই-শেক তা বানচাল করে দিল। তবে কুওমিনটাং-এর সব নেতৃত্বই চিয়াং কাই-শেকের সঙ্গে ছিল না। তাই চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি যে সে সময় চরম বামনীতিসমূহ প্রয়োগের সিদ্ধান্ত করে তা ছিল সম্পূর্ণ ভুল। পার্টি নেতৃত্ব তখন পার্টি ও সেনাবাহিনীকে 'জনতা' থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে (এই চরম বামনীতিসমূহ গ্রহণের ফলে নিঃসঙ্গ ও নিষ্পন্দ হয়ে পড়ে)। ফলে অতি ব্যাপক এবং সম্ভাব্য মিত্র শ্রেণী পাঁতি বুর্জোয়া এবং জাতীয় পুঁজিবাদী শ্রেণীর একটি অংশ থেকেও পার্টি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

চিংকাংশান পর্যায়ে দুটি প্রবন্ধে মাও-এর রণনীতির প্রধান ধারাসমূহ

প্রকাশ পায়। এতে জাতীয় এবং সমাজবাদী বিপ্লবের পর্যায়ক্রমের পরিষ্কার ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। আর বড় করে দেখানো হয়েছিল নেতৃত্ব গড়ে তোলার এই দুটি সমস্যাকে। এর সঙ্গে রয়েছে সশস্ত্র সংগ্রামের একান্ত প্রয়োজনীয় কথা এবং জনগণের একটি লালফৌজ গঠনের বিষয়বস্তু। যার যুক্তিপূর্ণ কথা হোল, 'জনগণের নিজস্ব একটি বাহিনী ছাড়া তাদের কিছু থাকে না।' আর তা কেমন করে আর কোন পদ্ধতিতে গঠন করা সম্ভব, সেটি হোল একটি মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মাও লিখেছিলেন, ১৯২৭ সালের পরাজয় ছিল 'পাঁতি-বুর্জোয়া এবং জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের কাছে একটি আঘাত স্বরূপ।' 'ক্ষমতাসীন বৃহৎ বুর্জোয়া আর বৃহৎ জমিদারদের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি-সমূহের দ্বারা আরোপিত বাধা-বিষেধ অতিক্রম করে জাতীয় বুর্জোয়ারা বাস্তবে কোন ক্ষমতা অর্জন করতে পারে না।' এ ধরণের সূক্ষ্ম পার্থক্য টানার মূলে এ অর্থই প্রকাশ পায় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠকে সমবেত করার জন্য মাও তখনো একটা পদ্ধতির অনুসন্ধান করছিলেন যাতে করে, এমনকি সম্ভাবনা নেই এমন জাতীয় পুঁজিবাদীদের থেকেও মিত্র টেনে বার করা যায়। আর তাছাড়া এভাবে যুক্তফ্রন্ট সৃষ্টি করা যায় কিনা তারও অনুসন্ধান তিনি চালিয়েছিলেন। তাছাড়া এমনকি এসব মিত্ররা যদি 'দ্বিধাগ্রস্ত' হয় এবং এই মিত্রতা যদি সাময়িকভাবেও সম্ভব হয় তবু এ ধরণের মিত্রতার প্রয়োজন ও উপযোগিতা যে রয়েছে সে কথাই তিনি ভেবেছিলেন। আর শত্রুগোষ্ঠীকে বিচক্ষণতার সঙ্গে বিচার বিশ্লেষণ করে, বিচ্ছিন্ন করে এবং দল ভেঙ্গে দিয়ে তার মধ্যে মিত্র, নিরপেক্ষ এবং আক্রমণের লক্ষ্য স্থিরের উদ্দেশ্যে এ সব কাজের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক চর্চায় তিনি লিপ্ত ছিলেন।

'লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা বজায় রাখার একটি আবশ্যকীয় শর্ত হোল যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি লালফৌজের অস্তিত্ব। কমিউনিষ্ট পার্টির ক্ষমতার একটি স্তম্ভ হিসেবে লালফৌজের যে সর্বাধিক গুরুত্ব রয়েছে এ সম্পর্কে সে সমস্ত দশকে লিখিত মাও-এর সমস্ত রচনাতে জোর দেওয়া হয়েছে। তাতে আরো বলা হয়েছে যে এ লালফৌজ কিন্তু সব সময় থাকবে। এ বাহিনী পার্টির অধীনে, পার্টির দ্বারা তৈরী হবে এবং পার্টিনীতির দ্বারা পরি চালিত হবে। তাই এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ যে শর্তের প্রয়োজন তা হোল : 'লাল ফৌজের রাজনৈতিক ক্ষমতার দীর্ঘায়ু এবং তার বিকাশের জন্য কমিউনিষ্ট পার্টিকে শক্তিসম্পন্ন এবং তার নীতিকে সঠিক করে তোলা।'

ক্ষমতার কৌশলভিত্তির পক্ষে যে কাজটি মৌলিকভাবে করণীয় তা হোল একটি গণভিত্তির ওপর পার্টি সংগঠনসমূহকে পুনর্গঠন করা। চিংকাংশানেই লাল ফৌজ কর্তৃক এ কাজ শুরু হয়েছিল। এই লাল ফৌজই চীনের সেই তরুণ পার্টিকে লালন-পালন ও পুষ্ট করে তুলেছিল। কিন্তু পার্টি তার অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা থেকেই এই লাল ফৌজের জন্ম দিয়েছিল। আর সে ক্ষেত্রে জনগণ উভয়কেই প্রতিপালন করে বাঁচিয়ে রাখার গ্যারান্টি সৃষ্টি করে থাকে। একথা স্বীকার্য যে, জনগণের সমর্থন লাভের জন্যই ভূমি-বিপ্লব

একান্তই অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় আর এ ক্ষেত্রে চীনের পার্টিনীতিকে কার্য-করী করার ব্যাপারে লাল ফৌজের মাধ্যমে তা করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, বিপ্লবী জনতাকে বাদ দিয়ে এরা বাঁচতে পারত না। জনতা-পার্টি-সেনাবাহিনীসমূহের এই জটিল ত্রিধা সম্পর্কটিই হোল মাও-এর সাং-গঠনিক নীতি। আর গত চল্লিশ বছরে এই নীতির কোনো হেরফের হয়নি।

চীনের পরিস্থিতিসমূহের ভিত্তিতে এই তত্ত্বগত বিশেলষণের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। মাও সে তুঙ যুক্তি দেখান যে, সব সময়েই শত্রুর দুর্বলতাকে কাজে লাগাতে হবে। আর তা হোল যেমন 'সমরনায়কদের মধ্যেকার অন্তর্দ্বন্দ্ব', প্রদেশগুলির মধ্যবর্তী সীমানা অঞ্চলে প্রাদেশিক সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যেকার ঐতিহ্যগত দুর্বলতা এবং চিয়াং কাই-শেক ও সমরনায়কদের মধ্যেকার অন্তর্দ্বন্দ্ব। একটি লাল গ্রাম্য ঘাঁটির প্রতিষ্ঠা ও তার বেঁচে থাকা ছিল অনন্য এক বিষয়। 'কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশে এরকম ঘটতে পারে না (তখনকার ইওরোপ বা যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে)। কিংবা প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদী শাসনাধীন উপনিবেশেও এ রকম ঘটতে পারে না।' আর চীনের মাটিতে তা সম্ভব হয় এ দেশের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে বিরাট অসমানতা এবং একটি 'আধা-উপনিবেশ' ও একটি 'আধা-সামন্তবাদী' দেশ হিসাবে তার অসম্বদ্ধতার কারণে।

যতদিন পর্যন্ত কুওমিনটাং এবং তার সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ (কিন্তু প্রায়ই তার সঙ্গে যুদ্ধে রত) সমরনায়কদের শিবিরের মধ্যে ভাঙ্গাভাঙ্গি আর যুদ্ধ চলতে থাকবে ততদিন শ্রমিক এবং কৃষকদের সশস্ত্র শাসন অব্যাহত থাকবে। এবং তারা এগিয়ে চলবে। তবে এই প্রশ্নে নেতৃত্বের সমাধান চাই আর এই প্রশ্নে মাও ছিলেন নির্মম স্পষ্টভাষী। তিনি সুবিধাবাদ, আঞ্চলিকতা এবং পার্টি কর্মীদের 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতিটি বিরক্তিকর বলে অপছন্দ', তাছাড়া এর সঙ্গে 'স্বেচ্ছাচারী হুকুমদার' ইত্যাদি অশুভ সব সামন্ততান্ত্রিক কার্য-কলাপের একটা তালিকাও প্রস্তুত করেন। পার্টি ও সেনাবাহিনীর মধ্যে একটি মৌলিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে সৈনিকদের কমিটি, তাদের প্রতিনিধি সম্মেলন, বিতর্ক ও আলোচনা সভাগুলির উপর তিনি জোর দিয়েছিলেন।

তাই চিংকাংশানের কালটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল। কারণ সে সময়েই চীন বিপ্লবের একটি নূতন পরিকল্পনার রূপরেখা রূপায়ণে মাও সে তুঙ এ ধরণের নানা মৌলিক সমস্যাদি নিয়ে প্রবল প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এসব পরিকল্পিত রূপরেখার মধ্যে কৃষকদের অবস্থিতি, গ্রাম্য ঘাঁটিসমূহের আবশ্যকতা, গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার রণনীতি, লালফৌজের স্বীকৃতি ইত্যাদি যা কিছু, সবই ছিল তাঁর সৃষ্টি।

মাও চীনের গ্রামাঞ্চলে ভূমি-বিপ্লবের ওপর খুবই জোর দেন। কারণ তিনি মনে করতেন যে, লাল শক্তিকে সংহত করতে ভূমিবিপ্লব একান্তই অপরিহার্য ছিল। তাছাড়া একটি নিখিল চীনা লালফৌজ গড়ে তোলার জন্যেও একটি নূতন সমরবিজ্ঞান রচিত করতে এবং 'বিপ্লবী জনগণের সংগ্রামের' রণনীতি এবং রণকৌশল সৃষ্টি করতে হয়েছিল।

১৯২৮-এর ফেব্রুয়ারীর শেষ এবং মার্চের গোড়াতে চিংকাংশান তখনও শীতার্তই ছিল। আর অন্নবস্ত্রের অভাবে পীড়িত লোকজন তখন হিমায়িত বর্ষায় সিক্ত হয়ে যাচ্ছিল। সে সময় দক্ষিণ হুনানের বিশেষ পার্টি কমিটির প্রতিনিধিত্বমূলক একজন প্রতিনিধি হো তিং-য়িনকে মাও কাছে পেলেন। নভেম্বর প্লেনামের পরই কেন্দ্রীয় কমিটি এই বিশেষ কমিটিকে গঠন করেন। দক্ষিণ হুনানে অভ্যুত্থান ঘটানোর উদ্দেশ্যেই এ কমিটি গড়ে তোলা হয়। হো তিং-য়িন মাও-এর কাছে এসেছিলেন নির্দেশের বাণী নিয়ে। নভেম্বর প্লেনামে বিপ্লবের 'উত্তাল তরঙ্গ' তত্ত্বের লাইনটি রচিত হয়। সে অনুযায়ী দক্ষিণ হুনানে একটি সশস্ত্র অভিযানের উদ্দেশ্যে তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনীকে পরিচালনা করার জন্য মাও-এর প্রতি নির্দেশ নিয়ে হো তিং-য়িন এসেছিলেন। পলিট-ব্যুরোর ঘোষিত সেই 'উত্তাল তরঙ্গ' তত্ত্বের সঙ্গে মাও একমত হতে পারেননি বলে মাও তাঁর মত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে এ ধরণের সামরিক কার্য-কলাপের পক্ষে সময়টা অনুকূল নয়।

এ প্রসঙ্গে হো'র মন্তব্য সম্পর্কে মাও যা লিখেছিলেন তা হোল : 'আমরা দক্ষিণ দিকে ঝুঁকেছি, অগ্নিদাহ ও হত্যার কাজ অতি অল্পই করছি আর পাঁতি বুর্জোয়াদের সর্বহারায় পরিণত করতে এবং বিপ্লবের পথে তাদের নিয়ে যাবার তথাকথিত নীতি কার্যকরী করে তুলতে ব্যর্থ হয়েছি।' হো এভাবেই তাদের বিরুদ্ধে বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। (হো তিং-য়িন হয়ত কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে এবং হুনান প্রাদেশিক কমিটি থেকেও মাও-এর অপসারণের সংবাদ বয়ে এনেছিলেন)।

হো তিং-য়িন এরপর 'ফ্রন্ট কমিটিটি ভেঙ্গে দিলেন।' ফলে, কার্যতঃ মাও আর লালফৌজের ভারপ্রাপ্ত রইলেন না। এরপর দক্ষিণ হুনানের কয়েকটি বৃহৎ সমরনায়কের সেনাদলের বিরুদ্ধে লাল ফৌজকে মরণ যুদ্ধের হুকুম-জারী করা হোল। 'এর ফলে হুনান-কিয়াংসি সীমান্ত এলাকা [চিংকাংশান ঘাঁটি] এক মাসেরও বেশী সময় ধরে শত্রুর কবলে ছিল।......মার্চের শেষ নাগাদ দক্ষিণ হুনানে পরাজয় ঘটল।' অর্থাৎ দুই প্রধান সেনাপতির [দুজনের নামই ইয়াং] অধীনস্থ সমরনায়কদের পদাতিক সেনাদের ৫টি বৃহৎ স্থলবাহিনী ৬টি কাউন্টিতে দ্রুত আক্রমণ চালিয়ে সর্বত্রই প্রায় বিধ্বস্ত করে ফেলেছিল। তাই দেখা যায় যে, সারা শীতকাল ধরে মাও যেভাবে তাঁর ঘাঁটিটি গড়ে তোলেন তার প্রায় সবটাই তিনি হারিয়েছিলেন। অপর দিকে এমনকি সেনাদের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাও আর রইলনা। কেননা ইতিমধ্যেই হো সে ভার গ্রহণ করেছিলেন। হো সেনা নিয়ন্ত্রণের ভার গ্রহণ করেই 'হত্যা, জ্বালানী ও কচু কাটা'র নীতি অনুসরণ করেন। এ নীতিই গত নভেম্বর প্লেনামে গৃহীত হয়েছিল। আর এ নীতি অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনার ফলেই মাঝারী চাষী ও ক্ষুদ্র জমিদারদের এক বৃহৎ অংশ শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠল। তাতে অনিবার্য-ভাবে পরাজয় নেমে এল আর এ সব ঘটনাসমূহ সবই লাল ফৌজের প্রতিকূলে গেল।

যখন দক্ষিণ হুনান থেকে লাল ফৌজ ফিরে এল তখন দেখা গেল যে তারাও অনেক বেশি লোককে হারিয়েছেন। অথচ তখন দখলদার সেনাদের হাত থেকে মুক্ত হবার জন্য আরও একটি অভিযান চালানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ল। তাই মাও-এর তখন জরুরী দরকার হোল লোকবলের। তাছাড়া প্রয়োজন দেখা দিল বন্দুক আর আহতদের জন্য হাসপাতালেরও। তাই তিনি পুনরায় কৃষকদের হৃদয় ও তার গণঘাঁটি জয় করার জন্যে সমস্ত উপায় গ্রহণে মগ্ন হলেন। ইতি-মধ্যেই তিনি পরিখা খননের কাজে সৈন্যদের নিযুক্ত করেন। পার্টির নেতৃত্বের দিক থেকে তিনি তখন চিংকাংশানের বিশেষ কমিটির সম্পাদক মাত্র ছিলেন। আর তখন, তাঁর জীবনে প্রায়ই যা ঘটতো সেরূপ একটি ঘটনা সে সময়েও ঘটেছিল। তাতে তাঁর অনুকূলেই ঘটনার গতিধারা মোড় নিল। ওই সন্ধি-ক্ষণেই চু-তে এসে ঘাঁটিতে হাজির হলেন।

গত বছর ১৯২৭ সালের আগষ্ট মাসে নানচাং শহর থেকে প্রত্যাহারের পরবর্তীকালে চু-তে'র যে কাহিনী গড়ে উঠেছিল তা এখন বলা অবশ্যই প্রয়োজন। অন্যান্য অভ্যুত্থানকারীদের মত চু-তেও দক্ষিণ দিকে সরে গিয়ে-ছিলেন। লাল ফৌজের বড় অংশটাই ফুকিয়েন প্রদেশে প্রবেশ করেছিল। তার-পর তাঁরা এ প্রদেশের বড় এবং সমৃদ্ধ শহর সোয়াটৌতে এসে হাজির হ'ন। সোয়াটৌ ছিল সান ইয়াত-সেনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বিদেশাগত চীনাদের একটি শক্ত ঘাঁটি। তাছাড়া এটি একটি বৃহৎ বন্দর শহরও ছিল। এ শহরটি দখলে রাখতে সমর্থ হলে কমিউনিষ্টদের খুবই সুবিধা হোত। কিন্তু কমিউ-নিষ্টদের এই সোয়াটৌ দখল ছিল ক্ষণস্থায়ী ঘটনামাত্র।এটি দখলে আনার পরই বিপ্লবী বাহিনী প্রত্যাহৃত হয় এবং সৈন্যবাহিনী চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। চু-তে ছিলেন পশ্চাদ্ বাহিনীর সঙ্গে। তিনি শেষ পর্যন্ত এক হাজার সৈন্য নিয়ে সরে যান। শত্রুকে এড়িয়ে চ[illegible]র গেরিলা পদ্ধতি অনুসরণ করে চু-তে তাঁর এক পুরোনো বন্ধুর বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেন। সেই বন্ধুটি ছিলেন কুওমিনটাং সামরিক বাহিনীর একজন সেনাপতি। এতে দেখা যায় যে, কুয়াংচৌ শহরের ওপর আক্রমণে, কুয়াংচৌ কমিউন প্রতিষ্ঠায় এবং ডিসেম্বরে কুয়াংচৌ থেকে প্রত্যাহারে তিনি অংশগ্রহণ করেননি। এদিকে এরপর চলল শ্বেত-সন্ত্রাসের সেই ভয়ঙ্কর নৃশংসতা। কমিউনিষ্ট ঘাঁটি গড়ে তোলার মানসেই তখন নানচাং, সোয়াটৌ এবং কুয়াংচৌ শহর দখলের এ তিনটি প্রচেষ্টা চলে। কিন্তু এর ব্যর্থতার ফলে লালফৌজকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হোল। তারা তখন প্রতিটি ঘটনাস্থল থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করতে থাকে আর ছড়িয়ে পড়তে থাকে চারদিকে। এ অবস্থায় তাদের তখন বাঁচিয়ে রেখেছিল শুধুমাত্র তাদেরই অদম্য সাহসিকতা।

কুওমিনটাং-এর সঙ্গে যোগ দেওয়াতে মনে হচ্ছিল যে, চু-তে বুঝি তাঁর আদর্শ ত্যাগ করেছেন। কিন্তু তা নয়। এটি ছিল তাঁর একটি কৌশল মাত্র। তাই অল্প কিছুদিন পরেই (১৯২৮-এর জানুয়ারীতে) তিনি তাঁর পরো-পচিকীর্ষু বন্ধুকে ছেড়ে এলেন। তিনি তাঁর সেনাবাহিনীর পুনঃ নামাকরণ

করেন চতুর্থ লাল ফৌজ নামে। এতে ছিল (দুটি রেজিমেন্ট ও একটি ব্যাটেলিয়ন)। উত্তরাঞ্চল অভিযানের এটি চতুর্থ 'লৌহ পাশ' বাহিনীর অবশিষ্টাংশ ছিল বলেই এ নামাকরণ হয়েছিল। এই সেনাসহ তিনি গ্রামাঞ্চলের মধ্য দিয়ে চলে যান দক্ষিণ হুনানে। সেখানেই হুনান বিশেষ কমিটির হুকুমে তিনি সেই দুর্ভাগ্যজনক অভ্যুত্থানে অংশ নেন। যে অভ্যুত্থানে মাও-এর সেনাদলকেও টেনে নামানো হয়েছিল। হটে আসা চু-তে তখন মাও-এর ভাই মাও-সে-তান-এর সাক্ষাৎ পেলেন। মাও সে-তান তখন যোগাযোগকারী দূত হিসাবে সেই বিপজ্জনক কাজটিই বীরত্বপূর্ণভাবে চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বলা চলে যে, তিনি হুনানের গ্রামগুলিতে অনবরত চক্কর দিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। (মাও-এর পোষ্য বোনটিও তাই করতেন। হেংইয়াং-এ তিনি গোপনে কাজ করতেন। ১৯২৯ সালে কুওমিনটাং তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করে)।

এদিকে চু-তে'র সেনাবাহিনী খুবই শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তাঁদের কোন নিজস্ব ঘাঁটি ছিলনা। ফলে তাঁরা একটি চলমান গেরিলা বাহিনীতে পরিণত হয়েছিল। যদিও গ্রামের গরীবেরা তাঁদের সমর্থন করত—এমনকি খনি এলাকার এগারো-বারো বছরের ছেলেরাও 'জমিদারদের হত্যা ও জমি ভাগের' প্রশ্নে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে চেষ্টা করত তথাপি এ কথা সত্য যে চু-তে'র বাহিনী ধ্বংসের মুখে এসে পড়েছিল। প্রতিটি সংঘর্ষেই বেশীবেশী করে তার বাহিনীর সৈন্যক্ষয় হচ্ছিল। এ অবস্থায় তাঁর একমাত্র পথ ছিল চিংকাংশানে মাও-এর সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেওয়া। পলিটব্যুরোর যদি বুদ্ধি থাকত, তবে এ থেকেই মাও-এর ঘাঁটির গুরুত্বকে উপলব্ধি করতে পারত।

মাও-এর সঙ্গে এভাবে চু-তে'র যোগদানের মূলে দুটি কারণ ছিল। প্রথম কারণ হিসাবে বলা চলে যে মাও সে-তান মারফৎ মাও চু-তে-কে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় কারণটি ছিল অতি বাস্তব কেননা তা আগেই বলা হয়েছে যে, চু-তে তখন খুবই বিপজ্জনক অবস্থার মুখে এসে পড়েছিলেন। এপ্রিলের শেষ নাগাদ চু লিংসিয়েন কাউন্টিতে এসে পৌঁছান। এ কাউন্টিটি পর্বতপুঞ্জের পাদদেশে অবস্থিত ছিল। ওদিকে মাও-এর ঘাঁটির বিরুদ্ধে তখনো অভিযান পুরোদমে চলছিল। অভিযান চালাচ্ছিল কুওমিনটাং ও সমরনায়কেরা যুক্তভাবে। মাও-এর সৈন্যবল ছিল শত্রু সৈন্যের পাঁচ শতাংশ মাত্র। স্বভাবতই মাও-এর ক্ষুদ্র বাহিনী শত্রু সৈন্যে ছাপিয়ে যায়। এদিকে চু-তেও খুব বিপদের মুখে পড়েন। কারণ তাঁর পর্বতে ওঠার পথ শত্রু সৈন্য আটকে রেখে দেয়। 'দক্ষিণ হুনান অভ্যুত্থানের' বিধ্বংসী উদ্যোগের পর শত্রু সৈন্য ছটি কাউন্টির বেশি অংশই ইতিপূর্বে পুনর্দখল করে নেয়। আর তারই ফলে পর্বত দুর্গের চারপাশে তখন চলছিল যুদ্ধের এক স্থায়ী টানা-পোড়েন অবস্থা। বছরের বাকী সময়টা জুড়ে যখন-তখন এভাবেই যুদ্ধের ঘটনা বর্তমান ছিল। সে সময় মাও-এর হাতে ছিল মাত্র দুই ব্যাটেলিয়ন সৈন্য। সেই সন্ধিক্ষণে এই দুই ব্যাটেলিয়ন সৈন্য নিয়েই মাও সে তুঙ একটি ঝড়ো ও দুঃসাহসিক অভিযানে তুষার ধ্বসের মতো পর্বতের পাদদেশে নেমে এলেন।

চু-তে এবং তাঁর সৈন্যদের নিরাপদে পোঁছতে পথ করে নেবার জন্যই তিনি এই দুঃসাহসিক অভিযানে নেমেছিলেন।

চিংকাংশানে যে সব দর্শনাথীরা আসেন তাঁদের আজ সেই সমতল ভূমিটি দেখানো হয়। সেখানেই মাও সে তুঙ এবং চু-তে'র সেই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার ঘটেছিল। আর তায়ুং-এর সেই ক্ষুদ্র শহরটি আজ একটি সমৃদ্ধ ব্রিগেডে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তখন ছিল এটি একটি আদিম দরিদ্র গ্রাম মাত্র। একটি পার্বত্য স্রোতস্বিনীর পাশে যে সমতল ভূমিতে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়, সেখানে স্মারক হিসাবে একটি প্রস্তরফলক স্থাপিত হয়েছে। চু-তে'কে যখন বুকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন তখন মাও-কে হস্যোজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। এই সাক্ষাৎকার থেকে মাও সে তুঙ ও চু-তে'র মধ্যে শুরু হোল এমন এক সহযোগিতা এবং এক কাহিনী যা পরবর্তী প্রায় ৪০ বছরকাল তা ইতিহাসে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লবেরকালে এই নিখুঁত ঐক্যের গ্রন্থিটিকে নিন্দার বাণীতে বিদীর্ণ করা হোল। কিন্তু তথাপি এ দুটি মানুষের মনোরম জীবনগাথা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আর মানুষ স্মরণ করবে তাঁদের আত্মোৎসর্গ এবং মতানৈক্যের কথাও। জ্ঞান মূল্যবান, কিন্তু এর অসম্পূর্ণতা নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। চারদিকের কাছাকাছি মানুষের সঙ্গে মাও-এর সম্পর্কের কথা কখনো পুরোপুরি জানা যাবে না। এগুলিকে ভেবে দেখার আমাদের অধিকার রয়েছে। আর এখনো এর চূড়ান্ত মূল্যায়ণ অসম্পূর্ণ রয়েছে। কিন্তু একথা সুনিশ্চিত যে, চু-তে চক্রান্তকারী বা ক্ষমতালোভী ছিলেন না। তাঁর অনেক ত্রুটি ছিল সত্য, তাছাড়া তিনি যে প্রায়ই বেপরোয়াভাবে কাজ করতেন একথাও ঠিক। তথাপি একথাও সত্য যে, তিনি মাও-এর প্রকৃত বন্ধু ছিলেন আর মাও সে তুঙ তাঁকে কখনো ভুলতে কিংবা পরিহার করতে চাননি।

কথিত যে, চিংকাংশানে পোঁছবার পরও চু-তে মাও-এর সঙ্গে একমত ছিলেন না। তাছাড়া, হয়ত তাঁর বিরোধিতা করার জন্যেই কার্যতঃ তিনি নির্দেশিত হয়েছিলেন। এ ধারণা সত্য হতেও পারে। কিন্তু মাও-এর যে যুক্তি দিয়ে বোঝাবার ক্ষমতা এবং উদ্দেশ্যের প্রতি নিষ্ঠা ছিল তাতেই তিনি চু-তেকে স্বমতে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। মাও চু-তেকে যেভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন তা ছিল একটি স্মরণীয় ঘটনা। তাছাড়া পর্বতের চড়াইতে পোঁছতে একটি পথ করে দেবার জন্য যেভাবে শত্রুবাহিনীর মধ্য দিয়ে মাও তাঁর সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আর তাতে যে আত্মত্যাগের পরিচয় ছিল তাতেও মাও-এর প্রতি চু-তে'র প্রভাবিত হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। এ মিলনের তাৎক্ষণিক ফল হোল এই যে, সেনাবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করে অচিরে মাও এবং চু-তে আক্রমণকারীদের হটিয়ে দিতে আর একটি চমকপ্রদ বিজয়লাভে সমর্থ হ'ন। বিধ্বস্ত জেলাগুলিতে জনতার সাহায্য তখন এমনিতেই কার্যকর বলে প্রমাণিত হোল। 'দস্যু' য়ুয়ান ওয়েন-সাইও এ যুদ্ধে সাহায্য করেন। আর এই প্রতি-আক্রমণ সমরনায়ক দুই ইয়াং-এর পক্ষে খুবই মারাত্মক হয়েছিল। এ মিলিত জয়ে মাও এবং চু-তে'র মধ্যে মৈত্রীর সেতুবন্ধন গড়ে

উঠল। তাছাড়া যাঁরা শত্রুপক্ষের বহুসংখ্যক সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে বেঁচে রয়েছেন, যাঁরা সারা শীতটা অনেক কষ্ট ভোগ করেছেন আর এখন যারা শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই মাও-এর মৈত্রীর সেতুবন্ধন গড়ে উঠেছিল। এরপর মাওপিং-এ চু-তে এবং তাঁর সেনাবাহিনীর থাকার ব্যবস্থা হয়। মে মাসে সেখানে একটি সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯২৮-এর ২০শে মে মাওপিং-এ একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনকে সীমান্ত অঞ্চলের (চিংকাংশান) প্রথম কংগ্রেস বলেও অভিহিত করা হয়। এটি একটি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ সম্মেলনও বটে। ইতিমধ্যেই মাও-এর বিতাড়িত হবার সংবাদ সাধারণের মধ্যে জানাজানি হয়েছিল। কিন্তু মাও-এর 'বিতাড়িত হবার' সংবাদ সাধারণভাবে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও এ সম্মেলনে তাঁর প্রভাব ছিল সর্বোচ্চ। এ সম্মেলন সম্পর্কে বলতে উঠে, চু-তে বললেন, 'প্রতি বিপ্লব শুরু হবার পর এটি হল একটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন'। এ সম্মেলন চীন বিপ্লবের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করেছিল। মাও সে তুঙ এ সম্মেলনে চীন বৈপ্লবিক যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যসমূহের পাঁচটি সূত্র তুলে ধরেন। সে সময়ে এটি একটি ভূমি বিপ্লবের স্তরে রয়েছে বলে তিনি তাঁর মত ব্যক্ত করলেন। এ বৈশিষ্ট্যগুলির দিক থেকেই রাজনৈতিক ও সামরিক রণনীতির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। আর এসব সিদ্ধান্তের বিকাশ ও প্রসারের জন্য প্রয়োজন ছিল আর একটি কংগ্রেসের। ১৯২৮-এর অক্টোবরে২০ মাওপিং-এ অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কংগ্রেসে সে উদ্দেশ্য সাধিত হোল।

যেহেতু এ সব ধারণা বা চিন্তাগুলি হোল বিপ্লবের একটি সমগ্র রণনীতির প্রতিফলন, সেহেতু বিপ্লবকে এবং সেই সঙ্গে মাওকে যে কেউ বুঝতে আগ্রহী হোন না কেন তাদের পক্ষে এ ধারণাগুলির উপলব্ধি করতে চেষ্টা করা একান্তই প্রয়োজন ছিল। আর তাছাড়া এটাও হৃদয়ঙ্গম করা একান্তই প্রয়োজন যে চিংকাংশানের সেই বেদনাদায়ক এবং দুর্দশাপূর্ণ নিরানন্দময় একটানা শৈত্য-প্রবাহের মধ্যেও মাও-এর মন ছিল খুবই সক্রিয়। আর তারই ফলে চীনের বিপ্লবের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একটা নূতন চিন্তাধারা গড়ে তোলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

মাও-এর মৌলিক ধারণা ছিল এই যে, চীন বিপ্লবে সামরিক কার্যাবলী এবং রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও কৃষি-সম্বন্ধীয় নীতিসমূহের মধ্যে কোন সীমরেখা, কোন বিভাজন চলতে পারে না। 'যেহেতু সীমন্ত এলাকার যুদ্ধ হোল সম্পূর্ণতঃ একটি সামরিক বিষয়, সেহেতু পার্টি এবং জনতা উভয়কেই যুদ্ধরত অবস্থায় দাঁড় করাতে হবে।' এমনকি স্টালিনও মন্তব্য করেছিলেন যে, 'চীনে সশস্ত্র প্রতি-বিপ্লবের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবই হোল চীনা পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য।' (ডিসেম্বর, ১৯২৭)। পার্টি সেনাবাহিনীর এই অবিভাজ্যতাই হোল একটি দীর্ঘস্থায়ী ঘটনা।

মাওপিং সম্মেলনে মাও উত্থাপিত প্রস্তাবাবলীর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য হোল:—
(১) চীন হোল একটি আধা-সামন্তবাদী এবং আধা-ঔপনিবেশিক দেশ। আর

চীনে রয়েছে বিপ্লবের অসম বিকাশ। দেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী শহরসমূহেই রয়েছে অল্পসংখ্যক শ্রমিক আর এর বিস্তৃত গ্রামাঞ্চল জুড়ে পড়ে আছে বিপুল কৃষক জনতা।

(২) চীন একটি বিপুল দেশ। এর আছে প্রচুর সম্পদ। বিশেষ করে এর রয়েছে জনবল। বিপ্লবের পক্ষে জনতা কতটা সমর্থ ছিলেন তা তারা ইতিমধ্যেই প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব (চেন তু-সিউ নেতৃত্ব) 'ভুল নীতি' অনুসরণ করেছিল। বর্তমানে একটি লালফৌজ গঠন করা হচ্ছিল (শ্রমিক-কৃষক সৈনিকদের)। এটিই হোল জনগণের সেনাবাহিনী। বিপ্লবের জন্য যা ছিল একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু এ বাহিনীটিকে পার্টি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। 'আমাদের নীতি হোল যে, পার্টি বন্দুকের উপর কর্তৃত্ব করবে, কিন্তু পার্টির উপর বন্দুকের আধিপত্য বিস্তারের অধিকার কখনো অনুমোদন করবে না।'

(৩) শ্বেত-কুওমিনটাং সরকার এখন শক্তিশালী। তবু এরা বিভক্ত। বিপ্লবীদের এই বিভেদ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগকে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু বর্তমানে একে আক্রমণ করা হবে খুবই বিপজ্জনক। এ কথাগুলি বলার মধ্য দিয়েই মাও চু চিউ-পাই নির্দেশিত হটকারী সামরিক উদ্যমসমূহের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য প্রকাশ করেন।

(৪) পলিটব্যুরোর রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের 'উচ্চতরঙ্গ' তত্ত্বের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করে মাও বলেন যে বর্তমানে বিপ্লবের গতি খুবই মন্দা। এই সময়টি হোল ঘাঁটিসমূহ গড়ে তোলার উপযুক্ত সময়। আর জনগণকে শিক্ষাদান, বিপ্লবের শক্তিসমূহের পুষ্টিসাধন এবং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে পার্টিকে পুনর্গঠিত করণের কর্মসূচী পালনই হোল বর্তমানের উপযুক্ত কাজ। কেননা আক্রমণ চালানো এবং বড় রকমের কোন অভ্যুত্থান ঘটানোর সময় এটা নয়। সামরিক শক্তিসমূহের রণনীতি ও রণকৌশল প্রতিরক্ষামূলক ভিত্তির উপর রচিত হবে। অবশ্যই কোন রকম 'সামরিক দুঃসাহসিক ঝুঁকি' নেওয়া হবে না। এ সময় খাদ্য, বস্ত্র, অস্ত্রের যোগান ছিল খুবই শোচনীয়। তাই সামরিক কৌশলসমূহ হওয়া উচিত নিম্নরূপ :

শত্রু এগিয়ে এলে আমরা পিছিয়ে যাব।

শত্রু থেমে থাকলে, আমরা তাদের নাকাল করে তুলব।

শত্রু সরে গেলে, আমরা আক্রমণ করব।

শত্রু পিছনে হটে গেলে, আমরা তাদের পিছু নেব।

গেরিলা যুদ্ধের কৌশলসমূহ ছিল এগুলিই। আর এগুলিই ছিল বিপ্লবী জনযুদ্ধের সেই সনাতন মতবাদ।

(৫) ঘাঁটিসমূহের রক্ষার জন্যই (এবং লালশক্তি ও লাল সেনাবাহিনী) ভূমি বিপ্লবের হোল একান্ত প্রয়োজন। সেহেতু জনগণের বাহিনী এবং পার্টি গড়ে তুলতে ভূমি-সংস্কারকে প্রাধান্য দিতে হবে। আর কেবল মাত্র এ কাজের মধ্য দিয়েই কৃষকদের কাছ থেকে যথেষ্ট সমর্থন আদায় করা সম্ভব হবে।

তাতে নূতন সৈনিক সভ্যদেরও পাওয়া যাবে আর তাছাড়া জনতার মধ্য থেকেই গড়ে উঠবে দক্ষ নেতৃত্ব।

মাও লিখেছিলেন যে, এতে বিপ্লবী সেনাবাহিনী প্রসারলাভ করবে। কেননা ভূমি-বিপ্লব থেকেই আসবে এর সাধারণ সৈনিকেরা আর যেহেতু এর সৈনাধ্যক্ষ এবং অফিসারেরাও হলেন তাদেরই একজন।

শৃঙ্খলার প্রধান তিনটি নিয়ম এবং সতর্কীকরণ সম্বন্ধীয় মনোযোগের আটটি বিষয় বা আট দফা কিংবা লাল ফৌজের আচরণবিধিও মাওপিং সম্মেলনে রচিত হয়েছিল। আজও এগুলি লাল ফৌজের প্রধান নীতি হিসাবে বজায় রয়েছে। মাও কেবল ছয়টি দফার বিশদ ব্যাখ্যা করেছিলেন। আর কথিত আছে যে, ১৯২৮-এর গরমকালে লিনপিয়াও-এর কথায় ৬ এবং ৭ দফা দুটি সংযুক্ত হয়েছিল।২১

শৃঙ্খলা রক্ষার প্রধান তিনটি নিয়ম হোল :

(১) তোমার সব কাজেই নির্দেশ মেনে চলো।
(২) জনসাধারণের কাছ থেকে এমনকি একটি মাত্র সূচ বা সুতোর টুকরোও নিওনা।
(৩) যা কিছু তুমি জয় বা দখল করবে তার সবটাই জমা দেবে।

সতর্কীকরণ সম্বন্ধীয় মনোযোগের আট দফা বা আটটি বিষয় হোল :

(১) লোকের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বল।
(২) যা কিনবে ন্যায্য মূল্য দেবে।
(৩) যা ধার নেবে সবই ফিরিয়ে দেবে।
(৪) যে জিনিষ তুমি নষ্ট করবে মূল্য দিয়ে তা পরিশোধ করবে।
(৫) ঘুমাবার জন্য যে সব দরজা এবং খড় ব্যবহার করবে সেগুলি যথাস্থানে ফিরিয়ে দেবে।২২
(৬) বাসগৃহ থেকে দূরে পায়খানার গর্ত খুঁড়বে আর স্থান ছেড়ে যাবার আগে মাটি দিয়ে তা ভর্তি করবে।
(৭) মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহারে ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করবে না।
(৮) বন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করবে না।

লাল ফৌজের সব সৈনিকদেরই এগুলি মুখস্থ করতে এবং গাইতে হোত।

প্রথম মাওপিং সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, চিংকাংশান ঘাঁটিকে সংহত করতে হবে। দুটি কাউন্টিই পুনর্দখল করতে হবে।২৩ তারপর ধীরে ধীরে একে প্রসারিত করতে হবে। মাঝারি কৃষক এবং ক্ষুদে বণিকদের প্রতি নরম নীতি অনুসরণ করার মাও-এর সেই নীতিও সম্মেলনে গৃহীত হোল (যদিও কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বারা তা গৃহীত হয়নি)। সে সম্মেলনে কৃষক রক্ষীবাহিনী এবং লাল রক্ষীবাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। এভবে মাও-এর কর্মসূচীই সেই সম্মেলনে গৃহীত হোল। মাও তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই 'অবস্থান্তর' বিভিন্ন কৌশল গ্রহণের ধারণাটির উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন। একটি অস্থিত ঘাঁটির দ্বারা যে অঞ্চল নিয়ন্ত্রিত তা আক্রান্ত

হলে, আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতা অনুযায়ী তা সংকুচিত বা প্রসারিত হতে পারে। কিন্তু এটাই সব কথা নয়। মাও-এর অভিজ্ঞতায় বলে, আসল কথা হোল এর জনসাধারণ, অঞ্চলের কথাই বড় নয়। লোকে সংগঠিত থাকলে আর সংগঠনকে দৃঢ়ভাবে তারা আঁকড়ে থাকলে জমি বা অঞ্চল সব সময়ই পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে।

ইতিমধ্যেই চু-তে লাল ফৌজের সর্বাধিনায়ক পদে অধিষ্ঠিত হলেন। তাঁর ফৌজ সংখ্যা ছিল তখন ৪ হাজার মাত্র। আর এ বাহিনীর পুনঃনামাকরণ হোল 'শ্রমিক-কৃষকের চতুর্থ লাল ফৌজ।' মাও সে তুঙ এ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব মেনে নেন। ফলে, এ চতুর্থ বাহিনীতে তিনি পার্টি প্রতিনিধি হয়ে এলেন। চু-তে'র মত দুরবস্থায় পড়া অন্যান্য দলগুলিও ১৯২৮-এর শেষ দিকে এ বাহিনীতে এসে যোগ দিল। ফলে অল্প সময়ের ব্যবধানেই এ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হোল।

বসন্তের ক'টি সপ্তাহের মধ্যে অবস্থার বেশ উন্নতি ঘটে। অতিরিক্ত অস্ত্র-শস্ত্র, লোকবল এবং বিজয়লাভে সৈন্যদের উৎসাহও বৃদ্ধি পেল। দুর্গ নির্মাণ. পরিখা খনন, সমতল ভূমি থেকে চাল বয়ে আনার জন্যে ঘাঁটিতে তখন যথেষ্ট জনবল ছিল। বাহিনীর অন্য সব লোকদের সঙ্গে চু-তেও চাল বয়ে আনতেন। তাঁর ভার বহনের দন্ডটি এখনও যাদুঘরের প্রদর্শনীতে দেখার জন্য রক্ষিত রয়েছে। চিকিৎসক এবং শিক্ষকবর্গও এ বাহিনীতে এসে যোগ দিলেন। সেনা-বাহিনীতে এবং কৃষকদের মধ্যে সমস্ত রাজনৈতিক কাজ পরিচালনা করতেন মাও নিজে। আর সব সময়েই তিনি জোর দিয়ে বলতেন যে, 'সেনাবাহিনীতে সমস্ত কাজের 'জীবন দীপ' হোল রাজনৈতিক বিভাগটি। রাজনীতিগতভাবে অগ্রসরমান আন্‌য়ান অঞ্চল থেকে আগত খনি শ্রমিকদের তিনি রাজনৈতিক শিক্ষাদাতা এবং অফিসার পদে উন্নীত করলেন। রাজনৈতিক শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনি একটি সেনাবাহিনী-পার্টি-কমিটি গড়ে তুললেন। আর নবাগত সব সৈনিকদের মধ্যে সৈনিক-কমিটিগুলি স্থাপিত হোল। এ বাহিনীর 'প্রত্যেকেই যুদ্ধ করত আর প্রত্যেকেই রাজনৈতিক কাজ করত।' এতে সেনা-বাহিনীর 'মিলিটারী মেজাজ' ভেঙ্গে দিল।

'সেনাবাহিনীর সৈনিকদের বিপ্লবের ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হোত। আর তাছাড়া বিদেশী আগ্রাসন, গণ-নেতৃত্ব ও সংগঠনের পদ্ধতিসমূহ, শত্রু সেনাদের মধ্যে প্রচারের কার্য চালানো, সংগীত শিক্ষা এবং বক্তৃতাদান ইত্যাদি বিষয়েও সৈনিকদের শিক্ষাদানের কথা'—এ্যাগনেস স্মেডলে লিখেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, 'সর্বাধিক অভিজ্ঞ খনি শ্রমিকদের নিয়ে একটি বিশেষ শিক্ষণ বাহিনী গঠন করা হয়েছিল।২৩ অফিসাররা তাঁদের সেনাদের পড়াতেন, লিখাতেন এবং অংক কষাতেন। তাদের কাগজ বা পেন্সিল ছিল না। মাটিতে বসেই লোকেরা নোংরার মধ্যে দাগ কেটে অক্ষর এবং নক্‌শা কাটা শিখত। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে শক্তিশালী পদ্ধতি ছিল সম্মিলিত-বিতর্ক আলোচনা। এ বিতর্ক আলোচনায় সব পদমর্যাদার প্রশ্নই মুছে যেত। সৈনিক-

দের এখানে স্বাধীনভাবে বক্তব্য বলার অধিকার থাকত।......এতে কেবল যুদ্ধ ও অভিযানাদির আলোচনাই হোত তা নয়, এতে যে কোন সৈনাধ্যক্ষের বা যোদ্ধার ব্যক্তিগত স্বভাব চরিত্রের সমালোচনাও করা যেত।'

গেঁয়ো কৃষকেরা এভাবে চিন্তা করতে এবং নিজেদের প্রকাশ করতে শিখতেন। আর এভাবেই এরা একটি মহান্ বিপ্লবী গোষ্ঠীর একজন সদস্য হিসাবে দায়িত্বশীল ও কর্তব্যনিষ্ঠ হয়ে উঠতেন আর নিজস্ব মূল্যবোধে নিজে খুব গর্ববোধ করতেন।

লাল ফৌজ ছাড়াও তার পাশাপাশি মাও লাল রক্ষীবাহিনীর প্রতি বিশেষ যত্ন নিতেন। এ'দের হাতে ৬৮৩টি রাইফেলের ব্যবস্থা ছিল। এ'রা গেরিলা কৃষকদের প্রতিনিধিত্ব করতেন। তাছাড়া শত্রুর খোঁজখবর রাখা পাহারা দেওয়া এবং ফাঁকে ফাঁকে সাধারণ কাজকর্মও তাঁদের করতে হোত। এই বেড়াজালের ন্যায় কাজকর্মের কল্যাণেই চিংকাংশান আক্রান্ত হবার পূর্বেই সতর্ক হতে পারা গিয়েছিল। আর প্রতি গ্রামেই আঞ্চলিক রক্ষীবাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। এই আঞ্চলিক বাহিনীই ছিল লালফৌজের পরিপূরক। তাছাড়া এ আঞ্চলিক বাহিনী লালফৌজের জন্য সৈন্য সংগ্রহেরও একটি উৎস ছিল। পার্টি সেনাবাহিনী ও জনতার মধ্যে এক 'অচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা মাও বলতেন। তিনি সব সময়েই জনপ্রিয় প্রতিনিধিত্বের ওপর জোর দিতেন। আর এই প্রশ্নে কাউন্টিগুলির প্রশাসনিক কাজে জনতার অংশ গ্রহণের স্বার্থে ঘাঁটি নিয়ন্ত্রণাধীন কাউন্টিগুলিতে গণ-পরিষদ প্রতিষ্ঠাকল্পে একটি সাংগঠনিক বিস্তৃত আইনের খসড়া তৈরীরও মনস্থ করেন।

কিন্তু সংহতির এই সন্তোষজনক অবস্থাটা হোল সংক্ষিপ্ত। মাও সে তুঙ আর কেন্দ্রীয় কমিটির লাইনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলছিল তা তখনও শেষ হয়ে যায়নি। ষষ্ঠ কংগ্রেসের আগে (জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯২৮) কেন্দ্রীয় কমিটিতে মাও তাঁর জায়গা ফিরে পাননি। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং হুনান প্রাদেশিক কমিটি থেকে পুনরায় যুক্তিহীন নির্দেশাদি আসার ফলে তিনি যা গড়ে তুলেছিলেন তা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ধ্বংস হয়ে যেতে বসেছিল।

পরবর্তী মাস এবং বছরগুলিতে মাও-কে কঠোর মনোনয়ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। একদিকে ছিল উপর থেকে আসা হুকুমগুলি মেনে নেবার প্রশ্ন। যার অর্থ হোত বিপ্লবের সর্বনাশ ডেকে আনা। অপরদিকে রয়েছে এ সব হুকুম অগ্রাহ্য করার প্রশ্ন, যার অর্থ হবে নিজের ঘাড়ে শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধ ডেকে আনা আর সেজন্য যেচে তিরস্কার ভোগ করা। এভাবে 'আদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যোগ্যতা অর্জনের' দীর্ঘকালব্যাপী একটা অবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁকে চলতে হয়েছিল। আর তাতে ভুল নীতি থেকে সঠিক নীতি বাছাই করতে শেখাকে তিনি এক বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় বলে অনুভব করতেন। তাই, এসব দ্বন্দ্বকে পরিহার করে চলা তো দূরের কথা, বরং যে কোন বিপ্লবীর রাজনৈতিক শিক্ষার আনুষঙ্গিক বিষয় হিসাবে যা অপরিহার্য সেই মূল্যবান অভিজ্ঞতা, ধৈর্যশিক্ষা, স্বাভাবিকতা, সহ্যক্ষমতা এবং

উদ্দেশ্যে দৃঢ় থাকার বিষয়গুলিকেও তিনি দেখতেন। ইতিমধ্যেই একদিকে তাঁর বিপুল সর্বগ্রাহী কল্পনাশক্তি দিয়ে তিনি ক্ষমতা দখলের জন্য একটি নূতন, চমৎকার পরিকল্পনা তৈরীর কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আর অপরদিকে বিমূর্ত তত্ত্বসমূহকে হাজারো বাস্তবের মধ্যে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হলেন। তাছাড়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দেশাদি এবং কার্যকলাপকে একেবারে সাধারণের মধ্যে মূর্ত করে তুলতেও চেষ্টা করলেন, এ কারণেই তাঁর কোন লেখাকেই মামুলি বলা যায় না। একটি গ্রাম দখল করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি খড়ের বিছানার মালিককে বিছানা ফিরিয়ে দেওয়াটাও হোল সেরূপ গুরুত্বপূর্ণ। এভাবেই চিংকাংশানের পার্বত্য অঞ্চলসমূহে সহস্র ধারায় চীন বিপ্লব বিকশিত হয়েছিল।

'এপ্রিলে (১৯২৮) আমাদের সেনাবাহিনীর (চু-তে'র সেনাবাহিনী) সবাই পৌঁছে গেলে......খুব বেশি পোড়ানো এবং হত্যার কাজ আর ঘটেনি। তবে শহরের মাঝারি বণিকদের সম্পত্তি দখল আর ক্ষুদ্র জমিদার ও ধনী কৃষক-দের নিকট থেকে বাধ্যতামূলকভাবে অর্থ সংগ্রহের কাজ কঠোরভাবে চলতে থাকে।......পাঁতি বুর্জোয়াদের ওপর আক্রমণের এই বামনীতি তাদের বেশির ভাগকেই জমিদারদের পক্ষ নিতে সাহায্য করে......যার ফলে তাঁরা সাদা ফিতা ধারণ করেন এবং আমাদের বিরুদ্ধে চলে যান'—মাওয়ের বক্তব্যে এ তথ্য জানা যায়।

১৯২৮ সালে মে মাসে মাওপিং সম্মেলনটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ইতিমধ্যে যে সব নীতি জনতাকে কমিউনিষ্টবিরোধী করে তুলেছিল ঐ সম্মেলন তার কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করেছিল। মাও বলেন, আর সেই সুবাদেই 'সঠিক কৌশলের কল্যাণেই আমরা বেশ কয়েকটি সামরিক বিজয় অর্জনে সমর্থ হই। আর এপ্রিল থেকে জুলাই-এর মধ্যে জনতার স্বাধীন শাসিত অঞ্চল প্রসার করতে পারি। তাই ধ্বংস করা তো দূরের কথা......আমাদের চাইতে কয়েকগুণ শক্তিশালী হলেও শত্রুরা আমাদের এই প্রসারকে ঠেকাতে পারেনি।' 'দীর্ঘ চার মাস ধরে আমরা শত্রুর সঙ্গে লড়েছি, আর সে লড়াই-এ আমরা প্রতিদিন আমাদের অঞ্চল বাড়িয়ে চলেছি।......সঙ্গে সঙ্গে ভূমি-বিপ্লবকে গভীরতর করেছি, জনতার রাজনৈতিক ক্ষমতাকে বাড়িয়েছি আর বাড়াতে পেরেছি লাল-ফৌজ ও লাল-রক্ষীবাহিনীর ক্ষমতা। সীমান্ত অঞ্চলে (চিংকাংশান ঘাঁটি) পার্টি সংগঠনসমূহের (স্থানীয় ও সেনাবাহিনী) নীতিসমূহ সঠিক ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল।' তাই দেখা যায়, ছয়টি কাউন্টির সর্বত্রই পার্টি-সদস্য বৃদ্ধি প্রচুর পরিমাণে হয়েছিল।

এপ্রিল থেকে জুলাই-এর ধারাবাহিক যুদ্ধগুলিতে লিনপিয়াও বেশ বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল একুশ বছর মাত্র। বিশেষ করে লুংয়ুয়ানকো যুদ্ধতেই তাঁর চরিত্রের বিশিষ্টতা ধরা পড়ে। সে সময়েই তাঁর প্রতি মাও-এর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। আর তাছাড়াও মাও-এর ব্যাপক প্রসারিত ধারণাসমূহ এবং তাঁর সাময়িক জ্ঞানের মৌলিকতা দেখে বয়সে ছোট এ যুবক-

টিও মনে হয় তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই লিনপিয়াও ক্ষমতালোভী হয়ে অধঃপতিত হয়েছিলেন। কিন্তু সে সময় তাঁকে মনে করা হোত সামরিক বিষয়ে মাও-এর সর্বোত্তম ছাত্র। ২৩শে জুন তিনি ইয়ুংসিং কাউন্টিতে পর্বত অঞ্চলসমূহে লালবাহিনীকে অনুসরণ করার জন্য পাঁচটি শত্রুবাহিনীকে প্রলুব্ধ করেন। তার পর একটি সংকীর্ণ স্থানে তিনি লালফৌজ নিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং শত্রুবাহিনীকে টুকরো টুকরো করে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। এই জয়লাভকেই লুংয়ুয়ানকৌ-এর বিজয় বলে অভিহিত করা হয়। এ বিজয় শেষ পর্যন্ত লিনপিয়াও-এর প্রিয় একটি কৌশলের-বলেই পরিণতি লাভ করে। আর এ কৌশলটিও ছিল মাও-এর সামরিক ধ্যান-ধারণার ওপর ভিত্তি করেই রচিত।

কিন্তু এ সময় আর একবার চু চিউ-পাই-এর 'বাম' লাইনটি মাও-এর কাজের ওপর হস্তক্ষেপ করলো। 'জুন এবং জুলাই-এর সামান্য ক' সপ্তাহের মধ্যেই হুনান প্রাদেশিক কমিটি তিনটি আলাদা আলাদা পরিকল্পনা গ্রহণ করে......প্রতিটি......পুরোপুরি সঠিক নীতি ভেবে সামান্যতম দ্বিধা না রেখেই কার্যকর করতে হবে।' জুন মাসে য়ুয়ান তে-শেং নামে হুনান প্রাদেশিক কমিটির এক প্রতিনিধি চিংকাংশানের ঘাঁটিতে এসে পেঁৗছলেন। সেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠাকল্পে ইতিমধ্যেই যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সেগুলির প্রতি এবং চিংকাংশানের স্বাধীন শাসন ব্যবস্থার প্রতি তিনি অনুমোদন জ্ঞাপন করেন। তার মানে দাঁড়াল এই যে, তিনি মাওপিং সম্মেলন এবং তার সিদ্ধান্তগুলিকে অনুমোদন করেছিলেন। কিন্তু জুলাই মাসে তু এবং ইয়াং নামে অপর দুইজন দূত প্রাদেশিক কমিটির হুকুম নিয়ে চিংকাংশানে এলেন। তাঁরা এই হুকুম নিয়ে এলেন যে, ঘাঁটিতে মাত্র দুশোজন রাইফেলধারী রেখে বাকী সবাইকে নিয়ে অবিলম্বে দক্ষিণ হুনানে সামরিক অভিযান চালাতে হবে। তাঁরা বলেন, 'চিংকাংশান পার্বত্য অঞ্চলে কি করে মার্কসবাদের সাফল্য সম্ভব হবে?' তাঁরা সব কিছুতেই ত্রুটি দেখতে শুরু করেন। ঘাঁটির ব্যবস্থাদি সম্পর্কেও তাঁরা তীব্র নিন্দা করেন। আর 'সম্পূর্ণতঃ সঠিক নীতি' হিসাবে ঘাঁটি থেকে সৈন্যবাহিনীকে বেরিয়ে পড়ার এবং আক্রমণের উদ্দেশ্যে এগোবার জন্য হুকুমনামাটির কথা তাঁরা জানালেন। তার দশদিনবাদেই য়ুয়ান তে-শেং একটি চিঠি নিয়ে ফিরে এলেন। এই চিঠিতেও 'আমাদের প্রতি প্রচুর ভর্ৎসনা করা' হয়েছে আর তখনি লালফৌজকে দক্ষিণ হুনানের পরিবর্তে পূর্ব হুনানের দিকে যাত্রা করার জন্যে চাপ দেওয়া হোল। এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের প্রশ্নেও পুরোপুরি সঠিক নীতির কথাই বলা হোল। আর এ সিদ্ধান্তকে 'সামান্যতম দ্বিধা না করে' পালন করার আদেশ বলেই মেনে নিতেও বলা হোল। স্বভাবতই মাও তাই বলেন যে, 'এই কঠোর নির্দেশাদি আমাদের উভয় সংকটের মধ্যে ফেলল......কেননা হুকুম মানতে ব্যর্থ হবার মানেই হোল অবাধ্যতা, আর তা মানার অর্থই হবে নিশ্চিত পরাজয়বরণ।'

হুনান প্রাদেশিক কমিটি এই খেয়ালীপনার হুকুমনামার সম্মুখীন হয়ে

মাও সে তুঙ পরস্পরবিরোধী এই হুকুমনামাকে আত্মঘাতী বলে অভিহিত করেন। আর এ অবস্থার মুখেই পার্টি-সেনাবাহিনী-কমিটির এক অধিবেশন আহ্বান করেন। য়ুংশিনে তখন মাও বাস করতেন। ৪ঠা জুলাই সেখানে 'সাতটি যুক্তিপূর্ণ অনুচ্ছেদে' তিনি একটি জবাব দাঁড় করালেন। এই জবাবে তিনি প্রদত্ত উভয় নির্দেশের মধ্যে যে বিপদ নিহিত রয়েছে তা দেখালেন আর সেনাবাহিনী যেখানে বর্তমানে রয়েছে সেখানেই থাকবে বলে জোর দিলেন।

মাও-এর এ মনোভাব লক্ষ্য করে তু এবং ইয়াং চতুর্থ সেনাবাহিনীর ঊনত্রিশ-তম বিভাগীয় সেনাবাহিনীর প্রধান কার্যালয়ে চলে গেলেন। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, যাতে সেনাবাহিনী ঘাঁটি ছাড়তে এবং দক্ষিণ হুনানে যুদ্ধ করতে সম্মত হয়। সে জন্যই উভয়ে তাঁদের সৈনাধ্যক্ষদের ব্যক্তিগতভাবে রাজী করাতে সেখানে হাজির হলেন। তবে এ কাজে তাঁরা সফল হয়েছিলেন। ফলে, দেখা যায় যে, চিংকাংশানের আরামবর্জিত, দুঃখ-কষ্ট এবং বিবাগী জীবনে শ্রান্ত, গৃহকাতর ঊনত্রিশতম বিভাগীয় বাহিনীকে এঁরা কয়েকটি কাউন্টি শহরে আক্রমণ চালাতে রাজী করাতে পেরেছিলেন। এতে কিন্তু তাঁদের প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতিও হোল। ইয়াং এ সময়ে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী কমিটি গড়ে তুললেন। আর মাও-এর জায়গায় তিনিই সম্পাদক পদটি গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে একই সময়ে লালফৌজের প্রধান অংশটিকে তাদের করণীয় কাজ থেকে সরিয়ে এনে দক্ষিণ হুনানে যুদ্ধে যেতে হুকুম দেওয়া হোল। লালফৌজের এই প্রধান অংশটি তখন বিজিত কাউন্টিগুলি নিয়ন্ত্রণের কাজে নিযুক্ত ছিল। পরিকল্পনাসমূহের এ পরিবর্তনে প্রধান সৈনাধ্যক্ষ হিসাবে চু-তে মনে হয় বিশ্বস্ততার মনোভাব থেকে মাও-এর আপত্তি থাকা সত্ত্বেও প্রাদেশিক কমিটি থেকে আসা তু এবং ইয়াং-এর হুকুমকে মান্য করেছিলেন।

এই বিধ্বংসীকর হুনান অভিযানের ফল দাঁড়িয়েছিল খুবই মারাত্মক। এই অভিযানে একটিমাত্র বিভাগীয় বাহিনী ঘাঁটিতে থেকে যায়। এ বাহিনীটি যুদ্ধক্লান্ত হয়ে ফিরে এসেছিল। তাই তাদের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের জন্যই ঘাঁটিতে থাকতে হয়। সেটি ছাড়া চতুর্থ বাহিনী ঘাঁটি ছেড়ে চলে যায়। আগষ্টে এই যুক্তিবিহীন যুদ্ধে তাদের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০ শতাংশ। অথচ এদিকে নূতন প্রসারিত ঘাঁটি অরক্ষিতই থেকে যায়। মাও এ সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা করে বলেন যে, এই হোল 'আগষ্ট পরাজয়।'২৪ এর ফলে এপ্রিল থেকে জুলাই-এর মধ্যে যে বিজয় অর্জিত হয়েছিল, এই অভিযানের মাধ্যমে আবার তা হারাতে হোলি। আর তু এবং ইয়াং-এর নেতৃত্বে সেই চরম 'বাম' নীতি আবার কঠোরভাবে প্রবর্তিত হোল। এর ফলে, ক্ষুদ্র বণিক-ব্যবসায়ী, মাঝারি কৃষক ইত্যাদি 'মধ্যবর্তী' শ্রেণী আবার লালফৌজের বিরুদ্ধে চলে গেল। আর এভাবেই ধৈর্যের সঙ্গে গড়ে তোলা মাও-এর গণভিত্তিক কাজকে আরো এক-বার নস্যাৎ করে দেওয়া হোল।

এ সংকট মুহূর্তে মাও তাঁর সেনাবাহিনীর অবশিষ্টাংশকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন। দক্ষিণ হুনানের কুয়েইটুং-এ তিনি বিভাগীয় বাহিনীকে ছেড়ে

এলেন। সঙ্গে নিয়ে এলেন কিছু সৈন্যকে। এরপর তিনি মূল বাহিনীটির দিকে অগ্রসর হলেন। মূল বাহিনী তখন পরাজিত। তাই তিনি তাদের মুক্ত করতে এবং তাদের ঘাঁটিতে ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হলেন। ২৩শে আগষ্ট তিনি তাদের কাছে পৌঁছলেন। ২৫শে আগষ্ট তিনি একটা সভা ডাকলেন। সে সময় বিভাগীয় বাহিনীগুলি ছিল একেবারে বিদ্রোহী অবস্থায়। ২৯তম বিভাগীয় বাহিনী বাড়ী ফিরে যেতে চাইল। তবে ২৮তম বিভাগীয় বাহিনী ফিরে যেতে রাজী হোল না। এই দলের একজন সেনাধ্যক্ষ এ মতের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। এ পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে মাও সাধারণ সৈনিক ও অফিসারদের সামনে তাঁর বক্তব্য রাখতে বাধ্য হ'ন। তাদের সঙ্গে তিনি আলোচনায় বসেন। আর এ পরাজয়ের কারণ সম্পর্কেও তিনি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেন। সৈনিকেরা তখন সোচ্চারে বলে উঠে, 'আমরা বাড়ী ফিরে যেতে চাই।' মাও তখন তাদের যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেন। অবশেষে তাদের অনেককেই তাঁর পক্ষে টানতে সমর্থ হ'ন। আর এভাবেই তিনি চিংকাংশানের সেই ক্লান্তিকর পথ দিয়ে তাদের আবার ফিরিয়ে এনেছিল।

লালফৌজের অনুপস্থিতির সুযোগে 'হুনান এবং কিয়াংসির শত্রু ইউনিটগুলি ৩০শে আগষ্ট চিংকাংশান পর্বত আক্রমণ করে। ঘাঁটি অবস্থানের সুবিধাজনক স্থানগুলিকে ব্যবহার করে এক ব্যাটেলিয়ানেরও কম সংখ্যক আত্মরক্ষাকারী সৈনিক প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করে শত্রুকে বিতাড়িত করে এবং ঘাঁটিটিকে রক্ষা করে'।

এটি ছিল সেই প্রসিদ্ধ হুয়াং ইয়াং চিয়ের যুদ্ধ (১৯২৮-এর ৩০শে আগষ্ট)। জটিল পর্বত অভ্যন্তরে প্রবেশের পাঁচটি প্রবেশ পথের ওইটি হোল একটি। উল্লসিত মাও একে একটি কবিতার মধ্যে বিখ্যাত করে রেখেছেন।২৫ য়ুয়ান ওয়েন সাই এবং ওয়াং সো'র পূর্বেকার 'দস্যু'বাহিনী ছিল পিছনে। এঁরা শত্রুর আক্রমণ থেকে চিংকাংশানকে রক্ষা করতে সে সময় বড় রকমের ভূমিকা পালন করেন। স্থানীয় জনসাধারণও তাঁদের সাধ্যমত ভূমিকা পালন করেছিলেন। এঁরা প্রবেশ পথগুলি জুড়ে শত্রুকে বাধা দিতে বর্শা ফলক গেঁথে রাখেন। একটি কাঠের পুরনো কামানের সাহায্যে এঁরা শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে আগুনের গোলা ছোঁড়েন। তাছাড়া বড় বড় ঢাক বাজিয়ে বিকট চিৎকার করে, মর্মভেদী শব্দে সমগ্র স্থানটি কাঁপিয়ে তোলেন। এই বিজয়ে আর চিংকাংশানের হাক্কাগোষ্ঠীর পুরুষ এবং মেয়েদের এই সাহসিকতার ভূমিকা দেখে মাও খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে পরিশ্রান্ত মূল বাহিনীটি ঘাঁটিতে ফিরে এল। এঁদের মধ্যে আহতের সংখ্যা ছিল প্রচুর। তাই স্পষ্টতই বোঝা গেল যে সবই আবার নূতন করে গড়ে তুলতে হবে। কেননা বিধ্বংসীকারী লুঠেরা সৈনিকদের দ্বারা ঘাঁটিস্থ কাউন্টিগুলি সাংঘাতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল। এরা মাঠের পাকা ফসলে আগুন জ্বালিয়ে প্রচুর ফসল নষ্ট করে দিয়েছিল। ফলে, জনতা তখন যথাযথভাবেই লুঠেরাদের প্রতি আরো শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠল।

এ বিপর্যয়ের মধ্যেই সেপ্টেম্বর মাস এসে পড়ল। এল বছরের শরৎকাল। কিন্তু এদিকে ঘরে খাদ্য প্রায় কিছুই নেই। ক্রমে ক্রমে নানা অসুবিধা বাড়তেই লাগল। চরম 'বাম' লাইন কার্যকরী করার ফলে পার্টির প্রতি জনতাকে ইতি-পূর্বেই শত্রুভাবাপন্ন করে তুলেছিল। আর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতিসম্পন্ন অর্থহীন এ যুদ্ধে সৈন্যবাহিনীও হতবল হয়ে পড়েছিল। তবু কিন্তু যুদ্ধ শেষ হোল না। যুদ্ধ চলল, ঘাঁটির সেনাবাহিনী আর ঘাঁটি বেষ্টনকারী শত্রু সৈন্যদের মধ্যে। কেননা এরা বারবারই প্রবল আক্রমণ হানতে থাকে। এদিকে ঘাঁটিতে সব কিছুরই অভাব ছিল। অস্ত্র-শস্ত্র, বস্ত্রাদি এবং ঔষধপত্রেরও তখন খুব দরকার ছিল। সৈনিকদের খাদ্য-বস্ত্র বলতে প্রায় কিছুই ছিলনা। এ অবস্থায় শেষ পর্যন্ত নিজেদের শরীরকে গরম রাখতে ড্রিলের জন্য তারা রাত জাগত।

সে সময় 'আমরা কেমন করে যুদ্ধ করব এ প্রশ্নই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কেন্দ্রীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।' লালফৌজের গঠন ছিল অংশতঃ শ্রমিক, কৃষক আর 'অংশতঃ ছন্নছাড়া সর্বহারাদের নিয়ে' (ছন্নছাড়া সর্বহারা বলতে মাও যুয়ান এবং ওয়াং-এর দস্যুদলকে বোঝাতে চেয়েছেন, চু চিউ-পাই-এর দূতেরা এদের উল্লেখ করতেন ঘৃণাভরে)। এভাবে অনবরত আক্রান্ত হতে থাকায় 'ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের জন্য তাদের মধ্য থেকে নূতন লোক সংগ্রহ করার কাজটি আগের মত আর সহজসাধ্য ছিল না (তাদের বলতে ছন্নছাড়া সর্ব-হারাদের কথা বোঝানো হয়েছে)। ভাড়াটে সৈন্য সংগ্রহের প্রথাও ইতিমধ্যে লালফৌজ তুলে দিল। এদিকে আবার ঠিক হোল, তেল, নুন, জ্বালানীকাঠ, শাক-সব্জী সবই পাবে সবাই সমবন্টন পদ্ধতিতে। সৈনিকদের প্রতি কোম্পানী, ব্যাটেলিয়ন বা রেজিমেন্টের জন্য কমিটিও তৈরী হোল, কোম্পানী পর্যায়ে পার্টি প্রতিনিধিরা এ কমিটিতে রইলেন। এ অবস্থায় ঘাঁটির সবাইকেই অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট সহ্য কর্‌তে হয়েছিল। এ প্রসঙ্গেই বলা হোল যে, 'অতি ঠান্ডা আবহাওয়ার মাঝেও আমাদের বহু লোকেরই মাত্র দুপ্রস্থ পাতলা কাপড় পড়ে কাটাতে হচ্ছিল......তবে, ভাগ্যক্রমে আমরা দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে অভ্যস্ত ছিলাম এই যা।' আর এও স্বীকৃত যে, 'বাহিনীর সৈনাধ্যক্ষ থেকে পাচক পর্যন্ত জীবিকার জন্য, খাদ্য-ভাতা হিসাবে পেত ৫ সেন্ট মাত্র।' আর তাছাড়া অবিরাম যুদ্ধ চলার ফলে 'আহতের সংখ্যাও ছিল প্রচুর......আর ছিল পুষ্টির অভাবে অনেক অফিসার ও সৈনিক অসুস্থ। এঁরা ঠান্ডা ও অন্যান্য কারণেও প্রায় বিপন্ন অবস্থায় ছিল। আর এসব সত্ত্বেও 'নূতন বন্দী সৈনিকেরা'২৬ যদিও শ্বেত বাহিনী থেকে লালফৌজে জীবনের বাস্তব দিকটা খুবই খারাপ বলে অনুভব করত, তবু লালফৌজের নৈতিক মান লক্ষ্য করে মানসিক দিক্ থেকে এরা মুক্ত হতে পেরেছিল।......লালফৌজ হলো একটি জ্বলন্ত 'চুল্লী' যেখানে বন্দী সব সৈনিকদের গলিয়ে ফেলে এবং তাদের নূতন করে গড়ে তোলে।' 'পার্টির ভূমিকার কথা বাদ দিলেও লালফৌজ তাদের এ-জাতীয় দুর্ভাগ্যজনক বাস্তব অবস্থা এবং অনবরত যুদ্ধে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও (১৮-টিরও বেশি বড় এবং ক্ষুদ্র রকমের যুদ্ধ হয় মাত্র ১২ মাসের মধ্যে) কি কারণে

তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে পেরেছিলেন' মাও সে বিষয়ে বলতে গিয়ে জোরের সঙ্গে বলেন যে, তার কারণ হলো : 'ইহার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ'। 'চীনে জনসাধারণের ক্ষেত্রে যে গণতন্ত্রের ব্যবস্থা আছে তেমনি সৈনিক-দের ক্ষেত্রেও প্রয়োজন হোল সে গণতন্ত্র।'

ঘাঁটির অবস্থিতির মধ্যেকার সীমান্ত এলাকাসমূহের শতকরা ৬০ ভাগ জমির মালিক ছিল জমিদাররা। আর কোন কোন কাউন্টিতে তার পরিমাণ হবে প্রায় ৮০ শতাংশ। 'সুতরাং এই পরিস্থিতি বুঝতে পারলে সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন আদায় করা সম্ভব হোত।' কিন্তু অসুবিধাও ছিল। আর তা হোল বড় ও মাঝারি জমিদার এবং গরীব কৃষক-দের মধ্যে আর এক 'মধ্যবর্তী শ্রেণীর' অবস্থান। পার্টির চরম বাম লাইনের পূর্ণ বাজেয়াপ্ত নীতির ফলেই এই মধ্যবর্তী শ্রেণীরা বিরুদ্ধে চলে যায় আর তাতে প্রচুর বাধারও সৃষ্টি হয়। ছোট ছোট জমিদার ও ধনী কৃষকেরা শত্রুর পক্ষ নেয় আর তারা কুওমিনটাং বাহিনীকে ভিতরে ঢুকতে এবং অত্যাচার চালাতে সাহায্য করে। "সব চেয়ে কঠিন সমস্যা দাঁড়ায়......এই মধ্যবর্তী শ্রেণীর উপর দীর্ঘ প্রভাব রাখা—এই শ্রেণীর প্রায় সবাই বৃহৎ জমিদার শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে অপরদিকে গরীব কৃষকেরা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। তাই এটা ছিল নিশ্চিত একটি গুরুতর সমস্যা।'

মাও এদিকটাও দেখান যে, 'মুহূর্তের প্রেরণায় ডাকা' জনসভায় জনতাকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করতে পারা যায়নি। 'এর কারণ, নূতন রাজনৈতিক ব্যবস্থাদি সম্পর্কে প্রচার এবং শিক্ষাদানের অভাব। জনসাধারণ এবং এমনকি পার্টির সাধারণ সদস্যদের মধ্যেও স্বেচ্ছাচারী হুকুমদারীর সামন্তবাদী কু-অভ্যাসগুলি এত গভীরভাবে নিহিত রয়েছে যে তা অবিলম্বে বিলোপ করা যায়নি। যখন কোন কিছুর আবির্ভাব ঘটে, তখন তারা সহজ পথই গ্রহণ করে। আর বিরক্তিকর গণতান্ত্রিক পদ্ধতি তখন আর তাদের কোনক্রমেই পছন্দের হয় না......।'

'শত্রুর অবরোধ অতি কঠোর হবার ফলে আর **পাতি বুর্জোয়াদের প্রতি আমাদের খারাপ ব্যবহারে** ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় সম্পূর্ণই বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নুন, বস্ত্র, ঔষধ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য হয়ে ওঠে। তাছাড়া কৃষিপণ্য বাইরে পাঠানো আর সম্ভব হয়ে ওঠেনা।'

গরীব কৃষকেরা এই কষ্টকর অবস্থা সহ্য করতে পারত কিন্তু মধ্যবর্তী শ্রেণী তা পারত না। তাই, 'যদি না দেশব্যাপী একটা বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তবে এই ক্ষুদ্র স্বাধীন লালশাসিত সরকার বিরাট এক আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হবে। আর এটাও (একটা সন্দেকজনক অবস্থা যে এরা টিকে থাকতে পারবে কিনা)।' [বন্ধনীর মধ্যে বাক্যাংশটি গ্রন্থকারের]।

পার্টি সংগঠন সম্পর্কে মাও লিখেছিলেন যে, এর মধ্যে 'চলছিল ব্যাপক সুবিধাবাদী নীতির প্রকাশ' (১৯২৭-এর অক্টোবর থেকে গত বার মাস ধরে)। এর ফলে 'একটি জঙ্গী বলশেভিক পার্টি' গড়ে তোলা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

আগষ্ট পরাজয়ের পর সেপ্টেম্বরে মাও চিংকাংশানে পার্টিকে একটা প্রবল নাড়াচাড়া দেবার এবং পার্টি সদস্যদের পুনঃ তালিকাভুক্ত করার নির্দেশ দিলেন। মাও পরিচালিত লালঘাঁটিতে এটি ছিল প্রথম 'সংশোধনের' কাজ। এর ফল কি দাঁড়িয়েছিল আমরা তা জানিনা। সম্ভবতঃ এ ঘাঁটিটি তাঁকে ত্যাগ করতে হবে বলে তিনি তখন গোপন পার্টি এবং সেলগুলি গড়ে তোলার দিকে পা বাড়ালেন। তবে এর কাঠামো কিন্তু প্রকাশ্য কাঠামোর মতই ছিল। তবে ঘাঁটিটি এবার কুওমিনটাং-এর দখলে গেলেও এবার ওরা কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। এক্ষেত্রে মাওয়ের দূরদর্শিতার প্রমাণ পেতে বিলম্ব হোল না। কেননা পরের বছরেই ঘাঁটিটি কুওমিনটাং কবলিত হয়েছিল। তাই দ্বিতীয় মাওপিং সম্মেলনটি (১৯২৮-এর অক্টোবর-নভেম্বর সম্মেলন। এটিকে সীমান্ত অঞ্চলের দ্বিতীয় সম্মেলন বলে অভিহিত করা হয়) একটি পর্যালোচনার সম্মেলনে পর্যবসিত হয়। কেননা ওই কঠোর বছরটির মধ্যে যে সব অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় তারই পর্যালোচনায় এই সম্মেলনকে কাজে লাগানো হয়। এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পর, তিনি অতীতে যে সব কাজ করেছেন তার ন্যায্যতার যুক্তি দেখিয়ে মাও কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পূর্ণভাবে তাঁর লিখিত বক্তব্য রাখতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁর লিখিত বক্তব্যে, ভদ্রভাবে অথচ দৃঢ় যুক্তির সাহায্যে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশাদির জেদীভঙ্গীর মুখোস খুলে দিলেন। আর ঐ সব নির্দেশাদি পালনের মধ্য দিয়ে যে মানুষগুলিকে হারাতে হয়েছে সে জন্যও তিনি তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করলেন।

এ সময়ে সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক দীক্ষাকে মাও সে তুঙ প্রধানতম গুরুত্ব হিসাবেই জোর দেন। তাই সেনাবাহিনীতে প্রতি দু'জন সৈন্যে একজন পার্টি সদস্য থাকার এই আনুপাতিক হারের প্রতি তখন তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হোল (আজও লালফৌজে এ হার বজায় আছে)। তাছাড়া 'মধ্যবর্তী শ্রেণীর' গুরুত্বের প্রতি জোর দিয়ে মাঝারী কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং কারিগরদেব জমিদার এবং ধনী কৃষকদের সঙ্গে একাকার করে ফেলে তাদের হত্যা করার চরম বাম নীতির কৌশলকেও তিনি খন্ডন করেন। বেপরোয়া পোড়ান এবং হত্যা বন্ধ করা আর মাঝারী ও ক্ষুদ্র বণিকদের স্বার্থ রক্ষার সমর্থনে সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সন্ত্রাসবাদ বিরোধী এবং চরম বামপন্থা বিরোধী নীতি পরবর্তী দশকগুলিতে মাও সর্বতোভাবে বজায় রেখেছিলেন।

সেপ্টেম্বরে ঘাঁটিশাসিত অঞ্চলসমূহে যে ভূমি-আইন জারী করা হয়েছিল তা ছিল খুবই কঠোর কেননা এই আইনের বলে শুধুমাত্র জমিদারদের জমি ছাড়া সমস্ত জমিই বাজেয়াপ্ত করার এবং সে সব বাজেয়াপ্ত জমি পুনর্বন্টনের আদেশ জারী হোল। বছরের শেষের দিকে মাও এ ভুলটি বুঝতে পারেন। তাই 'বারোয়ারী জমি ও জমিদার শ্রেণীর জমি বাজেয়াপ্ত করার জন্য'২৮ তিনি ১৯২৯-এর এপ্রিলে এ আইনের পরিবর্তন করেন। অন্যদিকে কাউন্টি শহরগুলির ক্ষুদে বণিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তিনি ব্যবস্থা চালিয়ে যেতে থাকেন। পুঙখানুপুঙখরূপে অনুসন্ধান চালিয়ে তারই পরিপ্রেক্ষিতে

নমনীয় বাস্তব নীতিসমূহের প্রতি তাঁর যে স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল চিংকাং-শানের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি তার দৃঢ় সমর্থন পেলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে মাও-এর বিরুদ্ধে গুরুতর রকমের ভর্ৎসনা যে কেবল হুনানের প্রাদেশিক কমিটি থেকেই আসে তা নয়, কিয়াংসি কমিটি থেকেও এ ব্যাপারে তাঁর উপর তিরস্কার বর্ষিত হয় (যেহেতু উভয়ের সঙ্গেই ছিল ঘাঁটি অঞ্চলের মতান্তর)। ১৯২৮-এর সেই শরৎকালে চু চিউ-পাইয়ের বদলে পার্টির সাধারণ সম্পাদক হ'ন লি লি-সান। পার্টির ভারপ্রাপ্ত এ সম্পাদকও পরবর্তীকালে এ অপবাদ পুনরায় চালাতে থাকেন। 'রাইফেল আন্দোলন', 'রক্ষণশীলতা' 'কৃষকভিত্তিক চেতনা', 'আঞ্চলিকতা', 'গেরিলাবাদ', 'দস্যুমৈত্রী' আর 'ছন্নছাড়া সর্বহারা' ইত্যাদি শব্দগুলি মাওয়ের বিরুদ্ধে প্রয়োগ হচ্ছিল। এসব সত্ত্বেও কিন্তু মাও-এর রচনাসমূহ মস্কোর কমিনটার্ণে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল। ১৯২৮-এর জুলাই-সেপ্টেম্বরে মস্কোতে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেসের অধি-বেশন অনুষ্ঠিত হয়। চু চিউ-পাই ইতিপূর্বেই তাঁর পদাধিকার হারিয়ে-ছিলেন। একথা মাও হয়ত বা অনেক পরে সম্ভবতঃ নভেম্বরের আগেও জানতে পারেন নি। চু-এর পদচ্যুতির মূলে ছিল তাঁর চরম বামনীতি। কমিনটার্ণ পরিস্থিতির কিছুটা পুনর্মূল্যায়ণ করেছিল।

চিংকাংশানের বিরুদ্ধে শত্রুর হয়রানির ঝামেলা চলছিল গোটা সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর জুড়ে। অক্টোবরে বহু কমিউনিষ্টভাবাপন্ন দলবদ্ধ লোক দুর্গের দিকে উঠে যায়। এ সময়ে পেং তেহ্-হুআই সৈন্যসহ নিজে এসে উপস্থিত হলেন। এতে সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৮০০০। পেংতেহ্-হুআই ছিলেন কুওমিনটাং সেনাবাহিনীর একজন পদস্থ কর্মচারী। কুওমিনটাং-এর বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেন এবং ১৯২৮ সালের এপ্রিলে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। হুনানে বিদ্রোহ ঘটাতে তাকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। জুলাইতে তিনি পরাজিত হ'ন। অবশেষে চু-তে'র মতো তাঁকেও চিংকাংশান ঘাঁটিতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। কিন্তু তখন তীব্র শীত আসন্ন বলে ঘাঁটির পক্ষে লোকাগমনের এ অন্তঃপ্রবাহ সামলান বড় কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সহজভাবে বলা চলে যে সে সময় ঘাঁটিতে খাবার প্রায় কিছুই ছিল না। সৈনিকেরা চিৎকার করে বলত 'বিপ্লব কর আর ফলের রস পান কর'। কিন্তু ফলের রসও দুষ্প্রাপ্য ছিল।

ডিসেম্বরের গোড়াতে কম করেও আঠারটি রেজিমেন্টের এক শক্তিশালী শত্রুপক্ষ চিংকাংশানের উপর আক্রমণ শুরু করল। এ আক্রমণ অবশেষে একটি রক্তক্ষয়ী শোচনীয় যুদ্ধে পরিণত হোল। আবহাওয়া ছিল খুবই শীতল। তাছাড়া বহুদিন ধরেই লোকেরা অনাহারে ভুগছিল। ফলে তাঁদের আর চিৎকার করে বলার শক্তি ছিলনা 'বিপ্লব কর আর ফলের রস পান কর'। এ অবস্থার মুখেও মাও তাঁর সৈনিক ডাক্তারদের প্রতি চাপ সৃষ্টি করেন যাতে সাধারণ লোকদের প্রতিও তাঁরা যত্ন নেন। কিন্তু ঘাঁটিতে ঔষধ ছিল খুবই বাড়ন্ত। ইতিমধ্যে ঘাঁটিতে কিন্তু মতের পার্থক্য দেখা দিল। ইতিপূর্বেই

চব্বিশজন সদস্য নিয়ে সীমান্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সময়টা ছিল সেপ্টেম্বর মাস। এ কমিটির মধ্যেকার মাও-এর কয়েকজন সংগী ঘাঁটিটি ত্যাগ করার জন্য তাঁকে চাপ দিতে থাকেন। তাছাড়া সম্মুখ যুদ্ধের পরিবর্তে তারা ভ্রাম্যমান গেরিলা যুদ্ধ চালাবার কথাও বলেন। মাও কিন্তু তাঁর ঘাঁটির ধারণাতেই অটল থাকেন। তাই জোরের সংগে তিনি তাঁর অভিমত প্রকাশ করে বলেন 'সব সময়েই যেরূপ আমরা ঘাঁটি রক্ষা করেছি সেরূপ এখনও একে রক্ষা করব, আর তাই, আমাদের একান্তই প্রয়োজনীয় এবং সঠিক কাজ হবে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা ও তার প্রসার সাধন করা'। এ প্রতিকূল পরিবেশের মুখে দাঁড়িয়ে তিনি কিছু ঔষধ-পত্র, প্রয়োজনীয় যোগান এবং সাহায্যের আবেদন জানালেন কিন্তু কিছুই পাওয়া গেলনা।

ঘটনার গতি দ্রুতলয়ে চলতে থাকে। ১৯২৯-এর ৪ঠা জানুয়ারী নিংকাং-এ একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মনে হয়, এ সম্মেলনেই মাও স্থির করেন যে, ৪০০০ লোক নিয়ে তিনি এবং চু-তে অন্য একটি ঘাঁটি খুঁজে বের করবেন। আর চিংকাংশানে থাকবেন পেং তেহ্-হুয়াই ৫০০০ লোক নিয়ে। এ সম্মেলনটি চীন বিপ্লবের ইতিহাসকে 'শ্বেত শিশির' (পাই লৌ) সম্মেলন বলে চিহ্নিত রয়েছে। এ সম্মেলনেও মাও 'ভ্রাম্যমান দলের' ধারণার বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন। সম্মেলন শেষেই তিনি চিংকাংশান ছেড়ে যেতে প্রস্তুত হ'ন।

ঘাঁটি ছেড়ে যাওয়ার পরিকল্পনা অনুযায়ী কতিপয় অগ্রগামী দলছাড়া প্রত্যেক সৈনিককে কয়েক রাউন্ড গুলি দেওয়া হয়। তবে বেশীর ভাগ গোলাগুলিই চিংকাংশানের জন্য রেখে যাওয়া হয়। কথিত আছে যে, মাও-এর ঘাঁটি ত্যাগের পর প্রথমেই যে ঘটনা ঘটেছিল তা হোল, পেং তেহ্-হুয়াইয়ের সংগে যুয়ান এবং ওয়াং নামে দুই হাক্কা নেতার বিরোধ। অথচ এই দুই হাক্কা নেতার সংগে মাও-এর সম্পর্ক মোটামুটি ভালই ছিল। এ বিরোধকে কেন্দ্র করে এমনকি বর্তমানেও এ ধরণের কথা চালু আছে যে পেং তেহ্-হুয়াই এদের হত্যা করেছিলেন। কিন্তু তার কোন যথার্থ প্রমাণ নেই।২৯ ইতিমধ্যে, চিংকাংশান শ্বেত বাহিনীর দ্বারা আবার আক্রান্ত হোল। আর এ আক্রমণের মুখেই বলা চলে যে ঘাঁটিটি প্রায় সম্পূর্ণই পরিত্যক্ত হোল। তবে ঘাঁটিটি রক্ষার জন্য রয়ে গেল গুপ্ত দলগুলি, (১৯২৮-এর সেপ্টেম্বরে মাও এদের গঠন করেছিলেন) লাল-রক্ষীবাহিনী এবং (গুপ্ত) কৃষকবাহিনী। ১৯২৯-এর মার্চের মধ্যে ঘাঁটিটি আর আগের মত জীবন্ত কেন্দ্রবিন্দুর মত রইলোনা। তবে, এলাকাটি থেকে গেল একটি গেরিলা অঞ্চল হিসাবে। ১৯৩৭ সালের পূর্বেই চেন-য়ী চিংকাংশানে পুনরায় এলেন। তিনি এলেন, পার্টি কাঠামোটিকে পুনর্গঠিত এবং পুরাতন কর্মীদের সংগ্রহ করার উদ্দেশ্য নিয়ে। জাপ-অভিযনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য যে নবচতুর্থ সেনাবাহিনী সংগঠিত করা হয়েছিল এ অঞ্চলের সংগ্রামীরা তাতে কর্মচারী পদে নিযুক্ত হ'ন। মাও যথার্থই জনসাধারণ এবং তাদের সেনাবাহিনী লালফৌজের সংগে 'অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র' স্থাপনে সফল হয়েছিলেন। আর সেই গ্রাম্যঘাঁটি গড়ে তোলার চমৎকার রণনীতি যার শুরু

হয়েছিল চিংকাংশানে সেটিই তখন অনন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে পরিণত হোল।

ইতিপূর্বেই চু-তে চিংকাংশান ছেড়ে এসেছিলেন। তিনি তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে ক্লান্তিভরে পথ হেঁটে চলছিলেন। সে সময়ে মাও-এর চেহারার পরিবর্তন ছিল লক্ষণীয়। তাঁর সে সময়ের চেহারা ছিল ইতিপূর্বের সেই প্রাণবন্ত ছাত্র এবং উৎসর্গীকৃত প্রাণ যুব-কমিউনিষ্ট থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এর অনেক আগে থেকেই তিনি প্রচুর অভিজ্ঞতার বোঝা, দায়িত্ব এবং নেতৃত্বের ভার বয়ে চলেছিলেন। আর তারই ফলশ্রুতি হিসাবে তখন তাঁকে একজন শিক্ষক, তাত্ত্বিক এবং একজন প্রশাসনিক হিসাবে দেখা যায় লোকজনদের সঙ্গে চিংকাংশান ছেড়ে নেমে আসতে। আর দেখা যায়, যে পথ তাঁরা শিলাখন্ড দিয়ে তৈরী করেছিলেন সে পথের মধ্য দিয়েই তাঁকে হেটে যেতে।

মাও বলেন,—'আমি যখন বলি যে শীঘ্রই চীন বিপ্লবের উত্তাল তরঙ্গে উদ্বেলিত হবে তখন আমি জোরালোভাবে এমন কিছু বলছি না, যা কিছু লোকের কথায় বলা হয় যে, সম্ভবত ঘটতে যাচ্ছে, যা কিছু অলীক, যা অসম্ভাব্য আর যা গুরুত্বপূর্ণ তাকেই অস্বীকার করে।'

তিনি এ প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা বলেন যে, 'এটা হোল দূর সাগরের একটা জাহাজের ন্যায় অবস্থা। যার মাস্তুলশীর্ষ ইতিমধ্যেই তীর থেকে দেখা যাচ্ছে।'

'এটা হোল পূবাকাশের সূর্যের মতো অবস্থা। যার উদয়কালের কম্পিত দীপ্তি একটি উচ্চ পর্বতশীর্ষ থেকে দেখা যায়।'

আর, 'এটা হোল সদ্য ভূমিষ্ঠ হবে এমন এক শিশুর অবস্থা। যে শিশু মাতৃগর্ভে অস্থিরভাবে নড়াচড়া করছে।'

চিংকাংশান থেকে দূরে দক্ষিণ দিকে চলে আসার পর সৈনিকদের আর মাওকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হোল না যে এখন তারা কি করবেন। কেননা সে কথা তাঁদের ইতিপূর্বেই বলা হয়ে গেছে। তাঁরা জানতেন তাঁদের আর একটি ঘাঁটি গড়ে তুলতে হবে। আর সে ঘাঁটি তৈরী করতে হবে বিপ্লবকে ছড়িয়ে দেবার জন্য।

হুয়াং ইয়াং চী

পাহাড়ের পাদদেশে আমাদের পতাকা উড়ছে,
তারই চূড়ায় দামামা আর তূরীর নিনাদ বাজছে,
হাজার হাজার শত্রু আমাদের রয়েছে ঘিরে।
আমরা অনড় তবু—আমরা অবিচলিত।
আমাদের চারপাশে এক অটল প্রাচীর, আমাদের করে প্রতিরক্ষা
এবার সংকল্পে ঐক্যবদ্ধ হলাম আমরা সেও এক আমাদের
দুর্ভেদ্যদুর্গ রচনা।
হুয়াং ইয়াং চী'র কামানের উচ্চ নাদ শুনে
শত্রুরা মিলিয়ে গেল রাত্রির গহ্বরে।

নির্দেশিকা

১। 'সমসাময়িক সমস্যাবলী সম্পর্কে' —Inprecor, Vol VII No-45 (আগস্ট ৪, ১৯২৭)

২। 'বিরোধী হিসাবে মাও সে তুঙ—১৯২৭—১৯৩৫'—John. E. এবং S. R. Rue' বর্ণিত একটি কাহিনী দ্রষ্টব্য। অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস, লণ্ডন, দি রয়েল ইনষ্টিটিউট অব ইনটারন্যাশনাল এফেয়ার্স-এর পক্ষে।

৩। এটা স্টালিনের ত্রুটি নয়। কিন্তু সমস্ত দলিল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনায় এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এ ভুলের জন্য যতটা তিনি দায়ী বা সঠিক মূল্যায়নে তাঁর যে অবদান সেই বিষয়ীভূত মূল্যায়নের দলিলটিতে তা অবশ্যই প্রতিফলিত হবে।

৪। 'চীনে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা বজায় থাকতে সক্ষম কি কারণে?' নির্বাচিত রচনাবলী, ১ম খণ্ড, ৫ই অক্টোবর, ১৯২৮।

৫। 'চীনের আকাশে লাল তারা'—এডগার স্নো।

৬। স্টালিনের মত পরিবর্তনের এটাই প্রথম দৃষ্টান্ত নয় এবং এভাবে যারা তাঁর পরামর্শ পেতেন তাদের মধ্যে যথেষ্ট বিভ্রান্তি সৃষ্টি হোত।

৭। এরূপ দশটি তাম্রমুদ্রার মান হোল কমবেশী একটি সেণ্টের সমান।

৮। কৃষক বিদ্রোহের বিখ্যাত উপন্যাস। বালক বয়সে মাও সে তুঙকে এই বইটি গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

৯। গ্রন্থকার কর্তৃক সাক্ষাৎকার।

১০। গ্রন্থকার কর্তৃক সাক্ষাৎকার।

১১। হাক্কাদের সম্পর্কে অন্যত্র থেকে আগত 'উপনিবেশকারী' হিসাবে যে মন্তব্য করা হয়েছে সেজন্য নির্বাচিত রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৩—৯৪ দ্রষ্টব্য। তাছাড়া হাক্কাদের বিবরণ জানার জন্য হান সুইন রচিত 'The Crippled Tree' দ্রষ্টব্য, কেপ, লণ্ডন,

১২। নির্বাচিত রচনাবলী।

১৩। ওয়ান ওয়েন—সাই-এর বিধবা চিংকাংশান অন্তর্গত মাওপিং গ্রামে এখনও বেঁচে আছেন।

১৪। ভোরের প্লাবন ২য় খণ্ড পৃঃ দ্রষ্টব্য।

১৫। চীনাবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গী সব সময়েই এটা ছিল যে, পার্টির মধ্যে ভুল লাইন এবং বিচ্যুতির জন্য বাইরের প্রভাবকে দোষী করা চলবে না। দোষ তাঁর যিনি এই প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়েছেন। বলা হয় যে সে সময় লমিনাড্জে ছিলেন ষ্টালিনের নূতন প্রতিনিধি।

১৬। নিয়েহ্ হলেন কমিউনিষ্টদের একজন যিনি হোয়াংপু বিদ্যালয়ে চৌ-এন-লাই-এর সঙ্গে ১৯২৬ সালে শিক্ষকতার কাজ করেছিলেন। তিনি চৌ এন-লাই-এর সঙ্গে গ্রেপ্তার হন।

১৭। 'চীনের যুদ্ধ বন্দনা' (Battle Hymn of China), গোলাঞ্জ, লণ্ডন, ১৯৪৪ এবং 'মহান পথ' (The Great Road), কেলডার, লণ্ডন, ১৯৫৮ দ্রষ্টব্য।

১৮। মাও সম্বন্ধে এই ট্রট্স্কিপন্থী দৃষ্টিভঙ্গী দেখা যাবে এম, এন, রায় রচিত 'চীনে বিপ্লব এবং প্রতি বিপ্লব বইটিতে; পিপ্লস্ পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৯৪৬।

১৯। ১৯৩৬ সালে ইয়েনানে স্নো সে সময় মাও সে তুঙের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

২০। 'কেন লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা চীনে বজায় থাকতে পারে?' এতে দ্বিতীয় মাওপিং সম্মেলনে প্রদত্ত মাও-এর রিপোর্টের এক অংশ সংযোজিত হয়েছে।

২১। এটা জনশ্রুতি। আর চীনা যাদুঘরগুলিতে কতগুলি প্রদর্শনীতেও এটা দেখা যায়। কিন্তু এ বিষয়ে সরকারীভাবে কোন সমর্থন কিছু নেই।

২২। ঘুমাবার জন্য লালফৌজ দরজা (কাঠের তৈরী অনায়াসেই খোলা যায়) এবং খড় ধার করতেন। সেগুলি সকালবেলা কৃষকদের ফিরিয়ে দেওয়া হোত।

২৩। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে, কেং পিয়াও এক সময়ে ছিলেন আনুয়ান খনিশ্রমিক। তিনি মাও-এর সঙ্গে চিংকাংশানে যান। পরে তিনি আলবেনিয়ার রাষ্ট্রদূত হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি একজন মন্ত্রী।

২৪। নির্বাচিত রচনাবলী, ১ম খণ্ড পৃঃ ৭৬—৭৭।

২৫। কবিতাটি এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া হয়েছে।

২৬। এই অধ্যায়ের শেষে দেখুন।

২৭। যে সব কুওমিনটাং এবং সমরনায়ক সৈনিক চিংকাংশান আক্রমণ করেছিল তাদের থেকে।

২৮। সিংকু ও কাউন্টির ভূমি আইন, পরবর্তী অধ্যায় দেখুন।

২৯। ১৯৪৯ সালে সাক্ষাৎকার। মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়কালে এ ধরণের লাল-রক্ষীবাহিনী এবং অন্যান্য প্রচারিত বিষয়বস্তু সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা অবশ্য কর্তব্য।

৩০। কবিতাটির রচনাকাল—১৯২৮-এর শরৎকাল। পর্বতের পাদদেশে পতাকাসমূহের উল্লেখের কারণ হোল, যে সময় উপরস্থ হাঙ্কা এবং রক্ষীবাহিনী প্রবেশ করেছিলেন, তখন একটি ক্ষুদ্র বিভাগীয় সেনাবাহিনী ঘাটিটি ত্যাগ করেছিল। আর বশ্যতামূলক ভাবে মার্চ করিয়ে পশ্চাদদেশ থেকে তারা শত্রুকে আবার আক্রমণ করে। সেনাবাহিনী ফিরে এসেছে মনে করে শত্রুপক্ষ পালিয়ে যায়। কিন্তু পালাবার পূর্ব পর্যন্ত পর্বতের আত্মরক্ষী বাহিনীর বিরুদ্ধে চারবার আক্রমণ চালিয়েছিল।

চার

চীন বিপ্লবের কাহিনীতে দেখা যায়, মাও নিজে যা সঠিক পথ বলে মনে করতেন বাস্তবে তিনি তা রূপ দিতে সচেষ্ট হতেন। সেজন্য তাঁর বিরামহীন সংগ্রামে তিনি অনেক বাধার সম্মুখীনও হয়েছিলেন। সে বাধা তাঁর কমরেড ও সহকর্মীদের কাছ থেকেও কম আসেনি। মাও-এর প্রতি তাদের বিরোধী-তাকে শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে হয়ত বা মার্কসবাদী বিশ্লেষণে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে—কিন্তু যাঁরা তত্ত্বজ্ঞ নন, তাদের কাছে এ ধরণের ব্যাখ্যা খুব সাধারণ বলে মনে হবে। কেননা প্রতিহিংসা বা সহানুভূতির অস্তিত্ব, ভালো-বাসা, আনুগত্য, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অসন্তোষ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি উপাদান যা প্রতিটি ঘটনাকে গ্রীক নাটকের মত মহিমাময় করে তোলে সে সবের কিছুই এ ধরণের ব্যাখ্যায় পাওয়া যায় না। একজন পার্টি সদস্য হওয়া মানে ভাবা-বেগকে নিষ্ক্রীয় করে দেওয়া নয়। এ ভাবাবেগ অন্যমূর্তিতে অন্যভাবে মূর্ত হয়ে উঠে। আত্মপ্রকাশ ঘটে তা রাজনৈতিক ভাষায়। শেষ পর্যন্ত শ্রেণী প্রভাবের উত্তরটি ধরার জন্য যত তন্ন তন্ন করেই বিচার বিশ্লেষণ করিনা কেন তা আমাদের উত্থাপিত সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। আমরা প্রতিটি নেতার মনোবিশ্লেষণের প্রবলভাবে চেষ্টা করবনা—কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গবেষণা করে হয়ত একদিন আমরা বুঝতে পারব লি লি-সান কেন মাও সে তুঙকে এতটা অপছন্দ করতেন। আর কেনই বা প্রথম দর্শনেই উভয়ের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেনি।

মাও আর লি লি-সান-এর সম্পর্ক এমন একটা ব্যাপারে পরিণত হয় যে তাকে শুধুমাত্র একটা রাজনৈতিক সংগ্রাম হিসাবে দেখা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কেননা মাও-এর বিরুদ্ধে লি লি-সান যেসব কাজ করেছিলেন তার অনেকটাতেই ব্যক্তিগত বিদ্বেষের আভাষ ছিল। কিন্তু মাও-এর কোন ব্যক্তিগত ক্ষোভ ছিল না। এমন কি ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার সন্ধানে তিনি কখনও ঘোরেননি। তাঁর এধরণের আচরণ কোন মহানুভবতার কারণে নয়। তিনি যে নির্ভুল একথা প্রমাণ করতেই তাঁকে সময় ও ইতিহসের উপর আস্থা রাখতে হয়েছিল। আর তাঁর মানসশক্তির ব্যাপ্তি তাঁকে এমনই ভিন্ন প্রকৃতির করে গড়ে তুলেছিল যে অন্যরা বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীরা তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন তা তিনি হয়তবা কখনও বুঝতেই পারেন নি। মাও-এর শত্রু-দের যে পতন ঘটেছে তা তাঁর নিজের কারণে নয় বরং বলা চলে যে, ওদের নিজেদের অযোগ্যতার ফলেই এ পতন ঘটেছে। তবে, ওদের পরাস্ত করার ব্যাপারে মাও যে কোনও প্রভাব খাটান নি—একথাও বলা হচ্ছে না। কেননা

দীর্ঘকালব্যাপী দুর্ভোগতাড়িত বিনয়ী মাও সবকিছুই যে সহ্য করেন বলে দেখান হয় তা একেবারেই ভুল। তিনি তাঁর শত্রুদের অবশ্যই পরাস্ত করেন। আর সে পরাজয় প্রায়শঃই সঠিকরূপে সম্ভব হয়ে ওঠে তাঁর অসাধারণ দক্ষতার বলেই। ফলে, মাও-এর কয়েকজন বিদ্বেষী এ ঘটনার কারণস্বরূপ তাঁর শুভ জন্ম-লগ্নের যুক্তিটাই দেখাতে চেষ্টা করেন। বহু ক্ষেত্রেই তিনি প্রায়ই এত নির্ভুল ছিলেন যে তাঁকে তারা ক্ষমা করতে পারত না। আর মাও, নিজে একবার জিতে গেলে তাঁর আর নির্মম হবার কোন প্রয়োজনই হোত না। এ ক্ষেত্রে মাও-এর পথ ছিল ভিন্ন। তিনি শত্রুদের মর্যাদা ও খ্যাতি বিনষ্ট করে দিতেন। তাদের তিনি সকলকে চিনিয়ে দিতেন। আর সকলের চোখে তাদের ভর্ৎসনার পাত্র করে তুলতেন। এ ক্ষেত্রে শ্রোতাদের বিদ্রুপাত্মক হাসিই ছিল যথেষ্ট। তিনি কখনও তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করার কোন প্রয়োজন অনুভব করেন নি। সেক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে পদচ্যুতের ন্যায় তাদের বাঁচতে দেওয়া অনেক বেশী সন্তোষজনক ছিল। এক্ষেত্রে লঘুচিত্ত লি লি-সান-এর চরিত্রই উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরাকাষ্ঠারূপে দৃষ্টান্ত মেলে। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাকে পার্টিতে যোগ দিতে প্রেরণা যোগায়। আর ঐ উচ্চাকাঙ্ক্ষাই শেষে তাঁকে মাটিতে লুটিয়ে ফেলে। আরও অনেকের ক্ষেত্রেই একথা বলা চলে।

১৯২৯-এর জানুয়ারী'র সেই কন্‌কনে শীতে মাও এবং চু-তে যখন দক্ষিণ কিয়াংশির পর্বতমালার মধ্যে ক্লান্তিভরে পথ হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন লি লি-সান সাংহাইতে কেন্দ্রীয় কমিটির সদর দপ্তরে তখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। লি লি-সান-এর ক্ষমতায় আসার ঘটনাটা কেমন করে সম্ভব হয়েছিল তা বুঝতে হলে আমাদের আরও কয়েক মাস পিছিয়ে যেতে হবে। চু চিউ-পাই নেতৃত্বের ঘন ঘন বিপর্যয়ে (চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিহাসে "প্রথম বাম বিচ্যুতি" নামেও পরিচিত) কমিনটার্ণে একটা নিরুৎসাহ ভাব ও আশংকার সৃষ্টি হয়েছিল। ইতিমধ্যে ১৯২৮-এর মার্চেই স্টালিন একটি বিশেষ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। চু চিউ-পাই পলিটব্যুরোর সদস্যবৃন্দ চু চিউ-পাই, চৌ এন-লাই এবং লি লি-সান জুন মাসে মস্কোয় গেলেন। ১৯২৮ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেখানে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেস চলেছিল। কিন্তু এ সম্মেলন চলার কিছু সময় আগেও, অর্থাৎ গ্রীষ্মকালেও সামরিক অভ্যুত্থানের নীতি এবং হত্যা ও পুড়িয়ে মারার 'অতি বামপন্থী' নীতিটি কাজে লাগানো হচ্ছিল। এর ফলেই আগষ্ট মাসে চিংকাংশানের পরাজয় ঘটল। মাও এসব ঘটনার বিশদ বিবরণ দিয়েছিলেন। এসব ঘটনার ফলেই চু-এর নীতি মস্কোতে নিন্দিত হয়েছিল। তাই কালগত প্রশ্নটিকে সব সময়েই বিচার করতে হবে। যাই হোক, লি লি-সানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠানের সেই সিদ্ধান্তের খবরটি ঘাঁটিতে এসে পোঁছল মাত্র নভেম্বরে।

কথিত যে, ষষ্ঠ কংগ্রেসে একশ' প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। উপরে যাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা ছাড়াও সেই ষষ্ঠ কংগ্রেসে চাও কাং-মিং

এই ছদ্মনামে লিউ শাও-চি, চাং কুয়ো-তাও, সিয়াং ইং, চৌ এন-লাই আর মাও-এর হুনানী বন্ধু সাই হো-সেনও মস্কোয় উপস্থিত ছিলেন। মাও এবং চু-তে'র সমর্থকদের একজনও সে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন না। লি লি-সান এমনকি তখনও মাও-কে উপহাস করেছিলেন। ঠাট্টা করে বলেছিলেন চিংকাং-শানের পর্বতমালায় কোন্ ধরণের মার্কসবাদ থাকতে পারে?

'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করার একমাত্র পথ হোল সশস্ত্র সংগ্রাম'—এই তত্ত্বটি ষষ্ঠ কংগ্রেসেও পুনরায় গৃহীত হোল। কিন্তু তখন বিপ্লবের 'প্রবল জোয়ার' বইছে এই মর্মে চু চিউ-পাই-এর ধারণাটিকেও ষষ্ঠ কংগ্রেসে খন্ডন করা হোল। কেন না কংগ্রেস মনে করেছিল যে সেই মুহূর্তে চীনের বুকে কোনও প্রকার বিপ্লবী জাগরণের জোয়ার ছিল না। তবে, সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংগঠিত করে তার আবির্ভাবের জন্য সকলের প্রস্তুত থাকতে হবে। আর বলা হোল—'বিরাট আকারের প্রত্যক্ষ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিক থেকে বেশী করে দৈনন্দিন সংগঠনের কাজও জনগণকে সামিল করার দিকে কর্ম-ধারার গতি সরিয়ে আনা উচিত ছিল।' এতে হুনানের দক্ষিণাঞ্চলের অভ্যু-থানগুলির নিন্দা করা হো'ল আর সে সঙ্গে মাও-এর মতের সত্যতা প্রতি-পাদিত করা হোল। যদিও ষষ্ঠ কংগ্রেসের প্রস্তাবাদির মধ্যে মাও-এর মতকেই সমর্থন করা হয় তবু চূড়ান্ত সিদ্ধান্তসমূহে অনেক অস্পষ্টতাই থেকে যায়। যার ফলে, এসব সিদ্ধান্তের বিভিন্ন রকমের ব্যাখ্যার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।

যে বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব, বাস্তবে তা কেবল কাজের মধ্যে যাচাই করে ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করে তার কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা ভুল তা স্থির করা সম্ভব হোত। তাছাড়া কতগুলি বিকল্পও ছিল। গ্রামাঞ্চলে একের সঙ্গে জড়িত অপর ঘাঁটি তৈরী করে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম গড়ে তোলার নীতিটিই ছিল মাও-এর তত্ত্ব কথা। আর দ্বিতীয়টি হোল সহর ও গ্রামে ক্রমাগত অভ্যুত্থান চালিয়ে যাবার চু চিউ-পাই-এর সেই নীতিটি। কংগ্রেসে চু-এর নীতিটি প্রত্যাখ্যাত হলেও কংগ্রেসের কয়েকজন কিন্তু তখনও তা সমর্থন করেছিলেন। আর তৃতীয় পন্থাটি হোল—গ্রামাঞ্চলে গড়ে তোলা শক্তি কাজে লাগিয়ে আবার একবার সহর দখল করা আর সহরের কমিউনিষ্ট সংগঠনের উপর থেকে চাপ কমিয়ে দেওয়া। এই তৃতীয় বিকল্প মতটি ছিল লি লি-সানের অনুসৃত নীতি। যদিও ষষ্ঠ কংগ্রেসে এই মতটিকে সেভাবে তোলা হয়নি। 'ষষ্ঠ কংগ্রেসের পদ্ধতি ছিল মূলতঃ সঠিক।' কংগ্রেস তখনকার সেই পর্যায়ে চীন বিপ্লবকে বুর্জোয়া গণ-তান্ত্রিক বিপ্লব হিসাবেই ব্যাখ্যা করেছিলেন আর তখনকার পরিস্থিতিকে 'দুটি প্রবল বিপ্লবী জোয়ারের মধ্যেকার একটি বিরতি'র অবস্থা হিসাবেই চিহ্নিত করেছিলেন আর এ সম্মেলনে বিপ্লবের বিকাশকে 'অসম' বলেই মূল্যায়ণ করা হয়েছিল। তাছাড়া এই কংগ্রেসে 'গোপন ষড়যন্ত্রের নীতি, দুঃসাহসিক সামরিক অভিযান আর হুকুমদারী কাজের কড়া সমালোচনা করা হয়েছিল। কেননা এইগুলিই জনগণকে দূরে সরিয়ে রাখে।

কিন্তু ষষ্ঠ কংগ্রেসেরও 'বহু ত্রুটি' ছিল। কেননা এই কংগ্রেসে মধ্যবিত্ত

শ্রেণী, এবং সহরের মধ্যবিত্ত ও পাঁতি বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বৈত চরিত্রের মূল্যায়ণ করা হয়নি। তাছাড়া এটি 'গ্রামীণ ঘাঁটি অঞ্চলসমূহের গুরুত্ব উপলব্ধি করতেও ব্যর্থ হয়েছে।'

১৯৪৫ সালে সপ্তম কংগ্রেসে যখন সমস্ত ঐতিহাসিক প্রশ্নকে খুঁটিয়ে দেখার আওতায় আনতে হয় তখন মাও এ বিষয়টিকেই নিরূপিত করেন। ৭ই আগষ্টের (১৯২৭) মিটিং-এর পরেও যেহেতু 'বাম' চিন্তাধারার এসব ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি বর্তমান ছিল সেইহেতু এগুলি সমূলে উৎপাটিত হয়নি। তাই লি লি-সান আর একটি 'বাম' বিচ্যুতি ঘটাতে পেরেছিলেন।

কংগ্রেসের শেষে নূতন করে একটি পলিটব্যুরো নির্বাচিত হোল। উহানের শ্রমিক সংগঠক ছিলেন এমন একজন শ্রমিকের ঘরের ছেলে, ভীরু স্বভাবের কমিউনিষ্ট সিয়াং চুং-ফা চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। কিন্তু তিনি সম্পাদক নির্বাচিত হলেও প্রচার দপ্তরের প্রধান হিসাবে লি লি-সানের হাতেই ছিল প্রধান ক্ষমতা। সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন চৌ এন-লাই। আর শ্রমিকদের দায়িত্বে অর্থাৎ সহরের ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত কাজে ভারপ্রাপ্ত ছিলেন লিউ শাও-চি।

লি লি-সান মাও-এর চেয়ে দু'-বছরের ছোট ছিলেন। তিনি ছিলেন হুনান প্রদেশের অধিবাসী। তাঁর বাবা ছিলেন স্কুল শিক্ষক। ১৯১৯ সালে 'কর্ম ও অনুশীলন' দলের একজন সদস্য হিসাবে তিনি ফ্রান্সে গিয়েছিলেন। সেখানে মাও-এর দীর্ঘকালের বন্ধু সাই হো-সেন ও চৌ এন-লাই-এর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। ফ্রান্সে গঠিত কমিউনিষ্ট পার্টিতে তিনি যোগ দেন এবং ১৯২১ সালে তিনি চীনে ফিরে আসেন। ১৯২২ সালে তিনি আন্যুয়ানে কয়লাখনি শ্রমিকদের একজন সংগঠক হয়ে দাঁড়ালেন। তাছাড়া তিনি শ্রমিকদের ক্লাবেরও ডিরেক্টরপদে অধিষ্ঠিত হলেন। সে সময়ে মাও ছিলেন হুনান পার্টি কমিটির সম্পাদক এবং শ্রমিক ফেডারেশনের হুনান শাখার সভাপতি। ঐ সময়ে আন্যুয়ানের ধর্মঘট কিভাবে পরিচালিত হবে এ নিয়ে লি মাও-এর চিন্তাধারার বিরোধীতা করেন এবং এ বিষয়ে লিউ শাউ-চি'র নীতির সঙ্গে হাত মেলান। লি লি-সান শ্রমিক সংগঠক হিসাবে ধাপে ধাপে নেতৃত্বের উচচাসনে উঠতে থাকেন। তিনি ছিলেন খুবই বাক্‌কলাকুশলী লোক। ১৯২৭ সালে আন্না লুই স্ট্রং-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁর বক্তব্য মতে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন একজন সুবক্তা। তাছাড়া যুক্তফ্রন্টের আমলে উহানে তিনি একজন সু-বিখ্যাত ব্যক্তি বলেও পরিচিত ছিলেন। ১৯২৭ সালের আগষ্টে নানচাং অভ্যুত্থানেও তিনি অংশ নিয়েছিলেন। এরপর তিনি সাংহাই চলে যান। সেখান থেকে তিনি ষষ্ঠ কংগ্রেসে যোগ দিতে মস্কো গিয়েছিলেন।

মস্কোয় তখন মাও কিছুটা প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু লি লি-সান মাও-কে হেয় প্রতিপন্ন করতে তাঁর সাধ্যমত চেষ্টা করেন। ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বরে 'কৃষক মানসিকতা'-র বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী দিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করার ব্যাপারে তিনিই ছিলেন দায়ী। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন যে, 'যদিনা

কৃষক মানসিকতার সংশোধন সম্ভব হয়, তবে বিপ্লব পুরোপুরি লাটে উঠে যাবে এবং পার্টিও ধ্বংস হবে।'

মস্কো থেকে ফিরে এসেই তিনি শ্রমিক শ্রেণীর হাত থেকে কৃষক শ্রেণীর হাতে নেতৃত্ব বদলের বিপদ সম্পর্কে প্রচার শুরু করে দিলেন। আর এ পদ্ধতিকেই মাও সে তুঙ-এর উপর আক্রমণের মঞ্চ হিসাবে কাজে লাগানো হয়েছিল।

গ্রামে ঘাঁটি গড়ে তোলার প্রশ্নে লি লি-সানের বক্তব্য ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। গ্রামে ঘাঁটি গড়ে তোলা এবং সেগুলিকে শক্তিশালী করে তোলাকে শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে বিপদ হিসাবেই তিনি গণ্য করতেন। আর মাও-এর মতে সর্বহারা নেতৃত্ব ও কৃষকদের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করার মধ্যে কোন বিরোধ থাকতে পারে না। মাও-এর ব্যাখ্যা মতে দু'স্তরের বিপ্লবের মধ্যে কৃষক বিপ্লব হচ্ছে একটি প্রয়োজনীয় ধাপ। তাঁর সেনাবাহিনীতে ছিল আন্‌য়ান এবং শুই-কৌশনের সিসেখনির অন্ততঃ ৭০০ জন শ্রমিক। চীনে তখন শ্রমিক ছিলেন ৪০ লক্ষ আর কৃষক ছিলেন ৫০ কোটি। বলা চলে যে, আনুপাতিকহারে শ্রমিকের সংখ্যা কৃষকের সংখ্যার ১ শতাংশেরও কম ছিল। ১৯২৮ সালে মাও-এর সেনাবাহিনীর ৪ হাজারের মধ্যে শ্রমিকদের আনুপাতিক হার ছিল অনেক **বেশী**,—বলা চলে ১৪ শতাংশেরও **বেশী**। চিংকাংশানে থাকার সময় আন্‌য়ান থেকে আরও বেশী খনি-শ্রমিক পাঠাবার জন্য মাও কয়েকবারই হুনান কমিটিকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তাছাড়া বাহিনীর সেনাপতির পদ গ্রহণ করতে পারেন এরকম লোক সংগ্রহ করতে ১৯৩০ সালের ডিসেম্বরে নিজেকেই আবার আন্‌য়ান যেতে হয়েছিল। এমনকি সংগৃহীত কৃষকদের নেতৃত্ব দেওয়ার কাজে তিনি শ্রমিকদের শিক্ষিত করেছিলেন। তাছাড়া পরে যেসব লাল ঘাঁটি গড়ে উঠবে সেখানকার অস্ত্রাগার ও কারখানাগুলিতে শ্রমিক হিসাবে কাজ করাবার উদ্দেশ্যে তিনি কৃষকদেরও শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু লি লি-সানের চোখে কৃষকেরা হলেন মজুরদের চেয়ে আলাদা জাতের লোক আর তাঁরা সর্বহারা নেতৃত্বের কাছে একটা বিপদ বলেই প্রতিভাত হতেন।

মস্কোয় যেমনটা করেছিলেন, আবার ঠিক সেভাবেই চীনে ফিরে আসার পর লি লি-সানের প্রথম কাজই হোল 'কৃষক মানসিকতাকে' অস্বীকার করা। তিনি বললেন পার্টি সদস্যের শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ হোল কৃষক,—'সমাজতন্ত্র বিষয়ে কৃষকদের সঠিক ধারণা থাকতে পারে না'......কৃষক সম্প্রদায় হোল পাঁতি বুর্জোয়া......এদের সাংগঠনিক ক্ষমতা নেই'। চিংকাংশান ঘাঁটি ছেড়ে মাও সে তুঙ এবং চু-তে যখন চলে যাচ্ছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তেই 'কৃষক সচেতনতা'র বিরুদ্ধে তিনি এই আক্রমণাত্মক প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন। এতে লালফৌজের সাধারণ কর্মীদের মধ্যে খারাপ ফল ফলেছিল। আর এ প্রচার চালানো হয়েছিল মূলতঃ মাও-এর মর্য্যাদাহানীর মতলব নিয়ে।

১৯২২ সাল থেকেই লি লি-সান কমিউনিষ্ট শ্রমিক সংগঠনে ছিলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী হিসাবে তিনি কেবলমাত্র

সহরের পার্টির কাজই বুঝতেন। কিন্তু তিনি যখন সাংহাই ফিরে এলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, শহরের শ্রমিকেরা সেই ভয়ঙ্কর হত্যাকান্ডের পর দমে গিয়েছিলেন আর তাদের মধ্যেকার সক্রিয় কমিউনিষ্টদের অনেকেই নিহত হয়েছেন। ইতিপূর্বেই যে সাধারণ অভ্যুত্থানের কথা তিনি ভেবেছিলেন তারই পূর্বসূচনা হিসাবে ধর্মঘট চালিয়ে যাবার জন্য তিনি সারা চীনে যে শ্রমিক জমায়েত করতে পেরেছিলেন তার সংখ্যা ছিল চার হাজারেরও কম। ঠান্ডা মাথায় হিসেব করলে শুধুমাত্র এতেই লি লি-সান শিক্ষা পেতে পারতেন। ১৯২৭ সালে এপ্রিলে, হিসাব মত প্রায় ৫৮,০০০ পার্টি সভ্য ছিলেন যাদের শতকরা ৬০ ভাগ ছিলেন শ্রমিক। ১৯২৭ সালের শেষের দিকে পার্টির সভ্য সংখ্যা নেমে এল ১০,০০০-এ। ১৯২৮ সালে আবার বেড়ে দাঁড়াল ৪০,০০০-এ কিন্তু এদের মাত্র শতকরা দশভাগ ছিল শ্রমিক (১৯৩০ সালে ১,২২,৩১৮ জন সভ্যের মধ্যে শতকরা ৮ জন ছিলেন শ্রমিক)।

মাও এবং চু-তে তাঁদের চার হাজার লোকের নেতৃত্ব দিয়ে শীতে জমা পর্বত শ্রেণীর মধ্য দিয়ে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চললেন। মাও-এর পরিকল্পনা ছিল একটি নূতন ঘাঁটি তৈরী করা।২ যার ভিত্তি হবে কিয়াংশিতে কতগুলি ছড়ানো গেরিলা দলের অস্তিত্ব খুঁজে বার করা। এলাকাটিও এমন যে, কুও-মিনটাংদের প্রচন্ড শোষণ ও অত্যাচারে কৃষক সম্প্রদায়কে কার্যতঃ চরমপন্থী করে তুলেছে। তাছাড়া আগের বছরে সোয়াটৌ এবং কুয়াংচৌ-এর লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলেন এমন অনেক সৈনাধ্যক্ষ এবং অফিসারও ঐ অঞ্চলে তাঁদের বাহিনী নিয়ে লুকিয়েছিলেন। মাও-এর মতলব ছিল, তাঁদের খুঁজে বের করবেন এবং তাঁদের সংগে যোগাযোগ করবেন।

১৯২২ সালের ১২ই জানুয়ারী 'হোয়াইট ডিউ' ('শুভ্র-শিশির') সম্মেলনের এক সপ্তাহের পরেই ওঁরা ওঁদের পর্বতাশ্রয় ছেড়ে বেড়িয়ে পড়লেন। তখন এঁদের সম্বল ছিল মাত্র আধসেরের মত সিদ্ধ ভাত ; পড়নে কাপড় যা ছিল তাই, আর কয়েক রাউন্ড গুলি-বারুদ মাত্র। রাতে হেঁটে, দিনে লুকিয়ে থেকে, ওরা হিমে-জমা শৈলমালার মধ্যদিয়ে এগিয়ে চললেন। তাঁরা আঘাত হানলেন জমিদার এবং তাদের খাসবাহিনীর উপর। আর যে সব চাষীরা তাঁদের চিনতেন তাঁরা সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। তাঁরা কয়েকটি জেলায় জমিদার-দের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন পুনরায় জাগিয়ে তুললেন। কিন্তু তাঁরা আক্রান্ত হলেন এবং শত্রুরা তাঁদের তাড়া করল। তাই 'এদের উপর ঝাঁপিয়ে পরা শত্রুর সঙ্গে' এদের মরণপণ লড়াই চালাতে হয় দিনের পর দিন। সে সময়টা ছিল তুষারপাতের সময়। তাঁরা যখন সেই তুষারপাতের উপর দিয়ে অতিকষ্টে হেঁটে চলেছিলেন তখন রাস্তার উপর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতের রক্তচিহ্নও আঁকা হচ্ছিল। খাবারের জন্য মরীয়া হয়ে তাঁরা হঠাৎ হঠাৎ আক্রমণ চালাতেন। আর তাঁদের চলাচলের পথটা খুবই স্পষ্ট থাকত বলেই ফিরবার পথে সহজেই তাঁরা তাড়া খেতেন। তাঁদের পরণে ছিল পাতলা ছেঁড়া সুতী কাপড় জামা। উকুনে তাঁদের

সর্বাঙ্গ ছেয়ে থাকত। অর্ধেকেরও কম সৈন্যের হাতে রাইফেল ছিল। আর অনেকেই মারা পড়লেন অতিরিক্ত সর্দি ও ঠান্ডা লাগায়। তাঁদের হাতে কোন ঔষধ ছিল না,—ছিল না রান্নার জ্বালানি ; এমনকি চালও ছিল বাড়ন্ত। কিন্তু তবু নূতন সৈন্য সংগ্রহের কাজ চল্‌ল। কেননা এলাকাটি ছিল বিদ্রোহের অনুকূল ক্ষেত্র। মাও এ সময়ে অতি রোগা হয়ে পড়লেন। তাঁর চুল বড় হয়ে প্রায় কাঁধে গিয়ে পড়ল। সৈন্যদের মত একই ধরণের খড়ের চটি তিনি পরতেন। আর ৮ম নিয়মের ৩টি মেনে চলার জন্য তিনি বার বারই জোর দিতেন। শাওশানের বাড়িতে তিনি কাঠের বাতার উপর চটি বুনতে শিখেছিলেন। কিন্তু তখন কোথাও খড়ই পাওয়া যেত না। তাঁদের ৪,০০০ জনের মধ্যে ১০০ জন মহিলা ছিলেন। চোরা খাদ এলাকায় গভীর হয়ে তুষার জমত। খোলা ঢালু তটে সাঁ সাঁ করে বয়ে যেত বরফের মত হিমেল হাওয়া। তার উপর দিয়ে কোনও রাস্তা ছিল না। সময় সময় এঁরা বড় বড় পাথর খন্ডের আড়ালে আশ্রয় নিতেন। মাঝে মাঝে দু'তিন দিন ধরে একটানা তাঁরা পথ হাঁটতেন। সে হাঁটা পথে এমন কোনও লোকালয় তাঁদের চোখে পড়ত না যেখানে তাঁদের খাবার ব্যবস্থা হতে পারে। চাষীরাই তাঁদের খাবার দিতেন। তাঁরা লালফৌজকে স্বাগত জানাতেন। কিন্তু তাঁদের সম্বল থাকত খুবই কম। এবার এরা টাংষ্টেন ধাতু উৎপাদন এলাকা তায়ুর বহিরাঞ্চলে এসে পৌঁছলেন। এটা ছিল মোটা-মুটি সম্পদশালী শহর। এখানে এরা একটি ভুল করে বসলেন। বেশ দীর্ঘ সময় এরা এখানে কাটালেন। এ অবসরে শত্রুরা তাঁদের কাছে পৌঁছতে এবং তাঁদের শত শত লোককে ধরে ফেলতে ও হত্যা করতে সময় পেল। সে সময় থেকেই মাও শহর-গঞ্জ এড়িয়ে চলতেন এবং বড় ধরণের শহর এলাকা থেকে দূরে গ্রামাঞ্চলে লুকিয়ে থাকতেন। পরে এক পক্ষকাল ধরে উঁয়ি পর্বতমালার চোরা-বাঁকা, চরাই-উৎরাই-এর মধ্যে একটা প্রাণান্তকর ধাবমান লড়াই চলল। পিছনে ধাওয়া সৈন্যদের হটাতে না পেরে লালফৌজের লোকেরা তাঁদের রুগ্ন ও আহতদের সঙ্গে নিয়ে সীমান্ত বরাবর পূর্বদিকে দ্রুততালে পালিয়ে গেলেন। পুনরায় সুন য়ু-তে লালফৌজের লোকেরা আক্রান্ত হলেন,—তাই তাঁরা পাড়ি দিলেন ফুকিয়েনে। তারপর শত্রুকে পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলতে য়ুপিং-এ গেলেন। সেখান থেকে আবাব কিয়াংসি ফিরে এলেন। মনে হয়, সোজাসুজি গুরুত্বপূর্ণ বাজার শহর জুইচিনের দিকে পৌঁছবার লক্ষ্য রেখেই তাঁরা ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু এটিকে পাশে ফেলে তাঁরা উত্তর দিকে গিয়ে তাপোতি-তে পৌঁছলেন। সেখানে মাও সে তুঙ তরাই অঞ্চলের সুযোগ নেবার এবং শত্রুদের হাত থেকে চিরদিনের মত রেহাই পাবার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন। মাও এবং চু-তে সেখানে যুদ্ধের পরিকল্পনা রচনা করলেন। এই প্রসঙ্গে মাও বললেন যে, 'সব-কিছু পরিস্কার না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সৈন্যরা যুদ্ধের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করলেন। তাঁরা শত্রুদের সাবাড় করতে অন্যথায় সে চেষ্টায় প্রাণ দিতে শপথ নিলেন'।৩ তাপোতি স্থানটি ছিল একটি অগভীর জলাধারের মত উপত্যকা প্রান্তর। জুইচিন থেকে কুড়ি মাইল দূরে এর অবস্থান ছিল।

এ স্থানটি দেখতে অনেকটা পর্বতলালিত পুরোনো কাদাটে হ্রদের গর্ভের মত ছিল। ১০ই ফেব্রুয়ারী সকালে মাও এবং চু-তে এখানে একটি গোপন আস্তানা গড়ে তুললেন। আর অসংখ্য খাঁজেভরা পাহাড়ে এঁদের লোকেরা লুকিয়ে রইলেন। বিকেলে যেইনা কুয়াশায় ছেয়ে ফেল্‌ল অমনি যে চার রেজিমেন্ট নিয়ে চতুর্থবাহিনী তৈরী, তাদেরই একটি দল কৃত্রিম লড়াইয়ের প্রলোভন দেখিয়ে কুওমিনটাং এবং সমরনায়কদের সেনাবাহিনীকে উপত্যকার এলাকায় নিয়ে এল। যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল সেই দুপুরে,—কিন্তু তা চল্‌ল সারা রাত ধরে। 'কুয়াশায় তখন চারিদিক ছেয়েছিল। তরাই অঞ্চলটি শত্রুদের চেনা ছিল না ফলে প্রচুর গোলা-বারুদ তাদের বাজে খরচ হোল।' শত্রুদের পিছন দিক দিয়ে আক্রমণ করার জন্য রাতভর একটি ছোট বাহিনীকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোল। আর ভোরবেলাতেই এঁরা আক্রমণ চালালেন। 'দুপুর-নাগাদ এ যুদ্ধ শেষ হোল'। এ যুদ্ধে ৭০০০ জন আক্রমণকারী সৈন্যের মধ্যে ১০০০ জনকে বন্দী করা হয়। এ বন্দীদের সঙ্গে ছিল দু'জন রেজিমেন্ট কম্যান্ডার এবং ৮০০টি বন্দুক। স্বভাবতই বলা চলে যে, চিংকাংশানের পরে এটা একটা বিরাট জয় হোল। আর একটি নূতন ঘাঁটি গড়ার ক্ষেত্রে এটি ছিল একটি চূড়ান্ত সংগ্রামও বটে।

এরপর এঁরা মধ্য কিয়াংশির নিংটু নামে প্রাচীরঘেরা শহরটি দখল করলেন। সেখানে এঁরা তিনদিন কাটালেন। এই ফাঁকে জমিদারদের কাছ থেকে এঁরা তাঁদের রসদ কেড়ে নিলেন এবং এ তিনদিন একটু বিশ্রাম নিলেন। এরই মধ্যে জনসভা ডাকা হোল। এবার তাঁরা জেলখানার তালা খুলে কয়েদী-দের মুক্তি দিলেন। এরপর তাঁরা টুংকু'র দিকে এগিয়ে গেলেন। চলার পথে কৃষকেরা তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। এঁরা আহতদের বয়ে নিয়ে চললেন। টুংকু তখন সেং-সান নামে একজন কমিউনিষ্টের অধীনে ছিল। তিনি ছিলেন একজন প্রাক্তন ওয়াংপু ক্যাডেট। ইতিমধ্যেই তিনি তখন লি ওয়েন-লিং নামে একজন গেরিলা যোদ্ধাতে পরিণত হন। এখানে আসার পর কৃষকেরা খুব উৎসাহের সঙ্গে তাঁদের অভ্যর্থনা জানান। তাপোতি ছাড়ার আগে মাও পড়ার জন্য খবরের কাগজ আনতে একটা ছোট দলকে জুইচীনের ডাকঘরে পাঠিয়ে-ছিলেন। কেননা পড়বার এ অভ্যাসটি তিনি কখনও ছাড়তে পারেন নি। সে দিনটি ছিল নববর্ষের দিন। কাল-সন্ধ্যা। সেই ছোট দলটি হঠাৎ হাজির হয়ে স্থানীয় সৈন্য শিবিরটিকে হকচকিয়ে দিল। তাদের তারা নিরস্ত্র করল। আর নববর্ষের সাজানো ভোজ তারা খেয়ে নিল।

টুংকু-র পঁচিশ মাইল দক্ষিণে পাঁচিল ঘেরা সিং-কুয়ো শহরটি বর্তমান ছিল। এটি ছিল উর্ব্বর মাটির দেশ। আর প্রচুর সম্পদশালী জমিদারদের এলাকা। এ শহরটিই ছিল তাঁদের পরবর্তী আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। অবশেষে তাঁদের হাতে সিং-কুয়োর পতন হোল। কিন্তু সোভিয়েতের এলাকা হিসাবে এ শহরটিকে টুংকু-র সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হোল। মাও এবং চু-তে ইতিমধ্যেই দেখতে পেলেন, টুংকু-তে যে ঘাঁটি গড়া হয়েছে তা নামেই কেবল ঘাঁটি। কেননা

সেখানে কোনও কৃষি-বিপ্লবই ঘটেনি। যাইহোক চিংকাংশানের চেয়ে অনেক সম্পদশালী, ঘন লোকবসতিপূর্ণ গ্রাম ও শহর দিয়ে ঘেরা একটি পাহাড়ী আশ্রয় এখানে ছিল। বাঁশ, দেবদারু আর ঐ জাতীয় গাছে বসন্তকালে এলাকাটি মনোরম হয়ে উঠত। সিংকুয়োতেই তাঁরা রয়ে গেলেন। সেখানে এঁরা বিশ্রাম নিলেন আর প্রত্যেকে উকুন মুক্ত হলেন। সেখানে তাঁরা নিয়মিত স্নান করতেন। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রশিক্ষণ, পড়াশুনা এবং কুচ-কাওয়াজের কাজও চালালেন। টুংকুতে থাকাকালীন মাও এক জনসভা আহ্বান করেছিলেন। তিনি সেই জনসভায় লালফৌজের সামনে যথারীতি আশা ও শক্তি সঞ্চারিত করে এবং এক উজ্জ্বল আগামীদিনের স্বপ্ন তুলে ধরে এক ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন—'একটিমাত্র স্ফুলিঙ্গ দাবানল জ্বালাতে পারে। যদিও আমরা আজ সংখ্যালঘু ও দুর্বল, তবুও আমাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সীমাহীন।' বিপ্লবের সাধারণ রণনীতি এবং রণকৌশল তাছাড়া গ্রামীণ ঘাঁটির প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন। সেখান থেকে আবার তাঁরা পূবের দিকে দ্রুত এগিয়ে চললেন। এবার তাঁরা চাং-তিং (তিং-চৌ) দখলে নিলেন। এটি ছিল ফুকিয়েন প্রদেশের সীমান্ত এলাকার একটি বড় শহর। আক্রমণকালে কৌশল প্রয়োগ করে দুর্গের লোকদের প্রলুব্ধ করে শহরের বাইরে এনে তারপর এদের উপর আক্রমণ চালিয়েছিলেন। এ আক্রমণে এঁরা দুর্গের সৈন্যাধ্যক্ষকে বন্দী করেন এবং প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্রও হস্তগত করেন। তিংচৌ যুদ্ধের মূলে যে কারণ ছিল তা হোল আর একটি লাল এলাকার পত্তন করা। পরবর্তীকালে এটি একটি লাল ঘাঁটিতে সংহত হয়। এখানে মাও তাঁর চারটি 'রেজিমেন্ট'-কে তিনটি 'কল্যাম'-এ (স্তম্ভাকারে স্থাপিত সৈন্যদল) রূপান্তর করেন। যুদ্ধে যা ক্ষতি হয়েছিল সৈন্যদলে নূতন লোকভর্তি করে তা পুষিয়ে নিলেন। সম্ভবতঃ এই তিংচৌতেই ষষ্ঠ কংগ্রেসের রিপোর্ট ও দলিলাদি নিয়ে সাংহাই থেকে একজন বার্তাবহ এসেছিলেন। আর সেই সময়েই আর একজন কৃষক বার্তাবহ এসেছিলেন তাঁর জামার ভাঁজে লুকানো আর একটি বার্তা নিয়ে। এ বার্তাটি এসেছিল পেং তেহ্-হুয়েই-এর কাছ থেকে। এতে বলা হয়েছিল যে, চিংকাংশান ত্যাগ করে তিংচৌ-এর পশ্চিমে তিন দিনের হাঁটা রাস্তায় জুইচিনের কাছাকাছি এক জায়গায় তিনি আছেন। তাই এপ্রিলে মাও এবং চু-তে তিংচৌ ছেড়ে গেলেন। এবার তাঁরা দক্ষিণ কিয়াং-সির ইওতৌ এবং সিংকুয়ো কাউন্টিতে ফিরে এলেন। জুইচিনে যাবার পথে সেখানে গড়ে তুললেন তাঁদের বিপ্লবী কমিটি ও গণসংগঠনগুলি।

নূতন ঘাঁটি গড়ার এই অভিযানে মাও সে তুঙ তাঁর 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা'র পদ্ধতিটিকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে শুরু করলেন। কিন্তু লি লি-সান 'কৃষক মানসিকতা'-কে নিন্দা করায় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে মাও-তাতে খুবই বাধাগ্রস্ত হয়েছিলেন। যা হোক, তিনি সেংশানের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন। কিন্তু ছোট-খাটো গোষ্ঠীর পরিচালনার নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত অনেক কমিউনিষ্টই (এঁদের কেউ কেউ ১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে

কুয়াংচৌ ষড়যন্ত্রে এবং অন্যরা সোয়াতৌ অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন) তাঁকে সাধারণতঃ কোন সাহায্যই করেননি এমনকি তাঁকে কোন স্বীকৃতি দিতেও অস্বীকার করেছিলেন। তথাপি সেক্ষেত্রে কৃষকেরা ছিলেন অনেক উৎসাহী। উত্তরে অভিযানের সময়েই তাঁরা মৌলিক পরিবর্তনের পক্ষে মাও-এর সমর্থনে এসে গিয়েছিলেন। হুনানের মত এ অঞ্চলের হত্যাকান্ড কিন্তু সার্বিক ও ফলপ্রসূ হয়নি। তবে, এ অঞ্চলের কৃষকেরা ছিলেন খুবই গরীব ও অত্যাচারিত। আর গরীবের উপর শোষণ ও অত্যাচারের পরিস্থিতি তখনও এ অঞ্চলে বজায় ছিল। এই পরিস্থিতির সুযোগেই লালফৌজ তাই বহু নূতন লোক জোগাড় করতে পেরেছিল। লালফৌজে এই নূতন ভর্তির লোকদের অনেকেরই বয়স ছিল আঠারোর নীচে। তবে, খাদ্য এবং অস্ত্র-শস্ত্রের দিক থেকে কিন্তু সে অঞ্চলে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায়নি। তবে অবস্থা যাই ঘটুক না কেন কৃষক পরিবারগুলি কিন্তু আহতদের আশ্রয় দিয়েছিল। আর তাছাড়া লালফৌজের খাবার জোটাতে তাদের সময় সময় অনাহারেও থাকতে হয়েছিল।

মে মাসে মাও-কে তাপোতির মধ্য দিয়ে ফিরতে হয়েছিল। তাপোতিতে সে সময় একটি বিরাট সাধারণ ভোজ-সভার আয়োজন হয়েছিল। এটি ছিল সে বছরের ফেব্রুয়ারীতে তাপোতিতে বিজয়লাভের স্মরণোৎসব। সেই সময় সেখানকার জনগণকে তিনি টাকা ফিরিয়ে দিলেন। কেননা তাঁর লালফৌজকে কৃষকেরা খাদ্য সরবরাহ করেছিল। কৃষকেরা তাই মাথা পিছু তিন ডলার পেল। মাও এ টাকা পেয়েছিলেন নিংটু থেকে। সেখানকার ধনী বণিকদের কাছ থেকে ৫,০০০ ডলার সংগৃহীত হয়েছিল। যুদ্ধের সময়ের ক্ষতিপূরণ বাবদ সিংকুয়োর জমিদারদের কাছ থেকে যে জামা-কাপড় নেওয়া হয়েছিল তাও তিনি বন্টন করে দিলেন। ১৯৩৩ সালে তাপোতি সম্বন্ধে একটি কবিতা লেখেন :

এবার তাঁরা জুইচিনে পৌঁছলেন। পেং তেহ্-হুয়াই তাঁদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। তবে তিনি শহরের বুকে ছিলেন না। মাও চলে আসার পর য়ুয়ান এবং ওয়াং নামে দস্যুসর্দারদের সঙ্গে কলহের ফলে শত্রুদের একটি আক্রমণ সফল হয় এবং পেং তাঁর ঘাঁটিটি হারান।

১৯২৯ সালের মে-তে জুইচিন দখল করা হোল। এটি নূতন ঘাঁটির একত্রিত রাজধানীতে পরিণত হোল। সে সময় থেকে এটি একটি কেন্দ্রীয় ঘাঁটি বা কিয়াংসি—ফুকিয়েন সীমান্ত অঞ্চল বলে পরিচিত ছিল।

আনয়ান এবং পিংশিয়াং-এর খনিশ্রমিকেরা এবার একটি এনজিনিয়ার বাহিনীতে সংগঠিত হয়েছিলেন। এ নূতন ঘাঁটিতে একটি অস্ত্রাগার, হাসপাতাল, বিদ্যালয় এমনকি একটি মোটামুটি ধরণের সামরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও চালু হয়েছিল। চিংকাংশান ঘাঁটির তুলনায় এ ঘাঁটিটি ছিল অনেক বেশী সমৃদ্ধ। আর কাউন্টিগুলি ছিল অনেক বেশী উর্ব্বর আর হস্তশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যেও ছিল খুবই উন্নত। জল ছিল অপর্যাপ্ত। আর, তাছাড়া টাংস্টেন

ধাতুর খনিগুলি ছিল এর একটা আয়ের উৎস। কিন্তু ঘাঁটিটির সংগঠন তখনও কৃষকদের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল ছিল। আর প্রচুর সংখ্যক নিয়মিত সেনাবাহিনীর মতই লালফৌজের উপর নির্ভর করত এর প্রতিরক্ষা। চিংকাং-শানের মত এখানেও স্থানীয় সামরিক বাহিনী, লালরক্ষী বাহিনী গড়ে উঠেছিল আর গড়ে উঠেছিল জনগণের আত্মরক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ। কিন্তু সেগুলি সবই স্থানীয় আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থামাত্র। লালফৌজ এবং তার ব্যবহারের প্রশ্নটিকে ঘিরে লি লি-সানের 'বাম' পথ এবং মাও সে তুঙের মধ্যে লড়াই এবার শুরু হোল। কিন্তু তা শুধু সামরিক শক্তিকে কাজে লাগানোর প্রশ্নেই নয় তার চেয়েও এই লড়াই, অধিকতর বৃহৎ উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রসারিত হোল। আর এ লড়াই বিজড়িত ছিল বিপ্লবের দুই ভিন্ন রণনীতির প্রশ্নে।

এপ্রিলে তিংচৌ-এ লি লি-সানের আর একটি সার্কুলার চিঠি মাও-এর হাতে পেঁছিল। ইতিপূর্বে ১৯২৮ সালের অক্টোবর-চিঠি ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করেছিল।৪ সে চিঠিতে 'কৃষক মানসিকতা'র প্রশ্নে পার্টিকে আক্রমণ করা হয়েছিল। এবার দ্বিতীয় চিঠিটি রচিত হয়েছিল ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী-তে। মাও-এর হাতে এ চিঠি পেঁছতে দুমাস সময় লাগে। এ চিঠিতে বলা হয়েছিল, শহর অঞ্চলের শ্রমিকদের মধ্যেই কাজকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। তাছাড়া শহরাঞ্চলে পার্টির পুনর্গঠন ও শ্রমিক নেতৃত্বের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মাও এবং চু-কে নির্দেশ দেওয়া হোল। তাঁদের বলা হোল, ঘাঁটি তৈরী করার প্রচেষ্টাকে ত্যাগ করতে। নির্দেশ এল, লালফৌজকে ভেঙে দিয়ে তাকে ছোট ছোট গেরিলা দলে ভাগ করে দিতে। আর সেসব গেরিলা দলকে 'গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়ে জনগণকে জাগ্রত করতেও বলা হোল। সেই সঙ্গে শহরের শ্রমিক ইউনিয়নগুলি পুনর্গঠন করার জন্য লি লি-সান মাও এবং চু-কে সাংহাই চলে আসার জন্য বললেন। তাছাড়া লি তাঁদের ভূমি-সংস্কার ও জমির পুনর্বণ্টন স্থগিত রাখতেও উপদেশ দিলেন। তাঁর মতে কৃষকেরা এর জন্য 'তৈরী ছিলেন না'।

স্বভাবতঃই এর অর্থ দাঁড়ায়, জানুয়ারী এবং এপ্রিলের মধ্যে যে সব কাজ হয়েছে তা পুরোপুরি নস্যাৎ করা। ইতিমধ্যে ভূমি-সংস্কার সাধনে মাও ১৯২৯ সালের এপ্রিলে সিংকুয়ো ভূমি আইনের খসড়া তৈরী করেছিলেন। মাও বলেছিলেন 'ভূমি আন্দোলনের এক বছরের অভিজ্ঞতার পর' ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বরে গৃহীত চিংকাংশান ভূমি আইনের মধ্যে কতগুলি ভুল রয়ে গিয়েছিল। এ আইনে কৃষি-অর্থনীতিতে অন্তর্বর্তী স্তরগুলির কোন স্থান ছিল না। মাও এবার ত্রুটি শুধরে নিলেন। নূতন ঘাঁটির রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক স্থায়ীত্বই এর উপর নির্ভরশীল ছিল। এ প্রসঙ্গে আরো বলা হয় যে, একটা নমণীয় বাস্তবধর্মী ভূমিবিপ্লব ছাড়া লাল-ক্ষমতা কখনো নিজেকে সংহত করতে পারে না,—পারেনা সরকার ও গণ-প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান-গুলি গড়তে। তাছাড়া লালফৌজের জন্য অর্থ সংস্থান, খাদ্য ও সৈন্যসংগ্রহও

করতে পারে না,—কিংবা গ্রামাঞ্চলে পার্টি সংগঠনের বিকাশও ঘটাতে পারে না।

মনে হয়, এরই পরিপ্রেক্ষিতে মে মাসে মাও, চু-তে এবং পেং তেহ্-হুয়াই জুইচিনে তিন দিনের এক সম্মেলন করেন। এ সম্মেলনের পরিণতিরূপে দেখা গেল যে, মাও সরাসরি লি লি-সানের বিরোধিতা করলেন না বরং নিজের সঙ্কল্প অনুযায়ী বাস্তবে ঘাঁটি গঠন করে চললেন। কিন্তু বহু স্থানীয় এবং লি-র মনোনীত পার্টি সদস্য তাছাড়া আত্মমর্যাদা ও প্রভাব ক্ষুণ্ণ গেরিলা সৈন্যাধ্যক্ষদের কাছে ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পলিটব্যুরোর নূতন নেতৃত্ব মাও-এর নীতিসমূহ এবং লাল শক্তির বিরুদ্ধে ছিল। এতে মাও-এর অসুবিধাই বেড়ে গেল। ফলে, এদিকে দলাদলির মনোভাবকে সম্বল করে মাও-এর প্রতি অবজ্ঞা বা বিরোধিতা করে কেন্দ্রীয় কমিটির আনুকূল্য লাভের চেষ্টায় দলের মধ্যে তোষামোদির ঘটনা চলতে থাকে। এ ধরণের কার্যকলাপ পরের গোটা বছর ধরে দ্রুততালে বেড়ে গিয়েছিল। এর ফলে, কুওমিনটাং এবং সমর নায়কদের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধেই কেবল মাও-কে লড়তে হয়নি—সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরামহীন লড়াই চলেছিল পার্টির অভ্যন্তরেও।

এপ্রিলের পাঁচ তারিখে মাও লি লি-সানের চিঠির জবাব দিলেন। ফের একটা জবাব দিয়েছিলেন মে মাসে। এ জবাবে, লালফৌজকে গেরিলা দলে ভাগ করে দেওয়ার ব্যাপারে তিনি ভিন্নমত প্রকাশ করলেন। তিনি লি লি-সানের চিঠির জবাবে লিখলেন যে, জনগণের লড়াকু অংশ নিয়ে যে স্থানীয় লালরক্ষীবাহিনী,—তাকে লি লি-সান লালফৌজের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন। 'এটা (ভেঙ্গে ফেলাটা) অবাস্তব......বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ইউনিটগুলি নিয়ে নেতৃত্ব বড়ই দুর্বল হয়ে পড়বে......ফলে পরাজয় ভোগ করবে। অবস্থা যত প্রতিকূল হবে সৈন্য শক্তিকে তত বেশী সংহত হওয়ার এবং নেতৃত্বের পক্ষে তত বেশী দৃঢ় সংগ্রাম চালানোর প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাবে। এইভাবেই শুধু আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে আভ্যন্তরীণ ঐক্য অর্জন করতে পারি। কেবল অনুকূল পরিস্থিতিতেই সৈন্যদের ভাগাভাগি সম্ভব, আর কেবল তখনই বাহিনীর সঙ্গে নেতৃত্বের থাকার প্রয়োজন হয় না।' সাংহাই যেতে মাও অস্বীকার করার প্রশ্নে এটাই হোল তাঁর ভদ্র পদ্ধতি।

'অসম বিকাশের' সম্পর্কেও আর একটি প্রশ্ন ছিল। মাও এ প্রশ্নে বলেন যে,—শহর এবং গ্রামাঞ্চলে সর্বত্র জনগণকে জাগাবার জন্য ছড়িয়ে পড়ায় কাজ হবে না। এক বা একাধিক অঞ্চল বেছে নেওয়াই হবে বরং উত্তম কাজ। আর সেখানে সংহত হয়ে রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি গড়ে তোলাই হবে বরং ভাল কাজ।

প্রকৃতপক্ষে লি লি-সান চেয়েছিলেন কৃষক আন্দোলনের গতিকে পিছিয়ে দিতে যতদিন না শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন তার নাগাল পায়। তাই তিনি মনে করেন যে, দু'টি আন্দোলনই একসঙ্গে চালাতে হবে কিংবা কৃষকশ্রেণী অপেক্ষা বরং শ্রমিকেরা আগেই আন্দোলন শুরু করবে। কারণ সর্বহারা নেতৃত্বকে বাদ দিয়ে ভূমি-বিপ্লব কখনও সফল হতে পারে না। তাঁর এই

বদ্ধমূল ধারণার সঙ্গে বাস্তবকে খাপখাওয়ানোর জন্য তিনি এরকমের একটি যুক্তি দাঁড় করলেন। মাও তাঁর নিজের মত জানিয়ে বললেন, 'আমাদের পার্টির কোনও সদস্যের পক্ষে কৃষকদের শক্তির বিকাশ দেখে ভয় পাওয়া ভুল হবে।' একটি ঘাঁটির গঠন প্রকৃতি ও তার অর্থনীতি ঘাঁটিটিকে বিস্তৃত করার জন্য 'এগিয়ে চলার তরঙ্গের' নীতি আর চলার পথে অবস্থা অনুযায়ী গতি স্থিরের প্রকৃতিও তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন যে,—'আমরা যে সব কৌশল গ্রহণ করেছি.........চীনে বা অন্যত্র অতীত বা বর্তমানকালে যে সব কৌশল নেওয়া হয়েছে, আমাদের কৌশলগুলি অবশ্য তাদের থেকে স্বতন্ত্র।'৫ এবার লি লি-সান অভিযোগ আনলেন কিংবা সে অপেক্ষা বরং বলতে চাইলেন যে, 'অন্যেরাই' এই অভিযোগ তুলেছে, কেননা তাদের শহরাঞ্চলের সংগ্রাম পরিত্যাগ করতে হয়েছে। কিন্তু অভিযোগ উঠলে হবে কি? মাও সে তুঙ কিন্তু নড়বার পাত্র নন্ কিংবা কথায় ভুলে গ্রামীণ ঘাঁটি ছাড়বার লোক নন্। চু-তেও সে মতেরই সমর্থক ছিলেন। তাই তাঁরা তাঁদের সংকল্পে অটল রইলেন (আক্ষরিক কথায়)। এরপর লি এ মত জানালেন যে, অভ্যুত্থান ঘটাতে লাল-ফৌজ হুনানে যাক্। এর জবাবে মাও লি'র দৃষ্টিগোচরে আনলেন যে, আগের বছর 'আগষ্ট মাসের পরাজয়ের ফলে' হুনানে গণভিত্তি নষ্ট হয়ে গেছে। সেহেতু আরও লোক নষ্ট করার কোন যুক্তি নেই। এরই ফলে ঘাঁটিতে এবং অন্যত্র লি লি-সানের সমর্থকেরা মাও-এর বিরুদ্ধে 'সামরিক হটকারিতা ও দস্যুবৃত্তির অভিযোগ' আনলেন।

এই পরিস্থিতির মুখে মাও এবার জুইচিন ঘাঁটি সম্প্রসারণ ঘটালেন। যুদ্ধের মধ্য দিয়ে লাল-ফৌজের শক্তিবৃদ্ধি করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কানচৌও দখলে আনলেন। পূব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে সর্বত্রই তাঁরা যুদ্ধ করলেন। 'গরীব লোকের' এই সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গে কৃষকেরাও যুদ্ধ করলেন। এ যুদ্ধে অশ্রুঝড়া রুদ্ধশ্বাস এই অন্ধকারাচ্ছন্ন মহান দেশে লালফৌজ আশার অতিরিক্ত কিছু বয়ে নিয়ে এলেন। এই লালফৌজ নিয়ে এলেন নিরানন্দ থেকে মুক্তির পথ। দেশের জমিদাররা শতকরা ৭০ ভাগ শষ্য নিয়ে নিত আর বাস করত বিলাসবহুল শহরের বুকে। এ অবস্থার মুখে মাও গ্রামের জনগণের মাঝে গেলেন, তাঁদের প্রশ্ন করলেন, আর ভূমি সংস্কারেব কাজ যাতে ভাল-ভাবে চলতে পারে তারই জন্য গড়ে তুললেন অনুসন্ধান কমিটি। তাঁর এ কার্য-প্রণালীর পদ্ধতিগুলি ছিল নমনীয় কিন্তু বাস্তবায়িত এবং অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এ সব কাজের ক্ষেত্রে গড়ে ওঠা কৃষক সমিতির উপদেশ চাওয়া হোত। আর এ সম্পর্কে লি লি-সান কোন মতলব ভাজার আগেই তিনি ঘাঁটিকে সংহতকরণ ও জনসমর্থনের জন্য দ্রুত কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

লি লি-সান কার্যতঃ সাংহাই-এ বসে অন্য কিছু ভাবছিলেন, সে সময় তিনি চীনে সোভিয়েত সরকারের জন্য একটা বিরাট সোভিয়েট কেন্দ্রের স্বপ্ন দেখছিলেন। সম্ভবতঃ উহানের আগেকার উৎসাহ-উদ্দীপনার কথা এবং সেখানকার শ্রমিকদের বিপুল সংখ্যার কথা মনে করে তিনি ভেবেছিলেন যে,

উহানের শ্রমিকেরা অভ্যুত্থান ঘটাবেন আর তাঁরা 'সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস' করবেন। ধীরে ধীরে তাঁর এই দিবাস্বপ্নই 'রাজনৈতিক রণনীতি'র রূপ নিল। উহানই হবে সোভিয়েত সরকারের কেন্দ্র (অবশ্যই তা লি লি-সান পরিচালিত)। আর সে কারণেই তাঁর সামরিক শক্তির দরকার আর তাই প্রয়োজন মাও এবং চু-তে'র লালফৌজকে।

এ অবস্থার মুখে দাঁড়িয়ে যেহেতু মাও সে তুঙ স্পষ্টই দেখতে পেয়েছিলেন যে লি লি-সানের এই নীতিই বিপর্যয়কে বয়ে নিয়ে আসবে, তাই তিনি লাল-ফৌজের পুনর্গঠনের জন্য এগিয়ে গেলেন। আর একাজে তিনি এগিয়ে গেলেন এ আশংকাতেও যে, লি হয়তবা তাঁকে এবং চু-তে'কে হটিয়ে দিতে চেষ্টা করতে পারেন। মনে হয় মাও আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, পার্টি এবং সৈন্যবাহিনী এ দুটোর উপরই নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য একটা দ্বৈত যুদ্ধ শুরু হবে। ইতিপূর্বে কিয়াংসিতে আসার আগেই সেখানে ছোট ছোট গেরিলা দলের অস্তিত্ব ছিল। তিনি এবার এই দলগুলিকে তৃতীয় লালফৌজের মধ্যে নূতন করে সংগঠিত করলেন। পশ্চিম ফুকিয়েনেও ঘাটি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে মাও ও চু-তে যুদ্ধ করেছিলেন এবং ঘাঁটিটিকে বাড়িয়েছিলেন। ইতিমধ্যেই সেখানকার গেরিলা দলগুলিকে নিয়ে তিনি একটি দ্বাদশ লালফৌজ গঠন করলেন। এই দ্বাদশ লালফৌজ বাহিনীর মধ্যেই সিংহু কুওমিনটাং সৈন্যদল যুক্ত হয়েছিল। এঁরা জুলাই মাসে চিয়াং কাই-শেকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে-ছিলেন এবং লালফৌজে যোগ দিয়েছিলেন। তার নিজের চতুর্থ বাহিনীর ৪,০০০ জন বা তারও বেশী লোক (নূতন সংগৃহীত লোক নিয়ে) ছিল। তারাই চিয়াংকাংশান থেকে বেরিয়ে অসাধারণ পথ পরিক্রমা করে এলেন। তাছাড়াও তৃতীয় ও দ্বাদশ বাহিনীর লোক ধরে তার হাতে তখন তিনটি সেনাবাহিনী এবং প্রায় ১০,০০০ জন সৈন্য ছিল।

এই চতুর্থ বাহিনী মাও সে তুঙ-এর সামরিক শক্তির কেন্দ্র হয়ে রইল। এ বাহিনীই ছিল তাঁর ক্ষমতার স্তম্ভ। তাছাড়া এটি ছিল অফিসার ও রাজ-নৈতিক শিক্ষণ এবং কর্মী গড়ে তোলার সবচেয়ে ভাল শিক্ষাক্ষেত্রও বটে। চতুর্থবাহিনীতে একটা সময়কাল কাটাবার পর রাজনৈতিক এবং সামরিক কর্মীরা অন্য বাহিনীর সৈন্যদের সামরিক ও রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে যেতেন। আর এভাবেই তারা অন্য বাহিনীর সঙ্গে একটা যোগাযোগ সুনিশ্চিত করে তুলতেন। যার ফলে বিভিন্ন সৈন্য দলগুলি কেন্দ্রীয় কার্যা-লয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং মাও-এর পরিচালনাধীনে আনা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এই পুনর্গঠনের কাজেও বাধা এল। আর সে বাধাদানের ব্যাপারটি শীঘ্রই মাথা তুলল লি ওয়েন-লিং-এর মত লোকদের কাছ থেকে। এই লি ওয়েন-লিং-কে মাও এবং চু-তে'র আসার পরই হটে যেতে হয়েছিল।

১৯২৯-এর জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় কমিটি কমিনটার্ণ থেকে একটা চিঠি পেল। এই প্রথম চিঠিতে মাও-এর নামোল্লেখ ছিল। আর তা ছিল প্রশংসাসূচক। কিন্তু বিভিন্ন ঘাঁটি বা যেগুলিকে সোভিয়েত বলা হোত

সেখানে 'সমৃদ্ধ কৃষক' নীতির সমর্থন করে যিনি নির্দেশাদি পাঠিয়েছিলেন সেই লি লি-সান সম্বন্ধে এ চিঠিতে মোটামুটি অপ্রীতিকর মন্তব্যই করা হয়েছিল।

কমিনটার্ণের এ চিঠিটি ছিল লি লি-সানের প্রতি একটি চপেটাঘাত। ধনীকৃষকদের সঙ্গে একটা মৈত্রী সম্পাদন করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে এবং মাও-এর ভূমি-আইন বাতিল করে দিয়ে মাও-কে তিনি একটা চিঠি লিখেছিলেন।৬ হত্যা ও জ্বালানো-পোড়ানো ইত্যাদির বাড়া-বাড়ি না করার জন্য মাও-কে ইতিপূর্বেই ভর্ৎসনা করা হয়েছিল। মধ্যবর্তী শ্রেণীদের স্বপক্ষে আনার জন্য মাও ইতিপূর্বেই, অর্থাৎ ১৯২৮ সালের নভেম্বরে নির্বিচার হত্যা এবং জ্বালান-পোড়ান নিষিদ্ধ করেছিলেন। তাছাড়া কর্মীদের তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন মাঝারি এবং ছোট ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষা করতে। ১৯২৯-এর এপ্রিলে সিংকুয়ো ভূমি-আইনের খসড়াটিতে পাইকারীভাবে জমি বাজেয়াপ্ত করার বদলে 'সরকারী জমি ও কেবল বৃহৎ জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করার' কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু ধনী কৃষকদের ছাড় দেওয়ার অর্থ তাদের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে নয়। যাইহোক, কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতি আনুগত্য পোষণ করতেন এমন অনেক ছোট ছোট গেরিলা এলাকার সেন্যাধ্যক্ষরা 'সমৃদ্ধ কৃষক' ভূমি-আইন অনুসারে কাজ করেছিলেন।

কমিনটার্ণের চিঠিটি লি লি-সান গ্রাহ্যই করেন না।৭ এতে সমৃদ্ধ কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রীকে অনুমোদনের অযোগ্য বলা হয়েছিল। আর সম্পূর্ণ পাল্টাভাবে জোর দিয়ে বলা হোল 'সমৃদ্ধ কৃষকদের নেতৃত্বের সম্ভাবনার কথা...... যদি কৌশলগতভাবে গরীব কৃষকেরা হলেন প্রধান শক্তি আর মাঝারি কৃষকেরা হলেন তাঁদের মিত্র।'

এটা আদৌ সঠিক নীতি ছিল না। কেননা এই সময়ে স্তালিন রাশিয়ার কুলাক বা ধনী কৃষকদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু লি লি-সানের পতনের এটাই মূল কারণ নয়। মূল কারণটা হোল বিপ্লবের বাস্তব অবস্থাটাকে আদৌ বুঝতে না পারা। তাছাড়া এ প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, চীনের পরিস্থিতির বাস্তব অবস্থার সম্বন্ধে লি লি-সানের কোনও সঠিক ধারণাই ছিল না। 'সর্বহারা'র কথাটিতেই তিনি আবদ্ধ ছিলেন। কৃষকদের বিপ্লবী শক্তিমত্তার কথা একবারও তিনি ভাবলেন না। সর্বোপরি তিনি মাও-এর লালফৌজের উপর নিয়ন্ত্রণ চাইলেন। কিন্তু লালফৌজ যে প্রকৃতই কিরকম বা তারা কি কাজ করে সে বিষয়ে তার কোন ধারণাই ছিল না। সাধারণ সদস্যের সঙ্গে নেতৃত্বের, অভ্যুত্থানের সঙ্গে সংগঠনের এবং লালরক্ষী ও লালফৌজের ভূমিকার সঙ্গে নিয়মিত সৈন্যদলের ভূমিকাকে তিনি গুলিয়ে ফেলেছিলেন। এই প্রশ্নে মাও ধৈর্য্য-সহকারে ব্যাখ্যা করে বললেন, 'লালফৌজের জন্য নিয়ম হোল কেন্দ্রীকতা আর লালরক্ষীর জন্য নিয়ম হোল ছড়িয়ে পড়া'। আর চিং-কাংশানে অবস্থানকালে তিনি লিখেছিলেন, 'লাল রাজনৈতিক শক্তির অস্তিত্বের একটি প্রয়োজনীয় সর্ত হোল যথেষ্ট শক্তিশালী একটি নিয়মিত লালফৌজের

অস্তিত্ব.........।' 'কৃষি আর্থভিত্তিপ্রধান দেশ চীনে বিপ্লবের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হোল অভ্যুত্থান গড়ে তোলার সামরিক ক্রিয়াকলাপের প্রয়োগ'। কিন্তু এটা এলোমেলোভাবে, 'ভ্রাম্যমান গেরিলা দলগুলির' পদ্ধতি প্রয়োগ করে কখনও করা যায় না।

তাই, অব্যর্থভাবেই মাও লিকে তাঁর জবাব দিয়েছিলেন। আর সে জবাবটি ছিল যুক্তিপূর্ণ এবং শিষ্টাচার সম্মতও বটে। এদিকে লি তাঁর আচরণে যত বেশী অসম্মন্ধ হয়ে উঠলেন ঠান্ডা মাথায় মাও আরও বেশি সতর্ক হয়ে উঠলেন। মাও লি লি-সানের মানসিক শক্তি সম্পর্কে ঠিক কী ভাবতেন তা কখনও কাউকে বলেন নি। কিন্তু যে কেউ এটা আন্দাজে বুঝতে পারেন।

চৌ এন-লাই ষষ্ঠ কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। আর সে সময় লি লি-সান, সাই হো-সেন এবং অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও পলিটব্যুরোতে মনোনীত হয়েছিলেন। তারপর থেকেই তিনি লি'র মতবাদের ত্রুটি ও যুক্তিহীনতাগুলি দেখাতে শুরু করলেন। ১৯১৯-এর জুন মাস থেকে লি লি-সানের সঙ্গে চৌ এন-লাই-এর মতপার্থক্য শুরু হয়। পরবর্তীকালে এই মতবিরোধ এমন এক পর্যায়ে ওঠে যে, শোনা যায়, তাঁদের উভয়ের দেখা হলে নীতিগত বিষয় নিয়ে ঝগড়া ছাড়া কোন নীতি নির্ধারণই সম্ভব হোত না।৮

১৯২৯-এর জুন মাসে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ষষ্ঠ কংগ্রেসের দ্বিতীয় প্লেনামের অধিবেশন হয়। সে সময়েই লি লি-সানের অস্থিরচিত্ততার লক্ষণ যথেষ্ট দেখা গিয়েছিল। তিনি সে সময় ষষ্ঠ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি থেকে সরে এসেছিলেন। তবে ইচ্ছে করে না কেবল বুঝতে পারেননি বলে একাজ করেছিলেন একথা কেউ বলতে পারেন না। তিনি এবার 'ছুটকানো' এবং 'ব্যাপক গেরিলা আক্রমণ' থেকে মত বদলালেন। আর তার পরিবর্তে তিনি শহরকেন্দ্রিক রণনীতি অর্থাৎ প্রধান শহরগুলি আক্রমণের জন্য সৈন্য সমাবেশের নীতির দিকে ঝুঁকলেন। সম্ভবতঃ এভাবেই তিনি মাও-এর গড়া ফৌজের উপর দখলজারীর আশা করেছিলেন। তাছাড়া তিনি হয়তবা শহর দখলের পরিকল্পনাও করেছিলেন। এই সব প্রশ্নে সবচেয়ে অস্বাভাবিক এবং মজার ব্যাপার হোল এই যে, তিনি যে তলিয়ে যাচ্ছেন সেটাই তিনি বুঝতে পারছিলেন না। কমিনটার্ণ তখন অন্য যে কোন সমস্যার চেয়ে রাশিয়ার মৌলিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার সমস্যাটির সঙ্গে বেশী করে জড়িয়ে পড়েছিল। তা সত্ত্বেও কমিনটার্ণ অক্টোবরে আবার নূতন একপ্রস্থ নির্দেশনামা পাঠালো। আর সে নির্দেশনামায় শহর এবং গ্রামাঞ্চলে ধর্মঘট ও গেরিলা আক্রমণ বাড়িয়ে তুলতে বলা হোল।

তবে, চীনের পরিস্থিতি বিচার না করেই রাশিয়ার স্বার্থের সঙ্গে খাপ খাইয়ে কমিনটার্ণের ঐ নির্দেশনামাটি নির্ণীত হয়েছিল। এর মূলে ছিল পূর্ব রেলপথের সঙ্কট। মাঞ্চুরিয়ায় তখন চীনা সমরনায়ক সরকার বর্তমান ছিল। সে সরকার মাঞ্চুরিয়ার এবং উত্তর চীনের সোভিয়েট বাণিজ্যিক দূতাবাস আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গেই চীনের পূর্ব রেলপথটি দখল করে নেবার চেষ্টা

করেছিল। কিন্তু চীনের পূর্ব রেলপথটি তখনও রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে ছিল।৯ সে সময় একটা প্রায় যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিল। জেনারেল গালেন রাশিয়ার দূর প্রাচ্যের সৈন্যবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হলেন।১০ তিনি ব্লুচার নামেও পরিচিত ছিলেন। ১৯২৫ এবং ১৯২৬ সালে ওয়াংপু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কুওমিনটাং-এর উপদেষ্টাও ছিলেন তিনি। তবে এ ঘটনাটি প্রায় এক বছর ধরে গড়ায়। শেষ পর্যন্ত মীমাংসা ঘটে আপোষ-আলোচনায়। এই অবসরে মাও সে সে তুঙের লালফৌজকে তাঁর নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজের হাতে নিয়ে আসার আর এক দফা চেষ্টা চালান লি লি-সান। আর সেহেতু তিনি এ সংকটটিকে নিজের স্বার্থে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেন। এ সময়ে তিনি 'আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ এবং তার মিত্র চিয়াং কাই-শেক'এর বিরুদ্ধে 'সারা জাতির অভ্যুত্থানের' ডাক দেন। এদিকে জুইচিনে মাও-এর ঘাঁটি যতই বেড়ে যেতে এবং পোক্ত হতে লাগল ততই ক্ষমতার কেন্দ্র বদল বিষয়ে লি লি-সান অস্বস্তির সঙ্গেই বেশ সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করলেন। ইতিমধ্যেই কিয়াংসি-ফুকিয়েন সীমান্ত এলাকাটি স্বাধীন সরকার বলে অভিহিত হয়েছিল। এ এলাকাটি অনেক ছোট ছোট গেরিলা এলাকার সম্মিলনে গঠিত ছিল। সেই এলাকাটিই তখন তাঁর নজরে এসে গেল। কেননা ইতিমধ্যেই পলিটব্যুরোর সাংহাই সদর-দপ্তরের চেয়েও এর মর্যাদা অনেক বেশী বেড়ে গিয়েছিল। এই অবসরে, 'বিশেষ করে মাঞ্চুরিয়া আর মাও এবং চু-এর এলাকায় গেরিলা যুদ্ধের শক্তিবৃদ্ধি এবং তার বিস্তার ঘটাও' এই মর্মে অক্টোবর মাসে পাঠানো কমিনটার্ণের চিঠি আসার সঙ্গে সঙ্গেই লি মনে বেশ জোর পেলেন। এই সূত্রে বলা হোল, 'গুরুত্বপূর্ণ বড় শহরগুলি দখল করার কাজটি এড়িয়ে চলার আগেকার নীতিটি বদ্‌লে ফেলতে হবে।...... আমরা অবশ্যই বড় শহরগুলি আক্রমণ করব এবং এমনকি দখল করব।'

ঠিক সেই সময়ে স্টালিন ট্রট্‌স্কি-পন্থীদের বের করে দেবার আদেশ দিলেন। ইতিমধ্যেই মস্কো থেকে কিছু চীনাছাত্র ট্রট্‌স্কির অনুগামী হয়ে ফিরে এসেছিলেন। তাই চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যেকার ট্রট্‌স্কি-পন্থীদের সামগ্রিকভাবে বহিষ্কার করে দেবার জন্য লি লি-সান একটা নির্দেশও পাঠালেন।

যুদ্ধের সময়ে ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মাও এদিকে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এর ফলে, ১৯২৯ নভেম্বর পর্যন্ত তিনি প্রায় অকেজো হয়ে পড়েছিলেন। আর মাও-এর এই অক্ষম অবস্থায় চু-তে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশগুলি মেনে চলতে শুরু করেন। ফলে, তারই ভিত্তিতে 'গণজাগরণের' নিমিত্ত তিনি গেরিলা যুদ্ধ করে চষে বেড়ালেন। মাও তাঁর অসুস্থ শরীরেই স্ট্রেচারে ঘুরে ঘুরে রাজনৈতিক কাজ-কর্ম করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। এ অবস্থাতেই তিনি ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠলেন। অবশ্য পরবর্তী কয়েক বছর ধরেই তাঁকে মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়ায় ভুগতে হয়েছিল। ইতিমধ্যে চু-তে'কে কিছু কিছু পরাজয় ভোগ করতে হোল্। অবশেষে তিনি ঘাঁটিতে ফিরে এলেন।

তবে সৈন্যবাহিনীর একটি মাত্র অংশকে তিনি তাঁর সঙ্গে নিয়েছিলেন। তাই মূলতঃ যা ক্ষতি হোল তা তুলনামূলকভাবে ছিল কম। তবে এতে চু-তে বুঝলেন যে লি লি-সান সত্যি ভুল করছেন। তথাপি, কমিনটার্ণ থেকে যে সব আদেশ আসত এবং যে সব আদেশের উপর কমিনটার্ণ জোর দিত চু-তে তা অমান্য করতে পারতেন না।

১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বরে লি লি-সানের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় কমিটি মাও সে তুঙ-কে এক নির্দেশপত্র পাঠালেন। সে নির্দেশপত্রে তাঁকে বলা হোল, যেন চতুর্থবাহিনীর পার্টি সংগঠনের মধ্য থেকে অ-সর্বহারা ধারণাসমূহ দূর করে দেন। তাছাড়া ঐ নির্দেশপত্রে অবিলম্বে একটি রাজনৈতিক কমিশারিয়েট প্রতিষ্ঠার কথাও বলা হোল। লি'র মতে, পার্টি তখনও 'অ-সর্বহারা ভাবধারায় সংক্রামিত' তাছাড়াও 'ট্রট্স্কিবাদী', 'কৃষক মানসিকতা' এবং ঐ ধরণের আরও নানা কিছু দ্বারা ছিল সংক্রামিত। তাই অবিলম্বে এগুলি দূর করতে বলা হোল এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৯-এর ডিসেম্বরে কুতিয়েনে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে পেশ করা খসড়া রিপোর্টও ছিল লি-এর বক্তব্যের উপর মাও-এর জবাব। এ সম্মেলনটি চতুর্থ লালবাহিনীর প্রতিনিধি এবং পার্টি কর্মীদের নবম কংগ্রেস নামে অভিহিত ছিল।

ফলে, লালফৌজের কাছে কুতিয়েন সম্মেলন একটা ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে রইল। মাও-এর প্রস্তাবগুলি পরবর্তী চল্লিশ বছর ধরে বহুবার পুনঃ প্রকাশিত হয়েছে। শেষ বার হয়েছে ১৯৪১ সালে। চীনের লালফৌজের প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মী এবং সামরিক কর্মকর্তাদের কাছে এগুলি ছিল অবশ্য পাঠ্য।

কুতিয়েন ছিল একটি ছোট শহর। পর্বতমালায় সুরক্ষিত একটি সুন্দর উপত্যকা জুড়ে এ শহরটি গড়ে উঠেছে। এর চিত্রবৎ মন্দির আর জমিদার বাড়ি-গুলিতে চীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন ব্যক্তি সে সময় দশ দিনেরও বেশীকাল অতিবাহিত করেছিলেন। কিন্তু সে সময় সেখানে কী ঘটেছিল তার কোন প্রকৃত বিবরণ জানা নেই। আমরা যতদূর জানি, মাও সে তুঙ ও লি লি-সানের মত ও পথের মধ্যে যে লড়াইটা দীর্ঘকাল চলছিল তা আগের চেয়ে তখন আরও প্রকাশ্যে এসে যায়। এর উপর সে সঙ্গে জড়িত ছিল সৈন্যবাহিনীর উপর পার্টির নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটিও। তাছাড়া জড়িত ছিল, রাজনৈতিকপন্থা বনাম নির্ভেজাল সামরিক পন্থার লড়াই। লালফৌজের অস্তিত্ব বজায় রাখার যেসব যুক্তি ছিল, ঠিক সে যুক্তিই এ সম্মেলনে ব্যাখ্যাত, বিধিবদ্ধ ও বিন্যস্ত করা হয়েছিল। এখানে নির্ধারিত হয়েছিল সৈন্যবাহিনীতে পার্টির নিয়ন্ত্রণ ও নেতৃত্বের ব্যাপার। আর নির্ধারিত হয়েছিল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এবং সৈন্যদ্বারা জনগণের মধ্যে শিক্ষাদান এবং রাজনৈতিক কাজ পরিচালনার ব্যাপার। যে ব্যাপারটির সূচনা 'শরতের ফসল তোলার অভ্যুত্থানে' সম্ভব হয়েছিল। আর তা সম্ভব হয়েছিল চিংকাংশানে চু-তে যখন মাও সে তুঙ-এর সঙ্গে যোগ দেন—সেই সময়কার মাওপিং সম্মেলনে যা প্রথম স্বীকৃতি পেয়েছিল তারই পরি-ণতিতে। যার লক্ষ্য ছিল 'দেশের স্বাধীনতা ও আমাদের (চীনের) জনগণের

মুক্তির জন্য নিবেদিতপ্রাণ একটি শিক্ষিত ও সচেতন বিপ্লবী সেনাবাহিনী গঠন।' সে সম্মেলনে সৈন্যবাহিনীর রাজনৈতিক শিক্ষার সমস্ত দিক এবং পার্টি ও সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সম্পর্কের বিষয় নিয়েও মাও আলোচনা করেছিলেন। পরের চার দশক ধরে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যখনই সংশোধনের জন্য আন্দোলন চলত তখন কুতিয়েনের সিদ্ধান্তসমূহই মূল দলিল হিসাবে পুনর্বিবেচিত হোত।

কুতিয়েন সম্মেলনে মাও লি লি-সানের নীতিগুলি প্রসঙ্গে বক্রোক্তিতে সমালোচনা করেছিলেন। বলেছিলেন, 'কিছু লোক ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান গেরিলা কার্যকলাপের দ্বারা আমাদের রাজনৈতিক প্রভাব বাড়াতে চান। কিন্তু তাঁরা ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলা বা জনগণের রাজনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠার কঠিন দায়িত্ব নিতে অনিচ্ছুক।.........

জনগণের সঙ্গে থেকে কঠিন সংগ্রাম চালিয়ে যাবার মত ধৈর্য্যের অভাব আছে অনেকের। তাঁরা কেবল ভোজ-এর জন্য বড় বড় শহরে যেতে চান।...... এ ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হোল লালফৌজ ও পার্টি সংগঠনের মধ্যে মতাদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে এ রকম চিন্তাধারার সমূলে উৎপাটন করা......।'

'পার্টির মধ্যে ভুল চিন্তাধারার সংশোধন প্রসঙ্গে'১১ মাও প্রদত্ত ভাষণের সংক্ষিপ্ত আকারেই কুতিয়েন সম্মেলনে এটি সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হয়েছিল। এতে মনে হয়, প্রচন্ড বাধা সত্ত্বেও মাও জয়লাভ করেছিলেন। ১৯৪৪ সালে জানুয়ারীতে ছাপা আকারে প্রকাশের আগে পর্যন্ত ভাষণের সম্পূর্ণ বয়ান আর ছাপা আকারে পাওয়া যায় নি। তাই ইয়েনানে সেই সংশোধন করার অভিযানের কালে লালফৌজের পার্টি সদস্যদের প্রয়োজনে এর একটি বিশেষ সংস্করণ ব্যবহৃত হোত।১২

এই কুতিয়েন সিদ্ধান্তসমূহ 'লালফৌজকে সম্পূর্ণভাবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে এবং সাবেকী আমলের সৈন্যবাহিনীর সমস্ত প্রভাব মুছে ফেলতে শক্তি জুগিয়েছিল। আর এটি কেবল চতুর্থ-বাহিনীতেই নয়,—লালফৌজের অন্য সব শাখাতেও পর পর এটি কার্যকর হয়েছিল।'

'যে সব কমরেড সামরিক কার্যকলাপ এবং রাজনীতিকে পরস্পর বিরোধী মনে করেন এবং সামরিক কার্যকলাপকে রাজনৈতিক লক্ষ্যসাধনের একটা উপায়-মাত্র এটা ভবতে যাঁরা অস্বীকার করেন তাদের এই বিশুদ্ধ সামরিক দৃষ্টি-ভঙ্গীরও' মাও সে তুঙ সমালোচনা করেন। তিনি আরও বলেন যে, 'কেউ কেউ সামরিক কার্যকলাপকে রাজনীতির উপর স্থান দেন।......তাঁরা মনে করেন যে শ্বেত-সেনাবাহিনীর মতই লালফৌজেরও কাজ হচ্ছে কেবল যুদ্ধ করা। তারা একথা বুঝতে চান যে চীনের লালফৌজ হচ্ছে বিপ্লবের উদ্দেশ্যসাধন করার একটা সশস্ত্র অঙ্গ।...... শত্রুর সামরিক শক্তি নাশ করার সংগ্রাম ছাড়াও জন-গণের মধ্যে প্রচার চালানো, জনগণকে সংগঠিত করা, তাদের সশস্ত্র করা, তাঁদের

বিপ্লবী রাজনৈতিক শক্তিপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা এবং পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্বও এদের পালন করা উচিত।...... আর এ সমস্ত বাস্তব লক্ষ্য ছাড়া যুদ্ধের কোনও মানেই থাকে না, আর লালফৌজের অস্তিত্বের প্রশ্নে কোন যুক্তিও থাকতে পারে না।'

তাছাড়াও (জয়ে মোহগ্রস্ত এবং পরাজয়ে হতাশা) দলবাজি, সুবিধাবাদ, বিপ্লবী ভাবাবেগের প্রচন্ডতা ('জনগণের মধ্যে ছোটখাট ও খুঁটিনাটি কাজ করার' চেয়ে বড় বড় কাজ করার প্রবণতা) প্রভৃতি আত্মগত প্রবণতা সংশোধনের প্রস্তাব মাও রাখলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বললেন যে, এর সবগুলি প্রবণতাই আসে নীচু রাজনৈতিক মান, ভাড়া খাটার মনোবৃত্তি এবং জনগণের ওপর আস্থার অভাব থেকে। কিন্তু 'সামরিক ক্রিয়াকান্ডে সক্রিয়ভাবে যোগ দেওয়া বা তা আলোচনার ক্ষেত্রে পার্টির ব্যর্থতাই' এই অবস্থা সৃষ্টির মূলে দায়ী ছিল। আর এটা ছিল তাই সাংহাইয়ের পলিটব্যুরোর একটি কলঙ্ক কেননা তাঁরা কোন রিপোর্টের জবাব দিতেন না, আর এমন সব প্রতিনিধি পাঠাতেন যাঁরা হাতে-কলমে যে সব কাজ করা হোত সে বিষয়ে কিছুই জানতেন না। তাছাড়া যাঁরা ভালভাবে বাঁচতে চাইতেন মাও তাঁদেরও সমালোচনা করেন। তাছাড়া ('যাঁরা সব সময়েই আশায় থাকেন, তাঁদের দলটি বড় শহরে ঢুকে পড়বে—এবং নিজেরা বেশ মজা উপভোগ করবে') আর নিষ্ক্রিয়তা, প্রতিশোধ-বৃত্তি (অর্থাৎ তোমাকে যেভাবেই হোক জবাব দেবার ব্যবস্থা করবই এ ধরণের মানসিকতা) পিছন থেকে ছুরি মারা, সভায় কথা না বলা, বিদ্বেষপূর্ণ ব্যক্তিগত আক্রোশ পোষণ ইত্যাদি মানসিকতারও তিনি সমালোচনা করেন।

মাওয়ের অভিমত ছিল যে, কোম্পানী স্তরে পার্টির শক্তি সঞ্চার করা 'রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক ভাবধারার' দিকে সমস্ত পার্টি সদস্যের মনোযোগ চালিত করা, 'সামাজিক-অর্থনৈতিক তথ্যানুসন্ধান ও বিশ্লেষণ' চালানো, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার পথ প্রশস্ত করা ইত্যাদির মধ্যদিয়েই ঐ সমস্ত ত্রুটিগুলি দূর হতে পারে। অথচ সে সময় এমন একটা প্রতিকূল পরিবেশেও মাও-এর অসাধারনত্ব হোল এই যে, তাঁর মনে প্রবল আস্থা ছিল, যদি কেউ ধৈর্য্যসহকারে অবিশ্রান্তভাবে কেবল যথার্থ শিক্ষা দিয়ে যান তা হলে মানুষের মধ্য থেকে সব ত্রুটীকেই এই 'শিক্ষার মাধ্যমে' দূর করা সম্ভব হয়।১৩ এসব পদ্ধতি ছাড়াও, মাও সদস্যপদ প্রার্থীদের পার্টিতে সদস্যপদ দেবার জন্য নূতন নিয়মাবলী প্রস্তুত করেন। আগে ঘাঁটিগুলিতে পার্টি সদস্যদের বেশীর-ভাগ সদস্যই লালফৌজ থেকে এসেছিলেন। তাই, তিনি সৈন্যদের কমিটি এবং সৈন্যদের প্রতিনিধি সম্মেলনের উপর জোর দিতে লাগলেন। এতে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে গণতন্ত্র প্রবর্তিত হোল। সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্খলা সম্পর্কে এক নূতন ধারণার সৃষ্টি হোল। তাই শৃঙ্খলার প্রশ্নে কোন বলপ্রয়োগেরই দরকার হোল না। আর এই শৃঙ্খলাবোধ গড়ে উঠল আদর্শগত স্বীকৃতি আর নূতন বোধশক্তিকে ভিত্তি করে। সৈন্যদের সম্মেলনগুলি ছিল 'সবচেয়ে শক্তিশালী শিক্ষাপ্রণালী'।

এ সম্মেলনে সব রকমের পদমর্যাদা সরিয়ে ফেলা হোত। প্রতিনিধিদের থাকত স্বাধীন মত প্রকাশের সম্পূর্ণ ক্ষমতা। বহু বছর ধরে মাও সে তুঙের বহু ব্যবহৃত উক্তিগুলির মধ্যে অন্যতম উক্তিটি হোল 'কমিউনিষ্টরা সব সময়েই তাদের মাথা খাটাবেন সব সময়েই তারা চিন্তা করবেন'। সৈন্যবাহিনী দ্বারা ভূমি-সংস্কার কার্যকর করার ব্যাপারে অনেক খুঁটিনাটি ও বিস্তারিত পরিচ্ছেদ ছিল। পার্টি এবং লালফৌজ এই উভয় সংগঠনকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভূমি-বিপ্লব ছিল প্রধান বিষয়। এ সবের পুনরুবৃত্তি ঘটাতে মাও কখনও ক্লান্তিবোধ করতেন না। এ ছাড়াও তিনি কুতিয়েন সম্মেলনে পার্টির সেই সমস্ত সদস্যকে বহিষ্কার করতে মনস্থ করলেন :

যাদের রাজনৈতিক মতামত ভ্রান্ত,
যারা শুধু খাওয়া-দাওয়া ও উঁচুমানের জীবন-ধারণ চায়,
যারা আফিম খায় আর জুয়ো খেলে,
যারা বিদেশের অর্থ নিয়ে ধনী হতে চায়,
যারা প্রায়ই অপরাধ করে এবং তা সংশোধন করতে অস্বীকার করে।

. ইতিমধ্যে যে সব পার্টি সদস্য দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিলেন মাও সে তুঙ তাঁদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার এই চেষ্টা করেছিলেন। আর রেহাই চাইছিলেন তাঁদের হাত থেকেও যাঁরা শহরে যেতে চান আর সেখানে ভালভাবে থাকতে চান। অর্থাৎ কিনা লি লি-সানের অনুগামীদের হাত থেকে তিনি রেহাই পেতে চেয়েছিলেন। ফলে, লড়াই এবার প্রকাশ্যে চলতে শুরু করল। আর এভাবেই লি লি-সানের দেওয়া বহিষ্কারের আদেশের বিরুদ্ধে এই কুতিয়েন সম্মেলনকেও দেখা যেতে পারে মাও-এর পাল্টা জবাব হিসাবে।

১৯৩০-এর ৭ই ফেব্রুয়ারী মাও সে তুঙ দক্ষিণ কিয়াংসিতে একটি সম্মেলন ডাকলেন। সে সম্মেলনে কুতিয়েন সম্মেলনের জের টেনে ভূমি-নীতির প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। এই নূতন ভূমি-আইনে দুটি ধারা অঙ্গীভূত করলেন (১) যাদের কম জমি আছে তাদের সাহায্যের জন্য যাদের বেশী আছে তাদের থেকে জমি নাও। (২) যাদের জমি অনুর্বর তাদের সাহায্যের জন্য যাদের উর্বর জমি আছে, তাদের থেকে জমি নাও।১৪ নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবা নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার ও ভাগের উপরও তিনি জোর দিলেন। কিন্তু এই আইনটি লি লি-সানের অনুরাগীদের প্রবল বিরোধীতার মুখে পড়েছিল। তাছাড়া এই আইনটি তাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাতও হোল। ১৯৩০ সালে জুলাই মাসে মাও ছিলেন বাইরে। আর তাঁর এই অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তারা মাও-এর নূতন ভূমি-আইনের পরিবর্তে 'সমৃদ্ধ কৃষকদের' পক্ষে এক নূতন নীতি গ্রহণ করলেন।

লি লি-সান তাঁর নিজের অনুগামীদের কাছে যেটাকে মাও-এর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার সংকেত স্বরূপ দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন মাও সেটাকেই নিখুঁতভাবে পার্টির মধ্যকার ভ্রান্তধারণার মুখোশ খুলে দেবার দিকে মোড়

ফেরালেন। জনগণের মধ্যে কাজ, ব্যক্তিগত দুর্নীতিহীনতা এবং গ্রামাঞ্চলে চাকচিক্যহীন অথচ দৃঢ় সংহতি গড়ে তোলার উপর বেশী জোর দিতেন বলেই মনে হয় ঘাঁটিতে অনেক সৈন্যাধ্যক্ষ এবং পার্টি প্রতিনিধি লি'র সমর্থক ছিলেন। ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বরে লি লি-সান যে বহিষ্কারের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তার কারণ হয়ত বা তিনি ভেবেছিলেন মাও তখন মৃত বা মরণের মুখে। তাই এই আন্দাজে তিনি ট্রট্স্কিপন্থীদের বহিষ্কারের উপলক্ষ্যটিকে তিনি মাও সমর্থকদেরও নিশ্চিহ্ন করার কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। মাও-এর এই মৃত্যু-রটনা সেই শেষ ঘটনা নয়। এমনকি তাঁর শোক সংবাদ (অতি প্রশংসিত-ভাবে) রাশিয়াতেও প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু মাও লি লি-সানের এই 'অবাঞ্ছিত ব্যক্তিবর্গের বিতারণ' পদ্ধতিটিকেই তাঁর নিজস্ব ধাচের কর্তৃত্বকে আরও শক্তিশালীভাবে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে ব্যবহার করেছিলেন।

১৯৩০ সালের বসন্তকালে কমিনটার্নের সিদ্ধান্তসমূহের সঙ্গে লি-এর মত পার্থক্য এক ব্যাপক আকার নিল। ফলে, ন্যায়-অন্যায় কর্তব্যা-কর্তব্য-বিচারের কোন কিছুই আর সে ফাঁক পূরণ করতে পারল না। স্পষ্টই দেখা গেল যে, তাঁর আবেগপ্রবণ স্বভাবটাই নিজেকে সংশোধন করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াল। লি সে সময়ে আর একটি সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সাংহাই থেকে উহানে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে একটি অভ্যুত্থান ঘটিয়ে উহান দখলের প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন উহানকে একটি শহর-ঘাঁটিতে পরিণত করতে। যেটি হবে 'চীনা সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের' একটি রাজ-ধানী শহর। লি'র মতপার্থক্যের এ ফারাক যে কেবল মাও-এর সঙ্গেই ছিল তা নয়, চৌ এন-লাইয়ের সঙ্গেও ক্রমে সে ফারাক খুব বেশী ঘটতে থাকে। এর ফলে, তিনি অতিরিক্ত একগুঁয়ে হয়ে উঠলেন। তিনি এক সময় চৌ এন-লাইকে বলেছিলেন যে, আজ চীনের মুক্তির জন্য যা দরকার তা হোল একজন লেনিনের। আর তার পরদিনই তিনি চৌ এন-লাইকে কথাচ্ছলে নাকি বলে-ছিলেন সম্ভবতঃ তিনিই সেই চীনের লেনিন। তিনি আয়নাতে তাঁর নিজের চেহারা দেখতেন আর লেনিনের ভঙ্গীর অনুশীলন করতেন।১৫

তবে একথা ভাবার কোন কারণ নেই যে লি লি-সানের কোন সমর্থন ছিল না। তাঁর তা ছিল। কেননা 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা এবং শহর দখল করার' এ শ্লোগান বহু পার্টি সদস্য এবং লালফৌজের অফিসারদের কাছেও অসম্ভব মনে হোত। সে সময় মাওকে তাই মন্তব্য করতে হয়েছিল (আর ১৯৪৯ সালে এ মন্তব্যটি পুনরাবৃত্তি করেছিলেন) যে বহু লোকই কমিউনিষ্ট পার্টিতে আন্তরিকতার সঙ্গে যোগ দেননি যোগ দিয়েছেন তাঁরা সাংগঠনিকভাবে। বিপ্লবের জন্য কাজ করা এদের লক্ষ্য ছিল না, লক্ষ্য ছিল এদের আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করা।

১৯৩০ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী লি একটি সার্কুলার দিলেন। তাতে তিনি একটি 'নূতন উত্তাল বিপ্লবী জোয়ারের' প্রাদুর্ভাবের কথা ঘোষণা করলেন। এতে তিনি লিখেছিলেন যে 'সারা দেশব্যাপী সংগ্রাম সমভাবে বাড়ছে।'

ইতিমধ্যেই চিয়াং এবং সমরনায়কের মধ্যে লড়াই বেধেছিল। আর সে অবস্থা দেখেই লি ভবলেন যে চিয়াং-এর পতন প্রায় আসন্ন। লি ভাবলেন প্রতি-বিপ্লবী এই প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরের আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বই হোল সাফল্যের চূড়ান্ত সুযোগ। তিনি তখন উহান এবং পার্শ্ববর্তী শহরগুলির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, এইগুলিই হোল সংগ্রামের 'মুখ্য লক্ষ্য'। তাই ১৯৩০-এর ১লা মে সাংহাইতে সমস্ত সোভিয়েত অঞ্চলের প্রতিনিধিদের তিনি এক সম্মেলন ডাকলেন। এ সম্মেলনেও তিনি 'কৃষক মানসিকতা' এবং 'পর্বতে ওঠার নীতি'র নিন্দাবাদের সেই পুরনো কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন। কিন্তু তথাপি তিনি মাও সে তুঙ এবং চু-তেকে সাংহাইয়ের সম্মেলনে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

চৌ এন-লাই লি-র এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ছিলেন। ষষ্ঠ কংগ্রেস সংগঠনের দায়িত্ব চৌ-এর ওপর ন্যাস্ত হয়েছিল। তাঁর উপর পার্টির পুনর্গঠন ও লালফৌজের সঙ্গে পার্টির সংযোগ রক্ষার ব্যবস্থা করার দায়িত্বও ছিল। ১৯৩০-এর গোড়ার দিকে চীনের নানা ঘাঁটিও গেরিলা এলাকায় প্রায় দশটি লালফৌজ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। তার মধ্যে কতগুলি ছিল অদৃঢ়। আবার কতগুলি ছিল কার্যতঃ সোভিয়েত ঘাঁটির চেয়েও সমরনায়কদের এলাকার মত সুরক্ষিত দুর্গ। তবে মাও-এর ঘাঁটিটি ছিল একমাত্র স্থায়ী, সফল এবং ক্রম-বর্ধমান অবস্থার মুখে। আর সবচেয়ে আকর্ষণীয়, সবচেয়ে সংগঠিত লাল-ফৌজেরা ছিল মাও এবং চু-তের অধীনে। চতুর্থ লালফৌজ ছিল চীনের মুক্তি আন্দোলনে আদর্শ লালফৌজ। এ সত্যকে সবাই নির্দ্বিধায় স্বীকার করতেন এবং আজও করেন। ১৯৩০ সালের ১৫ই জানুয়ারী চৌ তাঁর 'সেন্ট্রাল মিলি-টারী কমিউনিক' পত্রিকায় (বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ রাখার জন্য একটি সামরিক পত্রিকা) অন্যান্য লালফৌজের সৈনাধ্যক্ষদের উদ্দেশে লিখেছিলেন যে, 'জুইচি-র স্বাধীন শাসন ব্যবস্থায় অনেক মূল্যবান অভিজ্ঞতা পাওয়া যাবে......চীনে তা অতুলনীয়, এমনকি ইতিপূর্বে যা পৃথিবীতে শোনা বা দেখাও যায়নি......এই অভিজ্ঞতাগুলি থেকেই তা প্রত্যক্ষ করা যাবে এবং তা সকলের শিক্ষা নেওয়া উচিতও বটে।' চৌ সে সময় সাং-হাইয়ের পলিটব্যুরোর সদস্য ছিলেন। সুতরাং মাও সম্পর্কে তাঁর এই প্রশংসা প্রত্যক্ষভাবে মাও-এর মর্যাদা বাড়িয়ে তুলল। অন্ততঃপক্ষে সামরিক ব্যক্তিদের উপর এর প্রভাব নিশ্চয়ই পড়েছিল। চৌ তাঁর রচনায় এও দেখালেন যে, শহরের শ্রমিকদের মধ্যে বিপ্লবী জোয়ার খুবই নীচু মানে রয়েছে। তাই দেখা যায় যে, ১৯৩০ সালের মধ্যে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির শতকরা মাত্র ৮ ভাগ সদস্য শ্রমিক শ্রেণী থেকে এসেছিলেন।

সাংহাইয়ে মে মাসে পলিটব্যুরোর মিটিং হয়। সে মিটিং-এ উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ হয়ত বা মাও এবং চু তে উপেক্ষা করেছিলেন নয়ত বা সে আমন্ত্রণপত্র তাঁরা পাননি। জুন মাস পর্যন্ত সে সভা মুলতুবী রাখা সত্ত্বেও তারা তখনও এর জবাব দেননি। লি লি-সান অবশ্যই একটি ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব

থাকার উপরই জোর দেন (আর সে নেতৃত্ব অবশ্যই তাঁর নিজের হাতে থাকবে)। সে মিটিং-এ 'দক্ষিণপন্থী' বলে মাও এবং চু-কে আবার তিনি অভিযুক্ত করলেন। কেননা তারা উভয়েই লি'র পরিকল্পনামত বড় বড় শহর আক্রমণে গররাজি হয়েছিলেন। লি'র নির্দেশ ছিল লালফৌজকে (প্রধানতঃ মাও-এর বাহিনীকে বুঝায়) অবশ্যই বড় বড় শহর আক্রমণ করতে হবে। আর এ আক্রমণ করতে হবে সার্বিক রাষ্ট্র বিজয় এবং চিয়াং কাই-শেকের নানকিং সরকারের উপর সার্বিক আক্রমণের প্রস্তুতি হিসাবে। লি লি-সানের আর কালক্ষেপ সহ্য হচ্ছিল না। তিনি এবার 'জেনারেল ফ্রন্ট কমিটি' তৈরী করলেন। আর এ কমিটি তৈরী করলেন যুদ্ধ প্রস্তুতির কাজ শুরু করার জন্য। আব এরই পরিপ্রেক্ষিতে মাও-এর বিলম্বিত, ধীর প্রস্তুতির তিনি নিন্দা করলেন। তিনি বললেন 'এ রকম রণকৌশলে বিপ্লব জয়ী হবার আগেই আমাদের চুল পেকে যাবে।'

কুওমিনটাং-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ মোকাবিলার সময় যে এখনও আসেনি সে কথাই মাও তাঁর জবাবে জানালেন। তিনি আরও বললেন যে অনেক কঠিন কাজ এখনও বাকী—তা এখন করতে হবে। তাছাড়া শহরগুলির বিরুদ্ধে অভিযান চালানো খুবই বিপজ্জনক। এদিকে চৌ এন-লাইও লি'র যুদ্ধের পরিকল্পনাকে 'আত্মঘাতী' পরিকল্পনা বললেন। তবে লি'র বিরোধিতা যাঁরা করতেন তাঁরা রেহাই পেতেন না। তিনি তাদের উপর দোষ চাপিয়ে প্রতিশোধলিপ্সা চরিতার্থ করতেন। তাই যে সব ঘাঁটিগুলি বিপজ্জনক বলে পরিচিত ছিল বিরোধীদের কয়েকজনকে সেখানে পাঠিয়ে দিতেন। এমনকি কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করে দু'একজনকে গোপনে কুওমিনটাং-এর হাতে তুলে দিতেন (১৯৪৫ সালে পিকিং-এ প্রদত্ত তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি অনুসারে)।

এদিকে, অন্যদিক থেকেও লি লি-সানের ভয়ের কারণ ছিল। মস্কোয় শিক্ষণপ্রাপ্ত চীনা কমিউনিষ্ট ছাত্রদের একটি গোষ্ঠী ১৯৩০ সালের গ্রীষ্মের গোড়ার দিকে দেশে ফিরে এলেন। এরা পরবর্তীকালে 'আটাশ জন বলশেভিক' বা 'প্রত্যাগত ছাত্র' বলে খ্যাত ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই রাশিয়ায় মার্কবাদ পড়েছেন এবং বৈপ্লবিক পূর্ণাঙ্গতায় তাঁরা 'বিশেষজ্ঞ' ছিলেন। তাঁদের নেতা ছিলেন চেন শাও-য়ু ওরফে ওয়াং মিং। তিনি ছিলেন দেখতে একজন বিমর্ষ-যুবকের মত কিন্তু খুবই উদ্ধত। এঁরা সবাই ছিলেন বয়সে তরুণ আর শহুরে মানুষ। এঁদের কারুরই চীনের গ্রামাঞ্চল সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রচুর অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন মাও সে তুঙ।

লি লি-সান ইতিমধ্যেই পার্টিতে স্বীয় নেতৃত্বের সাফল্যের আশা নিয়ে এগিয়ে গেলেন। তাই রুশ-ফেরৎ সেই 'আটাশ জন বলশেভিক' এর নাগাল পেতে এবং নিজের নীতিটি সঠিক প্রমাণ করতে সেদিকে পা বাড়ালেন। কেননা তিনি বেশ ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে ওদের ফিরে আসার মানেই হোল পার্টির মধ্যে অনিবার্যভাবে নেতৃত্ব নিয়ে লড়াই শুরু হওয়া। আর তত্ত্বের দিক থেকে তিনি যে সঠিক পন্থায় চলেছেন এ প্রমাণ করার জন্য 'লাল পতাকা'

এবং অন্যান্য পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করতে শুরু করেন। তিনি সে সময় শ্রমিকদের লড়াই এবং গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলি জয় করার প্রশ্নেই তাঁর প্রবন্ধে বিশেষভাবে জোর দেন। আর এই প্রশ্নেই তিনি মাওকে বললেন 'হতাশাবাদী।' এ বছর সেপ্টেম্বরেও তিনি 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও'-এর মতবাদকে পুনরায় নিন্দা করলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে চিংকাংশানে এবং কেন্দ্রীয় ঘাঁটিতে মাও-এর লড়াই প্রসঙ্গে প্রশংসাসূচক প্রবন্ধ প্রকাশ হতে থাকে। আর মাও-এর এই লড়াইয়ের কাহিনীগুলি এক একটি বীরত্বপূর্ণ মহাকাব্যিক বীরত্ব গাথায় অঙ্কিত হতে থাকে। 'কেননা গোলা-বারুদ, টাকা-কড়ি আর অন্যান্য সব সরবরাহ ছাড়াই তাঁদের চেয়েও বহুগুণে শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে মাও-এর লালফৌজ লড়াই করেছিলেন। তাঁরা পর্বতে লুকিয়ে ছিলেন......তবু বিপ্লবী কাজ বন্ধ হয়নি। একটানা মাসের পর মাস তাঁরা এভাবে পর্বতে থেকেছিলেন।'১৬

১৯৩০-এর মে মাসে মাও 'পুঁথি পুজোয় বাধা দাও' এই নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ঐ প্রবন্ধটিতে তিনি লি লি-সানের মত যাঁরা বাস্তব পরিস্থিতির সন্ধান না নিয়ে আজে-বাজে বকতেন তাঁদের তিনি তিরস্কার করলেন। 'পুঁথি পুজোয় বাধা দাও' এই প্রবন্ধটি যদিও ১৯৪৭ সালের নির্বাচিত পাঠমালায় প্রকাশিত হয় তথাপি বিস্ময়ের ব্যাপার যে, ১৯৫১ সালের চীনা সংস্করণে এবং ১৯৫০ সালে ইংরাজী অনূদিত মাও সে তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী'তেও এই প্রবন্ধটি বাদ পড়ে। এই বাদ পড়ার পিছনে কি কারণ ছিল সে সূত্র জানা নেই। তবে একথা জানা ছিল যে এ প্রবন্ধ রচনার জন্য তিনি বহু সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু কেবল তথ্যানুসন্ধানের কৌশলের জন্য যে 'পুঁথি পুজোয় বাধা দাও প্রবন্ধটি গুরুত্ব পেয়েছিল তা নয়, এর নিজস্ব মৌলিক গুরুত্বের জন্যও এটি একটি মূল্যবান প্রবন্ধ হয়ে উঠেছিল। এই প্রবন্ধটির প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোনামা হোল 'তদন্ত ছাড়া কথা বলার অধিকার নেই'।

মাও তাই বলেন, 'যদিনা একটি সমস্যা নিয়ে অনুসন্ধান করেছ তবে সে বিষয়ে কথা বলার অধিকার থেকে তুমি বঞ্চিত হবে......আজে-বাজে বকাতেই সমস্যার সমাধান হয় না......তুমি কি কোন একটা সমস্যারই সমাধান করতে পারছ না? বেশ, সরেজমিনে নেমে এস আর বর্তমান অবস্থার তথ্য আর এর অতীত ইতিহাসের অনুসন্ধান কর।'

তিনি আরও বলেন, 'সামাজিক তথ্যানুসন্ধান সৈন্যবাহিনীর কাজের একটা নিয়মিত অঙ্গ হওয়া উচিত। এই প্রশ্নেই চতুর্থ লালফৌজের রাজনৈতিক বিভাগ বিশদ নিয়মাবলী তৈরী করেছিল। আর তার আওতায় গণ-সংগ্রামের অবস্থা, শত্রুদের অবস্থা, জনগণের অর্থনৈতিক জীবন, গ্রাম এলাকায় প্রতিটি কৃষকের হাতে জমির পরিমাণ কত এ ধরণের বিষয়সূচী ছিল। যেখানেই লালফৌজ গেছে সেখানেই প্রথমে তার শ্রেণীগত অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। আর সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই জনগণের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি

রেখে শ্লোগান রচনা করেছে।'

বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ, অকপট ভাষণ, সত্যনির্ভর গণতন্ত্রসম্মত বিতর্ক যাতে সর্বজনগ্রাহ্য হয়, সে উদ্দেশ্যেই ঐ প্রবন্ধটি আজকের চীনেও বারবার উদ্ধৃত করা হয়। আর ঐ প্রবন্ধে চীনের আশি কোটি মানুষকে মাও সে তুঙ সে শিক্ষাই দিয়েছিলেন। তিনি জোরে আওয়াজ তুলে বললেন, 'তথ্যানুসন্ধানে জোর দাও।' আর 'দায়িত্বহীন কথাবার্তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও।' তাছাড়া যাঁরা লড়াইয়ের বাস্তব ও বিষয়ী অবস্থার সঙ্গে খাপ না খেলেও 'উচচ সংস্থার' নির্দেশকে অন্ধভাবে পালন করেন মাও তাঁদেরও সমালোচনা করেন। তিনি কোন নির্দেশকে অন্ধভাবে মেনে নেওয়ার বিরোধী ছিলেন। বিরোধী ছিলেন কোনো উপর চাপান নির্দেশের পদ্ধতিও। তাছাড়া কোনো নির্দেশকে কঠোর এবং একগুঁয়েভাবে প্রয়োগ করারও তিনি বিরোধী ছিলেন। এ ধরণের পদ্ধতি তাঁর কাছে এক ধরণের অন্তর্ঘাত বলে মনে হোত। তাই দেখা যায় যে, এ ধরণের অন্ধভাবে চাপিয়ে দেওয়া বহু ঘটনারই তাঁকে মোকাবিলা করতে হয়েছিল— আর মোকাবিলা করতে হয়েছিল বহু অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের এবং তাছাড়া তাঁর নিজের নির্দেশাদির অন্ধভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রেও।

চেন চাং-ফং সে সময়কার মাও সে তুঙ সম্পর্কে সুন্দর বর্ণনা দিয়েছিলেন। সে সময় তিনি ছিলেন অনভিজ্ঞ, অশিক্ষিত পনের বছরের এক কৃষক যুবক মাত্র। ১৯৩১ সালের গোড়ার দিকে তিনি মাও-এর কাছে চাকরীতে এসে-ছিলেন।

ঐ যুবক মাও সম্পর্কে তাঁর বিবৃতিতে বলেন যে, 'অনেক দূরে যেতে হোত বলে রাজনৈতিক প্রতিনিধি [কমিশনার] মাও (পরবর্তীকালে তিনি চেয়ারম্যান হয়েছিলেন) ঘোড়ায় চড়ে প্রায়ই তথ্যানুসন্ধানের কাজ চালাতে যেতেন। তিনি যখন কোথাও যেতেন, সেখানে তিনি কৃষকদের সঙ্গে বসতেন আর তারপর টুপিটি খুলে ফেলে রেখে তাদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করতেন। তাঁরাও ভুলে যেতেন তিনি কে? কেননা তিনি ছিলেন খুবই ভদ্র ও হাসিখুশি এবং অমায়িক প্রকৃতির লোক। আর তাঁদের ব্যাপারে তিনি এতটা আন্তরিক ছিলেন যে তাঁরা তাঁকে পৃথক কল্পনা করতে পারতেন না। তাঁরা প্রাণ খুলে তাঁদের সব মনের কথা বলতেন। তিনিও তাঁদের সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাতেন। তিনি আহার নিদ্রা এবং সময়ের কথাও ভুলে যেতেন। আমি তখন তাঁকে ডাকতাম,—বলতাম যে অমুক-অমুক কাজের দেরী হয়ে যাবে। তার উত্তরে তিনি বলতেন 'আগে আমাকে তাঁদের কথা শুনতে হবে।' তিনি মাথায় একটা পরিকল্পনার ছক ভেবে নিয়েই সভায় যেতেন। কিংবা ইতিপূর্বেই প্রশ্নাবলী তৈরী করে লিখে নিয়ে নিতেন। সে সভায় যাঁরা থাকতেন সবাইকে তিনি প্রশ্ন করতেন। তাছাড়া আন্তরিকভাবে সব কিছু খোঁজ-খবর নিতেন আর এভাবেই খোঁজ-খবর নিতে নিতেই অগ্রসর হতেন। যিনি কোনও রাজনৈতিক কাজে নিযুক্ত যিনি কোন রকম প্রশাসনের কাজ চালান, তাঁরও এরকম তথ্যানুসন্ধানের কাজ চালান উচিত ;—এই মর্মে, তিনি

সবার উপরই জোর দিতেন।'১৭

তবে লিখিত রিপোর্ট তিনি সব সময় বিশ্বাস করতেন না। আর সে সব লিখিত রিপোর্ট দেখে মাঝে মাঝে তিনি ভুরু কোঁচকাতেন। তারপর তিনি নিজেই যেতেন খোঁজ নিতে। তিনি তার সমর্থনে বলতেন 'অবশ্যই ব্যক্তিগত-ভাবে তদন্ত করা চাই। পার্টি সিদ্ধান্ত ও কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশাবলীর মত মার্কসীয় তত্ত্বকে প্রয়োগের মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।' মার্কসবাদে কাজ হয় তখনই যদি লোকে কষ্ট করে মাথা খাটায়, নীতিতে অবিচল থাকে এবং নমনীয় পদ্ধতি নিয়ে তার প্রয়োগ ধারা নির্ণয় করে।

'পুঁথি পূজোয় বাধা দাও' রচনাটি কিছু পার্টি সদস্যকে হয়ত মগজ ধোলাইয়ে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু লি তাঁর পরিকল্পনা মতই চলতে লাগলেন। যথাসময়ে জুন সম্মেলন আহূত হোল। চু কিংবা মাও কেউই সে সম্মেলনে উপস্থিত হলেন না। সে সম্মেলনে ১১ই জুন লি লি-সান এবং তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থক মিলে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হোল। সে সিদ্ধান্তে বলা হোল যে বড় শহরগুলি লালফৌজ আক্রমণ করবে আর মূল শহরগুলিতে অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মঘট পরিচালনা করবে। তাছাড়া 'জেনারেল ফ্রন্ট কমিটি' লালফৌজকে পুনর্বিন্যাস করল। লালফৌজের তৃতীয়, চতুর্থ এবং দ্বাদশ বাহিনী ছিল মাও এবং চু-তে'র অধীনে। এই উক্ত তিন বাহিনীকে প্রথম বাহিনীর সঙ্গে জোটবদ্ধ করা হোল।

লি লি-সান মনে করলেন যে, বিশ্ববিপ্লব খুব নিকটে এসে গেছে। আর চীন-বিপ্লব এটাকে স্ফুলিঙ্গের মত জ্বালিয়ে দেবে। তাই তিনি প্রবল বিপ্লবী জোয়ার বেড়ে ওঠার 'সমতা'১৮ প্রত্যক্ষ করলেন। আর সে কারণেই শহরাঞ্চলে লালফৌজের আক্রমণ এবং শ্রমিকদের বিদ্রোহের ওপর তিনি খুব জোর দিলেন। সর্বহারাদের শহরাঞ্চলের মূল ঘাঁটি হিসাবে উহানকে তিনি চিহ্নিত করলেন। আর এ সঙ্গে কোনও অন্তবর্তীস্তর বা সময়কাল বাদ দিয়ে তিনি একেবারে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রাস্তা দেখতে পেলেন। এই লক্ষ্যে উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তিনি ঘৃণা ছড়াতে লাগলেন। প্রতি-পক্ষদের 'দক্ষিণপন্থী হতাশাবাদী ব্যক্তি' বলে পরোক্ষে ইঙ্গিত করলেন। আর তাঁদের 'আঞ্চলিকতা এবং কৃষক মানসিকতার' ধ্যান-ধারণার নিমিত্তই লাল-ফৌজের বিস্তারসাধনে সবচেয়ে মারাত্মক বাধা বলে তিনি মনে করলেন। এ ধরণের চিন্তাধারার ফলেই গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার ধারণাটি লি 'চরম ভ্রান্তি' বলে উল্লেখ করলেন।

লি লি-সানের পরিকল্পনামত সামরিক অভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা তৈরী হোল। চু-তে 'জেনারেল ফ্রন্ট কমিটি'র প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হলেন। মাও সে তুঙ হলেন রাজনৈতিক কমিশার অথবা রাজনৈতিক বিভাগের অধ্যক্ষ। লালফৌজের সমগ্র বাহিনীকে চু-তে এবং মাও সে তুঙের অধীনে ন্যস্ত করা হোল। এ সিদ্ধান্তে মাও এবং চু-তে একটি দুরূপণেয়

সংকটের মুখে পড়লেন। কেননা যে কাজে এতদিন তাঁরা অক্লান্তভাবে বাধা দিয়ে এসেছেন সে কাজেরই নেতৃত্ব দিতে তাঁদের আবার মনোনীত (তাঁদেরই অনুপস্থিতিতে) করা হোল। এর অর্থ দাঁড়াল, যদি তাঁরা একাজ করতে অস্বীকার করেন তবে তাঁদের প্রতি লি অবাধ্যতার অভিযোগ আনবেন, (পরবর্তী সমস্ত বিপর্যয়ের জন্য লি তাঁদের ঘাড়ে দোষ চাপাবেন) ; আর যদি তাঁরা সে নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত মেনে চলেন তাহলেও যে কোন প্রকার ব্যর্থতাই তাঁদের মর্যাদাহানি ঘটাবে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে মাও এবং চু-তে ফুকিয়েন তিংচৌতে এক সম্মেলন ডাকলেন। সেখানে চু তাঁর ঘাঁটির ফুকিয়েন শাখাটিকে সংহত করার কাজ করছিলেন। বড় শহরে আক্রমণ চালাবার জন্য লালরক্ষীদের (স্থনীয় কৃষক গেরিলা) লালফৌজের অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশটিকে মাও এ সম্মেলনে আবার অগ্রাহ্য করলেন। কেননা এর মানে হবে, গ্রামাঞ্চলকে তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত করা।

লি লি-সান একথা ধরে নিয়েছিলেন যে, গ্রামাঞ্চলে অভ্যুত্থান ঘটবে কুওমিনটাং-এ বিদ্রোহ দেখা দিবে আর সমরনায়কদের সৈন্যদলে ধর্মঘট হবে। এগুলি যে ঘটবে—আর একই সঙ্গে ঘটবে সে ভবিষ্যদ্বাণীও তিনি করেছিলেন। লি লি-সানের এ কষ্টকল্পনা দেখে চৌ এন-লাই বলেছিলেন 'লি লি-সান পাগল হয়ে গেছেন।' লি এ সময় তাঁর প্রতিপক্ষের পদাবনতি ঘটালেন। এই পদাবনতির দলে আঠাশজন বলশেভিকদের কয়েকজনও ছিলেন। তাঁরা মস্কো থেকে ইতিপূর্বেই সাংহাই ফিরে এসেছিলেন এবং তাঁরা মুখে মুখেই তাঁকে আক্রমণ করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু এই আঠাশজনের মধ্যে যিনি প্রভাবশালী ছিলেন সেই ওয়াং মিং (চেন শাও-য়ু) হঠাৎ চাপে পড়ে মাথা নোয়ালেন, লি'র কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং শেষ পর্যন্ত লি'র মত মেনে নিলেন (যদিও পরের দিকে তাঁর মত বদলেছিল)। তাই জুন মাসে মনে হোল যে, লি বোধ হয় তাঁর সিদ্ধান্তে জিতে গেছেন। এ প্রসঙ্গে চু-তে বলেছিলেন ঃ 'তখন পার্টিতে লি লি-সানের নীতিরই প্রাধান্য চলছে......আর লি'র এমনই যথেষ্ট প্রভাবও ছিল যে নানা বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও রণক্ষেত্রের সেনাপতিদের মতো লালফৌজের মধ্যেও তাঁর নীতি কিছু পরিমাণে গ্রহণ করাতে সমর্থ হোত।...... মাও এবং আমার কাছ ছাড়া পার্টিতে লি লি-সানের নীতির প্রতি বিরোধীতা ছিল খুবই নগন্য।'

এ্যাগনেস স্মেডলে'র কাছে চু-তে পরে বলেছিলেন যে, মাও এবং তিনি ঘাঁটিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তাই তাঁরা ভেবেছিলেন যে, লি লি-সান এবং পলিটব্যুরো হয়ত বা চীনের পরিস্থিতি সম্পর্কে অনেক বেশী ওয়াকিবহাল আছেন। যদিও একথা সত্য যে তাঁরা লি এবং পার্টির পলিটব্যুরো সম্পর্কে সন্দেহপ্রবণ ছিলেন। ইতিমধ্যে চিয়াং কাই-শেকও কয়েকজন সমরনায়কের সঙ্গেও গৃহযুদ্ধ চলছিল। এই দেখে মনে হোল হয়তবা লি'র মূল্যায়ণই সঠিক।......তাই সৈন্যরা প্রস্তুত হোল, লাল পতাকা উড়তে লাগল,

আর 'বিপ্লবের জন্য' যুদ্ধ যাত্রায় সৈন্যবাহিনীর যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে তুরী-ভেরী বেজে উঠল। সৈন্যবাহিনী কিয়াংসি প্রদেশটিকে লম্বালম্বি পাড়ি দিলেন। তাঁদের যাত্রা পথে হাজার হাজার কৃষক জেগে উঠলেন। দলে দলে যোগ দিলেন এসে তাঁরা লালফৌজে। স্বল্পকালের জন্য সবকিছুই তখন বেশ চমকপ্রদ মনে হোল।

এদিকে শ্রমিকদের অভ্যুত্থানের জন্য লি প্রস্তুতি চালালেন। তিনি ভাবলেন জুলাই-এর মাঝামাঝি নাগাদ সারা দেশ জুড়ে এ অভ্যুত্থানের কাজ তাঁরা শুরু করবেন। রুশ বিপ্লব বার্ষিকীর তারিখ ছিল সাতই নভেম্বর। তিনি সেই তারিখে জাতীয় সোভিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সারা চীন সোভিয়েত প্রতিনিধিদের এক কংগ্রেস ডাকার জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি এদিকে অভ্যুত্থানের খুঁটিনাটি ব্যাপারে 'এ্যাকশন কমিটি'ও গঠন করলেন। এ নিমিত্ত প্রদেশের অন্যসব সংগঠনের ক্ষমতাও বাতিল করে দেওয়া হোল! তাঁদের এভাবেই এড়িয়ে গিয়ে, শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা থেকে তাঁদের চ্যুত করা হোল। আর মাও-এর হাত থেকেও তাঁর ঘাঁটিটির ক্ষমতা কেড়ে নিতে লি ফন্দি আঁটলেন।

লি'র পরিকল্পনামত শ্রমিকদের দিয়ে কিছু কিছু বিক্ষোভ এবং ধর্মঘট সংগঠিত হলেও কিন্তু অভ্যুত্থানের দিকে তাঁরা এগুতে পারল না। শহরগুলির বুকে কুওমিনটাং ছিল খুবই শক্তিশালী। এদিকে শ্রমিকেরা ছিলেন নিরস্ত্র। স্বভাবতঃ তাঁদের মাথা ঘুরতে লাগল। আর তাঁদের ধরে ধরে হত্যা চলল। তাই দেখা গেল যে, ধর্মঘট ভাল করে সংগঠিত করার আগেই তাঁদের নেতারা মারা পড়লেন।

চাংশার উপর আক্রমণে পেং তু-হুয়াই১৯ এবং তার তৃতীয় বাহিনীর একটি আক্রমণ প্রথমে সফল হচ্ছিল। এক সপ্তাহ ধরে এ শহরটি তাঁদের দখলে ছিল।

আদেশ পালন করতে হবে একমাত্র সে জন্যই লি লি-সানের হুকুম মত মাও সে তুঙ এবং চু-তে তাঁদের অধীনস্থ প্রথম বাহিনীর ২০,০০০ হাজার সৈনিক নানচাং শহর আক্রমণের জন্য তাঁদের গতিকে ত্বরান্বিত করেন। ২৯শে জুলাই সৈন্যবাহিনী নানচাং-এ এসে পৌঁছয়। এ শহরটির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল খুবই মজবুত। একটি বিরাট উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল শহরটি। এ প্রতিকূল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা এ শহরটি দখল করে নিলেন। কিন্তু মাত্র চব্বিশ ঘন্টার জন্য এটি তারা দখলে রাখতে পারেন। তবে কারোরই বুঝতে বাকী ছিল না যে, সৈনাধ্যক্ষদের প্রধান চিন্তা ছিল যেন অযথা মানুষের প্রাণ নষ্ট না হয় আর এ বেপরোয়া জয় অর্জনে নিজেদের সব শক্তি ক্ষয়ের ঝুঁকি না নেওয়া হয়।

পরিকল্পনাটি ছিল এরকম যে নানচাং এবং চাংশা দখলের পর সমস্ত সেনাবাহিনী উহানে এসে জড়ো হবে। আর এটা ধরেই নেওয়া হয়েছিল যে, সেখানে শ্রমিক শ্রেণী অভ্যুত্থান ঘটাবেন এবং ভিতর থেকে শহরটি দখল

করবেন। কিন্তু এটাও ঘটনা যে, কী নানচাং কী চাংশা, কোনটিরই দখল রাখা যায়নি। এ সময় প্রথম সেনাবাহিনী এবং পেং-এর তৃতীয় সেনাবাহিনী এক-সঙ্গে মিলিত হোল। লি লি-সান সেই মিলিত বাহিনীকে আর একবার চাংশা আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। আর ঐ একই সময়ে অন্যান্য লাল সৈনাধ্যক্ষদের অধীনে দ্বিতীয় এবং চতুর্থ সেনাবাহিনীদের নিয়ে উহানে আক্রমণের নির্দেশ জানালেন।

ঠিক ঐ সময়ে কমিনটার্ণ থেকে এক তারবার্তা এল। লি সে তারবার্তা পেলেন। তাতে তাঁর শহর দখলের পরিকল্পনার নিন্দা ছিল। তিনি সে তার-বার্তার কথা চেপে গেলেন। কিন্তু এই তারবার্তার কথা তিনি অনির্দিষ্টকাল-ব্যাপী চেপে রাখতেও পারলেন না। লি লি-সান তাই ঘোষণা করলেন যে, 'কমিনটার্ণ চীনের বাস্তব অবস্থা বোঝে না এবং চীনা-বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে পারে না।' চীনের 'লেনিন' বলে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে তখনও তিনি মোহ-গ্রস্ত ছিলেন। তাই ১৯১৭ সালে অক্টোবর অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে লেনিন যেমন করেছিলেন—তেমনি করেই লি তাঁর বিপ্লবীদের আক্রমণ চালাবার প্ররোচনা দিলেন। অথচ তখনকার অবস্থা ছিল খুবই নিরাশাপ্রদ। এ দিকে আবার উহান দখলের পরিকল্পনা ছেড়ে দেবার উপদেশবাণী নিয়ে মস্কো থেকে চিঠি ও তারবার্তা এসে পৌঁছল। কিন্তু লি লি-সান প্রস্তাবে কান দিলেন না।

তাই মাও, চু এবং পেং চাংশার বুকে এবার দ্বিতীয় আক্রমণ চালালেন। এদিকে বিপুল সংখ্যক সৈন্যসহ কুওমিনটাং বাহিনীকে চাংশা শহরে পাঠানো হয়েছিল। এতে বিদেশী শক্তিও চিয়াং কাই-শেককে সাহায্য করেছিল। আমেরিকা, ব্রিটেন, ইটালী এবং জাপানীদের কামানবাহী পোতগুলিও সিয়াং নদীর বুকে জড়ো ছিল। শহরটি যখন পেং-এর দখলে গিয়েছিল তখন ঐ সব পোতগুলি থেকে শহরের বুকে কামানদাগা হয়েছিল। আর সেই কামানের গোলায় শত শত নাগরিক আহত ও নিহত হয়েছিলেন। এভাবেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। তাছাড়া প্রলংকর অগ্নিকান্ডের ফলেও লালফৌজ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। 'তাঁরা উত্তরে বাতাসলাগা হেমন্তের পাতার মত ঝরে পড়তে লাগল।'

এ পরিস্থিতির মুখে মাও এবং চু তাঁদের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁরা লি লি-সানের নীতি প্রত্যাখ্যান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাও সৈন্যবাহিনীকে সরে যাবার আদেশ দিলেন। ফলে অন্যান্য রাজনৈতিক কমিশাররা বা অধ্য—রা তাঁদের এ বিদ্রোহের জন্য ধিক্কার দিলেন। ঐ মুহূর্তে কিন্তু সৈন্যরা সেসব রাজনৈতিক কমিশারদের গালমন্দ করতে লাগলেন। অপর দিকে মাও এবং চু-তে'র আদেশ তাঁরা মেনে নিলেন। আক্ষরিক অর্থে ধ্বংস বলতে যা বোঝায় তার হাত থেকে লালফৌজকে তাঁরা এভাবে বাঁচালেন। চাংশা আক্রমণের এই প্রচেষ্টার পরই শহরটি ভয়ঙ্করভাবে শ্বেত-সন্ত্রাসের কবলে পড়েছিল। শ্রমিক-ছাত্র যাঁদেরই কমিউনিষ্ট বলে সন্দেহ হোত তাদেরই বেঁধে আনা হোত আর নৃশংসভাবে তাঁদের হত্যা করা হোত। এ নৃশংসতা

১৯২৭-এর সন্ত্রাসের কথাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মাও-এর স্ত্রী ইয়াং কাই-হুই তখন চাংশায় ছিলেন। তিনি সেখানে আত্মগোপন করে পার্টির কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনিও এ সময় ধরা পড়েন এবং তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। ১৯২৭ সাল থেকে তাঁর সঙ্গে মাও-এর আর দেখা হয়নি।

১৯৩০ সালের আগষ্ট মাসে চৌ এন-লাই এবং ভূতপূর্ব 'বাম'-পন্থী নেতা চু চিউ-পাই চীনে ফিরে এলেন। তাঁরা ফিরে এলেন ষষ্ঠ কংগ্রেসের তৃতীয় প্লেনাম ডাকবার বিশেষ নির্দেশ নিয়ে। এটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, লি লি-সান তাঁর নেতৃত্ব পরিচালনায় ভুল করেছেন। কিন্তু ভুলের পরিমাণ কত এবং কতদূরে আর বাস্তবিক অবস্থাটাই বা কি এটাও জানার প্রয়োজন ছিল। আর সে অবস্থায় ওয়াং-মিং হঠাৎ করে লি লি-সানের পক্ষ নেওয়ায় ব্যাপারটাকে আরো ঘোরালো করে ফেলেছিলেন। ওয়াং মিং তখন বলেছিলেন 'যাঁরা সমরনায়ক......এবং দেউলিয়াদের স্বার্থ রক্ষা করতে চান তাঁরাই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি নেবার জন্য বিরোধিতা বা সমালোচনা করতে পারেন কিংবা এসব কাজকে হঠকারিতা বলে অভিযোগ তুলতে পারেন।' ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বরে তৃতীয় প্লেনাম অনুষ্ঠিত হয়। সেই প্লেনাম থেকে নূতন এক পলিটব্যুরোর জন্ম হোল। আর সেটা সম্ভব হোল চৌ এন-লাই-এর প্রচেষ্টার ফলেই। এ পলিটব্যুরোতে ছিলেন, মাও সে তুঙ, চৌ এন-লাই, চু-তে, জেন পি-শি। এ নূতন পলিটব্যুরোতে মাও এবং তাঁর সমর্থকদের পুরোপুরি প্রতিনিধিত্ব ছিল। এ পলিটব্যুরোতে যদিও আঠাশ জন বলশেভিকদের প্রতিনিধি ছিল তবু এতে তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। তবে লি লি-সানকে পুরোপুরি উৎখাত করতে এ নূতন গোষ্ঠীর কিছু সময় লেগেছিল আর তা কাজে পরিণত করতে কৌশল খাটাতে হয়েছিল।

ইতিমধ্যেই এই দুই নীতির মধ্য লড়াইয়ের প্রতিক্রিয়া ও তার প্রভাব নীচু স্তরের মধ্যেও দেখা গেল। দেখা গেল, লি-সমর্থক ও লি-বিরোধীদের এই খন্ড যুদ্ধের প্রভাব প্রাদেশিক কমিটির নেতৃমন্ডলী পর্যন্ত পৌঁছেছিল। কিয়াংসি প্রদেশের এ্যাকশন কমিটিটি ছিল লি'র সৃষ্টি। জুইচিন ঘাঁটিতে এ কমিটির কতৃত্ব আছে বলে ধরা হোত। কিন্তু এখন সেটি উপদলীয় কলহে বিভক্ত হয়ে পড়ল। ফলে, কুওমিনটাং দালালদের প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের উদ্দেশ্যে এতে অনুপ্রবেশের চমৎকার সুযোগ এনে দিল। শহর দখলের বিপর্যয়কর প্রচেষ্টা ছেড়ে সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফিরে আসার পথে তাঁরা ৩০শে অক্টোবর কিয়ান শহরটি দখল করলেন। এটি ছিল 'তরঙ্গমালার মত' ঘাঁটির বিস্তৃতি বাড়িয়ে তোলার মাও নির্দেশিত তত্ত্ব। কিয়ান দখলের ফলে কুওমিনটাং-এর পুলিশী নথিপত্র হস্তগত হয়। তাতে চু-তে দেখতে পান যে, কমিউনিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের কয়েকজন ছিলেন কুওমিনটাংদের দালাল। যাঁরা ছিলেন তথাকথিত 'এ-বি' গোষ্ঠীর লোক। যাঁদের বিরুদ্ধে চু-তে এবং মাও ইতিপূর্বেই ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। মাও এবং চু-তে যে ঘাঁটি সংগঠিত করেছিলেন সেখানেও 'চিয়াং-এর প্রথম ধ্বংস অভিযান' চালাবার যে পরিচালনা

করা হয় তার তথ্যাদিও সেই নথিপত্রে দেখতে পান।

এই 'এ-বি' (বলশেভিক বিরোধী) বাহিনীর সৃষ্টির মূলে ছিল কুও-মিনটাং। চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে এবং জুইচিন ঘাঁটিতে অনুপ্রবেশের উদ্দেশ্যেই এ বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। এদিকে চিংকাংশানে 'অবশিষ্ট লালবাহিনীর' সাফল্য তাছাড়া কিয়াংসি ও ফুকিয়েন-এ তাঁদের জয়লাভে চিয়াং কাই-শেক আতঙ্কিত হলেন। তার উপর শহর আক্রমণে এ আতঙ্ক আরও বেড়ে উঠল। শুধু চিয়াং-ই নন তাঁরা বহু সমরনায়কদেরও ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছিলেন। আর সেই ভয় থেকেই তাঁরা চিয়াং-এর সঙ্গে শান্তি চুক্তি করতে বাধ্য হলেন। এবার তাঁরা লালবাহিনীর বিরুদ্ধে যৌথ আক্রমণ চালাতে চিয়াং-এর সঙ্গে মিলিত হলেন। ধৃত কমিউনিষ্টদের কেউ কেউ জেলের ভিতর দলদ্রোহীতে পরিনত হোল। তারপর কুওমিনটাং-এর দালাল হয়ে শেষে মুক্তি পেয়ে পার্টিতে ফিরে আসে। এসব লোকদের দালাল হিসাবে কাজে লাগানোর ব্যাপারটা ছিল চীনের কমিউনিষ্ট পার্টিতে দালাল অনুপ্রবেশের অলিখিত ইতিহাসের একটা অংশ মাত্র। এই 'এ-বি' গোষ্ঠীর উপদলীয় কোন্দল, অসন্তোষ, এবং ট্রট্স্কিপন্থীদের কাজে লাগিয়ে সারা সোভিয়েত অঞ্চল জুড়ে সন্ত্রাসবাদের একটা জাল পাতা হয়েছিল। এ চক্রান্তের জালে যেসব কমিউনিষ্ট সৈনাধ্যক্ষদের নাম তালিকাভুক্ত দেখতে পাওয়া যায় এবং যাঁদের পরিবারের লোক অথবা আত্মীয়স্বজন এই 'এ-বি' গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল তাদের মধ্যে ছিলেন লি ওয়েন-লিং। এই লি ওয়েন-লিং আগের বছর মাও এবং চু-তেকে টুংকু-তে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

মাও সে তুঙ এরই পরিপ্রেক্ষিতে জেলাগুলিতে তদন্ত চালালেন। আর এই তদন্ত চলল তাঁদেরই ক্ষেত্রে যাঁরা লি'র 'ধনী কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রী'র নীতি অনুসরণ করেছিলেন, যাঁরা লি'র নীতিকে মান্য করার ভাণ করে মাও-এর ভূমি-নীতিকে পিছন থেকে ছুরি মেরেছিলেন। সেই তদন্তে তাই সেই সব উচ্চপদস্থ কর্মীদের সঙ্গে জমিদার পরিবারগুলির গোষ্ঠীগত বৈবাহিক এবং অন্যসব সম্পর্ক খুঁজে বের করলেন। কতগুলি নির্দিষ্ট কাউন্টিতে তিনের এক ভাগ কমিউনিষ্ট কর্মকর্তা ছিলেন ধনী কৃষক নয়ত বা জমিদার। এই তদন্তে কয়েক জন কমিউনিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে 'এ-বি' গোষ্ঠীর ব্যবসায়িক ও পারিবারিক সম্পর্কেরও সাক্ষ্যপ্রমাণ মিলল।

ইতিপূর্বেই, ১৯২৮-এর সেপ্টেম্বরে মাও সে তুঙ অবাঞ্ছিতদের বহিষ্কার করে চিংকাংশানের পার্টিকে বিমুক্ত করেছিলেন। এখানেও তারই পুনরাবৃত্তি ঘটল,—কাজ চলল আরো গভীরভাবে। ঘাঁটির সঙ্গে সাংহাই পলিটব্যুরোর এ মতবিরোধ শত্রুদের চোখের সামনে প্রকাশ্যে ধরা দিল। অধিকন্তু, কতগুলি চক্রান্তকারী বিরোধী দল এখন নিজেদের 'আসল' কমিউনিষ্ট বলে জাহির করল। তারা এবার দল ভেঙ্গে চলে গেল। অন্য বিরোধী দলগুলি 'খুনে বাহিনী' গড়ে তুলল। এই খুনের দল মাও এবং চু-তে'র তিন জন দেহরক্ষীকে খুন করল।

নভেম্বরের গোড়ার দিকে বিশাল কুওমিনটাং বাহিনী কিয়ান শহরটি মুক্ত করতে এগিয়ে এল। এ অবস্থার মুখে প্রতিরোধ করতে গিয়ে আরো লোক-ক্ষয়ের চেয়ে বরং সরে পড়ার সিদ্ধান্তই মাও গ্রহণ করলেন। তবু এই কিয়ান শহরটি দখলে রাখা, দুই সপ্তাহকাল স্থায়ী হয়েছিল। আর এই সুযোগে বহু শত সহস্র কৃষক লালফৌজ দেখতে এসেছিলেন। কিয়ানে সে সময় লাল-ফৌজে বহু নূতন লোক এসে ভর্তি হয়েছিলেন।

এবার ভূমি-সংস্কারের ব্যাপারে মাও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চালাতে সক্ষম হলেন। এ ব্যবস্থা মতে, কোথায় এবং কীভাবে জমির পুনর্বণ্টন করা হোল, এবং কিভাবে ভূমি-নীতির ভুল প্রয়োগ করা হয়েছিল বা আদৌ ভূমি-নীতির প্রয়োগই হয়নি কিংবা লি'র 'এ্যাকশন কমিটির' সিদ্ধান্ত মতেই তা প্রয়োগ করা হয়েছিল—(কেননা মাও-এর অনুপস্থিতির কালেই এই 'এ্যাক-শন কমিটি' মাও-এর ভূমি-আইন বাতিল করে দিয়েছিল) তা খুঁজে বার করা সম্ভব হল। মাও এ প্রসঙ্গে বলেন যে, 'জেলা এবং গ্রাম স্তরে ভূমি-বিপ্লব সংক্রান্ত নানা ঘটনাবলী সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি তখনও এলো-মেলো ছিল।......এই তদন্তের সময়ই আমি সত্যকে খুঁজে পেলাম যে, জমি ভাগ করার বিষয়ে গ্রামকে একক হিসাবে ব্যবহার করার পরিণাম সাংঘাতিক।' ভুল থাক বা না-ই থাক মাও কিন্তু নাছোরবান্দার মত লেগে রইলেন। এভাবে কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে মাও অবস্থার পরিবর্তন বা উন্নতি বিধান করলেন। আর বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহে উৎপাদনের অবস্থা ফিরিয়ে আনলেন।

যাই হোক, এক্ষেত্রে বলা চলে যে, ভূমি-আইন প্রয়োগের তদন্ত বিষয়টি বলশেভিক বিরোধী বাহিনীর কার্যকলাপের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত ছিল। কেননা এর সদস্যরা লি লি-সানের 'ধনী কৃষকের সঙ্গে ঐক্যের' ভূমি-আইনটির আশ্রয় নিয়েছিল। এ অবস্থার মুখে, নভেম্বরের শেষ দিকে এক বিশাল অভিযানে লালফৌজ ৪,৪০০ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। এ অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মোটাসোটা সফূর্তিবাজ জেচুয়ানবাসী চেন-ই। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ডিসেম্বরে বলশেভিক বিরোধী বাহিনীর লোকেরা লি লি-সানের কিছু প্রাক্তন সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে মাও-এর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করল। এরা ফুতিয়েনে বলপূর্বক অভিযান চালাল। সেখান থেকে কিছু গ্রেপ্তার করা কর্মকর্তা এবং কর্মীকে মুক্ত করল। ফুতিয়েনের প্রাদেশিক সোভিয়েত শাসন তারা উচ্ছেদ করল। আর ১,৮০০ জনেরও বেশী মাও অনুগামীকে তাঁরা নিহত করল। চু-তে'র স্ত্রী কাং কে-চিং তাঁদের হাতে বন্দী হলেন। বিদ্রোহীরা মাও-এর অপসারণ দাবী করল। সেখানে এরা পাল্টা সোভিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠা করলেন। পাল্টা সরকার কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে কাজ-কর্মের অজুহাতে মাওকে অভিযুক্ত করল। তারা তাঁর উৎখাত চাইল। এ সময়ে লি লি-সানের কিছু কিছু সমর্থক তাদের সঙ্গে এসে জুটে গেল।

ঠিক এই সময়েই সিংকুয়ো ও টিংকু দখলে আনার পর জুইচিন ঘাঁটির বিরুদ্ধে চিয়াং কাই-শেক তাঁর প্রথম 'বিলয় অভিযান' পরিচালনা করলেন।

কিন্তু লালফৌজ তার মোকাবিলায় প্রস্তুত ছিলেন। লালফৌজ চমৎকারভাবে আক্রমণ চালিয়ে এক লক্ষ সৈন্যের কুওমিনটাং বাহিনীকে বিধ্বস্ত করেছিলেন। এ আক্রমণ পরিচালনায় শত্রুসৈন্যের এক বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে রণনীতি ও রণকৌশল সম্পর্কে মাও এই প্রথম তাঁর নিজের চিন্তাধারা প্রয়োগ করলেন।

কিয়াংসিতে দীর্ঘকালব্যাপী তিক্ত সংগ্রাম এবং মাও-এর হাতে হাজার হাজার লোক বন্দী হওয়া সত্ত্বেও 'কোন পক্ষই ষ্টালিনপন্থীদের মত নির্মমতার পথ নেননি'—এ প্রসঙ্গে জন রু এ কথাই লিখেছেন।২০ অথচ 'নির্মম শুদ্ধিকরণ' চালানো হয়েছে বলে যে কথা বাজারে চালু আছে, ঘটনা কিন্তু ঘটেছিল তার উল্টোটাই। সে সময় খুব অল্প সংখ্যক মাও বিরোধীকেই গুলি করে মারা হয়েছিল কেবল পরিচিত কুওমিনটাং-এর দালালদেরই এক্ষেত্রে খতম করা হয়েছিল। প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ জন লোকের বিচার হয়েছিল আর তাদের সম্পর্কে শুধু নিন্দা করা হয়েছিল। তাছাড়া অন্য সবাইকে তদন্ত শেষে তাদের উপযুক্ত 'শিক্ষা' দানের পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। অথচ ফুতিয়েন ঘটনা বলে পরিচিত এই কার্যকারণকে খুবই বিকৃত করা হয়েছিল। আর এই বিকৃত রটনায় মাও 'ক্ষমতার দ্বন্দ্বে' ৫০০০ লোককে 'খতম' করেছেন বলে চিহ্নিত হ'ন।

লি লি-সানের বিরুদ্ধে তখন কেবল ওয়াং-মিং এবং আঠাশ জন বলশেভিকই রুখে দাঁড়াননি, অন্যান্য গোষ্ঠীগুলি সেই সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে দাঁড়াল। এ অবস্থায় চৌ এন-লাই ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করলেন। তিনি চেষ্টা করলেন যাতে লি লি-সানের নীতিগুলির নিরপেক্ষ বিচার হয়। তাই সে সময় চৌ এন-লাই একথা বলেন যে, 'আন্ত-পার্টি শান্তি বজায়ের গুরুত্বের ওপর জোর দেওয়ার ঐতিহ্য পার্টির মধ্যে আছে......এতে সঠিক পার্টি নীতিকে আড়াল করে রাখতে সাহায্য করে......তবে সঠিক পার্টি নীতির পক্ষে বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়েই বাস্তবিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।' তাঁর এ উক্তিতে দেখা যায় যে পার্টির জীবনে বিতর্ক সংগ্রামের গুরুত্ব সম্পর্কে মাওয়ের যে ধারণা তারই পরিপূরক হিসাবে চৌ এন-লাই-এর ধারণাও তাঁকে মাও-এর খুব কাছাকাছি নিয়ে গেল। চৌ এ প্রসঙ্গে নীতিনিষ্ঠ সংগ্রামের কথা বললেন। কিন্তু এবার পার্টির মধ্যে যে ঘটনা ঘটল তা হল ওয়াং মিং-এর নেতৃত্বে প্রত্যাগত ছাত্রদের দ্বারা চালিত একটা গোপন চক্রান্ত মাত্র।

১১ জনের প্রস্তাবের ভিত্তিতেই লি লি-সান শহর আক্রমণের নীতি চালু করেছিলেন। হো মেং-সিয়ুং নামে একজন কমিউনিষ্ট নেতা এবং ওয়াং-মিং গোষ্ঠী উভয়েই এ সিদ্ধান্তের নিন্দা করলেন। কিন্তু লি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা বলে তাঁদের দুজনকেই শাস্তি দিলেন। এর ফলে ওয়াং মিং-কে ছ'মাসের জন্য সাময়িকভাবে বরখাস্ত করলেন। আর হো'র পার্টির পদাধিকার কেড়ে নেওয়া হোল। সে অবস্থার মুখে দেখা যায় যে ওয়াং মিং পরে লি লি-সানের কাছে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ করেছেন। তবে পরবর্তী কালে তিনি

আবার ডিগবাজী খেয়েছিলেন। ঐ বছর সেপ্টেম্বরের তৃতীয় প্লেনাম লি লি-সানের নীতিগুলি পুনরায় বিচার করে সংশোধন করেছিল। চৌ এন-লাই তাঁর বিখ্যাত শাও শান রিপোর্ট (শাও শান তাঁর বহু নামের অন্যতম) তৈরি করলেন। এতে লি লি-সান ও কেন্দ্রীয় কমিটির ভুলগুলিরও সমালোচনা করেছিলেন ঐ রিপোর্টে হো মেং-সিয়ুং এবং ওয়াং-মিং-এরও সমালোচনা হয়েছিল। ১৯৩০-এর ডিসেম্বরে কমিনটার্ন লি লি-সানকে মস্কোয় ডেকে পাঠালেন। আর জানুয়ারী, ১৯৩১-এ হো মেং-সিয়ুং-এর বিরোধিতা সত্ত্বেও ওয়াং-মিং এবং তাঁর ২৭ জন অনুগামী চতুর্থ প্লেনাম আহ্বান করলেন। কেন্দ্রীয় কমিটিতে থাকা সত্ত্বেও মাও সে তুঙ এবং চু-তে-কে তাঁরা আমন্ত্রণ জানালেন না। সেই প্লেনামে তাঁরা সাধারণ বিতর্ক আলোচনারও সুযোগ দিলেন না। কোন আলোচনার সুযোগ না দিয়েই তাঁরা লি লি-সানকে সোজা-সুজি পদচ্যুত করলেন। হো মেং-সিয়ুং এই প্লেনামকে বে-আইনী ঘোষণা করলেন (আর এটা তা-ই ছিল)। পরবর্তীকালে ওরা বেইমানী করে হো মেং-সিয়ুংকে কুওমিনটাংদের হাতে তুলে দেয়, (কেউ কেউ বলেন ওয়াং-মিং নিজেই তা করেছিলেন)। আর পরিণতিতে লিন য়ু-নান সহ হো মেং-সিয়ুং এবং তিরিশ জন কমিউনিষ্ট শত্রুর হাতে নিধন হলেন। এরা সবাই ঐ 'আঠাশ জনের' বিরোধীতা করেছিলেন। এভাবেই প্রত্যাগত ছাত্ররা ক্ষমতায় এলেন। এ'রা ক্ষমতায় এসেই একটি 'অস্থায়ী' পলিটব্যুরো এবং কেন্দ্রীয় কমিটি দাঁড় করালেন। পরবর্তীকালে চীন বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে তাঁরা এগিয়ে চললেন।

নির্দেশিকা

১। নির্বাচিত রচনাবলী। ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৮২

২। চীনে এখন বলা হয় যে এটা ছিল মাও-এর নিজস্ব সিদ্ধান্ত। কিন্তু ঘাঁটি সৃষ্টির ব্যবস্থা ছাড়াই অভ্যুত্থান চালাতে হয়ত বা মাও এবং চু-তে'র উপর হুকুমজারী হয়েছিল। সম্ভবতঃ এই বিশ্লেষণ সঠিক বলে মনে হয়। কেননা লি লি-সান ১৯২৮ এর ডিসেম্বরে এই হুকুমজারী করেন বলে বলা হয়।

৩। গ্রন্থকার তাপোতীতে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়।

৪। 'আমরা শ্রমিক-শ্রেণীর ভিত্তি ফিরিয়ে আনাব জন্য সাধারণের মধ্যে প্রচেষ্টা চালাব... আমাদের পার্টি সভাসংখ্যার শত করা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ হলেন কৃষক.........কৃষক মানসিকতা বর্তমানে আমাদেব পার্টিতে প্রতিফলিত হচ্ছে।...একমাত্র সর্বহারা মানসিকতাই কেবল সঠিক বিপ্লবী পথে নেতৃত্ব দিতে পারে. ....যদি না আমরা এটা (এই কৃষক মানসিকতা) সংশোধন করি তা হলে এ মানসিকতা বিপ্লব এবং পার্টিকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে।'

৫। 'পার্টির মধ্যে ভ্রান্ত ধারণার সংশোধন প্রসঙ্গে', —ডিসেম্বর ১৯২৯; 'একটি মাত্র স্ফুলিঙ্গ দাবানল সৃষ্টি করতে পারে, জানুয়ারী ১৯৩০। উভয় রচনাই নির্বাচিত রচনাবলীর ১ম খণ্ডে আছে।
৬। সিং কুয়ো ভূমি—আইন।
৭। কৃষক সমস্যার প্রশ্নে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে (তৃতীয়) কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিককের কার্যকরী কমিটির চিঠি; ৭ই জুন ১৯২৯।
৮। সু কাই-য়ু, চৌ এন লাই : চীনের উজ্জ্বল খ্যাতিমান; ডবল-ডে, নিউইয়র্ক ১৯৩৮
৯। 'কারাখান ইস্তেহার' সত্ত্বেও।
১০। ১৯৩৬-১৯৩৭-এ ষ্ট্যালিনের বিতারণ পর্বে জেনারেল গ্যালেন ব্লুচার প্রাণ হারান।
১১। নির্বাচিত রচনাবলী, ১ম খণ্ড।
১২। কুতিয়েন প্রস্তাবাবলীর তিনটি তরজমা ১৯৪৪-এবং ১৯৫১-এ প্রকাশিত হয়; জন ই এবং এস, আর রু প্রণীত 'বিরোধী ভূমিকায় মাও সে তুঙ' ১৯২৭-১৯৩৪ গ্রন্থটি দেখুন; পৃঃ ১৭৩। জন গিটিংসও তাঁর 'চীনা সৈন্যবাহিনীর ভূমিকাতে একটি বিবরণ দেন। অকসফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস, লণ্ডন এবং নিউইয়র্ক, ১৯৩৭।
১৩। কিন্তু চরম-বাম-নীতি হোল তাই,—যাতে ব্যক্তিগত যোগ্যতা আছে কি না তা বিচার না করে শ্রেণী ভিত্তির উপরই কেবল জোর দেয়া। পরবর্তীকালে চাং কুয়ো-তাও-ই হলেন তার দৃষ্টান্ত। 'প্রতি-বিপ্লবীদের' বিতাড়ণ' ব্যাপারে তিনি 'বুর্জোয়া ভিত্তি' বলে সন্দেহ হলে যে কোন ব্যক্তিকে নির্বিচারে বিতাড়ণ করতেন।
১৪। ১৯৩১-এর নভেম্ববে পলিটব্যুরো মাও-এর ভূমি-আইনের বিরূপ সমালোচনা করেন। এর পর আর একটি ভূমি আইন রচিত হোল। এর মধ্যে কিছু সংযোজন হোল। আর তাছাড়া দুটির মধ্যে ব্যবধানের দূরত্ব অত্যন্ত বেশী হওয়ায় ১৯৩২ এবং ১৯৩৪-এর মধ্যে 'চরম-বাম'-নীতি যে ধরণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল একে তারই সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলল (পরবর্তী অধ্যায় দেখুন)।
১৫। আন্না লুই ষ্ট্রং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
১৬। এই প্রবন্ধগুলি ছদ্মনামে রচিত হয়েছিল। এগুলির গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত ছিল।
১৭। ১৯৩১-এ গ্রন্থকার চেন চাং-ফং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।
১৮। 'সমতা' বলতে বুঝায় চীনের সমস্ত অঞ্চলে একই ভাবের সক্রিয়তা। এটা মাও-এর 'অসম বিকাশের' ধারণার বিরোধী। মাও এই মতের উপর জোর দিয়েই বলেন যে অভ্যুত্থান ঘটাবার পক্ষে সব অঞ্চল সমভাবে প্রস্তুত ছিল না।
১৯। পেং তে-হুয়াই ছিলেন পঞ্চম সেনাবাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ। ১৯৩০-এর জুন মাসে কিয়াংসির একটি সোভিয়েত অঞ্চল থেকে অষ্টম বাহিনী নিয়ে তাকে পুনর্গঠিত করা হয় তৃতীয় সেনাবাহিনীতে। এ বাহিনীই চাংশা দখল করেছিল। জুইচিন সম্মেলনের পর এ বাহিনী চিংকাংশানের অদূরে একটি গেরিলা অঞ্চলের মধ্যে কাজ চালাচ্ছিল।
২০। 'বিবরোধী ভূমিকা মাও সে গুঙ ১৯২৭-১৯৩৪, জন ই এবং এস, আর, রু প্রণীত।

পাঁচ

বিশ্বনিন্দুকেরা কোন কোন সময় বলতেন যে, ষ্টালিন মাও সে তুঙকে ভালবাসতেন না। এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা হোত যে রাশিয়ার পরিকল্পিত নীতি এবং নির্দেশাদির কারণেই চীনের বিপ্লব কয়েক বছর পর্যন্ত দুর্বিপাকের মধ্যে পড়েছিল। আর এ পরিণামের জন্য ব্যক্তিগত শত্রুতার সম্পর্ককে দায়ী করা হয়েছিল। কিন্তু এ বক্তব্যকে কোন ক্রমেই মেনে নেওয়া যায় না। তবে কোন কোন সময় ঘটনাচক্রে কিছু হলে তাঁকে একটি সুপরিকল্পিত নীতির ফল হিসাবে মেনে নেবার ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ১৯৩০ সালে কমিনটার্ন মাও সে তুঙ সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করেছিলেন। তা আজ কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। এর প্রমাণ শুধু তৎকালীন রিপোর্টগুলিই নয় এর প্রমাণ মেলে লি লি-সানকে দোষী সাব্যস্ত করার মধ্যে। তাছাড়াও সে সময় নাম ধরে না হলেও কমিনটার্ন মাও-এর কাজ অনুমোদন করেছিলেন। এ অবস্থার মুখেই ১৯৩০ সালের মার্চে তাঁর মৃত্যু সংবাদে যে শোকবার্তা মস্কোয় প্রকাশিত হয়েছিল তাতেও কিন্তু চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যান্য নেতাদের উপরে মাওকে শীর্ষস্থান দিয়ে তাঁর সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছিল। স্বভাবতঃই মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে, ষ্টালিনের অনুমোদন ছাড়া এ ধরণের ঘটনা ঘটতে পারত না। তবে এই সম্ভাবনাই বেশী ছিল যে, ১৯৩০ সালের পর থেকে চীনের বাস্তব ঘটনাবলী সম্পর্কে ষ্টালিন আর মনোযোগ রাখতে পারেন নি। কেননা ইউরোপের ঘটনাবলী তখন তাঁর মনকে খুব বেশী করে অধিকার করেছিল। সে সময় কমিনটার্নকে পরিণত হতে হয়েছিল সোভিয়েত নীতির সহায়ক হিসাবে। তাছাড়াও একে পরিণত হতে হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের নিরাপত্তা হিসাবে। তাই, সে সময় রাশিয়ার স্বার্থ রক্ষাই কমিনটার্নের কাছে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর বিশ্বের সব কমিউনিষ্ট পার্টির কাছে এই আশা পোষণ করা হয়েছিল যে, রাশিয়ার মঙ্গল সব কিছুর ঊর্ধ্বে বলে গণ্য করা হবে। 'সমাজবাদের আদি-উৎস ভূমি' হোল প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ, এ প্রশ্নে দ্বন্দ্বের কোন অবকাশ নেই। সমাজবাদের মধ্যেও যে দ্বন্দ্ব থাকতে পারে এবং এ দ্বন্দ্ব যে সমাজতান্ত্রিক দেশ আর তার পার্টির মধ্যে তাছাড়া তা যে সমাজতান্ত্রিক দেশের অভ্যন্তরেও থাকতে পারে এ ধারণা, মাও-এর আগে কখনও সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারেনি। মাও বাস্তবে তা রূপায়িত করেন। তাছাড়া বিপ্লবের দ্বন্দ্বমূলক গতিকেও প্রসারিত করে তোলেন।১

চীনের বুকে আঠাশ জন 'প্রত্যাগত' বলশেভিক 'ছাত্র'দের দীর্ঘ চার বছর

শাসন বজায় ছিল। ১৯৪৫-এর আগে তাঁদের নীতি বাতিল হয়নি।২ এ বিষয়ের উপর ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় কোন রুশবাসীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। যদিও ওয়াং মিং-এর নেতৃত্বে এই প্রত্যাগত ছাত্রদলের সংগী হয়ে এসেছিলেন প্যাভেল মিফ। এই আঠাশ জন বলশেভিক মস্কোয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন প্যাভেল মিফ ছিলেন সে বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষক। তিনি কমিনটার্নেরও সদস্য ছিলেন। এই ছাত্রদলটি যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন এ প্রশ্নে বলা হয় যে প্যাভেল মিফ নাকি কৌশলে দৃঢ় হস্তে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। 'প্রত্যাগত ছাত্রদের' ক্ষমতায় আসার পর পুনরায় দেখা গেল যে, চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি তার নিজের সভ্যদের ছাড়া অন্য কাউকে দোষারোপ না করার ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করার নীতি মেনে চলছে। তবে মিফ বলে যে কেউ একজন ছিলেন, সে নাম আজ চীন ভুলে গেছে।

১৯৩১ সালের জানুয়ারীতে এই ক্ষমতা দখলের অভ্যুত্থানের পর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সংখ্যা তিরিশ থেকে কমে বিকল্প সহ ষোলতে নেমে আসে। ওয়াং মিং (চেন শাও-য়ু) পো-কু (চিন পাং-সিয়েন) চাং ওয়েন-তিয়েন এবং শেন সে-মিন পলিটব্যুরোতে আধিপত্য চালাতে থাকেন। শান্তশিষ্ঠ, নিরীহ এবং আগ্রহী সিয়াং চু-ফা ছিলেন ব্যক্তিগতভাবে একজন অনিন্দনীয় ব্যক্তি। দলের নীতির প্রশ্নে প্রলেতারীয় আবরণ হিসাবে ফা কে সাধারণ সম্পাদক করা হোল।

এই দলটির নেতৃত্বাধীন চার বছরে পার্টির জীবনে মোদ্দা ফল দাঁড়াল খুবই শোচনীয়। এ ক'বছরে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি এবং চীনা লালফৌজের শতকরা ৯০ ভাগ শক্তি ক্ষয় হোল। এর ফলে, মাও-এর গড়ে তোলা ঘাঁটি এবং দক্ষিণ চীনের অন্যান্য বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাঁটি নষ্ট হোল। এদের মুখাপেক্ষী লক্ষ লক্ষ সাধারণ কৃষক নিহত ও প্রতিহিংসার শিকার হলেন। আর চলল অন্যদিকে হটকারী পলায়ণ,—চলল এক অস্বাভাবিক বিশৃংখলা। অবশ্য এতে এক মহাকাব্যের সূচনা হোল,—যার শুরু হবে সেই দীর্ঘ অভিযানে—ইতিহাস রচনা হবে যা 'লং মার্চ' রূপে।

এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, এই নূতন নেতৃত্ব মাও-এর প্রভাবকে চূর্ণ করতে চাইছিল। 'এরা কুৎসা রটনা করল যে......তখনও 'প্রকৃত' কোন লালফৌজ ছিল না......এবং এই সংগে বিশেষ জোর দিয়ে বলা হোল যে, প্রধান বিপদ হোল.........'দক্ষিণপন্থী' সুবিধাবাদী নীতির অস্তিত্ব।.........আর এই নূতন 'বামপন্থী' নীতি হোল......লি লি-সানের নীতি অপেক্ষা......অধিকতর স্থির সংকল্প, তত্ত্বীয় এবং উদ্ধত।' মাও-এর এ উদ্ধৃতিতে তাঁর অন্তরের আর্তিই প্রকাশ পেয়েছে। এই 'প্রত্যাগত ছাত্রদের' ভ্রান্ত নীতির ফলে ক্রমেই চলল কর্মী বিতারণ, হত্যাকান্ড আর পার্টি ও বাহিনীর মধ্যে বহুলাংশে শক্তি হ্রাসের চক্রান্ত। মাও এই শতবৃষমেধ যজ্ঞের বিষয়কে কখনও তাঁর হৃদয়ের গভীর ভাবাবেগ ছাড়া চিন্তা করতে পারেন নি।

১৯৩১-এর ফেব্রুয়ারীতে আন্ত-পার্টি সংগ্রাম শুরু হোল। প্রথমে এই

সংগ্রাম শুরু হয় তত্ত্বীয় স্তরের মধ্যে। কেননা অস্থায়ী পলিটব্যুরো তখন ছিল সাংহাইতে। মাও এবং চু-তে তখন ছিলেন সাংহাই থেকে বহু দূরে,— কিয়াংসি অভ্যন্তরে। ওয়াং মিং সে সময় একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এ পুস্তিকায় যে প্রবন্ধটি স্থান পেয়েছিল তার শিরোনামা ছিল 'দু'টি লাইন : কিংবা চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির আরো বলশেভীকরণের জন্য সংগ্রাম।' মনে হয়, এ প্রবন্ধটি তিনি সোভিয়েট রাশিয়া থাকা কালে কিংবা চীনে ফিরে আসার পরে লিখেছিলেন। প্রবন্ধটির সারমর্ম হোল এই যে, পার্টি যথেষ্ট সাম্যবাদী হতে পারেনি। আর তাই এর সংস্কার করতে হবে। এর প্রধান বাধা হিসাবে ওয়াং মিং যা লক্ষ্য করেছিলেন তা হোল পার্টির অভ্যন্তরে 'দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী' ধারণাসমূহের অস্তিত্ব (আর ধারণা বলতে সব সময় জনগণও বোঝায়)। কার্যতঃ এটা ছিল মাও-এর প্রতি প্রত্যক্ষ এবং খোলাখুলি আক্রমণ।

সাংহাই-এ পলিটব্যুরোর আবাসস্থল ছিল ফরাসী অধিকারভুক্ত অঞ্চলে। তবে তা অবশ্যই গোপনে ছিল। কিন্তু কুওমিনটাং গোয়েন্দা পুলিশ আন্তর্জাতিক উপনিবেশ এবং ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলের পুলিশের সাহায্য পেত। প্রতি সপ্তাহেই কমিউনিষ্ট শ্রমিক কর্মী ও শ্রমিক নেতারা গ্রেপ্তার হতেন। আর গ্রেপ্তারের পরই তাঁরা নিধন হতেন। এরই মধ্যে কিছু সদস্য আবার দলত্যাগ করেন এবং তারা দলের অন্যদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাও করতে দ্বিধাবোধ করেনি। ১৯৩১-র জুন মাসে এভাবেই হো মেং সিয়াং এবং লি যু-নান গ্রেপ্তার ও নিধন হলেন। এ হত্যাকান্ডের পর গোয়েন্দা পুলিশ আরও অনেক পার্টি সভ্যকে গ্রেপ্তার করে। তাদেরই একজনের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে পার্টির সাধারণ সম্পাদক হতভাগ্য সিয়াং চুং-ফা ধরা পড়েন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন।

এ সংকট অবস্থায় কোন প্লেনাম না ডেকেই ওয়াং মিং পার্টির অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হ'ন। এ পরিস্থিতির মুখে পুলিশ কিন্তু নিষ্ক্রিয় ছিল না। পুলিশ শেষ পর্যন্ত সাংহাইয়ে পার্টির গোপন ঘাঁটি জেনে ফেলে এবং শত শত নামের হদিসও তারা সেখান থেকে পেয়ে যায়। এই সূত্রে পুলিশ জুলাই এবং আগষ্টে শত শত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। তারপর গুলি করে হত্যা করার জন্য শাস্তিদানে উদ্দেশ্যে তৈরী বিশেষ গাড়ীতে ভরে নির্দিষ্ট বধ্যভূমিতে তাঁদের নিয়ে আসা হোল। সাংহাই-এ এ ধরণের বধ্যভূমি আগে থেকেই নির্দিষ্ট ছিল। কাজে কাজেই এ অবস্থার মুখে পলিটব্যুরোকে সরে পড়তে হোল। কেননা তখন সেখানে থাকা ছিল তাঁদের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। আর এ অবস্থায় পলিটব্যুরোর পক্ষে নিরাপদ হতে পাবে এমন একটি মাত্রই স্থান অবশিষ্ট ছিল,—আর সে স্থানটি হোল, দক্ষিণ কিয়াংসিতে মাও যে ঘাঁটি তৈরি করেছিলেন সেটি। কিন্ত ১৯৩১ সালের সেই গ্রীষ্মের দিনে সেখানে থাকা যেমন কষ্টসাধ্য ছিল তেমনি সে স্থানটি বিপজ্জনকও ছিল। চিয়াং কাই-শেক তখন মাও-এর ঘাঁটির বিরুদ্ধে তৃতীয় এবং বহত্তর অভিযান শুরু করেছিলেন। অবশ্যই চিয়াং-এর এই অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল

এবং তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। আর এদিকে সেপ্টেম্বরে, কুওমিনটাং অধিকৃত মাঞ্চুরিয়ায় জাপ আক্রমণের ফলে সংকট দেখা দিল। এ অবস্থার মুখে পলিটব্যুরো ছড়িয়ে পড়তে সমর্থ হোল। শেষ পর্যন্ত এঁরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন নামে এবং ছদ্মবেশে কিয়াংসি-ফুকিয়েন সীমান্ত অঞ্চলে পেঁাছতে সমর্থ হলেন। তাঁদের কেউ বা জাহাজে চড়ে আর অন্যরা হয়ত বা স্থল পথে সেখানে গিয়েছিলেন। তবে দলবন্ধভাবে পলিটব্যুরোর এই প্রস্থানের বিবরণ জানা নেই। ১৯৩১ সালের নভেম্বরের মধ্যেই কেউ কেউ অবশ্য ঘাঁটিতে পেঁাছেছিলেন। আর বাকীরা সব একে একে ১৯৩২ সালের মধ্যে ঘাঁটিতে অনুপ্রবেশ করেন।

অবশ্যই এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য যে এই ওয়াং-মিং কে? কেননা পরবর্তী দশক জুড়ে এই নামটি আমাদের প্রায়ই শুনতে হবে। এই ওয়াং-মিং ১৯০৭ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। এই চেন শাও-য়ু (ওয়াং-মিং) ছিলেন একজন জমিদার পুত্র। আঠার বছর বয়সে তিনি সাংহাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসাবে ভর্তি হ'ন। সাংহাই বিশ্ববিদ্যালয়টি তখন প্রবলভাবে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ছিল। এই প্রভাবের মুখে পড়েই ওয়াং-মি এবং অন্যান্য বহু ছাত্র উচ্চ শিক্ষার জন্য সরাসরি রাশিয়ায় পাড়ি দিয়েছিলেন। এঁরা পাড়ি দিয়েছিলেন, মস্কোয় দূর প্রাচ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসাবে অনুষঙ্গী হতে। দূর প্রাচ্যের এই বিশ্ববিদ্যালয়টি সান ইয়াত সেন বিশ্ববিদ্যালয় নামেও অভিহিত ছিল। ১৯২৫-এর নভেম্বরে রাশিয়াতে চীনা কমিউনিষ্ট পার্টিতে তিনি যোগ দেন। প্যাভেল মিফ-এর দো-ভাষী হিসাবে কাজ করতে গিয়ে রুশ ভাষায় স্বচ্ছন্দভাবে কথা বলার অধিকারী তিনি হলেন। ১৯২৬ সালে অল্প সময়ের জন্য তিনি চীনে ছিলেন কি ছিলেন না একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে ১৯৩০-এ ষষ্ঠ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবার পর তিনি চীনে ফিরে আসেন। বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল না আর মনে হয়না যে তিনি বাস্তবেও কোন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। কেননা তিনি চীনে খুব বেশী দিন ছিলেন না।

তাঁর বন্ধু এবং সহকর্মী ছিলেন চিন পাং-সিয়েন (ওরফে পো-কু)। তাঁর এই বন্ধু ওয়াং মিং-এর নীতির সঙ্গে একাত্ম বলে পরিচিত হয়েছিলেন। ১৯৪৬ সালে চিন পাং-সিয়েন একটি বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। সম্ভবতঃ এ সুবাদেই তিনি ঘৃণা ও অপবাদ থেকে রেহাই পান। অবশ্য তাঁকে দেখে মনে হোত যে তিনি ওয়াং-মিং অপেক্ষা কম একগুঁয়ে ছিলেন আর তাছাড়া সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির প্রতি বিরূপতাও তাঁর কম ছিল। তিনি সাংহাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ওয়াং-মিং-এর সঙ্গেই মস্কোয় যান। এই চিন কিন্তু তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত চীনেই ছিলেন। অথচ ওয়াং-মিং ১৯৩২ সালে আবার রাশিয়ায় ফিরে যান। আর রাশিয়ায় বসে বসেই বিশেষভাবে চিন পাং-সিয়েনের মারফৎ বিপ্লব 'পরিচালনা' করতেন।

অমার্জিত, অশিক্ষিত যে সব মানুষ মাওয়ের হাতে পড়ে তাঁরই নেতৃত্বে এক

একটি উৎসগীকৃত প্রাণ চমৎকার পার্টি কর্মীতে পরিণত হতেন আর যাঁরা ছিলেন লালফৌজের সৈনিক সে ধরণের মানুষকে ঘৃণা করাই হোল ওয়াং-মিং-এর চারিত্রিক মূল বৈশিষ্ট্য। চীনের জনসাধারণ কী চান, তাঁরা কি ধরণের ছিলেন সে বিষয়ে তাঁর কোন ধারণা ছিল না। তাছাড়া চীনের কৃষক সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি আদৌ কিছু জানতেন কিনা সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ ছিল।

তবে সব দলগুলিকেই ওয়াং-মিং-এর নীতিসমূহের সঙ্গে এক করে দেখা উচিত হবে না। কেননা কোন কোন দলের সত্যিকারের পরিবর্তনও হয়েছিল। তাই বর্তমান চীনে তৃতীয় 'বাম' নীতির ভুলের জন্য একা ওয়াং-মিং-কেই দায়ী করা হয়ে থাকে।

কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিষ্ঠা, তাকে সংহত করা এবং তার পরিচালনা করার ব্যাপারে মাও-এর যে সাফল্য দেখা যায় তাকে অবশ্যই বিচার করতে হবে। আর এ বিচার করতে হবে চীনের বুকে যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে। এর স্থিতিকাল সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা চলে। তার প্রথম স্তরটি হল ১৯২৯-এর ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৩০-এর নভেম্বর পর্যন্ত। সে সময় তাপোতিতে বিজয় সম্পন্ন হোল এবং সে অঞ্চলে মাও এবং চু-তে'র পা রাখার মত অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। আর এই কালটিকেই প্রথম বা একটা ভিত্তি গড়ে তোলার স্তর বলা চলে। এ সময়টিতে সামরিক এবং ভূমি বিপ্লবের কাজে একটি বিচক্ষণ সমন্বয় ঘটেছিল। ইতিপূর্বেই ছকে দেওয়া 'তরঙ্গ' তত্ত্বের অনুসরণ করা হয়েছিল এই সামরিক কার্যাবলীতে। শত্রুর প্রতিহিংসা যখন প্রবল হয়ে উঠে তখন হটে আসাই ছিল তাদের কাজ। আর শত্রু যখন দুর্বল, শ্রান্ত এবং হটে যাচ্ছে অবস্থা, তখন দ্রুততার সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়াই ছিল তাদের কাজ। এভাবেই ঘাঁটিটি ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হচ্ছিল। আর ১৯৩০ সালের মধ্যে ১৭টি কাউন্টি লাল শক্তির নিয়ন্ত্রণে গিয়েছিল। ভূমি-সংস্কার, গণজাগরণ, জনগণের সমিতি প্রতিষ্ঠা, সৈন্যবাহিনী ও লালরক্ষী বাহিনী গড়ে তোলা, পার্টি গঠন, কৃষক সাধারণের মধ্যে ব্যাপক ও গভীর প্রচারকার্য ইত্যাদি কাজ হাতে নেবার নমুনা ইতিপূর্বেই চিংকাংশানে পরীক্ষিত হয়েছিল। এগুলি ছিল সবই মাও-এর পরীক্ষিত পদ্ধতি। আর এক্ষেত্রে মাও-এর সে পদ্ধতিগুলিই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নমনীয় এবং কল্পনা শক্তির দ্বারা প্রসারিত ও পরিমার্জিত হয়ে এবং স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে গুণাগুণ বিচার সাপেক্ষে পরিবর্তন করা হোল।

১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বরে কিয়ান দখন হোল। কিয়ান দখলের পর যে বিস্তৃত অঞ্চল হাতে এল মাও-এর পক্ষে 'কিয়াংসি-ফুকিয়েন ঘাঁটি এলাকায় একটি প্রাদেশিক সোভিয়েট সরকার' ঘোষণার পক্ষে তা যথেষ্ট ছিল। আর তাছাড়া চিয়াং-এর বিশাল অভিযান দুমাস আগেও আর তাছাড়া সাংহাইতে ওয়াং-মিং দলটির ক্ষমতা দখলের কেন্দ্রীয় ঘাঁটি ব্যুরোর প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রও উপযুক্ত ছিল। এ ঘটনাকে ভিত্তি করেই এক বছর পরে অর্থাৎ ১৯৩১ সালের

নভেম্বরে এ ভূখন্ডকে একটি সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। সে সময় সাংহাই থেকে পৌঁছে যাওয়া পলিটব্যুরোর সব সংগঠনগুলি তার অধীনে নিয়ে আসার ফলে স্থানীয় কেন্দ্রীয় ব্যুরো পদমর্যাদার দিক থেকে দ্বিতীয় স্তরে নেমে এল।

সংহতির সময়কাল হিসাবে পরিচিত কেন্দ্রীয় ঘাঁটির দ্বিতীয় পর্যায় চলে ১৯৩০-এর নভেম্বর থেকে ১৯৩৭-এর নভেম্বর পর্যন্ত। এই সময়কালের মধ্যে অনুষ্ঠিত মাও-এর কাজগুলি খুবই ফলপ্রদ হয়েছিল। কেননা তখনও তার কাজে কেউ একটা খুব বেশী হস্তক্ষেপ করতে পারেনি। ইতিমধ্যে চিয়াং কর্তৃক আরো দুটি অভিযান চললেও এ পর্যায়ের শেষ দিকে ৩০ লক্ষ লোক অধ্যুষিত ১৯০০০ বর্গ মাইল জুড়ে এ ঘাঁটিটি প্রসারিত হয়।

চিংকাংশানের তুলনায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে এ ঘাঁটিটি অনেক বেশী ভাল অঞ্চল ছিল। এ ভূখন্ডটিতে উর্বর জমি এবং অনেক সমৃদ্ধ শহর ছিল। তাছাড়া এতে ছিল একটি সতর্কিত অতি জঙ্গী কৃষক সম্প্রদায়,—যাদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন ছিলেন দরিদ্র বা ভূমিহীন কৃষক। আর ছিল এ ভূখন্ডে অনেক সুপ্রবাহিনী নদ-নদী। ১৯২৯-এর এপ্রিলের সিংকুও ভূমি আইন এ এলাকার উপযুক্ত করে প্রবর্তিত হোল। নিম্নমধ্যবিত্ত কৃষক, ক্ষুদ্র জমিদার এবং ধনী কৃষক এ আইন প্রবর্তনের ফলে তাঁদের জীবিকা থেকে বঞ্চিত হলেন না। সমীকৃত ট্যাক্স ধার্য এবং অত্যাচারমূলক সামন্তবাদী খাজনা এবং মহাজনী ব্যবস্থা সব বাতিল করা হোল। ফলে, 'রাজনৈতিক কমিশার মাও'-এর পক্ষে জনগণের আগ্রহ দেখা দিল। শহরের বুকে ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যবস্থা সুরক্ষিত হোল। বণিকেরা নিরাপত্তার আশ্বাস পেলেন। ঘাঁটি অঞ্চলের খনিগুলি থেকে টাংস্টান নামীয় দুষ্প্রাপ্য খনিজ ধাতব রপ্তানীতে উৎসাহ দেখা দিল। এতে প্রচুর রাজস্ব অর্জিত হোল। মাও-এর ভাই মাও সে-মিন-এর উপর এ কাজের ভার ছিল। ১৯২৯ সালে ইয়ুপিং (জুই চিনের কাছে)-এর প্রথম জনতা ব্যাঙ্কেরও প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন মাও সে-মিন। এভাবেই রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণভার মাও-এর হাতে রয়ে গেল। তিনি ঘাঁটি অঞ্চলে ঘুরে-ফিরে বেড়াতেন, সঙ্গে সঙ্গে পরিদর্শন ও অনুসন্ধানের কাজও চালাতেন আর স্থানে স্থানে সভা করতেন। তারপর তিনি এবং চু-তে সামরিক অভিযান চালাতে ফুকিয়েনে চলে যান। উদ্দেশ্য, ঘাঁটিটির সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিকে সংহত করা এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমি অঞ্চল দখলে আনা।

১৯৩১ সালের নভেম্বরে 'সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠিত হয়। তার আগেই ১৯৩১ সালের আগস্টে কমিনটার্নের যে নির্দেশনামাটি এসেছিল তার বক্তব্য ছিল যে, 'একান্ত নিরাপদ অঞ্চলে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একটি কেন্দ্রীয় সোভিয়েট সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে'। তবে লক্ষ্য এই ছিল না যে, এই কেন্দ্রীয় সোভিয়েত সরকার কেবল মাত্র একটি বা দু'টি ঘাঁটির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে বরং দাবী হোল সমগ্র দেশব্যাপী একটি 'সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করা। কিংবা এরূপ মনে হয় যে, বিষয়টি এ দাবী মতই ব্যাখ্যাত

হয়েছিল। কেননা তখন তা-ই করা হচ্ছিল। সে বছর আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় কমিটির একটি অংশ জুই চিনে ছিলেন। সেখানে সে সময় একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নভেম্বরে সারা চীন সোভিয়েট কংগ্রেস ৬৩ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি নির্বাচিত করে এবং জুইচিনকে রাজধানী করে একটি সরকার গঠন করে। কার্যতঃ এই সরকার ছিল পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পলিটব্যুরোর নেতৃত্বাধীন। এর ফলে মাও সে তুঙের পদাবনতী ঘটে এবং ক্ষমতাও খর্ব হয়ে যায়।

কিন্তু কেন্দ্রীয় সোভিয়েট সরকারের বৈধ নির্বাচনে মাও সর্বাধিক সংখ্যক ভোট পেয়ে সভাপতি নির্বাচিত হ'ন। আর সে নির্বাচনে সহ-সভাপতি নির্বাচিত হলেন চাং কুও-তাও এবং সিয়াং য়িং। ভোটের ফলাফলে ওয়াং-মিং চতুর্থ হোন। এতদসত্বেও মাও ইতিমধ্যেই কোনঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। কেননা উক্ত দুই সহ-সভাপতিই মাও-এর মত ও নীতির বিরোধী ছিলেন।

স্বভাবতঃই সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের নিজস্ব একটি গঠনতন্ত্র থাকতে হবে। তাছাড়াও এর ভূমি সংক্রান্ত আইন প্রণয়নে শ্রম আইন, বিবাহ আইন, নারীর সমানাধিকার, লালফৌজ সংক্রান্ত প্রস্তাবাদি, জাতীয় সংখ্যালঘু সমস্যা ও আরো অন্যান্য বিষয়ের উপর নানাবিধ প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও থাকতে হবে। মাও সে তুঙ যে ভূমি আইনের খসড়া রচনা করেছিলেন এখন তার সংশোধন করা হোল। লালফৌজের অনুশাসনমূলক প্রস্তাবসমূহ মাও-এর কর্মসূচীর সাংঘাতিকভাবে সংশোধন করে গৃহীত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল 'পার্টির অধিকতর বলশেভীকরণের' নীতির অন্তর্ভুক্ত করা। সে যাই হোক, মাও-এর স্থানীয় শক্তি এবং তিনি যে এই মারাত্মক সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিরুদ্ধে কৌশলে তা প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন তাতে এক বছর পরে হলেও, ১৯৩২-এর আগষ্ট মাসে পলিটব্যুরোর পূর্ণ জমায়েতে এই 'বামপন্থা' বিপদের ভয়ঙ্কর রূপটিকে তাঁরা নিজেদের অনুভূতিতে প্রত্যক্ষ করতে শুরু করেছিলেন।

মাও সে তুঙ সব সময়েই 'শ্রমিক', 'কৃষক-পরিষদ' এবং অন্যান্য নামের চীনা ভাষায় প্রতিশব্দ ব্যবহার করতেন। যাতে এ শব্দগুলি সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু বলশেভিকদের কাছে এ সব চীনা শব্দ ছিল অভিশপ্ত বস্তু এবং একটা বিচ্যুতি মাত্র। 'আদর্শগত সাধারণ দৈন্যতা'র সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে 'হাতুড়ে ডাক্তারি' আর 'সুবিধাবাদী প্রয়োগবাদ' এ মত ব্যক্ত করে মাও-এর বাস্তব নীতিগুলির প্রতি এ ধরণের বিশেষণ বর্ষিত হোত। বলশেভিকেরা নিজেরা সর্বত্রই 'সোভিয়েট' এবং 'বলশেভিক' শব্দ ব্যবহার করতেন। অথচ এ সব শব্দের ব্যবহার কেউ বুঝতেন না। বিশেষতঃ এ সব শব্দ চীনা ভাষায় অনুবাদ না করার ফলে এবং শুধু বর্ণান্তর হোত বলে চীনা ভাষায় যাকে 'সু ওয়েই-আই' এবং 'পু-এর-শি-ওয়েই-কে' বলে তাতেই তা পরিণত হোল। অনেকেই মনে করতেন যে সু ওয়েই-আই হচ্ছে একজনের নাম। কুওমিনটাং এবং সমরনায়কগণ 'মৃত বা জীবিত অবস্থায়.........লাল দস্যু সু ওয়েই-আই-

কে' ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। মাও সে তুঙের মাথার উপর ইতিপূর্বেই পুরস্কার ঘোষণা হয়েছিল। আর এরূপ ঘোষণা চু-তে এবং চৌ এন-লাইয়ের উপরও হয়েছিল। আর এই পুরস্কারের টাকার অঙ্কের হার ক্রমেই অধিকতর হতে থাকে। এ প্রসঙ্গে চু-তে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'চীনে সবচেয়ে আমি হলাম দামী ব্যক্তি।' 'সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার পর ১৯৩১ অথবা ১৯৩২-এর গোড়ার দিকে শীতের সময় ওয়াং মিং এবং তাঁর স্ত্রী মেং চিং-সু মস্কোয় ফিরে গেলেন। আর রাশিয়া থেকে প্রেরিত তাঁর নির্দেশাবলী কার্যকরী করার জন্য তাঁর ভারপ্রাপ্ত লোক হিসাবে রেখে যান পো-কুকে।

এটা অবশ্যই পুনরায় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করেছিল। এ প্রসঙ্গে বলা চলে যে, যদি চীনে 'সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা না করে এবং পার্টির 'বলশেভিক-করণের পথ এবং পদ্ধতি গ্রহণের উপায় খুঁজতে শুরু না করে আর তাছড়া মাও সে তুঙকে দুর্বল না করে তার পরিবর্তে পলিটব্যুরো চীনের বাস্তব পরিস্থিতির উপর ভালভাবে সন্ধানীদৃষ্টি নিবদ্ধ করতেন তবে অবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক হতে পারত। জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ সারা দেশের মানুষের মনে গভীরভাবে ধাক্কা দিয়েছিল। তাই দেশের সর্বত্রই তখন দেশপ্রেমিক চীনবাসী, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীসমাজ জাপানকে প্রতিরোধের দাবী জানায়। চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি যদি চিয়াং-এর কমিউনিষ্ট বিরোধী অভিযানের অগ্নিগর্ভ চাপা বিক্ষোভকে সমাবেশ করার মধ্যে একটা জাতীয় আন্দোলন হিসাবে দাঁড় করাতে পারত এবং জাপানকে প্রতিরোধের কথা ঘোষণা করত তা হলে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষে ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম অধিকতর ক্ষণস্থায়ী হত। কিন্তু বাস্তবকে বোঝার মত ক্ষমতা এই নবীন সংকীর্ণতাবাদীদের ছিল না। এ সত্যকে উপলব্দী করেছিলেন মাও সে তুঙ। তিনি পরের বসন্তেই বৈদেশিক আক্রমণের প্রতিরোধের মঞ্চে চীনের জনগণকে সামিল করার লক্ষ্য নিয়ে নীতি প্রচারে নেমেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁর ক্ষমতা দ্রুত খর্ব হচ্ছিল তার পরের কয়েক বছর পর্যন্ত কেউই আর তাঁর কথায় গুরুত্ব দিলেন না।

এক্ষেত্রে উল্লেখ করার মত অপর বিষয়টি হোল এই যে, ১৯৩০ সালে তৃতীয় প্লেনামে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলা হয়েছিল যে চীন এখনও 'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের' পর্যায়ে রয়েছে। আর মাও এ তত্ত্বটি বহুবার ব্যাখ্যাও করেছিলেন। কিন্তু সে দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে 'সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের' ঘোষণার নীতিটি সংগতিপূর্ণ ছিল না। তবে ঘটনা এই যে, চরম বামপন্থার দিকটাই তখন পরিপূর্ণভাবে প্রসারিত হতে দেখা গিয়েছিল। মাও সে সময় এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করেছিলেন কিনা তা আমাদের জানা নেই। কেননা ১৯৩০ সালের গোড়া থেকে ১৯৩৩-এর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তিনি নীরব ছিলেন। কার্যতঃ তাঁর তখনকার কোন লেখাই আমাদের নজরে পড়ে নি।

তবে, এ প্রসঙ্গে বলা চলে যে, তিনি যদি এটাকে সঠিক বলে মনে

করে থাকেন, তবুও তিনি এটা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছিলেন যে ঘোষণাটি সময়োচিত হয়নি,—সময় নির্বাচনে অত্যন্ত ভুল করা হয়েছিল। কেননা বছর কয়েক পরেও ইয়েনানে তিনি আবার সে প্রশ্নটি তুলে ধরে বলেন যে, স্তরটা তখন সর্বহারা বিপ্লবের স্তর ছিলনা স্তরটা ছিল গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া' বিপ্লবের। তাই তিনি ঘোষণা করলেন, 'জনগণতন্ত্রের' কথা। এমনকি আজও চীন একটি কমিউনিষ্ট সাধারণতন্ত্র নয়, ইহা একটি 'জনগণতন্ত্র'। এ পার্থক্যটা খুবই লক্ষণীয়।

বহু অতীতের সেই দিনগুলিতে কেন্দ্রীয় ঘাঁটিতেও অস্থায়ী পলিটব্যুরোর হটকারী শ্লোগান এবং বারতি আলঙ্কারিক বাগিন্নতার জয়জয়কার পড়ে গেল। তাতে ঘাঁটিস্থ লোকেরাও অত্যন্ত উল্লসিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা জানতেন না তাঁদের ভাগ্যে কি ঘটতে যাচ্ছে। যে আদর্শগত সংগ্রাম ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল তা সকলের কাছেই অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু কিছু কিছু লোক তা জানতেন। তাঁরাই ৭ই নভেম্বরের সেই দিনটি ইয়েপিং এবং জুই-চিনের মধ্যবর্তী সমতলভূমিতে উঁচু মঞ্চের উপর বসে লালফৌজের কুচ-কাওয়াজ দর্শন করছিলেন। কুচকাওয়াজের নির্দিষ্ট বেষ্টনীর জমির উপর বড় হরফে এই শব্দগুলি লেখা ছিল : 'আমাদের শহীদদের রক্তাক্ত পথের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হও'। নভেম্বরের সেই কনকনে ঠান্ডা হাওয়ায় লাল ঝান্ডা উর্ধ্বে আন্দোলিত হয়। চলে নাচ-গান আর প্রশংসা মুখর সুখী জনতার স্রোত। তালে তালে উঠে আনন্দ ধ্বনি আর আতসবাজীর খেলা।

১৯৪৫-এর চীনের পার্টির ইতিহাসের মধ্যে কয়েকটি প্রশ্নের উপর প্রস্তাবসমূহের পরিশিষ্ঠে বলা হয়েছে যে, একেবারে শুরু থেকে, কোন প্রকার প্ররোচনা ছাড়াই সংকীর্ণবাদীরা (কিছুকালের জন্য তাদের এই নামে অভি-হিত করা হোত) 'দুটি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত ও ভ্রান্তিকর মতবাদ কার্যকর করেছিল'। এই মতবাদগুলি আদর্শের বুলিতে ঠাসা ছিল। লক্ষ্য ছিল, মাও-এর হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া। বরং এ ধরণের কার্যকলাপকে বলপূর্বক হাত করার কথাটাই হবে অধিকতর সঠিক শব্দ। কেননা মাও দুর্বল ছিলেন না আর বিরোধী হিসাবে নগন্যও ছিলেন না। তিনি 'একটি নীতিগত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে' প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে সংগ্রাম করতেন। আর তা করতেন তাঁর নমনীয় মস্তিষ্কের সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে। বরাবরের মত আগে থেকেই তিনি এই প্রচন্ড আক্রমণ চালাতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এদিকে আর্থিক ব্যবস্থাপনার কাঠামোটি তাঁর ভাই মাও সে-মিনের হাতে ছিল। তাই তাঁকেও বিদূরিত করতে হবে। কিন্তু এতে সময়ের প্রয়োজন ছিল। মাও-এর অপর ভাই মাও সে-টানের কাজ ছিল ভূমি-সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁকে সাহায্য করা। স্বভাবতঃই এটাও ছিল একটা আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত বিষয়। তাই মাও সে তুঙ ভূমি-সংক্রান্ত বিষয়ে যে পরিবর্তনসমূহের সম্পাদন করেছেন সে পর্যন্ত পৌঁছতে এবং তাকে ধ্বংস করতেও বেশ সময় লাগবে। কেননা মাও নিজে ছিলেন লাল-ফৌজের রাজনৈতিক কমিশার এবং তাছাড়া অন্যান্য পদেও আসীন ছিলেন।

তাই মাও-এর ধারণাসমূহকে আদর্শগতভাবে যোগ্য মর্যাদা না দেবার লক্ষ্য নিয়েই তারা দুটি ভ্রান্তিকর মতবাদ চালিয়ে ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল সামরিক এবং পার্টির ক্ষমতা থেকে তাঁকে বিচ্যুত করা এবং পার্টিও সেনাবাহিনীর থেকে তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত কর্মীদের ছাঁটাই করা। ১৯৩১-র নভেম্বরে প্রথম নিখিল-চীন সোভিয়েট কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। সে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার আগেই অস্থায়ী পলিটব্যুরোর ঘোষণাগুলো পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। আর পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে এই মতলবগুলিই হাসিল করা হয়েছিল।

চাংশা দখল করার জন্য লি লি-সানের আদেশক্রমে লালফৌজ ১৯৩০ সালে প্রথম ফ্রন্ট সেনাবাহিনী হিসাবে সংগঠিত হয়েছিল। তখন সে বাহিনীর সংখ্যা ছিল ২০ হাজার। এ সংখ্যা থাকা সত্ত্বেও ঘাঁটির জনসাধারণের উপর ততটা চাপ ছিল না। ১৯৩০ থেকে উৎসাহী এক বিশাল কৃষক যুব বাহিনী সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলেন। এদের মধ্যে কারো কারোর বয়স মাত্র পনের কি ষোল বছর ছিল। এ ঘাটির বিরুদ্ধে চিয়াং কাই-শেকের অভিযানের ফলে তাদের দল ছেড়ে আরো অনেক নূতন সৈনিক সভ্য এতে এসে যোগ দেন। ধৃত বন্দীদের ক্ষেত্রে কী নীতি গ্রহণ করা হবে সে বিষয়ে মাও চিংকাংশানে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন। মাও-এর সেই নীতিই তখন কঠোরভাবে কার্যকরী হয়েছিল। যারা সাধারণ সৈনিক বা নিম্নপদস্থ অফিসার সেই দলত্যাগী এবং বিদ্রোহীদের প্রতি সৎ ব্যবহার করতে হবে আর তাদের রাজনৈতিক তত্ত্বদ্বারা উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। সাধারণতঃ বন্দীদের নির্যাতন এবং তাদের হত্যা করার এক স্বাভাবিক রেওয়াজ ছিল। সে ক্ষেত্রে বন্দীদের প্রতি নির্দয় ব্যবহার না করা এবং তাদের প্রতি সদাশয়তা দেখানো চীনে একটা পুরোপুরি নূতন ব্যবস্থার সূচনা ঘটল। এ জনশ্রুতিতে কুওমিনটাং-এর পক্ষ থেকে দল-ত্যাগীরা বন্দুকসহ লালফৌজে চলে আসে। আর ধৃত কিছু নিম্নপদস্থ অফিসারও লং মার্চের সময় নিজেদের কমিউনিষ্ট পার্টির নিষ্ঠাবান কর্মী এবং কাজের লোক হিসাবে প্রমাণিত করতে পেরেছিলেন। এই দলত্যাগীদের কেউ আবার বেতারযন্ত্র-বেতারবার্তা নিয়ে এসেছিলেন। তখন এগুলি মাও-এর বেশ কাজে এসেছিল। কেননা কমিউনিষ্ট পার্টি তখন সারা দক্ষিণ চীন জুড়ে বিচ্ছিন্ন অন্যান্য দলগুলির সঙ্গে বেতারে যোগাযোগ স্থাপনে সমর্থ হয়েছিলেন।

এভাবে সেনাবাহিনীর প্রসার ঘটায় এবং কমিউনিষ্টদের খ্যাতি বৃদ্ধির কথা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার ফলে নিকটবর্তী প্রদেশগুলিতে ছোট-খাট গেরিলা ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৩২ সালের গ্রীষ্মকাল নাগাদ এ ধরণের মোট বারটি গেরিলা ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল। তবে কয়েকটি স্থায়ী হয়নি, যদিও ঘাঁটি-গুলিকে গেরিলা ঘাঁটির চেয়ে গেরিলা অঞ্চল বলাই ভাল তবু একথা বলা চলে যে বিপ্লবের উত্তাল তরঙ্গের ঢেউ এগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছিল। সেই গ্রীষ্মকাল নাগাদ, বিভিন্ন ক্ষমতা ও গুনের অধিকারী এমন দশটি সেনা-

বাহিনীসহ ৭০টি কাউন্টি এবং ৯০ লাখ লোক কমিউনিষ্টদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। কেন্দ্রীয় ঘাঁটিটি ছিল সর্বোত্তমভাবে প্রয়োজনীয় সাজসজ্জায় সুসজ্জিত। যদিও একথা স্বীকার করতে হবে যে, ১৯৩১ সালে একটি অস্ত্রাগার প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ঘাঁটিটির চাহিদা পূরণের যথেষ্ট সংগতি ছিল না। তাই সে সময়ে অফিসারদের শিক্ষিত করে তুলতে একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য ঘাটিতে শিক্ষিত কর্মী পাঠানোর পরিকল্পনাও চলে। কিন্তু এ পদ্ধতিকে সাংঘাতিক বিপজ্জনক বলে তখন গণ্য করা হয়েছিল। আর এ পদ্ধতিকে 'বাস্তব কাজে সুবিধাবাদ নীতি' বলে চিহ্নিত করাও হয়েছিল। 'সংকীর্ণবাদীরা' তাই এ কাজ থামিয়ে দিলেন।

কর্মীদের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে ১৯৪৫ সালে মাও সে তুঙকে লিখতে হয়েছিল যে, ওয়াং-মিং সংকীর্ণবাদীরা 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতাবাদের মৌল নীতি ভংগ করেছিলেন, পার্টি শৃংখলাকে যান্ত্রিক অনুশীলনের স্তরে নিয়ে আসেন আর অন্ধ আনুগত্যের মনোভাব সৃষ্টিতে প্রশ্রয় দেন।'

উপরে বর্ণিত এই বিষয় ছাড়াও আমাদের আরো খারাপ ঘটনার বিষয়কে বিশ্বাস করতে হয়েছিল। সে সময় সংকীর্ণবাদীদের দ্বারা পার্টিকে 'বলশেভীকরণ এবং 'সর্বস্তরে পার্টিকে শক্তিশালী করার' ঘোষণায় কমিউনিষ্ট পার্টি বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হোল। আর সুসম্বদ্ধ এই প্রচার অভিযানের ফলে বহু কর্মীকে শুধু শাস্তিভোগের মধ্যেই ফেলেনি বরং তাঁদের প্রতি তথাকথিত 'প্রতিবিপ্লবী' অভিযোগ এনে সর্বস্তরে এই রাজনৈতিক মতবিরোধীদের খুঁজে বের করার জন্য সরজমিনে চলছিল এক সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ।

এ কাজে সহ-সভাপতি দু'জনই ছিলেন সক্রিয়। তাছাড়া বিশেষ করে চাং কুও-তাও ছিলেন সবার আগে। মনে হয়, সিয়াং-য়িং ছিলেন বুদ্ধিমান কিন্তু তিনি ছিলেন বড়ই একগুঁয়ে। ১৯৩০ সালে ফুটিয়েনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংকীর্ণবাদীরা মাও-কে সরাসরি আক্রমণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। সে ঘটনাটি হোল,—মাও সে সময় এ-বি গ্রুপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। সে সময় তিনি এবং চেন য়ি একত্রে অপর একটি নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রকে বানচাল করে দিয়েছিলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে সিয়াং-য়িং-এর উপর তদন্তের ভার পড়ল। মনে হয়, তাঁর তদন্তের রিপোর্ট মাও সে তুঙের বিরুদ্ধেই গিয়েছিল। অবশ্য তখনই কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে মাও-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা সম্ভব হয়নি। কেননা এতে বহু সংখ্যক কর্মী এবং সেনাবাহিনীর লোক জড়িত ছিলেন ;— যাঁরা মাও-এর কাজকে সমর্থন করতেন। এতে আমরা বিস্মিত হবনা যদি, মস্কোয় বসবাসকারী ওয়াং-মিং মাও সে তুঙের অন্যতম 'অপরাধ' হিসাবে ফুটিয়েন ঘটনাটিকে এখনও তুলে ধরার জন্য সচেষ্ট হ'ন।

ইতিমধ্যেই সংকীর্ণবাদীদের দ্বারা একটা 'নিরাপত্তা' সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর কাজ এত পুরাদস্তুরভাবে চলত যে কেবল সন্দেহের উপর ভিত্তি

করেই কর্মীদের হত্যা করা হোত। স্বভাবতঃই 'নিরাপত্তা' সংস্থার এই কাজের ধারা মাওকে খুবই আতঙ্কিত করে তুলেছিল। তিনি এসব কাজকে গ্রহণের অযোগ্য বলে অভিহিত করলেন। কিন্তু তাঁর কথায় কেউ কান দিলেন না। ১৯৪৫ সালের পর মাও সে তুঙ বেশ জোরের সঙ্গেই বলেন যে, যে সব কর্মীরা অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছেন তাঁদের মরণোত্তর স্বমর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সমসাময়িক কালের ঘটনায় লক্ষ্য করা যায় যে, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রেও তখন পার্টি থেকে বহিষ্কারের কাজ চলছিল (ইতিমধ্যে ১৯৩১-এ সোভিয়েট দেশেও তখন বহিষ্কারের কাজ ঘটছিল)। এর ফলে সোভিয়েট দেশে যা ঘটেছিল, সংকীর্ণবাদীদের নিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপে ও তার পরিচালনায় সে স্মৃতিই প্রবলভাবে মনে জাগত। আর তাতে এটা কেউ অনুভব না করে পারতেন না যে, রাশিয়াতে যা করা হচ্ছিল এই আঠাশ জন বলশেভিকও নিষ্ঠার সঙ্গে তারই অনুকরণ করছিলেন। তবে এটা বলা অবশ্যই সম্ভব নয় যে, এঁরা রাশিয়ার নির্দেশ অনুসারে এ সব কাজ করছিলেন কিনা। অবশ্যই এক্ষেত্রে একথাও স্মরণ করা প্রয়োজন যে, ওয়াং মিং ১৯৩২ সালে কমিনটার্ণ-এ ফিরে আসেন। তাই কমিনটার্ণে তাঁর সান্নিধ্য লাভের এবং ব্যক্তিত্ব প্রকাশেরও সুযোগ এসেছিল। আর তিনি যে এসব জঘন্য কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তার যথেষ্ট কারণও ছিল। কেননা এসব কাজের মাধ্যমে আকুল-আগ্রহে রুশবাসীদের কাছে প্রমাণ করার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন যে, রুশ ফেরৎ ছাত্ররা কত না পুরাদস্তুর বলশেভিক হতে পেরেছিলেন।

এই অবাস্তব সব নীতির ব্যর্থতাময় কর্মপদ্ধতি গ্রহণের ফলে, এই সংকীর্ণবাদীরা সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন। এদিকে নিষ্ঠুর পরিকল্পনা নিয়ে মাও-এর ক্ষমতা ও প্রভাব খর্ব করার কাজও ধাপে ধাপে এগিয়ে চলছিল। অথচ তখনও তিনি সোভিয়েট সরকারের নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন। তাছাড়া ঘাঁটিস্থিত লালফৌজের রাজনৈতিক কমিশার এবং ফ্রন্ট কমিটির সম্পাদকও তিনি ছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে, ১৯৩২-এর আগষ্টে নিংটুতে একটি সম্মেলন এবং প্লেনাম অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় সে সম্মেলন এবং প্লেনামে সংকীর্ণবাদীদের এবং তাঁদের অনুগামীদের অধিকাংশরাই উপস্থিত হয়েছিলেন। সে সময় মাও সে তুঙ ফুকিয়েন যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন (আবার আর একটি অর্থাৎ তখন চিয়াং-এর চতুর্থ অভিযান চলছিল)। তবু এই মিটিং-এ যোগ দিতে মাও ফিরে এলেন। সেখানে তখন তিনি তাঁর কমিটির সম্পাদক এবং ঘাঁটির লালফৌজের কমিশারের পদ হারালেন। অর্থাৎ দুই উচ্চ পদের ক্ষমতা তাঁর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হোল। এ-ভাবেই লালফৌজের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হোল। তবে সরকারের সভাপতি পদে তিনি থেকে গেলেন। কারণ খুবই পরিস্কার যে, এটা ছিল পুরোপুরি পলিটব্যুরোর কর্তৃত্বাধীন। স্বভাবতঃই সে কারণে রাজনৈতিক বা সামরিক বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করার ব্যাপারে তাঁর প্রকৃত কোন ক্ষমতা রইল না।

সংকীর্ণবাদীরা খুবই প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন যে, পুরুষ এবং নারী

বৃদ্ধ এবং যুবক আপামর জনসাধারণের জন্য মাও-এর সমবন্টন কর্মসূচী ছিল ভ্রান্তিকর। তাঁরা অভিযোগ করেন যে, 'শ্রেণী সংগ্রামের' সার্বিক নীতি নির্ধারণের পথ তিনি এড়িয়ে চলেছেন। তাঁরা অভিযোগ তুলেন যে, মাও হলেন 'নরমপন্থী'। তাঁদের মতে, বড়-ছোট সব শ্রেণীর জমিদার এবং সব ধনী কৃষককেই হত্যা করতে হবে। তাছাড়া জমি থেকেও তাদের উৎখাত করতে হবে। ওরা না খেয়ে মরুক। কষ্ট করে বেঁচে থাকার জন্যও তাদের কোন জমি (খুব খারাপ জমিও নয়) দেওয়া হবে না।

কিন্তু যদিও সংকীর্ণবাদীরা মাও-এর ভাষায় বর্ণিত 'বাস্তবের সঙ্গে' যুক্ত হতে চাইছিলেন না তবুও তাঁরা যেভাবে পার্টি এবং সেনাবাহিনীকে পুরোপুরি ধ্বংস করতে পেরেছিলেন সেভাবে কিন্তু মাও-এর ভূমি সংস্কার কর্মসূচীকে ধ্বংস করতে তাঁরা পারেন নি। তার মূলে কারণও ছিল। কেননা এ কাজে সময়ও লাগে। আর তাছাড়া নিজেদের ও সৈনিকদের খাওয়া-পড়ার ব্যাপারটাও জরুরী ছিল। আর যে অর্থের প্রয়োজনে বণিক এবং ব্যবসায়ীদের তাঁরা খতম করতে চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের কাছেই শেষ পর্যন্ত হাত পাততে হোত বলে এই বলশেভীকরণের কাজের গতি হ্রাস পেয়েছিল।

•তাছাড়াও অন্য একটি কাবণ বর্তমান ছিল। জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের কোন পরিচয় ছিল না। মাও যেমন ছোট বড় সব গ্রামে গ্রামে ঘুড়ে বেড়াতেন, মেঠো পথে হেঁটে যেতেন, পথের মাঝে থেমে থেমে কৃষিজীবী জনগণের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে কথাবার্তা বলতেন এ ধরণের কোন কর্মসূচী তাঁরা গ্রহণ করেছেন বলে কোন তথ্য জানা নেই। জনগণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত কর্মীরাই মাওকে জানতেন। আর তা জানতেন বলেই তারা তাঁকে মান্য করে চলতেন। মাও কোন সময়ই প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশাদির বিরুদ্ধতা করেন নি। তিনি সব সময়ের মতই পরোক্ষে কাজ চালিয়ে যেতেন। একটার পর একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সংকীর্ণবাদীদের সিদ্ধান্ত কত অবাস্তব তা প্রমাণ করতেন। আর এভাবেই দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের তাত্ত্বিক কাঠামোটিকে চূড়ান্তভাবে গুঁড়িয়ে দিতেন। তাছাড়া তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রমাণিত হতেও বেশী সময় লাগত না।

১৯৩০-এর গ্রীষ্মের গোড়া থেকে ১৯৩৩-এর আগষ্ট পর্যন্ত এই সাড়ে তিন বছর সময়কালের মধ্যে মাও-এর কোন লেখা আমাদের হাতে নেই। তবে তা না থাকলেও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তিনি তখন লেখা আর গবেষণার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু এসব সংগৃহীত তথ্যাদি প্রকাশিত হয়নি বরং তা অবহেলিত অবস্থায় পড়ে থাকে। তাছাড়া সম্ভবতঃ লং মার্চের সময়ে অন্যান্য বহু দলিলের সঙ্গে এসব হারিয়ে যায় বা বাতিল করা হয় কিংবা পুড়িয়ে ফেলা হয়।

লালফৌজের ব্যাপারে অনুসৃত নীতিসমূহের মধ্যে ভুল সিদ্ধান্তগুলির আসল দৃষ্টান্ত ধরা পড়ে। তবে সেনাবাহিনীর জন্য এ নূতন লাইনটি ১৯৩৩ সালের শেষ দিকের আগে পর্যন্ত লালফৌজের নিয়ন্ত্রণ কতৃত্ব থেকে মাওকে

হঠান যায়নি। যদিও ইতিপূর্বেই ১৯৩১ সালে লালফৌজের 'বলশেভীকরণ ও পুনর্গঠন' করার প্রশ্নে (আঠাশ জন বলশেভিকের পৌঁছানোর আগে, আপাতঃদৃষ্টিতে এটি প্রকৃত লালফৌজ ছিলনা) প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। তাতে মাও-এর হাত থেকে নিয়ন্ত্রণভার নিয়ে নেবার পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে অনেক বিষয় স্থির করার প্রয়োজন ছিল। এদিকে গেরিলা যুদ্ধের জন্যও লালফৌজের নেতৃত্ব ভর্ৎসিত হয়েছিল। এই সূত্রে মূল ঘাঁটিগুলি দখল করা এবং সেগুলিকে মরণপণ করে রক্ষা করার জন্য নূতন নীতির ধারক ও বাহক-দের কাছ থেকে ডাক এল। আর ডাক এল বার বার পটপরিবর্তনের এই অস্থির অবস্থার অবসানের জন্য। সঙ্গে সঙ্গে সারা কিয়াংসি প্রদেশটি দখল করার জন্যও জীবনপণ করে কাজ করার ফরমান এলো। এই নূতন নীতির ধারক-দের চোখে মাও দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী বলে চিহ্নিত হলেন। আর প্রকৃত কাজে অবহেলা, শহর দখলে অবিশ্বাস, মুখোমুখী সংঘর্ষ এড়িয়ে থাকা প্রভৃতির জন্য মাওকে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী বলেও অভিযুক্ত করা হোল। তারা আরও বলতেন যে, মাও নাকি 'লড়াই করে শত্রুকে ধ্বংস করার' চেয়ে গ্রামে গ্রামে প্রচারের কাজ করাটাই তিনি পছন্দ করতেন আর তাছাড়া শত্রু-বাহিনীকে শেষ করা পর্যন্ত তাড়াদিতে তিনি নাকি ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁরা তার 'তরলতার' নীতির ধারণাকে নিন্দা করলেন। তাদের মতে এ নীতির পরিণাম হোল একটি 'নিয়মিত সমর অভিযান' বা প্রাচীন কালের সমরনীতির মত শত্রুকে সামনাসামনি মোকাবিলা করা। কিন্তু একাজের পক্ষে লালফৌজ ছিল সম্পূর্ণ অনুপযোগী। অথচ মাও-এর নমনীয় কৌশল ও গেরিলা নীতির লক্ষ্য ছিল সুদূরপ্রসারী। তাতে লোকক্ষয় কম হোত। অস্ত্র-শস্ত্রও সংগৃহীত হোত। আর যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করে এবং সংঘর্ষ ঘটিয়ে শত্রুকে বিনাশ করার যুদ্ধ পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে জনগণের মধ্যে একদিকে রাজনৈতিক চেতনা বোধ জাগান এবং অপর দিকে সমাজ-বিপ্লব ঘটানোর দ্বিমুখী উদ্দেশ্যকে সর্বাধিক কার্য-কর করা যেত। অথচ ১৯৩৩ সালের শেষ দিকে তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হোল।

কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সব তত্ত্বকেই কাজের মধ্য দিয়ে পরীক্ষিত হতে হবে। আর যুদ্ধের মধ্য দিয়েই ঐ তত্ত্বগুলি ভালভাবে পরীক্ষিত হতে পারে। এই দু'টি রণনীতির লড়াই চিয়াং কাই-শেকের অভিযানগুলির কষ্টি পাথরে যেভাবে যাচাই করা গিয়েছিল তেমনটি আর অন্য কোন ঘটনায় যাচাই করা সম্ভব হোত না।

চতুর্থ প্লেনামের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তার ভ্রান্তনীতি কার্যকর করার সময় পাবার আগেই......কমরেড মাও সে তুঙ-এর নেতৃত্বে পরি-চালিত কিয়াংসি'র কেন্দ্রীয় অঞ্চলের লালফৌজ এক বিরাট জয়লাভ করে। এই লালফৌজ শত্রুর 'পরিবেষ্টন ও দমন নীতির'[৪] দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অভি-যানকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করে দেয়।

১৯৩০ এবং ১৯৩১ সালের মধ্যে কেন্দ্রীয় ঘাঁটির বিরুদ্ধে চিয়াং তিনটি 'সর্বনাশা' অভিযান চালান। আমরা আগেই যা প্রত্যক্ষ করেছি তা হোল, চিয়াং-এর ১ লাখ সৈন্যের প্রথম অভিযানটি শুরু হয়েছিল ১৯৩০ সালের অক্টোবরে। ১৯৩০ সালের ২৭শে ডিসেম্বর এবং ১৯৩১ সালের ১লা জানুয়ারীর সেই চূড়ান্ত পর্যায়ের যুদ্ধে চিয়াং-এর ফৌজকে লাল এলাকার অন্তস্থলে প্রবেশ করতে প্রলুব্ধ করা হয়। এ যুদ্ধে তাঁর বাহিনীর এক পঞ্চমাংশ শক্তি হারান। এমনকি সে যুদ্ধে তাঁর বাহিনীর একজন উচ্চ অধিনায়কও নিহত হ'ন। আর সেক্ষেত্রে লালফৌজের সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ২০,০০০ জন।

১৯৩১ সালের মে'তে হো য়িং-চিন এর নেতৃত্বে ২ লাখ সৈন্যের দ্বিতীয় অভিযানটি শুরু হয়েছিল। হো ছিলেন চিয়াং-এর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। তাছাড়া তিনি ছিলেন সেনাধ্যক্ষ। কিন্তু অঞ্চলের জনসাধারণ এবং ভৌগোলিক অবস্থান ছিল কুওমিনটাং-এর প্রতিকূলে। মুক্ত এলাকার কৃষকসম্প্রদায় এবং লালরক্ষী বাহিনী লালফৌজকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল। এবার লাল-ফৌজের সংখ্যা ছিল ৪০,০০০। এদের মিলিত প্রতিরোধের মুখে হো য়িং-চিন-এর বাহিনী সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়। কুওমিনটাং দল থেকে বন্দী বা কমিউনিষ্টদের দিকে চলে আসার সংখ্যা দাঁড়ায় ত্রিশ হাজার। আর কমিউনিষ্ট-দের পক্ষে হতাহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪,০০০ (চার হাজার)।

দ্বিতীয়টির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চিয়াং-এর তৃতীয় অভিযানটি শুরু হয়। এই তৃতীয় অভিযানটি পরিচালনা করেন স্বয়ং চিয়াং কাই-শেক। ১৯৩১ সালের জুলাই মাসে ৩,০০,০০০ সৈন্য নিয়ে তিনি এই অভিযান শুরু করেন। নানচাং-এ তিনি তাঁর প্রধান কার্যালয় স্থাপন করেন। এই অভিযানে তিনি জার্মান ও জাপানী সমর উপদেষ্টাদের সাহায্য নেন। এ যুদ্ধে কমিউনিষ্ট-বাহিনী দক্ষতার সঙ্গে নানা কৌশল অবলম্বন করে। এ কৌশলগুলি হল : অবলীলাক্রমে দুই বাহিনীর মধ্যে ঢুকে পড়া। তড়িৎগতিতে আক্রমণ করে কোন বাহিনীকে তার পিছনের অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া, কিংবা কুও-মিনটাং বাহিনীর কোন অংশের পিছনে বা পার্শ্বে যখন কোন বিপদের আশংকা আছে বলে মনে করা হোত তখন রাতারাতি অপ্রত্যাশিত দূরত্ব অতি-ক্রম করে সেখানে হাজির হওয়া। এই কৌশলগুলি লালফৌজের সৈন্যেরা যেমন আয়ত্ত করেছিলেন তেমনি তা অবলম্বনও করতেন। এই কৌশল অবলম্বন করার ফলেই দশ হাজার আগ্নেয়াস্ত্র কমিউনিষ্টদের হস্তগত হয়। আর কুও-মিনটাং দলের পদস্থ সেনানী সহ ২০ হাজারেরও বেশী সৈনিক ডিসেম্বরে কমিউনিষ্টদের পক্ষে চলে আসে।

এই প্রথম তিনটি অভিযানেরই রণনীতির উপর ১৯৩৬-এর ডিসেম্বরে মাও সে তুঙকে দীর্ঘ বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। আর এই বক্তৃতায় তিনি কেবল সামরিক দিকটাই ব্যাখ্যা করেননি সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধেও বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি সে প্রসঙ্গে বলেন যে, 'প্রথম অভিযানে আমাদের অধিকতর সাফল্য অর্জিত হোত যদি তখন একটি প্রতি-আক্রমণ সংঘটিত করা

যেত। আর তা যে সম্ভব হোল না তার মূলেও কারণ ছিল। সে কারণ হোল লালফৌজের মধ্যে অনৈক্য এবং পার্টি সংগঠনের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি (আর এই দুটি কঠিন সমস্যার সৃষ্টির মূলে ছিলেন লি লি-সান ও এ-বি গোষ্ঠী)।' আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা এবং অগ্রগমন ও পশ্চাদপসরণ দরকার মত একের বদলে আরেকটি প্রয়োগের বিষয় অর্থাৎ ক্রম পরিবর্তনের কথা সব সময়েই মনে রাখতে হবে। আর এই অদল-বদলের জন্য সব সময়েই প্রস্তুত থাকতে হবে। তাই শুধু আক্রমণ রচনায় জেদ করা কখনও সংগত হবে না। তৃতীয় অভিযানকালে আক্রমণটা ছিল খুবই বড় রকমের। সে জন্য শত্রু সৈন্যকে পিছন দিক থেকে আক্রমণ ছিল খুবই বড় রকমের। সে জন্য শত্রু সৈন্যকে পিছন দিক থেকে আক্রমণ করার জন্য একটি দীর্ঘ বাঁক (১,০০০ লি বা ৩০০ মাইল) তৈরী করা হয়েছিল। আর এ কৌশলের ফলেই একটি দুর্বল লালফৌজের পক্ষে একটি অতি শক্তিশালী বাহিনীকে দমন করা সম্ভব হয়েছিল। 'শত্রু যখন বড়ো বেড়াজালে ঘিরে ফেলে এবং দমন অভিযান শুরু করে তখন আমাদের সাধারণ নীতি হবে আমাদের নিজস্ব ঘাঁটি অঞ্চলের মধ্যে চলে গিয়ে শত্রুকে নিজের এলাকার অভ্যন্তরে ঢুকতে প্রলুব্ধ করা আর সেখানেই তার সঙ্গে যুদ্ধ করা। কেননা শত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত করে দেবার ঐটিই হোল একমাত্র সুনিশ্চিত উপায়।৬

তবে এ প্রসঙ্গে আমাদের একান্তই লক্ষ্য করতে হবে যে, এই সামরিক রণনীতি ছাড়াও তৃতীয় অভিযানে সাফল্যের অপর একটি কারণও বর্তমান ছিল। তা হোল ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বরে জাপ-কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণও অভিযান। সে আক্রমণে মাঞ্চুরিয়া জাপানের পুরো দখলে চলে যায়। ফলে, চীনের মধ্যেই চিয়াং কাই-শেকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদের ঝড় বয়ে চলে। এ প্রসঙ্গে জেরোম চেনের উক্তিটি লক্ষণীয় : '১৯৩১-এর সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৩২-এর এপ্রিল পর্যন্ত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে কুওমিনটাং যে কঠোর পরীক্ষা এবং দুর্গতির মুখে পড়ে তাতে কমিউনিষ্টরা অতিপ্রয়োজনীয় সামরিক নিবৃত্তি পেল।'৭ এদিকে কুওমিনটাং-এর ২৬তম পদাতিক বাহিনীর ২০ হাজার সৈন্য তাদের সমস্ত বন্দুক, এক শতেরও বেশী কামান এবং তাদের বেতার যন্ত্রসহ কমিউনিষ্টদের পক্ষে যোগ দিলেন। তাতে কমিউনিষ্টদের অনেকাংশে শক্তি বৃদ্ধি করল। এই ঘটনাই নিংটু অভ্যুত্থান বলে পরিচিত।

এ সময় চিয়াং কাই-শেকেরও নানাবিধ কঠোর দুর্গতি ছিল। কেননা এ সময় তাঁকে একটি পুরোদস্তুর বিদ্রোহের মোকাবিলা করতে হয়। আর এই বিদ্রোহের পরিণতিতে দেখা যায় যে, কুয়াংচৌতে ভিন্ন মতাবলম্বীরা একটা পাল্টা সরকার ঘোষণা করে বসে। এই বিদ্রোহ অবশ্যই ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারীতে শুরু হয়। কিন্তু তথাপি কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে তাঁর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অভিযান চালাতে বাধা পড়েনি। কোন কোন ঐতিহাসিক এ প্রসঙ্গে অজুহাত হিসাবে বলেন যে, চিয়াং যদি এসব বিপাকে না পড়তেন তবে তিনি যুদ্ধে জিততে পারতেন। তবে এ সব যুক্তি কিন্তু ধোপে টিঁকেনা।

বরং উল্টোভাবে বললে এই দাঁড়ায় যে, জাপ আক্রমণের (যা মুকদেন ঘটনা বলে আখ্যাত) ফলে কুয়াংচৌর ভিন্নমতাবলম্বী এবং চিয়াং কাই-শেকের মধ্যে একটা পুনর্মিলনের সুযোগ এসেছিল। অবশ্য ভিন্নমতাবম্বীদের প্রতিও আরিস্‌ট্‌লপন্থী ওয়াং চিং-ওয়েই-এর সমর্থন ছিল। সে সময়ে চিয়াং কাই-শেকের সঙ্গে তাঁর আর একবার সমঝোতা হয়েছিল। এই তৃতীয় অভিযান চিয়াং তাঁর সেনাবাহিনীকে খুব তাড়াতাড়ি প্রত্যাখ্যান করে নিয়ে ছিলেন বলেই যে কমিউনিষ্টদের জয়লাভ সম্ভব হয়েছিল এমন কোন প্রমাণ নেই। কমিউনিষ্টদের এ জয় ছিল সোজাসুজি সামরিক বিজয়। কেননা জাপ আক্রমণের জন্য চিয়াং তাঁর বাহিনী প্রত্যাহার করেননি এমনকি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তিনি কোন সৈন্যও পাঠান নি।

১৯৩২ সালের জানুয়ারী নাগাদ জাপান সাংহাই আক্রমণ শুরু করে দেয়। কুওমিনটাং-এর সেনাধ্যক্ষ সাই তিং-কাই-এর নেতৃত্বে ১৯তম পদাতিক বাহিনী খুবই বীরত্বের সঙ্গে এই আক্রমণ প্রতিহত করেন। তিনি মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে চিয়াং কাই-শেকের নির্দেশে লাল ঘাঁটির বিরুদ্ধে তৃতীয় ঘেরাও ও দমন অভিযান চালাতে যুদ্ধ করেছিলেন। অথচ ইতিমধ্যে তখন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে চিয়াং-এর অনীহা ভাব বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠে। জাপানের বিরুদ্ধে ১৯তম পদাতিক বাহিনীর সাহসিকতাপূর্ণ ভূমিকা দেখে সারা দেশব্যাপী এক দেশপ্রেমিক আবেগ উজ্জীবিত হয়ে উঠে ছিল। কিন্তু সে বাহিনীকে কোন প্রকার সমর্থন না করার জন্য (কার্যতঃ অন্তর্ঘাত করতে) চিয়াং আপ্রাণ চেষ্টা করেন। চিয়াংকাই-শেক সে সময় এক নূতন মতলব আটলেন। তাই তিনি 'বহিরাক্রমণ প্রতিরোধের পূর্বে অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে' বলে আওয়াজ তুললেন। আর এই আওয়াজের আড়ালে তিনি কমিউনিষ্ট বিরোধী অভিযান চালিয়ে যাবার মতলব করলেন। এই মতলবেই ১৯৩২-এর এপ্রিলে চিয়াং কাই-শেক সাই তিং-কাই এবং তাঁর উনিশতম পদাতিক বাহিনীকে ফুকিয়েন প্রদেশের কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদেশ দেন। কিন্তু এর বিপরীত পরিণতি আমরা পরে দেখতে পাব।

দেখা যায়, কমিউনিষ্ট দমনের লক্ষ্য নিয়েই চিয়াং কাই-শেক তখন জাপানের সঙ্গে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি করেন। এ চুক্তি ১লা মে'র টাংকু চুক্তি বলে আখ্যাত। এ চুক্তি সর্তে শেষ পর্যন্ত প্রচছন্নভাবে মাঞ্চুরিয়ার তিনটি পূর্বপ্রান্তের প্রদেশের উপর জাপানের অধিকার মেনে নেওয়া হয়। এরই পরিণতিতে পরের বছর মাঞ্চুকুও'র একটি পুতুল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটিকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ভান করলেও কার্যতঃ এটা ছিল জাপানী নিয়ন্ত্রাধীন অঞ্চল। মাঞ্চুবংশের সিংহাসনচ্যুত শেষ সম্রাট ছিলেন পুয়ি। এই পুয়িকে এখন আবার মাঞ্চুবংশের সম্রাট পদে অভিষিক্ত করা হোল। ইতিপূর্বে, সিংহাসনচ্যুত হবার পর তিনি জাপানী অধিকারভুক্ত তিয়েন মিন অঞ্চলে বসবাস করছিলেন। ইতিমধ্যে আবার চিয়াং কমিউনিষ্টদের কেন্দ্রীয় ঘাঁটির বিরুদ্ধে তাঁর চতুর্থ ঘেরাও এবং দমন অভিযান চালাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

এই জাপ-অভিযানের ফলে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির সামনে সুবর্ণ এক সুযোগ এনে দিল। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য মাও সে তুঙ ১৯৩২-এর জানুয়ারীতে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টিকে চাপ দিতে থাকেন। এদিকে জাপানের বিরুদ্ধে চিয়াং-এর এই উদাসীন-মনোভাব চীনের জনগণের মনকে ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ করে তুলল। ফলে, চীনের ব্যাপক জনসাধারণ জাপানকে প্রতিরোধের প্রশ্নে মুখর হোল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে চীনের জনগণ একটি যুক্তফ্রন্টে ঐক্যবদ্ধ হতে সচেষ্ট হলেন। আর এই যুক্তফ্রন্টের পরিচালনায় প্রয়োজন ছিল এক উপযুক্ত নেতৃত্বের। মাও সে তুঙ এ প্রশ্নের উত্তরে বললেন যে, কমিউনিষ্ট পার্টিকেই এই নেতৃত্বের অধিকারী হতে হবে।

মাও এ কথাই বলতে চাইলেন যে, এই যুদ্ধ হল সাম্রাজ্যবাদের অর্থাৎ জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় জনগণের সংগ্রাম। তাই ভূমি-সংস্কারের মত সমাজবিপ্লবের পূরণের দাবীসমূহের সঙ্গে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। আর এই আন্দোলনের নেতৃত্বকে যে পার্টি মুক্ত করতে পারবে সে পার্টিই সারা জাতির নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হবে। আর এভাবেই বিপ্লব চলবে এগিয়ে। এ প্রশ্নে মাও সে তুঙের যুক্তি হোল ঃ যেহেতু এখনও চীন একটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ে রয়েছে সেহেতু সমাজের সব শ্রেণীই আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করতে আগ্রহী হবে। তাই প্রয়োজন যুক্তফ্রন্টের। কেননা সেইসব শ্রেণীকে সামিল করতে পারে একমাত্র একটি যুক্তফ্রন্ট। 'বাম' সংকীর্ণবাদীরা মাও-এর এই যুক্তিকে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী নীতি বলে সম্পূর্ণভাবে উড়িয়ে দিলেন। এই সংকীর্ণবাদীরা সমস্ত গতিধারাটিকেই সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। একথা ভুললে চলবে না যে, চীনের উপর এই আক্রমণ আসলে চীনকেই আক্রমণ নয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর সাম্রাজ্যবাদীদের ঐক্যবদ্ধ আক্রমণেরও এটা ছিল একটি প্রস্তুতিপর্ব মাত্র। জাতীয়তাবাদের যে কোন লক্ষণই হোল বুর্জোয়া। শুধু-মাত্র 'সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদই হোল সঠিক নীতি। সংস্কারবাদী দল সব শত্রু। যেহেতু চিয়াং কাই-শেক জাপানের সঙ্গে আঁতাত করেছে সেজন্যই তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। মাও এ ধরনের অসার যুক্তি খন্ডনের চেষ্টা করেন। বিশ্বজয়ের উপযুক্ত বিস্তৃত এক ঘাঁটি হিসাবে চীনকে ব্যবহার করাতে না পারা পর্যন্ত জাপান অন্য কোন দেশের উপর আক্রমণ চালাতে পারবে না। তাই জাপানের পক্ষে চীনকে প্রথম পরাজিত করা দরকার। আর সে কারনেই জাপানকে প্রতিরোধ করাই হোল আন্তর্জাতিকতাবাদ। মাও-এর এ যুক্তিকে অ-মার্কসীয় বলে গণ্য করা হোল। 'কিয়াংসীর পার্বত্য অঞ্চল থেকে আর কী ধরণের মার্কবাদ আশা করা যেতে পারে?'—এই বলে সংকীর্ণতাবাদীরা তাঁকে ব্যঙ্গোক্তি করলেন।

সে যাই হোক, ১৯৩২-এর এপ্রিল মাসে চিয়াং যখন জাপানের সঙ্গে একটি চুক্তি করার মতলব আঁটছিলেন সে সময়ে চীনের সোভিয়েট সরকারের সভা-পতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন মাও সে তুঙ। আর লালফৌজের সেনাধ্যক্ষ পদে

অধিষ্ঠিত ছিলেন চু-তে আর সোভিয়েট সরকারের সহ-সভাপতি পদে আসীন ছিলেন সিয়াং-মিং। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দলিলে এরা তিন জনে স্বাক্ষর দেন। বিদেশে এ ঘোষণাকে একটা প্রচার কৌশল হিসাবে গণ্য করা হয়। আর পলিটব্যুরোর সংকীর্ণবাদী সভ্যরা সেই নিজস্ব যুক্তিতে অটুট থেকেই তাঁদের প্রচার চালিয়ে যেতে থাকেন।

সে সময় চীনের বুকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি সামরিক নীতি বিকাশ পাচ্ছিল। লালফৌজের শক্তিবৃদ্ধি করার প্রয়োজন দেখা দিল। আর তা করাও হয়েছিল। ১৯৩২-এর জানুয়ারীর শেষ নাগাদ লালফৌজ দুই লাখ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনীতে পরিণত হোল। এবার ঘোষণা করা হোল যে, 'গেরিলা-নীতি' বর্তমানে অচল হয়ে পড়েছে। 'শত্রুকে গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে প্রলুব্ধ করাটা ভুলনীতি কেননা এতে শত্রুকে বিরাট এলাকা ছেড়ে দিতে হয়।' এই প্রশ্নে সংকীর্ণবাদীদের যুক্তি হোল ঃ 'এখন আমাদের নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর আমাদের লালফৌজ এখন নিয়মিত বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। চিয়াং কাই-শেকের বিরুদ্ধে আমাদের এই সংগ্রাম হোল দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ। বলা চলে, দুটি বিশাল সেনাবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ......গেরিলা যুদ্ধ নীতির সঙ্গে জড়িত সব কিছুই সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে হবে।' এই নূতন নীতিগুলি ছিল 'পুরোপুরি মার্কসবাদ সম্মত'। আর এই নীতি-গুলি হোল ঃ 'দশ জনের বিরুদ্ধে এক জনকে একশ' জনের বিরুদ্ধে দশ জনকে লড়িয়ে দাও। জয়ের ফললাভ দ্রুততার সঙ্গে অনুসরণ করে কাজে লাগাও'। 'সব ফ্রন্টেই আক্রমণ চালাও'। 'মূল শহরগুলি দখল কর।' আর 'একই সময়ে দুই দিকে দুই মুষ্টি মেলে আঘাত হানো।' শত্রু আক্রমণ করলে তার সঙ্গে ব্যবহারের পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হোল ঃ 'ঢোকার মুখেই শত্রুকে প্রতিহত কর'। 'প্রথম আঘাতেই কর্তৃত্ব অর্জন কর'। 'আমাদের খড়কুটোটি পর্যন্ত তাদের নষ্ট করতে দিওনা'। 'ভূখন্ডের এক ইঞ্চি জমিও ছাড়বে না' আর 'বাহিনীকে ছ'টি দলে বিভক্ত কর'।

'শ্লোগানের' এই উদ্ধৃতিগুলি থেকে বোঝা যায় যে, চিয়াং-এর চতুর্থ এবং পঞ্চম অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা কোন এক নূতন রণনীতিকে ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছিল। ১৯৩২ সালের জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত চিয়াং কাই-শেক কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে চতুর্থ অভিযান চালাবার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তখন তিনি উহানে তাঁর প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে-ছিলেন। আর মধ্য ও দক্ষিণ চীনের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন ঘাঁটি-গুলিকে প্রথমে তিনি আক্রমণ করেন। এই চতুর্থ অভিযানকালে তিনি ৪,০০,০০০ সৈন্য সমাবেশ করেছিলেন। স্বভাবতঃই ছোট ছোট ঘাঁটিগুলি অতি সহজেই তিনি দখল করে নেন। যেমন ধরা যেতে পারে চাং কুও-তাও-এর অধীনস্থ অয়ুওয়ানের ন্যায় ক্ষুদ্র ঘাঁটির কথা। চাং কুও-তাও শেষ পর্যন্ত তাঁর বেশীর ভাগ সৈন্য নিয়ে ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে যান। তিনি পালিয়ে যান পশ্চিম দিকে। জেচুয়ান প্রদেশের সীমান্তে আরেকটি অঞ্চল প্রতিষ্ঠার

আশা নিয়ে। কিন্তু সেখান থেকেও তাকে সরতে হয়। স্থানীয় এক জেচুয়ান সমরনায়কের কাছ থেকে আক্রমণের আশঙ্কাতেই তাঁকে সরতে হোল। কেননা এ অবস্থায় সম্মুখ যুদ্ধকে তিনি এড়াতে চাইলেন। তাই তিনি এবার জাতীয় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত পশ্চিম জেচুয়ান অঞ্চলের একেবারে অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। ১৯৩৫ সালে সেখানেই আমরা আবার তাঁর সাক্ষাৎ পাব। শুধুমাত্র কিছু বিচ্ছিন্ন গেরিলা দল তখন সেখানে অবস্থিত ছিল। সেই বিচ্ছিন্ন গেরিলা দলগুলিকেই সু হাই-তুং সংবদ্ধ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনিও মাও সে তুঙের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

এদিকে উত্তর হুনান-হুপেই অঞ্চলের একাট ঘাঁটিকেও চিয়াং বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। প্রাক্তন কুওমিনটাং সেনাধ্যক্ষ হো-লুং-এর অধীনে ছিল এই ঘাঁটিটি। তিনি নানচাং অভ্যুত্থানের সময় কমিউনিষ্টদের সঙ্গে যোগ দেন। অপর দিকে চিয়াং সেনাবাহিনীর আরেকটি শাখা একটি গেরিলা অঞ্চল ধ্বংস করে দেয়। সেই গেরিলা অঞ্চলটির তত্ত্বাবধানে ছিলেন পেং তে-হুয়াই। তিনিই সেখানে চিয়াং-এর সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। লি লি-সানের 'উহান দখলের' নীতির চরম ব্যর্থতার পরই ১৯৩০ সালের শেষ দিকে পেং তে-হুয়াই হুনান-কিয়াংসি সীমান্ত অঞ্চলে ফিরে আসেন। তাই তাঁর ঘাঁটিটি প্রায় সেই চিংকাংশান পর্বতসংকুল পূর্ববর্তী অঞ্চলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই যুদ্ধে পেং সেই অঞ্চলটিও হারালেন এবং শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ঘাঁটিতে যোগ দিতে সেখান থেকে সরে এলেন।

এতে সংকীর্ণবাদীরা মাও সে তুঙ-এর বিরুদ্ধে পাল্টা সামরিক মত জাহির করার সুযোগ পেল। পেং-তে-হুয়াই এদের কথায় সায় দিলেন। তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বললেন গেরিলা যুদ্ধনীতি অচল হয়ে গেছে। আর তাই বলা হোল যে, এরূপ বিশাল লালফৌজ (আর পলিটব্যুরো ১৯৩৩ এবং ১৯৩৪-এর গোড়ার দিকে সব সময়েই লালফৌজের প্রসার সাধনের কথা বলে এসেছিলেন) নিয়ে মুখোমুখি লড়াই করাই হবে সঠিক পথ। স্মরণ থাকে যেন, ১৯৩২ সালের আগষ্ট মাসে নিংটুতে, চতুর্থ অভিযানের মাঝামাঝি সময়ে লালফৌজের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থেকে মাও সে তুঙ চূড়ান্তভাবে অপমাণিত হ'ন। এমনকি সে সময় চাং কুও-তাও (মনে হয় তিনি কিছু কালের জন্য জুইচিনে ছিলেন) এবং এবং পেং তে-হুয়াই উভয়েই মাও-এর সামরিক নীতির সমালোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। সেনাবাহিনীর উপর গৃহীত নূতন প্রস্তাবাদি ইতিমধ্যে কার্য-করী করে তোলার কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সৈনিকদের অধিবেশন ও কমিটিগুলি বাতিল করে দেওয়া হয়। ১৯৪৭—১৯৪৮ সালের আগে ঐ গুলির পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়নি। ফলে পার্টির রাজনৈতিক শিক্ষার কাজও হ্রাস পায়। বাহিনীর উচ্চপদস্থ এবং সর্বনিম্নপদস্থ বা সাধারণ সৈনিকের মধ্যে সম্পর্কের নিয়মাবলী রচিত হয়। অর্থাৎ পদমর্যাদা অনুযায়ী পৃথক পৃথক পোষাক এবং পদস্থদের সেলাম করার রেওয়াজ পুনরায় প্রচলিত

হয়। মাও কিন্তু এসব ব্যাপারে কোনই মাথা ঘামাতেন না। অবস্থানমূলক যুদ্ধনীতি, ব্লেণ্ড যুদ্ধনীতি, হঠাৎ বিদ্যুৎ গতিতে আক্রমণ ইত্যাদি যুদ্ধ কৌশলকে বলা হোল 'আধুনিক পদ্ধতি' এবং 'মার্কসবাদ সম্মত নীতি'। তাছাড়া তখন সে যুদ্ধকে বলা হচ্ছিল 'বিপ্লবের পথ ও উপনিবেশবাদী পথের মধ্যে চূড়ান্ত সংগ্রাম'। আর তাকে পরিচালনার জন্য সে সময় একটি সামরিক কমিশন গঠিত হয়। আরও বলা হয় যে, 'সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে দ্রুত আক্রমণ হটিয়ে দেয়া, অটল প্রতিরোধ, শত্রুকে সংঘর্ষের মধ্যে এনে বিনাশ করা যুদ্ধের এ নীতিগুলি......যে অমান্য করবে তাকে শাস্তি পেতে হবে। আর তাকে সুবিধাবাদী বলেও গণ্য করা হবে। এ ধরণের কত নীতি এবং ভয়-ভীতির কথাইনা তখন বলা হোল......[এ সব] উগ্র মস্তিষ্ক এবং নির্বোধ লোক-গুলির জীবনে এই ছিল তত্ত্ব এবং কার্যাবলী। তাদের মধ্যে মার্কসবাদের সামান্যতম গন্ধও পাওয়া যাবে না।' ১৯৪৫ সালে মাও সে সময়ের ঘটনাবলীকে এভাবেই লিখেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত এই সামরিক কমিশনটি একজন জার্মানীর অধীন চলে যায়। তাঁর নাম ছিল অটো ব্রাউন ওরফে লি-তে, ওরফে জুয়া-ফু ওরফে অটো ষ্টার্ণ। তিনি ১৯৩৩ সালে চীনে আসেন। ইয়োরোপীয়দের মধ্যে লি-তেই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি লং মার্চের সময় সক্রিয় অংশ নেবার সম্মান অর্জন করতে পেরেছিলেন। সামরিক কর্তৃত্বভার গ্রহণের মত তাঁর যোগ্যতা ছিল হতবুদ্ধি-কর। তিনি পেশায় ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক। বিশ্বাসের দ্বারা বশবর্তী হয়ে তিনি ছিলেন একজন কমিনটার্ণ-এর সভ্য। সাময়িকভাবে তিনি ছিলেন একজন সাংবাদিক। আর সামান্য কিছু দিনের জন্য সৈনিক হবার দাবীদার ছিলেন। তাছাড়া মস্কোয় সামরিক বিদ্যালয়ে কিছু দিনের শিক্ষালাভের সুবাদে তিনি ছিলেন একজন যুদ্ধ বিশারদ। —এই ছিল তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয়। ১৯৩৩ সালের প্রথম দিকে তিনি নিজেকে একজন সাংবাদিক হিসাবে পরিচয় দিয়ে তিয়েনমিনে এডগার স্নোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তার কিছুদিন পরেই নাটকীয়ভাবে চোরা পথে তাঁকে ঘাঁটিতে পাঠান হয়। এখন তাঁর স্মৃতি কথায় সে দিনগুলির কথা লেখা রয়েছে।

চতুর্থ অভিযানটি দীর্ঘ প্রায় ন' মাস ধরে চলেছিল। কিন্তু এতেও চিয়াং কাই-শেক পরাজয় বরণ করেছিলেন। সংকীর্ণবাদীরা যে সামরিক নীতির ছক কেটেছিলেন তা কিন্তু সর্বত্র অনুসরণ করা হোত না। কিছু কিছু ইউ-নিটের ওপর মাও-এর প্রভাব বজায় ছিল। তাঁরা লো মিং নামে একজন সেনা-ধ্যক্ষের 'বিরুদ্ধে সংগ্রাম' করেন। মাও-এর গেরিলা নীতি অনুসরণে তাঁকে তাঁরা বাধ্য করায়। তাছাড়া পরবর্তী সময়ে একজন 'সুবিধাবাদী দলত্যাগী' এবং পলায়ণপর বলেও চিহ্নিত করা হয়।

মাও সে তুঙ সে সময় ম্যালেরিয়া রোগে ভুগছিলেন (সব মিলে তিনি তিন বার এই রোগে আক্রান্ত হোন)। একদিকে এই শারীরিক অসুস্থতা অপর দিকে লালফৌজের পদ থেকে তাঁকে অপসারণ করার ফলে, ১৯৩২-এর

শীতকাল থেকে ১৯৩৩-এর বসন্তকাল পর্যন্ত তিনি নিশ্চিন্তভাবেই সামরিক ঘটনাবলীর উপর প্রভাব খাটাবার অবস্থায় ছিলেন না। অবশ্য প্রচুর লোক-ক্ষয়ের মধ্য দিয়ে এই চতুর্থ অভিযান শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়। আর সেই কারণেই নূতন সামরিক নীতির সঠিকতাই প্রমাণিত বলে সে সময় মনে হয়েছিল। তবে একথা ভুললে চলবে না যে এ জয়ের বাস্তব কারণ ছিল অন্যত্র। যদিও লালফৌজের অস্ত্র-সজ্জা শত্রু অপেক্ষা অনেক কম ছিল তথাপি লাল-ফৌজের সৈনিকদের ছিল অশেষ আবেগ ও জীবনী শক্তির উন্মাদনা আর তাদের সাহস এবং নির্ভীকতা। এদিকে অভিযানের শেষে লোকক্ষয় খুব তাড়াতাড়ি পুষিয়ে নেবার চেষ্টা চলে। আসে নূতন সংগৃহীত সেনা। তবে এই সংগৃহীত সেনারা কিন্তু পরীক্ষিত সৈনিক ছিলেন না। তাছাড়াও সংকীর্ণবাদীরা এই বিষয়ে তাঁদের কর্তব্যে অবহেলা করেন। তাঁরা গুণগত বৈশিষ্ট্যের কথা ভুলে গিয়ে সংখ্যাগত বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দিলেন। যুক্তি দেখালেন, লাল-ফৌজ 'বেশ কয়েক লাখে বৃদ্ধি পেতে পারে' এবং সারা দেশব্যাপী অভ্যুত্থান শুরু করতে পারবে।

১৯৩৩ সালের মার্চ এবং এপ্রিল মাসে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে লালফৌজ চাংশা দখলের উদ্দেশ্যে লক্ষ্যবস্তুব উপর আঘাত হানার অবস্থায় পৌঁছায়: কিন্তু আক্রমণের জন্য সৈন্য চলাচলের বিন্যাস সাধনে এক সমস্যা দেখা দিল। সে সময় চু-তেও তাঁর মত ব্যক্ত করে বললেন যে, চাংশা দখল করা সম্ভব নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও জয়ের আপাততঃ সম্ভাবনায় কমিউনিষ্টদের মনকে গভীর-ভাবে উন্নত করে তোলে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সে বছব এপ্রিলে আরেকটি সামরিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সে অধিবেশনেও মাও-এব সমালোচনা করা হয় (তাঁর অনুপস্থিতিতেই)।

অস্থায়ী পলিটব্যুরো 'উপনিবেশবাদের অবসানকল্পে' ভবিষ্যৎ চূড়ান্ত পর্যায়ের লড়াইয়ের কথা ভেবেছিলেন। আর তারই প্রস্তুতির জন্য লাল-ফৌজের শক্তি বৃদ্ধির কারণে আর্থিক সমর্থনের প্রয়োজন দেখা দিল। কেননা খাদ্য না হলে সেনা বাহিনী চলে না। আর সে খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করেন কৃষকেরা। অথচ এই ব্যাপারে—অর্থাৎ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংহতির প্রয়োজনে কঠোব শ্রমসাধ্য এবং একঘেয়ে কাজের জন্য পলিটব্যুরোর একজন সভ্যও কোন সময় দিতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত এই কাজের ভার পড়ল মাও সে তুঙেব উপর। আর যুদ্ধের শক্তির উৎস সেই খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ এবং লোক সংগ্রহের সব দায়িত্বই শেষ পর্যন্ত মাও-এর উপর অর্পিত হয়েছিল।

১৯৩৩ সালের গ্রীষ্মকালে, দেখা গেল যে, মাও সে তুঙ আবার লেখা শুরু করেছেন। তবে এবার তিনি অর্থনৈতিক বিষয়ের উপরই লিখতে শুরু করেছিলেন।

ঘাঁটির অর্থনৈতিক অবস্থা সেনা সংগ্রহের কাজের সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত ছিল। কৃষকদের মধ্য থেকেই কেবল এই সেনা সংগ্রহের কাজ চলত। এ সময় সংকীর্ণবাদীরা বলতে শুরু করলেন যে, দশ লাখ না হলেও অন্ততঃ পাঁচ

লাখ সশস্ত্র সৈন্যের ব্যবস্থা করতে হবে। বন্দুক ছোড়ার গর্তওয়ালা কাঠের খুপড়িগুলি, পরিখা, দুর্গ ইত্যাদি নিয়মিত বাহিনীর দ্বারা নিয়মিত যুদ্ধের কায়দায় ভরে গেল। কৃষকদের তাই গর্ত করা, মাটি সরানো এবং বাড়ি-ঘর তৈরীর কাজে লাগানো হোল। ফলে ক্ষেত-খামারে কাজের লোকের টান পড়ল। সৈনিকেরা পরিখা এবং দুর্গে আবদ্ধ থাকল। তবে, এসব কান্ড-কারখানা সবই ছিল মাও-এর মতের বিরোধী। মাও-এর মত ছিল ভিন্ন। তাঁর মতে লাল-ফৌজকেও উৎপাদন এবং ক্ষেত-খামারের কাজেও লাগাতে হবে যাতে জন-সাধারণের উপর কাজের চাপ কম পড়ে। মাও যে জনতা ও সৈনিকের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক উন্নত করে তুলেছিলেন এই কাজের ফলে তা বিপন্ন হোল।

১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাসে সামরিক অধিবেশন শুরু হয়। মাও-এর অনুপস্থিতিতেই সে অধিবেশনে তাঁর সমালোচনা হয়। তাই অধিবেশনটি বেশ উত্তেজনামুখর ছিল। যুদ্ধে লো মিং যেহেতু মাও-এর রণকৌশল অনুসরণ করেছিলেন এ অজুহাতে তাঁর বিরুদ্ধেও সংগ্রাম শুরু হোল। তাছাড়া মাও-এর দুই ভাই মাও সে-মিন এবং মাও সে-তানও সে অধিবেশনে তিরস্কৃত হলেন। মাও-এর ভাই মাও সে-মিন এবং মাও-এর সচিবকেও তাঁদের পদ থেকে অপ-সারণ করা হোল। কেবল ভূমি-সংস্কারের কাজে মাওকে সাহায্য করার জন্য মাও সে-তান থেকে গেলেন।

ইতিমধ্যে উগ্র 'বাম' ভূমি কর্মসূচী অনুযায়ী মাঝারি কৃষকদের শ্রেণী-গুলিকে স্বীকার করা হোত না। এই নীতির ফলে, ইতিমধ্যেই উৎপাদন কমে গিয়েছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মাও সে তুঙ ১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাসে একটি ভূমি-বিষয়ক তথ্যানুসন্ধান আন্দোলন সংগঠিত করেন। অসুস্থতা সত্বেও তিনি তখন এ কাজে হাত দেন। এ তথ্যানুসন্ধানের ফলে ১৯৩৩ সালের মে মাসে দেখা গেল যে, জমিদারদের খতম করা এবং ধনী কৃষকদের ক্ষেত্রে 'সাধ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত কর ধার্য' করার নীতির ফল খুবই অনিষ্ট-কর হয়ে উঠেছিল। মাও তাই এই নীতিকে রুখে দিলেন। কেননা, এই নীতির ফলে সমাজের মধ্যবর্তী স্তরের লোকদের শেষ পর্যন্ত বিরোধী করে তোলে। অপর দিকে এদের বিরোধী হবার ফলে গরীব চাষীদেরও কিন্তু দাবী পূরণ হয় না। তিনি তখন এসব বিষয়ে 'পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য কতগুলি বিষয়' ঠিক করলেন। এই উদ্দেশ্যে ১৯৩৩-এর জুনে তিনি অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর আরো দুটি সভা করেন। এই সভাগুলির কায়দাও ছিল ভিন্ন। তিনি গ্রামে গ্রামে গিয়ে তিন থেকে কুড়ি জনের বৈঠকে বসতেন, প্রশ্ন করতেন, নোট করতেন রিপোর্টগুলি তুলনামূলকভাবে বিচার করতেন। কার্যতঃ একজন নিষ্ঠাবান সমাজ-বিজ্ঞানী গবেষকের মতই তিনি কোন রিপোর্ট রচনার ক্ষেত্রে এ সব কাজ করতেন। যদি কোন বিষয় পরিষ্কার না হোত মাও সে অবস্থাই থেকে যেতেন। তারপর বিতর্কের অবতারণা করে স্থানীয় সমস্যাটিকে তলিয়ে না বোঝা পর্যন্ত যত বেশী সম্ভব ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যেতেন।

উগ্র সংকীর্ণবাদীরা মাও-এর এসব' অতি-কষ্টকর নির্ভুল কাজকে তুচ্ছ

বলে অবজ্ঞা করতেন। আর এরা যে কেউ কোন দিন এ ধরণের কাজ করেছেন তার কোন প্রমাণও নেই। মাও কিন্তু ভূমি সংস্কার ও অর্থনীতিতে 'বাম' নীতির সাফল্য যাচাই করার জন্য (বাস্তবিকই এর উদ্দেশ্য ছিল এদের কার্য-কলাপের তীব্রতাকে হ্রাস করা) এই পদ্ধতিকে ভিত্তি হিসাবে বেছে নিয়ে-ছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, উগ্র সংকীর্ণবাদীদের 'অনুসৃত নীতি হবে মারাত্মক এবং এতে জনগণ বিপন্ন হয়ে পড়বেন'।৮

১৯৩৩ সালের আগষ্ট মাসে মাও সে তুঙ অর্থ কাঠামো গড়ে তোলার জন্য ১৭টি কাউন্টির (পূর্ণাঙ্গ ঘাঁটিটির) একটি অথনৈতিক সম্মেলন আহ্বান করেন। ঠিক সে মাসেই চিয়াং কাই-শেকের পঞ্চম অভিযানটি শুরু হোল। চাপিয়ে দেওয়া নীতি ও তার লক্ষ্যের প্রশ্ন তোলে মাও সম্মেলনে সমালোচনা করেন। কেননা চাপিয়ে দেয়া এই নীতিতে যুদ্ধে জয় লাভের প্রশ্নটাই শুধু ছিল। তাই এতে যে মূল লক্ষ্য ধরা পড়ে তা হোল : শত্রুর অভিযানকে প্রতিহত করতে হবে আর শত্রুকে পরাস্ত করতে হবে। কিন্তু এ নীতিতে যে আর্থ কাঠামো গড়ে তোলার কথা বলা হোল তাতে যুদ্ধ প্রচেষ্টা বজায় থাকতে পারে না। যদি মাও-এর পরিকল্পনা মতে সঠিক রণকৌশল এবং রণনীতি অনুসরণ করা হোত তা হলে এ ধরণের দ্বন্দ্বের অবকাশ থাকত না।৯ 'দশ লাখ সৈন্য চাই' এই ডাকে গ্রামাঞ্চল ধ্বংসের মুখে যেতে বসেছিল। এই ডাকের ফলে একদিকে যেমন ফসল কাটার সময় লোকাভাব দেখা দিয়ে-ছিল তেমনি দুর্গ প্রভৃতি তৈরীর কাজেও ক্ষতি হচ্ছিল।

এই সব প্রশ্নেই তাঁকে (মাওকে) তখন 'সংকীর্ণ অভিজ্ঞতাবাদ, কৃষক আঞ্চলিকতাবাদ এবং সুবিধাবাদী প্রয়োগবাদ অনুসরণ করার অজুহাতে অভিযুক্ত করা হয়। এ অবস্থার মুখে মাও তখন একটি ক্ষুদ্র গ্রামে চলে গেলেন। সেখানে তখন চলছিল খরা। তাই সেখানে নিজে একটি কুয়া খুঁড়ে জনসাধারণকে কুয়া খুড়ার কাজে সামিল করালেন। ১৯৩০ সালে তিনি যা লিখেছিলেন এ সময়ে তারই পুনরাবৃত্তি করলেন : বললেন, 'আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে কোনো নির্দেশকে বাস্তব অবস্থার আলোকে আলোচনা এবং বিচার না করেই অন্ধের মত কার্যকরী করতে যাওয়া সম্পূর্ণ ভুল।'

১৯৩৩ সালের শেষ দিকে মাও সিংকুয়ো এবং সেখান থেকে শাং হাং-এ পাড়ি জমালেন। এ ঘাঁটিতে তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ইয়োটৌ-এর মত কিছু কিছু জায়গায়ও তিনি গেলেন। ইয়েটৌতে তাঁর ভাই টাংষ্টেন রপ্তানীর দায়িত্বে ছিলেন। আর এই রপ্তানীর পরিমাণ চার বছরে প্রায় এগারো গুণ বাড়িয়েছিলেন। তাছাড়া চলাচলের পথ শত্রুরা বন্ধ করে দেওয়ার ফলে খাদ্য বস্ত্র এবং নুনের যে অভাব ঘাঁটিতে দেখা দিয়েছিল তা দূর করতে তাঁরই নেতৃত্বে প্রায় এক হাজার সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছিল। ১৯৩৪ সালের জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত প্লেনামে মাও অর্থনৈতিক কাজকর্মের সার্বিক একটি রিপোর্ট পেশ করেন। 'এই রিপোর্টে তিনি বললেন যে, 'মাত্র কয়েকজন কর্মীর ওপর নির্ভর করে ভূমি-সংস্কারের কাজ পরিচালনায় জনতার নৈতিক বল

এবং সংগ্রামী চেতনা ক্ষুণ্ন হয়।'

মাওয়ের সক্রিয় কাজের ধারা ছিল তিনটি। সেগুলি হোল : জমি বন্টন, জমির গুণাগুণ যাচাই এবং কৃষি উৎপাদন। যুদ্ধ প্রচেষ্টা এবং ঘাঁটি এলাকার লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা—দুই দিক থেকেই বিচার করলে তেল, ময়দা, সির্কা, নুন প্রভৃতি খুটিনাটির প্রশ্নই অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়। আর সেই সব অর্থনৈতিক বিষয়কেই মাও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন। যারা সাধারণ মানুষের সমস্যাকে আমল দিতে চাননা তাঁরাই এই ধরণের কাজকে বিরক্তিকর বলে মনে করেন। জমিদার শ্রেণীরা বিপ্লবের প্রধান শত্রু সে প্রশ্নে মাও সে তুঙ একমত ছিলেন বটে কিন্তু তাদের খতম করাটাই যে সমাধানের পথ নয় সে চিন্তাও তিনি করতেন। তাই তিনি বলেন যে, একান্ত প্রয়োজন হলেই খুব সতর্কতার সঙ্গে একে প্রয়োগ করতে হবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা চলে যে, 'তিন শ'য়েরও বেশী জমিদার এবং ধনী কৃষক পরিবার যাচাই করার পর' কোন এক অঞ্চলে মাত্র বারটি 'বৃহৎ ব্যাঘ্র' জমিদারকে গুলি করে মারা হয়েছিল। আর এ ঘটনাটি ঘটেছিল 'গ্রামাঞ্চলে গণ-আন্দোলন সংগঠিত হবার পরে।' 'পঞ্চান্ন দিন ধরে সমগ্র জেলার জনতা সে আন্দোলনে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল।' মাও এ প্রসঙ্গে বলতে চেয়েছেন যে, জনতা এবং সাধারণ গরীব কৃষক নিজেরাই এ ধরণের পাইকারী হত্যাকে সমর্থন করে না।

পঞ্চম অভিযানে চিয়াং-এর সামরিক ক্ষমতাকে যে গুরুতরভাবে উপেক্ষা করা হয় সে সম্পর্কেও মাও উগ্র সংকীর্ণবাদীদের সতর্ক করেন। এই সতর্ক করার সঙ্গে সঙ্গে মাও ঘাঁটিগুলির এলাকার সম্পদ সম্পর্কেও খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করেন। যেমন কতগুলি নির্দিষ্ট অঞ্চলের উৎপন্ন ফসল কত অধিক হয়েছে, ভূমি-সংস্কারের কাজের ফলে কোথায় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে তাছাড়া ভাল ফসলের উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাধা কোথায় ইত্যাদি প্রশ্নেও মাও বিশ্লেষণ করেছেন। তাছাড়াও তিনি বলেন যে, 'বন্ধুগণ, যুদ্ধের সত্যি-কারের দুর্গ প্রাকার কোনটি?......জনতাই হলেন সত্যিকারের প্রাকার আর হলেন লক্ষ কোটি সাধারণ মানুষ, যাঁরা বিপ্লবকে সমর্থন করেন......। ব্রোঞ্জের প্রকৃত দেয়াল কোনটি? জনতাই হলেন প্রকৃত সেই দেয়াল।'

যারা তাঁদের মাটির তৈরী বুরুজের প্রশংসা করছিলেন এবং ব্রোঞ্জের দেয়াল এবং গোলাগুলির প্রতিরোধ নিজেদের ঘাঁটিকে অজেয় বলে দম্ভ করে-ছিলেন এটা ছিল তাঁদের পক্ষে তারই পাল্টা জবাব। হায়, এই ঘাঁটিটিকে দম বন্ধ করে মারার জন্য চিয়াং কাই-শেক এর চার পাশে ব্রোঞ্জের প্রাচীর আর গোলাগুলির অবরোধ গড়ে তুলেছিলেন।

মাও বলেন যে, জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য চিন্তা কর। কাজের পদ্ধতির প্রতি মনোযোগ দাও। অথচ তাঁর চার পাশের নির্বোধদের একগুঁয়েমী দেখে তাঁর উদ্বেগ দিনে দিনে বেড়েই চলল। তিনি এ প্রসঙ্গে বললেন যে, 'কোন কোন কমরেড মনে করেন যে, বৈপ্লবিক যুদ্ধে লোককে অত্যন্ত বেশী ব্যস্ত থাকতে হয় বলে অর্থনৈতিক গঠনমূলক কাজের জন্য সময় দেয়া অসম্ভব

হয়ে পড়ে। আর যারাই অর্থনৈতিক গঠনের কথা বলেন তাদেরই বিরুদ্ধে তাঁরা 'দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি'-র অভিযোগ আনেন। কমরেডরা......এটা উপলব্ধি করতে অক্ষম যে অর্থনৈতিক গঠনের কাজ বাদ দিয়ে বিপ্লবী যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী অর্জন করা অসম্ভব। এর ফলে, জনসাধারণও নিঃশেষিত হয়ে পড়ে।'

এদিকে শত্রুর অপরাধের ফলে ইতিমধ্যেই ঘাঁটিতে খাদ্যশষ্যের ঘাটতি দেখা দেয়। তাছাড়া বস্ত্রাদিরও টান পড়ে। সৈনিকদের শীতকালীন পোষাক-পরিচ্ছদও তৈরী ছিল না। এদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যও অচল হয়ে পড়ায় টাকা-কড়িও উবে যায়। ১৯৩৪-এর অক্টোবরে লং মার্চের ঠিক আগে প্রতিদিনের জন্য মাথা পিছু মাত্র চৌদ্দ আউন্স চালের রেশন বরাদ্দ হয়। একজনের পক্ষে যতটুকু না হলে নয়, এ রেশনের পরিমাণ ছিল তার ৬০ শতাংশ মাত্র। এদিকে ঘাঁটিতে রান্নার তেলও প্রায় শেষ হয়ে যায়। তাছাড়া নুনের অভাব একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

সৈনিকেরা দিনে পেতেন পাঁচ সেন্ট মাত্র। অফিসারদেরও ঐ একই পরিমাণ দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাদের বেতন বাড়ানো হোল। যা না হলে নয়, এমন পরিমাণ নুন যোগার করতে ১৯৩৪ সালে প্রয়োজন হোত দৈনিক বেতনের দ্বিগুণ অর্থ। পরে অবশ্য নুন একেবারেই উদাও হয়ে যায়। এ অবস্থায় নুন পাচারের জন্য 'নুন পাচার স্কোয়াড' গঠন করলেন। এই স্কোয়াডের অনেকেই ধরা পড়েন এবং চিয়াং-এর সৈনিকেরা চরম নির্যাতন চালিয়ে এদের অনেককেই হত্যা করেছিলেন। এ অবস্থায় ঘাঁটিতে এমনকি আহতদের জন্যও হাসপাতালে কোন নুন ছিল না। এ জন্য চারাগাছ কেটে পুড়িয়ে তার ছাই থেকে নুন তৈরী করা হোত। সেই নুন হাসপাতালের রোগীদের জন্য ব্যবহৃত হোত।

এই প্রসঙ্গে সে সময় বলা হোল : 'ঘাঁটিতে লবণ মহার্ঘও দুর্মূল্য হয়ে পড়ে.........কোন কোন সময় তা একেবারে দুষ্প্রাপ্যও হয়ে উঠে.........এসবই শ্রমিক এবং কৃষকদের জীবনের উপর সরাসরি আঘাত করে......আর এতে আমাদের যে মূল নীতি সেই শ্রমিক কৃষকের মৈত্রীর উপর আঘাত নয় কি?'

এমন কি এসব গুরুতর সমস্যা এবং কঠোর অবরোধ সত্বেও 'যে সব কমরেড এই ভ্রান্ত নীতিকে অবাস্তব বলে মনে করছিলেন এবং এর সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করছিলেন' সংকীর্ণবাদীরা 'আগেকার মতোই তাঁদের সবাইকে ক্ষতিকর বলে চিহ্নিত করেন'। আর সন্দেহপোষকদের সেক্ষেত্রে 'একজন অপরাধী এবং শত্রু বলে গণ্য করা হোত।......শেষ পর্যন্ত তাঁদের নিগৃহীত করা হোত, শাস্তি দেওয়া হোত এবং পদচ্যুত করা হোত।......এর ফলে পার্টির অভ্যন্তরে সবচেয়ে শোচনীয় বিপর্যয় দেখা দিল।'

কিন্তু তথাপি ১৯৩৪ সালেও ওয়াং-মিং মস্কোয় তার 'বাম' নীতির প্রয়োগে বিপুল সাফল্যের কথা বলে বেড়াচ্ছিলেন। আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে কমিনটার্ণের সভ্য বেলাকুন একটি শ্বেত-পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তাতে

চীন-সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রে প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে চালিত ব্যাপক অভিযানের সাফল্যকে উচ্চ প্রশংসা করা হয়। এই পুস্তিকায় তিনি লিখেছিলেন যে, 'এই সাধারণতন্ত্রের দখলে ছিল চীনের এক ষষ্ঠাংশ জায়গা।' আর তিনি এও লিখেছিলেন যে, 'হল্যান্ড এবং বেলজিয়াম মিলে একত্রে যে পরিমাণ জায়গা, তার দ্বিগুণ ছিল' এই কেন্দ্রীয় ঘাঁটিটি। চীনা সেনাবাহিনীর নিয়মিত সৈন্য সংখ্যা ছিল তখন সাড়ে তিন লক্ষ।১০

সে সময় কমিউনিষ্টদের জাতীয়ভিত্তিতে প্রসারলাভ করার আর একটি সুযোগ এসেছিল। আর এই সুযোগের ব্যবহার করে তাঁরা ঘাঁটিটির উপর চিয়াং-এর অবরোধকে ভেঙ্গে ফেলতে পারতেন।

১৯৩৩-এর নভেম্বরে সাই তিং-কাই-এর যে উনিশ নম্বর পদাতিক বাহিনী, সাংহাইতে জাপানের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে সারা দেশ জুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন শেষ পর্যন্ত সেই পদাতিক বাহিনী চিয়াং কাই-শেকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অথচ 'কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য এই বাহিনীকে ফুকিয়েন প্রদেশে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে সাই তিং-কাই তখন একটি 'জনগণের সরকারের' পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরলেন আর চিয়াং-এর নানকিং সরকারের প্রকাশ্যে বিরোধিতা করলেন। তবে এধরণের বিদ্রোহ অদ্বিতীয় নয়। এর আগেও অন্যান্য সমরনায়ক যেমন বলা যেতে পারে, ফেং যু-মিয়াং-এর কথা,—জাপানী আগ্রাসনে যার বুকে জাগে দেশপ্রেমের স্পন্দন। ফেং জাপানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলেন। আর চিয়াং তাঁকে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। চিয়াং-এর উদ্দেশ্য ছিল ফেং-কে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখা।

এদিকে আবার সাবা চীন জুড়ে ছাত্র দলগুলির নেতৃত্বে বিপুল প্রতিবাদের ঝড় বইতে আরম্ভ করে। ফলে, সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হতে থাকে। যদিও চিয়াং-এর শ্বেত-সন্ত্রাসের দাপটে বহু ছত্র হত্যা চলতে থাকে এবং ইতিপূর্বেই প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুপ্তচর পোষার কারণে বেশ কয়েক বছর ধরেই ছাত্ররা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল তবু সেই ছাত্ররাই জাপানকে প্রতিরোধ করার দাবী জানাতে নানকিং-এ প্রতিনিধিদল পাঠালো। এ অবস্থাব পরিপ্রেক্ষিতে স্বদেশ প্রেমিক অনেক ব্যক্তি সাই তিং-কাই-এর প্রতি সমর্থন জানালেন। আর সমর্থন জানালেন সান ইয়াত সেনের প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইউ জেন-চেনও।১১

চীন-সোভিয়েত কেন্দ্রীয় সরকারের চেয়ারম্যান হিসাবে ১৯৩৩-এর জানুয়ারীতে মাও সে তুঙ জাপ-প্রতিরোধকে ভিত্তি করে পরীক্ষামূলকভাবে একটা যুক্তফ্রন্ট নীতি চালু করেন। এই যুক্তফ্রন্ট নীতির লক্ষ্য হিসাবে বলা হোল যে, যদি সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করা হয়, জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারের গ্যারান্টি দেওয়া হয়, জাপানের বিরুদ্ধে জোর কদমে যুদ্ধ চালানো হয় তাছাড়া জাপ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য জনগণের হাতে

হাতিয়ার তুলে দেওয়া হয় তাহলে জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্য চীন-সোভিয়েট সরকার 'যে কোন সশস্ত্র বাহিনীর' সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

১৯৩৩ সালে পলিটব্যুরো অবশ্য 'বুর্জোয়াদের' সঙ্গে কোন সহযোগিতা না করার মতই গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া পলিটব্যুরো এ মতও পোষণ করে-ছিলেন যে, মুৎসুদ্দী-বুর্জোয়া, পাঁতি-বুর্জোয়া এবং জাতীয়-বুর্জোয়াদের মধ্যে কোন পার্থক্য টানা চলবে না। এরা সবাই খারাপ এবং এদের সবাইকে এক সঙ্গে খতম করতে হবে। মাঝখানে আর কোন শ্রেণী নেই অর্থাৎ 'মধ্যবর্তী শ্রেণী' বলে কিছু নেই—এই লাইন মতেই পলিটব্যুরো এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে-ছিলেন। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ষ্টালিন ছিলেন এই 'মধ্যবর্তী শ্রেণীর' বিরুদ্ধে, তাঁর মতে এরাই ছিল বিপ্লবের জঘন্য শত্রু।

১৯৩৩-এর গ্রীষ্ম বরাবর ফুকিয়েনে তখনও জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু ইতিমধ্যেই মতভেদের আভাস মিলল। তখন সাই এবং কমিউ-নিষ্টদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হোল। এ অবস্থায় মাও নূতন করে সন্ধির প্রস্তাব দিলেন। চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে যদি এ ধরণের সম্পর্ক এবং মৈত্রীর কৌশলকে মদত দেয়া হোত তাহলে সাই-এর অবস্থা আরও অনেক জোরদার হতে পারত। সে অবস্থায় কমিউনিষ্টরাও জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতেন। কেননা পরস্পরের মধ্যে এই মারাত্মক যুদ্ধে জনসাধারণ প্রকৃতই খুব শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাছাড়া 'জাপ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সমস্ত লোককে ঐক্যবদ্ধ করার' ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে চিয়াং কাই-শেকের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রচার অভিযান গড়ে তোলা যেত। আর তা করা গেলে, চিয়াং-এর পক্ষে পঞ্চম অবরোধ অভিযান চালান সম্ভব হোত না। আর তা হলেও, কমিউনিষ্ট ঘাঁটির পাশেই ফুকিয়েনের মত একটি মিত্র প্রদেশ যদি থাকত, তাহলে ঘাঁটিটির শক্তি ও সম্পদ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেত এবং অবরোধ শেষ পর্যন্ত ভেঙ্গে পড়ত।

১৯৩৩ সালের ডিসেম্বরে চীন-সোভিয়েট সরকারের নামে মাও সে তুঙ এবং চু-তে, সাই তিং-কাই-এর সঙ্গে তারবার্তা আদান-প্রদান করেন। কিন্তু পলিটব্যুরো এ ব্যাপারে অহেতুক বিলম্ব এবং অবহেলা করেন। আর এদিকে ওয়াং-মিং মস্কোয় বসে থেকে ফুকিয়েন বিদ্রোহীদের এবং ফুকিয়েনের জন-গণের সরকারের নিন্দা করে যেতে থাকেন। সাই তিং-কাই সম্পর্কে ওয়াং-মিং অত্যন্ত জঘন্য মন্তব্য করেন, 'আমি যদি তার মুখে থুথু ফেলতে পারি তবেই তার সঙ্গে হাত মেলাব।' যাই হোক, মনে হয় যে, সাই-এর সঙ্গে সামরিক সহযোগিতার কথা অনুমোদন করে মস্কো শেষ পর্যন্ত সেরূপ আভাসই দিয়েছিল। তবে তাতে এও বলা হয়েছিল যে, 'বুর্জোয়াদের' সমালোচনা অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে। তবে মস্কোর কিন্তু সাধারণ ঝোঁকটা ছিল সাই তিং-কাই-এর সঙ্গে বিদ্রোহে যুক্ত না হওয়ার দিকে। তাই এদের সঙ্গে মৈত্রী-বন্ধনের কোন প্রচেষ্টাই করা হয়নি।

বিস্ময়ের কথা এই যে, সাই তিং-কাই-এর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করা কাম্য কিনা এ প্রশ্নে যখন বিতর্ক চলছিল সে সময়ে অর্থাৎ ১৯৩৩-এর ১৭ই নভেম্বর মাও-এর বক্তৃতার একটি উদ্ধৃতি কমিনটার্ণ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।১২ মাও তাঁর বক্তৃতায় চিয়াং-এর সামরিক শক্তিকে খাটো করে দেখার জন্য নেতৃত্বের সমালোচনা করেছিলেন। আর চিয়াং কাই-শেককে জমিদার ও মুৎসুদ্দী বুর্জোয়ার প্রতিনিধি হিসাবে চিহ্নিত করে তাঁর বিরুদ্ধে সাই তিং-কাইকে জাতীয় বুর্জোয়ারূপে গণ্য করেছিলেন।

সাই-এর সঙ্গে মৈত্রীর প্রশ্ন নিয়ে পার্টির মধ্যে যখন এ ভাবের দ্বন্দ্ব চলছিল সে সময় চিয়াং কাই-শেক কিন্তু দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছিল। প্রথমতঃ তিনি সাইকে তাঁর হংকং এবং সাংহাইস্থিত মিত্রদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যবস্থা করেন। দ্বিতীয়তঃ সাই-এর সঙ্গে কমিউনিষ্টদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য তিনি কিয়াংসি-ফুকিয়েন সীমান্ত বরাবর সৈন্য মোতায়েন করেন। আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩৪-এর জানুয়ারীতে ফুকিয়েনে সাই-এর বিরুদ্ধে একটি আক্রমণাত্মক অভিযান চালান। সে অভিযানে তিনি সাই-এর সেনাবাহিনীকে তছনছ করে দেন। সঙ্গে সঙ্গে জনগণের সরকারকে ধ্বংস করে দেন। আর এ ভাবেই সাই তিং-কাই-এর সঙ্গে একটি যুক্তফ্রন্ট গড়ার আশা নির্মূল হয়ে যায়।

বিস্ময়ের কোন কারণ নেই যে, ঠিক ঐ মুহূর্তে, ১৯৩৪-এর জানুয়ারীতেই মাও সে তুঙ এবং কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য সভ্যদের মধ্যে বিশেষ করে পোং-কু'র সঙ্গে প্রচন্ড এক বিতর্ক ঘটেছিল। কিন্তু ১৯৩১-এর জানুয়ারী প্লেনামের সেই 'বলশেভিক' 'লাইন'টি পূর্ণ উন্মাদনার সঙ্গে ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী প্লেনামে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোল। আওয়াজ তোলা হোল সমাজতন্ত্রের আলোবর্তিকা সোভিয়েট রাশিয়াকে রক্ষা করতে হবে। বিশ্ব-বিপ্লব অতি নিকটবর্তী আর বর্তমানের এই অভিযান তার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটাবে। মাও কিন্তু এর পাল্টা বক্তব্য রাখলেন। তিান বললেন, সমগ্র চীনে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা না হলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটতে পারে না। তিনি এ প্রশ্নে বার বার এ কথাই বলেন যে, পাতি-বুর্জোয়া, জাতীয়-বুর্জোয়া এবং নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী এরা সকলেই বৃহৎ-বুর্জোয়া এবং সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক অত্যাচারিত হচ্ছে। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে ঐ শ্রেণীগুলির মধ্যে যে সব বিচ্ছেদ ঘটেছিল সে সবের কথা এবং চিয়াং-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথাও তিনি তুলে ধরলেন। তিনি আরও বললেন যে, চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির উচিত ছিল, এ সব বিচ্ছেদ এবং দলাদলির সুযোগকে কাজে লাগানো, —কিন্তু পার্টি সে সুযোগকে কাজে লাগালো না। একজন সমরনায়কের সঙ্গে আর একজন সমরনায়কের যোগ দিলে তাতে দুটি সমরনায়ক হয়না। তাই অপরজনকে আঘাত করার জন্য একজনকে সমাবেশ করার সম্ভাবনা সব সময়েই থাকে। 'বিপ্লবকে দেশজোড়া উত্তাল বিক্ষোভে পরিণত করতে হলে প্রয়োজন হোল গণতন্ত্রের জন্য একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রাম পরি-

চালনা করা, যার মধ্যে শহরের পাঁতি-বুর্জোয়াদেরও সামিল করা চলে।' মাও উল্লেখ করেন যে, সাহসী সব শ্লোগান সত্বেও তাঁদের 'বাম' লাইনটি এমনকি শহরগুলির বুকে শ্রমিক এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও তার নেতৃত্ব গুরুতর-ভাবে হারিয়েছে। অথচ যেখানে সমাজের বুকে সংবেদনশীল অংশের মধ্যে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি যে প্রভাব গড়ে তুলতে পারত সে ভাবের চেষ্টা কিন্তু আদৌ করা হয়নি। আর এসব অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে জাপানের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্যের এই অপরিহার্য মঞ্চটিকে উপেক্ষা করার কারণেই।

১৯৩৪-এর জানুয়ারী প্লেনামের পর মাও-এর প্রভাব আরও খর্ব করে দেওয়া হোল। সে প্লেনামে সতের জনের এক সভাপতিমন্ডলী গঠিত হোল। যাদের মধ্য থেকে যে কোন সময় যে কোন একজনকে চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচিত করা যেত। এতে চেয়ারম্যান হিসাবে মাওয়ের অবস্থা বিপন্ন হয়ে উঠল। সিদ্ধান্ত হোল এই সভাপতিমন্ডলী মাও-এর কার্যাবলীর তদারকী কমিটি হিসাবে কাজ করবে। এমনকি এই প্লেনাম থেকে তাঁর ক্যাডারদেরও শিক্ষা দেওয়ার কাজ মারাত্মকভাবে ছাঁটকাট করে দেওয়া হোল। তাছাড়া পার্টির রাজনৈতিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত শাখা থেকে এবং জনগণের কমিশারদের কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের পদ থেকেও তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হোল। ইতিপূর্বেই একটি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি শিক্ষায়তন এবং লেনিন বিদ্যালয়সমূহ গড়ে তোলার জন্য মাও বেশ সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি 'খড়ের জুতা পড়া' ক্যাডারদের গ্রামবাসীদের কাছে পাঠাতেন। তাঁরা 'রাতেরবেলা পার্বত্য পথে হেঁটে গ্রামবাসীদের কাছে পৌঁছত'। লোকে বলে গ্রামের জনগণ 'চেয়ারম্যান মাও-এর প্রেরিত ক্যাডারদের ভালবাসত'। লোকের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার এই নূতন এবং সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে তাঁর খ্যাতি বাড়িয়ে দেবে বলে তাঁর বিপক্ষীয়-দের মনে আশংকা হোল। এ অবস্থার মুখে আঠাশ জন বলশেভিকদের অন্যতম চাং ওয়েন-তিয়েন এই কাজটি হাতে নেন। এমনকি পার্টির সাধারণ সম্পাদকের পদটিও তিনি দখল করেন। কিন্তু তবু মাও-এর মুখ থেকে অভিযোগের একটি শব্দ মাত্রও বেরোয়নি। এমনকি পার্টির ঐক্যের বিরুদ্ধে একটি পদক্ষেপও তিনি নেননি। তিনি স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করলেন যে, 'এখন কর্তব্য শুধু......অপেক্ষা করা'। ইতিমধ্যেই তিনি ঘোড়ার পিঠে চড়ে, হাতে একটি লণ্ঠন নিয়ে পরিদর্শনের কাজে বেরিয়ে পড়েন। তাঁর 'ঘোড়ার খুরের শব্দে আমাদের বুঝতে কষ্ট হোত না যে চেয়ারম্যান মাও যাচ্ছেন। আর সে সময় তিনি এভাবেই দিন-রাত ঘুরে বেড়াতেন।'[১৩]

১৯৩৩ সালের আগষ্টে, চিয়াং-এর পঞ্চম অভিযান শুরু হোল। আমেরিকা ও গ্রেট ব্রিটেন থেকে নূতন ধারের টাকা পেয়ে এই অভিযানে তিনি প্রচুর পরিমাণ অর্থ ঢেলেছিলেন। এ অভিযানে তাঁর সৈন্য সংখ্যা দাঁড়াল দশ লাখ তাছাড়া ট্যাংক ও বিমানাদির ব্যবস্থাও ছিল। এ অভিযানে সমর উপদেষ্টা হিসাবে তিনি জার্মান সমর-বিশেষজ্ঞদেরও সাহায্য নেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন

জেনারেল ভন সিক্‌ট্‌। তিনি হিটলারের সম্মতিক্রমে চিয়াং কাই-শেককে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে চীনে এসেছিলেন।

এই অভিযানে 'জ্বালান, পোড়ান, হত্যা এবং সব কিছু ধ্বংস করার' পোড়া মাটির নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। সার্বিক আর্থিক অবরোধের অর্থ শুধু কেন্দ্রীয় ঘাঁটিটির চার দিকে ঘিরে অবরোধ নির্মাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা! এর মানে ছিল হাজার হাজার গ্রামকে উৎখাত করে দেওয়া। ১৮ মাইল ব্যাপী এলাকার সমস্ত ফসল মুড়িয়ে দিয়ে চিয়াং এলাকাটিকে এক মরুভূমিতে পরিণত করেছিলেন। এর ফলে, দশ লাখ কৃষককে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

মৃত্যুর এই বেষ্টনী ছাড়াও সেখানে ছিল বিধ্বংসীকর আগুনের এক বেড়াজাল। তাতে সমস্ত ফসল, গাছ-গাছড়া ঘরবাড়ি সবই পুড়ে ছাড়খার হোল। আর এই পরিপূরক হিসাবে ছিল ৬ মাইল গভীর এক অবরোধ ব্যূহের বেষ্টনী—তাতে মেশিনগানের খোপগুলি বসানো ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুদন্ডের আদেশ ঘোষিত হোল (এই মৃত্যু ছিল চরম বিভীষিকাময় নিষ্ঠুর নির্মমতাপূর্ণ)। আর এই মৃত্যুদন্ডাদেশ তাদেরই বিরুদ্ধে ঘোষিত হোল যারা কমিউনিষ্টদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করত কমিউনিষ্টদের নুন বা খাদ্য সরবরাহ করত। গুপ্ত পুলিশবাহিনী মফস্বল সহরগুলির সমস্ত স্কুল এবং অন্যান্য গণ-প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রণ করত। গ্রামে সমষ্টিগত দায়িত্ব হিসাবে 'পাওচিয়া' (Poachia) প্রথা প্রবর্তিত হোল। এর ফলে গ্রামের যে কোন ব্যক্তি 'রেড'দের (কমিউনিষ্টদের) সাহায্য করলে প্রতিটি গ্রামবাসীকে পাইকারী হারে দায়ী করা হোত। এই উদ্দেশ্যে ২৪ হাজার বিশেষ রক্ষীর একটি তদারকী সংস্থা নিযুক্ত হোল। ১৮ মাইল অভ্যন্তর ব্যাপী জুড়ে সমস্ত দুর্গগুলিকে ঘেরা হোল এবং তাদের যুক্ত করা হোল কাটা তারের বেড়া দিয়ে। যাতে ঘাঁটি এলাকায় ঢোকা বা সেখান থেকে বেরোনো বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব হয়।

এই কাজগুলি করতে সময় নিয়েছিল বলে ১৯৩৪-এর মার্চ এবং এপ্রিলেও অবরোধ ভাঙ্গার জন্য আক্রমণ হয়েছিল এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে জয়লাভও হয়েছিল। কিন্তু ইতিপূর্বেই ১৯৩৩ সালের নভেম্বরেই ঘাঁটির উপর আর্থিক সংকটের চাপ অনুভূত হয়। এদিকে জয়ের যে দাবী করা হচ্ছিল মাও সে তুঙের মনে তাতে দাগ কাটতে পারেনি। কেননা ঘাঁটির মানুষ এবং জিনিসপত্রের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ছিল অপরিসীম। লালফৌজ 'শত্রুর প্রধান বাহিনী এবং তার অবরোধ ঘাঁটিগুলির চারদিকে যাঁতার মত ঘুরতে থাকে।' ,ফলে এঁরা একেবারেই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। মাও বলেছিলেন 'লড়াইয়ের এই কায়দা সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং একেবারেই বুদ্ধিহীন'। জানুয়ারীতে তিনি লালফৌজের 'প্রধান বাহিনীকে দিয়ে কিয়াংসু-চিকিয়াং-আনওয়েই—কিয়াংসি এলাকার ওপর'......বেগে আক্রমণ চালিয়ে এই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধকে আক্রমণাত্মক যুদ্ধে রূপান্তরিত করার মত সুপারিশ করেছিলেন। এর দ্বারা সমুদ্র উপকূলবর্তী বৃহৎ শহরগুলির মধ্যেকার এলাকা-

গ্নলি যেন বিপদাপন্ন হয়ে পড়েছে তা দেখান যেত। শহর কেন্দ্র সমষ্টির এই ত্রিকোণ অঞ্চলটি চিয়াং খ্নবই ম্নল্যবান মনে করতেন। কার্যতঃ এটা ছিল তাঁর একটি গ্নর্নত্বপ্নর্ণ কেন্দ্র। তাই ঐদিকে ধাক্কা দিলে চিয়াং তাঁর বাহিনীকে ভাগ করতে এবং যেখানে অবরোধ দ্নর্গ নেই সেখানে য্নদ্ধ করতে বাধ্য হোত। মাও বলেন যে, 'এই পদ্ধতি নিলে যে শত্র্ন দক্ষিণ কিয়াংসি এবং পশ্চিম ফ্নকিয়েনে আক্রমণ চালাচ্ছিল তাঁকে তাঁর গ্নর্নত্বপ্নর্ণ কেন্দ্রসম্নহ রক্ষার জন্য সেদিকে ফিরাতে আমরা বাধ্য করতে পারতাম। আর তা হলে কিয়াংসির ঘাঁটি অঞ্চলের উপর তার আক্রমণকে আমরা পর্য্নদস্ত করতে পারতাম। তাছাড়া ফ্নকিয়েন জনগণের সরকারকেও সাহায্য করতে পারতাম।' কিন্তু পো-ক্ন একে 'ডাকাতে নীতি' এবং 'গ্রাম্য চিন্তা' বলে অভিহিত করলেন। তাই মাও এরপর অন্য একটি পরিকল্পনার কথা বললেন। সে পরিকল্পনাটি হোল, প্রধান বাহিনীটিকে হ্ননানের দিকে সরিয়ে নেওয়া এবং সেই বাহিনীকে মধ্য হ্ননানে ঢ্নকিয়ে দেওয়া। উদ্দেশ্য ছিল, এই রণকৌশলে আর একবার শত্র্নকে নিজেদের পিছনে টেনে এনে হ্ননানে নিয়ে গিয়ে তাদের খতম করা। কিন্তু এটাও বাতিল করে দেওয়া হোল।

চিংকাংশান এবং কেন্দ্রীয় ঘাঁটির মধ্যবর্তী কাউন্টি স্নইচ্নয়ান এবং জ্নই-চিনের পথে ক্নয়াংচো কাউন্টি দ্নটিই এপ্রিলে ক্নওমিনটাং দখল করে নেয়। 'সেই প্রবেশ পথগ্নলি পার হয়ে এলে শত্র্নকে আটকাবার' আর কোন পথই খোলা রইল না। তাদের বেষ্টনী আরও মজব্নত হোল আর ঘাঁটি এলাকা হয়ে পড়ল আরও সংক্নচিত। ফলে, অবরোধ ভাঙার জন্য লাল সেনাবাহিনীর যে কোন আক্রমণই আত্মহত্যার সামিল হয়ে দাঁড়াল। আর চোখের সামনে আমাদের কমরেডদের শবদেহগ্নলি সমতলভ্নমির উপর ছড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। ইতিমধ্যে বেশ গরম পড়ল, আর মরদেহের দ্নর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল চার-দিকে। আর ঐ একই ভ্নখন্ডের উপর দিয়ে সে সব দ্নশ্য দেখে দেখে পারাপার হয়েছিলাম।'১৪ এতে নিশ্চয়ই নৈতিক বল অনেকাংশে ক্ষ্নণ্ন হয়েছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মাও সে তুঙ কমিশনের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছিলেন। কিন্তু তা ছিল ব্নথা তাঁর চেষ্টা।

১৯৩৪-এর জান্নয়ারী থেকেই সামরিক কমিশনের মধ্যেই ভাঙ্গন ধরে-ছিল। যে রণনীতি নেওয়া হয়েছিল তাতে চৌ এন-লাই এবং চ্ন-তে আর সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। যদিও ইতিপ্নর্বে এ'রা এটা কার্যকর হতে পারে বলেও ভেবেছিলেন। কিন্তু এ ভ্নল ভাঙ্গার পরে ইতিমধ্যেই পো-ক্ন এবং অটো ব্রাউন (লি-তে) উভয়ের সঙ্গেই এ'রা এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করেছিলেন। চৌ-এর সঙ্গে তর্ক-বিতর্কের কালে তিনি অত্যন্ত উদ্ধতভাবে স্বমতের পক্ষে সজোরে টেবিল চাপড়াতে থাকেন। তাই তাঁর ধারণাগ্নলি বদলানোর আর কোন সম্ভাবনা তখন রইলনা। ঐদিকে মস্কোতে ফিরে এসে ওয়াং-মিং বেশ গর্বের সঙ্গে দাবী করতে থাকেন যে, পার্টি এবং সেনাবাহিনীর প্ননর্গঠনও বলশেভিকরণ বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। আর মস্কোয় এ সংবাদও প্রচারিত

হয় যে, চিয়াং-এর অভিযান ইতিমধ্যেই ব্যর্থ হয়ে পড়েছে এবং লালফৌজ আর একটি অসাধারণ বিজয়ের সাফল্য অর্জন করেছে।

এদিকে সেই সঙ্কোচিত ঘাঁটি এলাকার মধ্যে কুওমিনটাং বাহিনী যখন এগিয়ে যেতে লাগল তখন ঘাঁটিতে আদেশ দেওয়া হোল 'এক ইঞ্চি জমিও ছাড়বে না'। এর ফলে সৈন্যেরা দুর্গগুলির মধ্যে কার্যতঃ বন্দী হয়ে রইলো। এমনকি তাদের তখন বিশ্রামেরও সময় ছিল না, আর শেষের দিকে তাদের ভাগ্যে যৎসামান্য খাদ্য ও জল জুটতো মাত্র। ১৯৩৪ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে তাই মাথাপিছু রেশনের বরাদ্দ কমে দাঁড়ালো দৈনিক মাত্র ১২ আউন্স চাল্।

১৫ই জুলাই, ফাং চি-মিন-এর পরিচালনায় লালফৌজের একটি ক্ষুদ্র অংশ পথ কেটে বেরিয়ে আসে। ফাং-এর দলটি জাপ-বিরোধী অগ্রগামী বাহিনী বলে অভিহিত ছিল। 'জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে'র লক্ষ্য নিয়ে ফ্রন্টে যাচ্ছেন বলে তারা ঘোষণা করলেন। একটি 'যুক্তফ্রন্ট'কে কার্যকরী করে তুলতেই ইতিপূর্বে ফাং-কে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল এই বলে যে, তিনি মাও-এর পরিকল্পিত শর্তাদি মানতে রাজী আছেন এমন যে কোন সেনা দলের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলতে যেন সচেষ্ট হোন। আর ফাং-চি-মিনের সৈনিকদের স্থান ত্যাগ করার ফলে উত্তর ফুকিয়েন কাউন্টিগুলির যে অংশে এদের অবস্থান ছিল সেটিও আপনা থেকেই পরিত্যক্ত হোল। দুর্ভাগ্য বশতঃ ফাং সে সময় পশ্চাদ্‌বাহিনী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং বন্দী হ'ন। বন্দী অবস্থায় ফাং-কে চাংশায় একটি খাঁচায় পুরে প্রদর্শন করা হোত। পরে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। অবশেষে তাঁর বাহিনীর কিছু সৈন্য পালিয়ে যান এবং তাঁদের প্রধান সেনানী সু-ফু'র নেতৃত্বে চেকিয়াং—ফুকিয়েন সীমান্ত অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ চালাতে থাকেন। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত এ দলের ঐ অবস্থাই চলতে থাকে। ১৯৩৭ সালে কমিউনিষ্ট নব চতুর্থ বাহিনী গঠিত হয়। সু-ফু'র গেরিলা দল অবশেষে এই নূতন বাহিনীতেই এসে যোগ দেন।

ঘাঁটিটির উপর জার্মান বিমান চালকেরা বোমাবর্ষণ করে প্রতিদিনই ধ্বংসলীলার কাজ চালাত। তাদের হাতে ছিল দেড়শ' বিমান। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কমিটি ভেঙ্গে গেল।

আগষ্টে চিংকাংশানের প্রাক্তন ঘাঁটি অঞ্চল থেকে সিয়াওকে এবং ওয়াং চেন কর্তৃক আর একটি অবরোধ ভাঙ্গার ঘটনা ঘটেছিল। এ'রা সোজাসুজি কেওয়েই চৌ প্রদেশের দিকে এগিয়ে যান। চতুর্থ অভিযান কালে হো-লুঙের সম্পূর্ণ ঘাঁটিটি (উত্তর হুনান হুপেই) শত্রু কবলিত হয়েছিল। কিন্তু তখনও সেখানে গেরিলা বাহিনীগুলি তৎপর ছিল। হো-লুঙ এবং তাঁর বিশ হাজার সৈন্যের বেশী ভাগটাই উত্তর-পূর্ব কেওয়েইচৌ প্রদেশের দিকে সরে গেল। সেখানে তাঁর সঙ্গে ওয়াং-চেন এবং সিয়াও-কে যোগ দিলেন। আর এই বাহিনীগুলির মিলনেই দ্বিতীয় ফ্রন্ট কমিটি গঠিত হোল। এই দ্বিতীয় ফ্রন্ট

বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ হলেন হো-লুঙ আর রাজনৈতিক কমিশার হলেন মাও-এর বিশ্বস্ত বন্ধু জেন পি-শি। জেনের এই পদে নিয়োগ পরবর্তীকালে খুব কাজে লাগে। সে সময়ে হো-লুঙকে মাও-এর পক্ষে যোগ দেবার সম্মতি আদায়ে জেন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

কেন্দ্রীয় ঘাঁটির সংগ্রাম তখন তীব্র আকার ধারণ করেছিল। কখনও কখনও কোন অবসর ছাড়াই সৈন্যদের ২৪ ঘন্টা ধরে যুদ্ধ চালাতে হোত। এই অবস্থার মুখে মাও সে তুঙ আর একবার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলেন। এবারের রোগটা বেশ গাঢ় হয়ে উঠল। জ্বর উঠত প্রায় ১০৫° ডিগ্রী। সময়টা ছিল ১৯৩৪ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাস। ঠিক সেই সময়েই কুওমিনটাং-এর হাতে তিংচৌ এবং মিংকুয়োর পতন ঘটল। এই দুটি অঞ্চলই ছিল ১৯২৯ সালে মাও-এর পূর্বতন জয়ের ফসল। সে সময়ে মাও তাঁর ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করার কাজ দ্রুততালে চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

এদিকে কেন্দ্রীয় ঘাঁটিটি ক্রমে সংকুচিত হয়ে তখন মাত্র দু'টি কাউন্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ হোল। আর অন্যান্য ক্ষুদ্র ঘাঁটিগুলিও শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। 'চীন-সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের' অধীন অতি অল্প অঞ্চলই তখন অবশিষ্ট রইলো। অর্থাৎ চীনের জনগণের কথা ভুলে গেলে এটা হওয়াই স্বাভাবিক।

১৯৩৪-এর গ্রীষ্মকালে মাও সে তুঙকে বন্দী করা হয়েছিল কিংবা অন্ততপক্ষে তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছিল, কতিপয় ঐতিহাসিক জোরের সঙ্গে একথা বলে থাকেন—এ ধরণের বক্তব্যের মধ্যে কোন সত্যতা আছে কি? আর এ ধরণের গাল-গপ্পের বেশীর ভাগই শোনা যায় দলত্যাগীদের কাছ থেকে। এ প্রশ্নে স্মরণে থাকা ভাল যে, সংকটের ঐ বছরগুলিতে কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে চলে আসা অনেক দলত্যাগীই বর্তমান ছিল। সুতরাং দলত্যাগী-দের এই প্রচেষ্টাকে খুব সতর্কতার সঙ্গে বিচার করতে হবে। কেননা দল-ত্যাগীদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, দল থেকে তাদের পালিয়ে আসার সংগত যুক্তি দেখানো। মাও-এর ব্যক্তিগত দেহরক্ষী ছিলেন চেন চাং-ফং। চেন চাং-ফং সহ ঘাঁটির লোকদের সঙ্গে কথা বলে বোঝা যায় যে মাও কখনও বন্দী হননি। পার্টিতে আদর্শগতভাবে তাঁর উপর আক্রমণ হলেও সাধারণ কর্মীরা পার্টির মধ্যে দুইটি পথের সংগ্রামের কথা কার্যতঃ কিছুই জানতেন না। তবে ঘটনা এই যে, দুর্গে অবস্থিত সৈন্যেরা যখন প্রশ্ন করতেন যে, নূতন কৌশলগুলি এত পৃথক ধরণের কেন? তখন, তাঁদের বলা হ'ত যে, এসব এখনও মাও-এরই রণকৌশল, তবে তার উন্নতিবিধান করা হয়েছে।' মাও-এর বিপুল জনপ্রিয়তার এটি একটি নিদর্শনও বটে। ভবিষ্যতে এ ধরণের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে যে, বাস্তবে যখন মাও-এর নীতির বিরুদ্ধে কাজ করা হচ্ছে তখনও তা মাও-এর নীতি বলেই চালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১৯৩৪-এর মে মাসে মাও সে তুঙ ঘাঁটির দক্ষিণ সারির প্রতিরোধ দুর্গ-

গুলি পরিদর্শনে যান। সে সব দুর্গগুলিতে তিনি সৈন্যদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে দেখাশুনা করেন। স্থায়ী পরিখাগুলি থেকে সরে আসার জন্য তিনি সৈন্যদের পরামর্শ দেন। তাছাড়া সৈন্যদের বিশ্রাম ভোগের জন্য তাঁদের কর্ম-পদ্ধতির রণকৌশলের পুনর্বিন্যাস করেন। সে সময় মাও-এর প্রতিপক্ষ ছিলেন সমরনায়ক, চেন চি-তাং। মাও তাঁর বিরুদ্ধে গতিশীল যুদ্ধ চালাতে পরামর্শ দেন। চেন চি-তাং ছিলেন চিয়াং কাই-শেকের নূতন সংগৃহীত সমরনায়ক। মাও চূড়ান্ত যুদ্ধ জয়ের জন্য আর সৈন্য হারাবার ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। সেখান থেকে অবরোধ ভাঙার অভিযান চালালে সামগ্রিক আত্মরক্ষার দিক থেকে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারত। আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বরে মাও ষ্টোন ক্লাইড পর্বতের দিকে সরে গেলেন। সে সময় তিনি য়ুটোয়ুতেও গিয়ে-ছিলেন। সেখানে গিয়েই তিনি আবার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হ'ন। শেষ পর্যন্ত জ্বরে ভোগে তিনি কঙ্কাল সার হয়ে পড়লেন। কিন্তু সে অবস্থায়ও তিনি কোন ক্রমে নিজের দেহটাকে বিছানা থেকে টেনে নিয়ে কাজের টেবিলে গিয়ে বসতেন। চেন চাং-ফং১৫ বলেন যে, মাও কখনও অভিযোগ করতেন না। কিন্তু তিনি তাঁকে শিক্ষা দেবার কাজে আত্মনিয়োগ করতেন। মাও অনেক রাত পর্যন্ত লিখতেন এবং পার্টি কর্মীদের জন্য একটি পাঠ্যপুস্তকও সে সময় রচনা করেন। সম্ভবতঃ সে সময় তিনি 'চীন বিপ্লব এবং চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির' জন্য বিবরণ লেখার কাজ শুরু করেছিলেন। তবে এ মন্তব্য হচ্ছে একান্তই অনুমান নির্ভর।

মাও সম্পর্কে একথা প্রচলিত যে, 'তিনি এত সাংঘাতিকভাবে কঠোর পরি-শ্রম করতেন যে, এটা লক্ষ্য করে কেউ আর স্থির থাকতে পারতেন না। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর উদ্বেগ পরিষ্কার বোঝা যেত। তিনি ছিলেন সদা সংযমী। অভাব দেখা দিলেই তাঁর মিতব্যয়িতা আরো বেড়ে যেত। লুকিয়ে পাচার করে তাঁর জন্য যে নুন এনে দেওয়া হোত তিনি তা নিতেন না,—সবটাই হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতেন। তিনি শুধু শাক-শব্জী এবং ঠান্ডা ভাত গরম করে খেতেন। তাছাড়া তিনি ঠান্ডা জলেই হাত-মুখ ধুতেন। কিছু প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে জানা যায় যে, কিয়াংসি ঘাঁটিতে থাকাকালে তিনি জটিল আন্ত্রিক রোগে ভুগতে থাকেন। ইয়েনানে এডগার স্নোও এর উল্লেখ করেন। (অবশ্যই মনে হয় যে, পরবর্তী কালে তিনি এই জটিল ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করে-ছিলেন)।

মাওয়ের ১০৫ ডিগ্রী জ্বর উঠলে ডাঃ নেলসন ফু তাঁকে দেখতে আসেন। চিংকাংশান থেকে সমস্ত পথটাই ডাঃ ফু মাও-এর অনুগমন করেছিলেন। মাও এ ব্যাপারে জোরের সঙ্গে বাধা দিয়ে বললেন যে, 'ডাক্তারদের সময় মূল্যবান, একজন নার্সই যথেষ্ট'। আর তাই তাঁর চিকিৎসায় ডাঃ ফু'র সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। ডাঃ ফু তাঁর জন্য মুরগীর মাংস এনেছিলেন কিন্তু মাও তা খান নি। তিনি বলেন যে, এই মাংস সব সৈন্যের সঙ্গে ভাগ করে খাওয়া উচিত। এক সময় তাঁকে বেশী পথ্য দেওয়ার জন্য তিনি ডাক্তারকে বকেছিলেন।

মাও-এর পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে চেন চাং-ফং বলেন 'মাও-এর ইউনি-ফরম ছিল আমাদের মতো'। 'তফাৎ ছিল মাত্র একটিতেই। তাঁর কোটের পকেট-গুলি ছিল বিশেষভাবে তৈরী বড়ো আকারের। তাতে তিনি তাঁর নোটবই আর ম্যাপ রাখতেন। তিনি ছিলেন খুবই কৃশ। আবার ঘুমুতেনও খুব কমই। ছোট একটি কেরোসিনের বাতি ছিল তাঁর এটা নিয়ে তিনি ঘোড়ায় চড়ে কৃষকদের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। তাদের কাছে যখন তিনি গিয়ে হাজির হতেন তখন তিনি তাঁর টুপিটা খুলে ছুড়ে ফেলে দিয়ে তাদের কাছে গিয়ে বসে পড়তেন। তারপর ডেকে জিজ্ঞাসা করতেন : ওগো বড়দা তোমার নাম কি?' তিনি প্রায়ই আমাদের প্রতিটি জিনিষ খুঁটিয়ে দেখে নেবার কথা বলতেন। নয়টি পকেটওয়ালা থলেটি তিনি সব সময়ই বয়ে নিয়ে বেড়াতেন। রাতের খাওয়া শেষ হলে সেই বাতিটি জেবলে সেই থলেটি থেকে বই দলিল-পত্র বের করতেন। এবং ভোর পর্যন্ত তিনি তাঁর কাজ-কর্ম চালিয়ে যেতেন। কিন্তু লং মার্চের জন্য স্থান ত্যাগ করার সময়ে সেই থলেটি তিনি সঙ্গে নেননি।'

তাছাড়া 'আমরা যখনই কোন কাউন্টি কেন্দ্র বা ছোট সহর দখল করতাম চেয়ারম্যান মাও স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের কাছে কিংবা পোষ্ট অফিসে লোক পাঠাতেন নয়তবা নিজেই যেতেন। সেখান থেকে তিনি দলিলাদি কিংবা ঐতিহাসিক নথিপত্র সংগ্রহ করতেন। তিনি সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র-পত্রিকা, বই ইত্যাদি যাই পাওয়া যেত তাই তিনি কিনতেন। আর এসব পার্সেলের বোঝা নিয়ে আমরা ফিরে আসতাম। চেয়ারম্যান মাও সেসব বই-পত্র, পত্র-পত্রিকা পড়তেন। যে পাতাগুলি প্রয়োজনীয় মনে করতেন সেগুলিকে লাল পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করতেন যাতে আমবা তাঁর জন্য সেগুলি কেটে রাখতে পারি।

১৯৩১ সালে মাও সে তুঙ আবার বিয়ে করেন। বিয়ে করেন হো জু-চেন নামে একজন মহিলা কর্মীকে। তিনি ছিলেন কিয়াংসির এক স্থানীয় কৃষক পরিবারের মেয়ে। তাঁর গর্ভে মাও-এর দুটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। সে সময় তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসতেন। শিশুরা তখন ঘরে-বাইরে দৌড়-ঝাঁপ করত। মাও-এর চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ ছিল। 'সাধারণ লোকদের প্রতি ব্যবহারে তিনি ছিলেন খুবই ধৈর্যশীল। তাদের সঙ্গে হাসি-তামাসা করতে তিনি ভালবাসতেন। কিন্তু তিনি ঔদ্ধত্য এবং আত্ম-সন্তুটিকে ঘৃণা করতেন। তাহলে তিনি তাদের অতি রূঢ় ও সংক্ষিপ্ত জবাব দিতেন।'

অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এবং বিপ্লব করার শিক্ষা লাভের এই বছরগুলিতে মাও এক স্থানীয় যুদ্ধের ওঠানামার মধ্যে বসবাস ও ঘোরাফেরা করেছেন। কি করে লড়তে হবে, কি করে গড়তে হবে তাছাড়া লড়ার জন্য গড়া এবং গড়ার জন্য লড়া—এই শিক্ষা লাভও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধের ও রণনীতির, তত্ত্বের ও অর্থনীতির সমস্যাগুলি তার কাছে একটি মাত্র প্রক্রিয়ার যোগসূত্র হয়ে দাঁড়াল—আর সেই যোগসূত্র হোল বিপ্লব। তাই মানুষের সাহচর্য ও

হাসি-তামাসা তাঁর কাছে প্রিয় হলেও তিনি প্রায়ই একাকী থাকতেন। মাও জানতেন, দূরদর্শিতা ব্যক্তি বিশেষকে তাঁর সংগীদের কাছ থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করে। —মাওয়ের একাকীত্ব ছিল এই ধরণের। মাও-এর ওপর বর্ষিত জঘন্য নিন্দাবাদের এই বছরগুলিতে তাঁর কৃষকসুলভ ধৈর্যের পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি কখনও তাঁর কর্তব্যকর্মে দ্বিধাগ্রস্ত হননি। তবে তিনি যা গড়ে ছিলেন তার সব ধ্বংস হতে দেখে তিনি নিশ্চয়ই সুখী হতে পারেন নি। কিন্তু দুঃখ অনুভূতির এই গভীরতা তখনও তাঁর ব্যক্তিগত বিক্ষোভে প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু তা রূপান্তরিত হয়েছিল এক অনিবার্য ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায়। কঠোর শিক্ষালব্ধ এই জ্ঞানই ইতিহাসের শিক্ষার এক্তিয়ারভুক্ত হয়। আর এর মাধ্যমেই পরবর্তী বছরগুলিতে পার্টিকে শিক্ষিত করে তোলা হলো। যাতে, 'নির্বোধেরা' আর কখনো বিনম্র, উৎসর্গীকৃত কর্মীদের কোন প্রকারে ভীতি-বিহ্বল করে তুলতে না পারে।

তারপর এল সেপ্টেম্বর। ঘাঁটি এলাকার গাছের পাতাগুলি বাদামী রং নিল। আর এদিকে তখন রণনীতির ব্যর্থতা খুবই প্রকট হয়ে উঠল। সে সময় লি-তে এবং চিন পাং-মিয়েন যেন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। ইতিপূর্বে, আগস্টেই ঘাঁটিটি ছেড়ে যাবার আভাস দেওয়া হয়েছিল। সে প্রশ্নে আবার একটি ভুলও করা হোল। ধৈর্যহানীই এই ভুলটি ঘটালো। কেননা অবরোধ ভাঙার মত সব সুযোগ যখন ছিল তখন এগুলির সদ্ব্যবহার করতে তাঁরা তখন ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে ঘাঁটিটি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল মাও-এর মতে তা ছিল একটি 'যুক্তিহীন অবিবেচক সিদ্ধান্ত'। মাও সে প্রশ্নে বলেন যে, 'তখন-কার পরিস্থিতিতে আমরা ঘাঁটিতে আরো দু-তিন মাস টিঁকে থাকতে পার-তাম। এতে সৈন্যেরা কিছুটা বিশ্রাম এবং পুনর্গঠনের সুযোগ ও সময় পেত। আর তা যদি করা হোত এবং আমাদের অবরোধ ভাঙ্গার পর নেতৃত্ব যদি একটু বিজ্ঞতার পরিচয় দিতেন তা হলে ফলাফল দাঁড়াত পুরোপুরি ওল্টো'।১৬

মাও সে তুঙ ছিলেন সে সময় ইউটৌতে। সে সময় তাঁর ভাইও ছিলেন সেখানে। ইউটৌতেই সে সময় চৌ এন-লাই, চু-তে এবং চাং ওয়েন-তিয়েন১৭ মাও-এর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। শীতকাল থেকেই চৌ এন-লাই, চু-তে সামরিক কার্যকলাপ পরিচালনার ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করে এসেছিলেন। মাও তাদের বললেন যে, সোজাসুজি পালালে চলবে না। আক্রমণকালে যেভাবে হয় সেভাবেই যতটা পারা যায় সতর্কতার সঙ্গে খুঁটিনাটি বিচার বিশ্লেষণ করে পশ্চাদপসরণের কৌশলসমূহ স্থির করতে হবে। সে সময় 'ষ্টোন ক্লাউড মাউনটেন' মন্দিরে আর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ছোট্ট একটি গ্র্যানিট শিলাখন্ডের ওপর উপত্যকার দিকে মুখ করা এই কাঠের মন্দিরটি ছিল ভারী সুন্দর। এখানেই পশ্চাদপসরণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কি পদ্ধতিতে প্রত্যাহারের কাজ কার্যকর করা হবে তা নির্ধারণে মাও-এর কোন হাত ছিল না।

এলাকা ছাড়ার এই সিদ্ধান্তে লি তে, পো কু১৮ এবং চাং ওয়েন-তিয়েন সম্মতি জানান। তবে মনে হয়, মার্চের প্রথমেও গন্তব্যস্থল সম্পর্কে বিতর্কিত অবস্থাই থেকে যায়। মাও সে তুঙ তাঁদের চূড়ান্ত লক্ষ্যকে জাপ-বিরোধী অভিযানের সংগে যুক্ত করেন। ইতিপূর্বে আগের দুটি অবরোধ ভাঙ্গার অভিযানের ঘোষিত লক্ষ্যও ছিল এইটিই। মাও এবারেও শ্লোগান হিসাবে তোলার জন্যে সেই লক্ষ্যটিকেই বেছে নিলেন। কিন্তু সম্ভবতঃ কাজে তা পরিণত হয়নি। মাও তাঁর মত হিসাবে একথাও বলেছিলেন যে, উত্তর চীনে ঘাঁটি করার ব্যবস্থা হলে সেটাই হবে সর্বোত্তম। কেননা রণনীতির দিক থেকে লালফৌজের পক্ষে তা হবে খুবই সুবিধাজনক স্থান। এদিকে কেন্দ্রীয় ঘাঁটি এবং হো লুঙের ঘাঁটি ছাড়াও আর যে একটি ঘাঁটি রয়ে গেল সেখানে কোয়াং-চৌ কৃষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তাঁর ছাত্ররা তাতে ছিলেন। সেই ঘাঁটিটি ছিল আন্তর্মঙ্গোলিয়ার পার্শ্ববর্তী নিংশিয়া প্রদেশ। এই প্রদেশটি ছিল ঘাঁটি গড়ার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা বিশেষ। তাই প্রচুর নুন ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ নিংশিয়ায় ঘাঁটি গড়ে তোলার কথাও মাওই ইতিপূর্বে বলে-ছিলেন।

কিন্তু কার্যতঃ কোন সিদ্ধান্তই তখন করা হোল না। বরং এটাই মনে হলো যে, লি তে'র মতেরই জয় হোল। শেষ পর্যন্ত হো লুঙ-এর ঘাঁটির সঙ্গে যোগ দেবার সিদ্ধান্তই নেওয়া হোল। আর এ পরিপ্রেক্ষিতে মাও সে তুঙ, চু-তে, চৌ এন-লাই, ওয়াং চিয়াং-সিয়াং, লিউ পো-চেং এবং জার্মান লি তে-কে নিয়ে একটি বিপ্লবী সামরিক পরিষদ গঠিত হোল। কিন্তু এর প্রস্তুতির জন্য সময় দেওয়া হোল মাত্র এক সপ্তাহ। সিদ্ধান্তটি ছিল অত্যন্ত গোপনীয়। এমন কি সাধারণ সৈনিক, অধস্তন অফিসার, রাজনৈতিক উপদেষ্টা কাউকে কিছু জানান হোল না। তাছাড়া প্রথম কয়েক সপ্তাহে প্রতিদিন কিভাবে মার্চ করা হবে সে সম্পর্কেও নির্দিষ্ট করে কিছু বলে দেওয়া হোত না। তবে সব-চেয়ে শোচনীয় বিষয় হোল এই যে, একটি কোন গুরুত্বপূর্ণ সংঘর্ষের জন্য যে সরবরাহ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন তার ছিল খুব অভাব। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় ছিল যে, যুদ্ধের জন্য সেনাবিন্যাস করা বা শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে সে সময়ের জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তার কোন কিছুই জানিয়ে দেওয়া হোত না। শেষ পর্যন্ত এ স্থান পরিবর্তনের ব্যাপারটা একটা সামরিক কর্মকান্ড না হয়ে ঠিক কোথাও লট-বহর নিয়ে একটা ডেরা থেকে আরেকটা ডেরায় যাওয়ার রূপ নিল।

লালফৌজকে এবার দুটি বড় দলে বিভক্ত করা হোল। একটি হোল সংরক্ষিত বাহিনী (রিজার্ভ) অপরটি হোল পথ চলার বাহিনী এ যাত্রা পথে যে সব সৈনিকদের পিছনে ফেলে আসা হোল তাদের সংখ্যা হবে ৩০,০০০। আর এদের মধ্যে ২০,০০০ সৈন্যই হবেন যাঁরা অল্প বিস্তর আহত ছিলেন। তখন সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৩ লক্ষ। এর মধ্যে মাত্র ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈনিক ঘাঁটি স্থান ছেড়ে দিয়ে যাত্রা শুরু করেন। আর বাকী ১ লক্ষ

৫০ হাজার সৈনিককে হয় ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল না হয় ছোট ছোট গেরিলা দলে ভাগ করে তাঁদের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর ঐ সব অঞ্চলগুলিই এঁদের ডেকে নিয়েছিল।

তাদের এ যাত্রা পথের পিছনে থেকে গেলেন মাও সে তুঙের ভাই মাও সে-তান এবং ক্ষয়রোগাক্রান্ত ও অসুস্থ চু চিউ-পাই আর মাও-এর অন্যান্য বন্ধু-বান্ধব এবং অনুগামীরা। এই বছরগুলি কাটিয়ে যাঁরা বেঁচেছিলেন তাঁরা ১৯৪৫-এর সপ্তম কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যপদ পেয়েছিলেন।

১৯৩৫ সালের মার্চ মাসে ঘাঁটিটি কুওমিনটাং দল দ্রুতবেগে দখল করে নিল। চু-চিউ-পাই এবং মাও সে-তান ধরা পড়েন। পড়ে তাঁদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। কথিত যে, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে চু-চিউ-পাই বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছিলেন। ১৯৩৭ সালে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় কিছু কুওমিনটাং দলিল আবিষ্কৃত হয়, তার আগে পর্যন্ত এর সত্যতা প্রমাণিত হয় নি। পিকিঙের পাপাওশান সমাধিক্ষেত্রে যেখানে বিপ্লবের শহীদরা শায়িত হয়েছেন সেখানে চু-এর সম্মানে চমৎকার প্রস্তর ফলকটি নির্মিত হয়েছিল সেটি ১৯৩৮ সালে ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং তাঁর দেহাবশেষটি সরিয়ে ফেলা হয়।

মাও সে-মিনের ছেলে মাও চু-সিয়ুং-এর জন্ম হয় ১৯২৭ সালে। মাও তাকে পোষ্য হিসাবে গ্রহণ করেন। মাও চু-সিয়ুং পিতার পদাংক অনুসরণ করে ১৯৪৫ সালে পার্টি সভ্যপদ পান। কিন্তু ১৯৪৬ সালে শেনসি প্রদেশে একজন গেরিলা হিসাবে কাজ করার সময় তিনি কুওমিনটাং-এর হাতে ধরা পড়েন। তাঁর জীবনের পরিণতি খুবই মর্মান্তিক হয়ে উঠে। শেষ পর্যন্ত তাঁকে জীবন্ত সমাধি দেওয়া হয়।

মাও সে-মিন ঘাঁটিটির আর্থিক সংস্থানের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি কিন্তু ঘাঁটি পরিত্যাগকারী দলে ছিলেন। কমিউনিষ্টরা তাদের চলার পথে তাদের সঙ্গে যে সব যানবাহন, সরকারী ঐতিহাসিক নথিপত্র, সাজ-সরঞ্জাম, অর্থ এবং যন্ত্রপাতি নিলেন সে সবের হিসাব-নিকেষের দায়দায়িত্ব তাঁর উপরই ন্যস্ত হোল। কথিত যে, মাও যখন ঘাঁটি ছেড়ে চলে আসেন তখন হো জু-চেনের গর্ভজাত মাওয়ের দু'সন্তানের বয়স ছিল যথাক্রমে ১ এবং ২ বছর। তাঁর দু'সন্তানকে শেষ পর্যন্ত কৃষকদের হেফাজতেই ফেলে আসা হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, আর কোন দিন ওদের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

এই দলবদ্ধ স্থানত্যাগের প্রথম কিস্তিতে ছিলেন কয়েকশ' মহিলা, শিক্ষক, কর্মী এবং নার্স। কিন্তু এদের বেশীর ভাগকেই হয় সে চেষ্টা পরিত্যাগ করতে হয়েছিল না হয় বন্ধুভাবাপন্ন গ্রামগুলিতে আত্মগোপন করতে হয়েছিল। এই শত শত স্থানত্যাগকারীদের মধ্যে মাত্র ৩৫ জন শেষ পর্যন্ত মূল বাহিনীর সঙ্গে গিয়েছিলেন।

এই দলবদ্ধ অভিযানযাত্রী স্থানত্যাগকারীদের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ২০ হাজার। এদের মধ্যে সৈনিক ছিলেন ১ লক্ষ। বাকীরা হলেন কর্মী, স্ট্রেচার

বাহক এবং ডাক্তারদের মত ব্যক্তিরা। কিন্তু এদের সঙ্গে যাত্রা শুরু করেছিলেন আরো বহু লোক। এই যাত্রা পথে অংশ গ্রহণকারীদের মতে, ১ লক্ষ রেড-গার্ড, রক্ষী বাহিনী এবং কৃষক নিয়ে এটা ছিল প্রকৃতপক্ষে একটি সমগ্র জনতার অভিযান। এদের মনে ভয়ও ছিল। কারণ এদের মনে আশঙ্কা ছিল যে, পিছনে ধেয়ে আসা কুওমিনটাংদের হাতে ওরা ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু এই সব ভীত-সন্ত্রস্তদের প্রথম দু'সপ্তাহের মধ্যেই থামিয়ে দেওয়া হোল। শেষ পর্যন্ত তাদের ফিরে যেতে বাধ্য করা হোল। লালফৌজের সঙ্গে কৃষক-দের দলবদ্ধভাবে স্থানত্যাগের ঘটনা প্রায়ই ঘটত। গৃহযুদ্ধের সময় সে দৃশ্যই আবার দেখা যাবে। তবে এটা আশ্চর্যের কিছু নয় যে সৈনিকদের ঘাঁটি ত্যাগের বিষয় গোপন রাখা সত্ত্বেও এ সময় তা প্রকাশ পেয়েছিল। এই অভিযাত্রী দলের সঙ্গে ছিলেন ৮ হাজার ভার বাহক। তারাও ক্রমে ক্রমে সরে পড়েছিল।

সেই উল্লেখ্য দিনটি ছিল ১৮ই অক্টোবর,—সময় বিকাল পাঁচটা। মাও তাঁর ব্যক্তিগত রক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে ইয়ুটোয়ু ত্যাগ করে অভিযাত্রীদের অগ্র-গামী দলটির সঙ্গে এসে যোগ দেন। সৈনিকদের অগ্রগামী বাহিনী ১৬ই অক্টোবর ঘাঁটিটি ত্যাগ করেছিলেন। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে লম্বা সারি দিয়ে তাদের মিছিল ধীরে ধীরে ঘাঁটি ছেড়ে বেড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মধ্যে নানা গুজবও ছড়িয়ে পড়ে। কারণ তারা কেউ জানত না কোথায় তাবা যাচ্ছে। জানতনা রাতের আস্তানা কোথায় হবে। আর সে সম্পর্কে কোন নির্দেশও তারা পায়নি।

সৈনিকদের শুধু বলা হয়েছিল তাঁরা যেন তাঁদের থলিতে চাল ভরে রাখেন। তাঁরা প্রায় তিন দিনের খাদ্য সঙ্গে নিয়েছিলেন। কেননা প্রত্যেকের ২ কেটির (২·৬৬ পাউন্ড) বেশী চাল নেবার অনুমতি ছিল না।

বহু সাক্ষাৎকার থেকে এই ধারণাটাই অন্ততঃ বেশী করে বেরিয়ে আসে যে, এ অভিযান ছিল সম্পূর্ণ এক বিমূঢ় অবস্থার সামিল। কেননা এ অভি-যান ছিল শুধু হেঁটে চলা আর হেঁটে চলার অভিযান। তাই তাঁদের বলতে শোনা যায়, আমরা জানতাম না কোথায় চলেছি। কিন্তু আমরা এগিয়ে চলেছি। আমরা শুধু এগিয়ে চলেছি। আমরা পথ-প্রান্তর জলাধার হেঁটেছি আর দিন-রাত শুধু লড়াই করেছি।'

মাও-এর কথার প্রতিধ্বনি তুলে বলতে হয়, এই 'ঘর-সংসার সরানোর অভিযান' এভাবেই শুরু হয়। আর এই অভিযান শুরু হয় আতঙ্ক আর হতাশার মধ্যে। ফলে বাস্তবে সংগঠন, সৈনিকদের প্রতি যত্ন নেওয়া বা সংবাদ সরবরাহের নিয়ম পদ্ধতি এবং মনোভাব বজায় রাখার প্রচেষ্টার অভাবই এতে প্রতিফলিত হয়। দেখা যায়, সৈনিকদের জন্য শীত বস্ত্রের কোন ব্যবস্থা ছিল না। কেবল গ্রীষ্মের পোষাকই ছিল তাদের অবলম্বন। বারে বারে ম্যালেরিয়ার আক্রমণে দুর্বল শরীর মাও সে তুঙ অপর সবারই মত একইভাবে চললেন। তাঁর আর্দালী বলেন, 'আমাদের ওপর হুকুম হোল, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ফ্রন্টে যাবার প্রস্তুতি হিসাবে হাল্কাভাবে আমাদের সজ্জিত হতে হবে।

আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় অন্য কোন কোন ইউনিট এই সংবাদ পাননি। তাঁরা ভেবেছিলেন একটি নূতন ঘাঁটিতে তাঁরা প্রবেশ করতে যাচ্ছেন। আর তাই, তাঁরা ভেবেছিলেন জমিদারদের বিরুদ্ধে তাঁদের আবার লড়াই করতে হবে। অন্যেরা কেউ কেউ ভাবছিলেন, তাঁরা যাচ্ছেন প্যারেড করতে।'

'মাও তাঁর নয় খোপওয়ালা ঝোলাটা এবার তাঁর সংগে নেননি। তাঁর ব্যক্তি গত সরঞ্জাম বলতে ছিল দুটি কম্বল, ছেঁড়া একটি ওভারকোট, উলের সোয়েটার, ভাংগা ছাতা আর খাবারের বাটি। তার হাতে ছিল একটি ছাতা এবং বইয়ের একটি ছোট্ট বান্ডিল। তিনি সবাইকে হাঁটার জন্যে হাল্কা এবং সস্তা খড়ের চটি তৈরী করে নিতে বলেন। সমস্ত পথে, যখনই সম্ভব হোত আমরা খড়ের জুতো করতাম।' পরের মাসে মাও তাঁর ওভার কোটটি একটি আহত সৈনিককে দিয়ে দিলেন। নিজের ঘোড়াটি তিনি সংগে এনেছিলেন। এই ঘোড়াটি তাঁর দখলে আসে প্রথম অভিযানের সময়। প্রথম অভিযানের সময় এক যুদ্ধে পরাজিত একটি কুওমিনটাং অফিসারের কাছ থেকে এই ঘোড়াটি তিনি পান। কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ই তিনি সৈনিকদের সংগে হেঁটে চলতেন। অপর দিকে ঘোড়াটিকে সাজসরঞ্জাম বহনের কাজে ব্যবহার করতেন।

এই অভিযানকালে কোন কোন ইউনিটকে টেলিফোন লাইন সরিয়ে দিতে হুকুম দেওয়া হয়। তাঁরা দীর্ঘ পথের তার সব তুলে ফেলেন এবং সেগুলি নিজেরা বয়ে নিয়ে চলেন। এ ঘটনাকে উদ্ভট মনে হলেও এ কথা সত্য যে, তাঁরা যা কিছু পেতেন, তাই সংগে নিয়ে নিতেন। তাতে বরং ঝামেলাই বেড়ে যেত। এভাবে তারা নিয়েছিলেন সেলাইকল, অস্ত্রাগারের যন্ত্রপাতি, আসবাব-পত্র আরও কত কি! এ ভাবের ৮,০০০ বহনকারী সামরিক ইউনিটগুলির চলার গতিকে শিথিল করে দিত।

ঘাঁটি ছাড়ার শুরুর দিনটিতে মস্কো থেকে একটি বার্তা এসে পৌঁছল (কেউ কেউ বলেন এই বার্তা আসে কয়েকদিন বা এক পক্ষকাল পরে)। সে বার্তায়ও ঘাঁটি ত্যাগের সম্মতি ছিল।

পরবর্তীকালে মাও সে তুঙ, এ বিষয়ে অভিজ্ঞতার সামগ্রিক বিবরণ দিয়েছিলেন। শত্রুকে প্রলুব্ধ করে ভেতরে ঢোকান এবং স্থান দখলে রাখার চেয়ে লোককে রক্ষা করার দিক থেকে ঘাঁটি অঞ্চলে নমনীয় নীতির কৌশল গ্রহণ করার ব্যাপারে তাঁর ধারণাকে যারা এত সাংঘাতিকভাবে সমালোচনা করে-ছিলেন তাঁদের উদ্দেশ্যে মাও বলেছিলেন :

'যুদ্ধসীমার সচলতা আমাদের ঘাঁটি এলাকাগুলির আয়তনের মধ্যে সচলতা আনে......আমাদের পরিকল্পনাসমূহকে এরই ভিত্তিতে স্থির করতে হবে এবং পশ্চাদপসরণের কৌশলকে বাদ দিয়ে শুধু এগিয়ে যাবার যুদ্ধ অভিযানের কোন মোহ পোষণ করা কোন ক্রমেই ঠিক হবে না........আমরা অবশ্যই......প্রয়োজনে বসে যেতে আবার মার্চ করে অগ্রসর হতে প্রস্তুত থাকব। আর মার্চ করার সময় সব সময়েই রেশন আমাদের হাতের কাছে রাখতে হবে। বর্তমানের এই চলতি জীবনযাত্রার পথে নিজেদের পরস্পরকে প্রয়োগ করেই

আগামী কালের জন্য আমরা স্থায়িত্ব অর্জন করতে পারি। আর এভাবেই পরিণামে পূর্ণ স্থায়িত্ব অর্জিত হবে।'

'আমাদের পঞ্চম পাল্টা যুদ্ধাভিযানে অনুসৃত সচলতার নীতিকে নিয়মিত যুদ্ধের রণনীতির প্রবক্তরা (১৯৩৩—১৯৩৪) অগ্রাহ্য করেন। আর 'গেরিলাবাদ' বলে একে অভিহিত করে তাঁরা এর বিরোধিতা করেন। এ সব কমরেডরা নিজেদের একটি বড়ো রাষ্ট্রের কর্ণধার বলে মনে করতেন। আর সেভাবেই তাঁরা কাজ-কর্মও চালাতেন। আর এরই পরিণতিতে অনিবার্যভাবে এলো এক অসাধারণ, অপরিমেয় সচলতা ২৫000 লি (দূরত্বের পরিমাণ ১ লি = ১,৯০০ ফুট) লং মার্চ।'১৯

নির্দেশিকা

১। 'জনগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমূহের সঠিক প্রয়োগ ধারা' —২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭ (Foreign Laugiiages Press, Peking, 1917) এই রচনায় মাও দ্বন্দ্ব সমূহের পূর্ণ ব্যাখ্যা করেন।

২। পরিশিষ্ট ঃ 'আমাদের পার্টির ইতিহাসে কয়েকটি সমস্যার উপর প্রস্তাবাদি।'— নির্বাচিত রচনাবলী—মাও সে তুঙ; ৩য় খণ্ড।

৩। ১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মকালে গ্রন্থকার ব্যাপকভাবে কেন্দ্রীয় ঘাঁটির অঞ্চলসমূহ পরিদর্শন করেন। তিনি সে সময় অসংখ্য লাল ফৌজের লোক, রাজনৈতিক উপদেষ্টাগণ তাছাড়া ইউটৌ, তাপোতি, ইয়েপিং এবং অন্যান্য স্থানের লং মার্চে যোগদানকারীদের মধ্যে যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন।

৪। পরিশিষ্ট : 'আমাদের পার্টির ইতিহাসে কয়েকটি সমস্যার উপর প্রস্তাবাদি।' নির্বাচিত রচনাবলী—মাও সে তুঙ; ৩য় খণ্ড।

৫। ২য় খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায় দেখুন।

৬। 'চীনের বৈপ্লবিক যুদ্ধে রণনীতির সমস্যাদি।' নির্বাচিত রচনাবলী—মাও সে তুঙ; ১ম খণ্ড; চতুর্থ অধ্যায় পৃঃ ২০০।

৭। 'মাও এবং চীন বিপ্লব'—জেরোম চেন। অনুবাদক ঃ M. Bullock এবং J. Chen পৃঃ ১৭১।

৮। ১৯৩১ সালে জুইচিন কেন্দ্রীয় ঘাঁটিতে গ্রন্থকার কর্তৃক সাক্ষাৎকার।

৯। 'জনতার মঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত হও, কর্মপদ্ধতির প্রতি মনোযোগ দাও।' ২৭শে জানুয়ারী ১৯৩৪; নির্বাচিত রচনাবলী—মাও সে তুঙ; ৩য় খণ্ড।

১০। 'চীন-সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের বিধিনিয়ম' বেলা কুন কর্তৃক [illegible]। ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিসার্স, নিউইয়র্ক, ১৯৩৪।

১১। অবশ্য সাই চিং-কাই এখন পি [illegible]-এ আছেন।

১২। ইণ্টারন্যাশনাল প্রেস কনফারেন্স; ১৩শ খণ্ড, ৫০নং; পৃঃ ১১২৪।

১৩। ইয়েপিং-এ সে সমযের কৃষকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

১৪। প্রাক্তন কিয়াংসি সৈনিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

১৫। জুইচিন কেন্দ্রীয় ঘাঁটির কর্মীদের সঙ্গে এবং চেন চাং ফং-এর সঙ্গেও ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।

১৬। 'চীনের বৈপ্লবিক যুদ্ধের রণনীতির সমস্যাবলী—নির্বাচিত রচনাবলী—মাও সে তুঙ; প্রথম খণ্ড।

১৭। কেউ কেউ বলেন যে, ইনি চাং ওয়েন-তিয়েন ছিলেন না, ইনি হলেন ওয়াং চিয়া—সিয়াং।

১৮। পো কু হলেন চিন পাং—সিয়েন।

১৯। 'চীনের বৈপ্লবিক যুদ্ধের রণনীতির সমস্যাবলী'। —নির্বাচিত রচনাবলী—মাও সে তুঙ; প্রথম খণ্ড।

ছয়

অক্টোবর ১৯৩৪। লালফৌজের সেই প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, অষ্টম এবং উনবিংশ বাহিনী দিয়ে গড়া হয়েছিল কেন্দ্রীয় ঘাঁটির প্রথম ফ্রন্ট সেনাবাহিনী। এই প্রথম ফ্রন্ট সেনাবাহিনী লং-মার্চ শুরু করল।

১৯৩০-এর জুনে হুয়াং কু-লুয়ের তৃতীয় সেনাবাহিনী, লিন পিয়াওয়ের চতুর্থ বাহিনী এবং দ্বাদশ, বিংশ, একবিংশ এবং পঞ্চবিংশ বাহিনী নিয়ে এই বিশাল অভিযাত্রী দলের প্রথম সেনাদল পুনর্গঠিত হয়েছিল। প্রথম সেনা দলের এই দুটি বাহিনীই সেই বিশাল দেশ ছাড়াদের দলের ৭,৫০০ মাইল যাত্রা পথের সবটাতেই ছিল অগ্রগামী বাহিনী। আর তৃতীয়, পঞ্চম, অষ্টম এবং উনবিংশ বাহিনীগুলি পর পর তার অনুসবণ করে।

এই প্রথম ফ্রন্ট সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন চু-তে। প্রশ্ন ওঠে মাও সে তুঙ কি এই বাহিনীর রাজনৈতিক কমিশার ছিলেন? বিষয়টা অস্পষ্ট হলেও ঘটনা সেই রকম বলেই মনে হয়। ১৯৩২-এর আগষ্টে পার্টি সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে তিনি রাজনৈতিক কমিশারের পদটি হারিয়েছিলেন। আর এই ভাবেই সে সময় সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিন্ন করা হয়। অবশ্য, এই সময়ে 'বিপ্লবী সামরিক পরিষদ' সৃষ্টি হয়েছিল। তাতে তিনি কমিশাবেব পদে আবাব নিযুক্ত থাকতেও পারেন বা নাও থাকতে পারেন। অবশ্য এ সম্পর্কে স্পষ্ট কোন কিছু তথ্য জানা যায়নি। তবে কিয়াংসি থেকে ১,২০,০০০ মানুষের এই প্রস্থান পর্বের সেই বিশৃংখল জগাখিচুরি অবস্থাব মধ্যে সম্ভবতঃ তাঁর কাঁধে এই দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এ বিশাল বাহিনীর সহকারী সর্বাধিনায়ক ছিলেন পেং তে-হুয়াই। অর্থাৎ বাহিনীতে চু-তের পরেই ছিল এর স্থান। তৃতীয় সেনাবাহিনীরও অধিনায়ক ছিলেন তিনি। ইয়ে চিয়েন-য়িং ছিলেন সেনামন্ডলীর প্রধান নায়ক আর 'একচক্ষু ড্রাগন' নামে পরিচিত কিউ পো-চেং ছিলেন মুখ্য অভিযান-পরিচালক। তাছাড়াও শিক্ষক ও রাজনৈতিক ক্যাডারদেরও একটি দল ছিল। জুইচিন রেড একাডেমীতে মাও এঁদের শিক্ষিত করে তুলেছিলেন।

তবে খুবই দুরবস্থার মুখে এই লং মার্চ শুরু হোল। সে সময় খাদ্যের সরবরাহ ছিল প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। এই অভিযানে সঙ্গে ছিল যত-সব জবড়জঙ অদরকারী লটবহর। তাছাড়া এতে শত্রু সৈন্যের গতিবিধির অনুযায়ী যুদ্ধ পরিকল্পনার অভাবও ছিল। ঘাঁটি এলাকা ছাড়ার এই অভি-যানের জন্য মুখ্যতঃ দায়ী ছিলেন লি-তে। চিন পাং-সিয়েনের সহায়তায় লি-তে বিপ্লবী সামরিক পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের মতকে অগ্রাহ্য করেন। পঞ্চম

প্রতিরোধ অভিযানের সময় এভাবের আচরণই তিনি বারবার করছিলেন। 'হুয়াফু' ছদ্মনামে প্রকাশিত আটটি প্রবন্ধে লি-তে মাও এবং চৌ এন-লাইয়ের সুপারিশকে নস্যাৎ করে দেন। শেষের চারমাস ধরে, এলাকা ছাড়ার শেষের দিনটি পর্যন্ত ঘাঁটির কৃষকেরা মাটির কেল্লা ও পরিখায় কাজ করছিলেন। তবে নূতন ভর্তি সৈনিকদের শিক্ষার মান ছিল খুবই নীচু। তাছাড়া খাদ্য সরবরাহের প্রচন্ড ঘাটতির ফলে তাঁদের স্বাস্থ্যহানি ঘটেছিল। সবারই মনে প্রশ্ন ছিল, 'কোথায় চলেছি আমরা? কেউ কেউ তার উত্তরে বলতেন—আমরা জমিদারদের পরাজিত করে বিপ্লব করতে চলেছি......আমাদের তখন নানা বিষয়ের কথা বলা হোল। কিন্তু আমরা স্পষ্ট কিছুই জানালাম না আমাদের গন্তব্যস্থল কোথায়?'

১৬ই অক্টোবর, ১৯৩৪। সময়টি ছিল লং-মার্চের প্রথম লগ্ন পর্বের কাল। প্রথম সেনাবাহিনী য়ুটোয়ুতে এসে জড়ো হোল। শুরু হোল লং মার্চ। কিন্তু ১৯৩৫ সালের জানুয়ারীতে ভোটের মাধ্যমে মাও সে তুঙের ক্ষমতায় আসা পর্যন্ত এই লং মার্চের প্রথম পর্বে লালফৌজের বিপুল ক্ষতি হোল। আগে হুনান-হুপেই এলাকায় যে ঘাঁটিটি ছিল সেটিই তখন হো-লুঙের দ্বিতীয় ফ্রন্ট সেনাবাহিনীর ঘাঁটিতে পরিণত হোল। লি-তে সে ঘাঁটিতে পেঁাছতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। চারটি আলাদা ব্যূহে বিভক্ত অজস্র মালপত্র সঙ্গে নিয়ে এই বিপুল অনবিজ্ঞ জনতা ঘাঁটি থেকে যাত্রা শুরু করল। এই মিছিলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে এক সপ্তাহ লেগে যেত।

মনে হয়, লি-তে'র (হুয়া ফু, অটো ব্রাউন) সামরিকজ্ঞানের দৌড় ছিল সোজাসুজি অভিযান করা পর্যন্তই। তাই তিনি অভিযানের সোজাসুজি একটি রেখা টানলেন। যাকে বলা চলে অভিযানের লাইন। কিন্তু খুব দরকারী একটি দফা অর্থাৎ ম্যাপ নিতে তিনি ভুলে গেলেন। ফলে, মাও যে সব ম্যাপ জোগাড় করেছিলেন সেগুলি ছাড়া আর কোন ম্যাপ তাঁদের সঙ্গে রইল না। কিন্তু লি-তে যে সোজা রাস্তায় অভিযানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন তা এসব ম্যাপে ছিলনা। এ যাত্রা পথে মাসের পর মাস ধরে তাঁদের লড়াই চলল। লালফৌজের সভ্যরা অপুষ্টিতে ভুগে ভুগে দুর্বল হয়ে পড়লেন। এদিকে আব্রুর নুনের অভাব দেখা দিল। তাছাড়া নানা পরাজয়ের ফলেও এ'রা নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন। এমনকি বিশ্রাম নেবার সময়ও ছিলনা এ'দের। তবু এই অভূতকর্মা কৃষক ও শ্রমিকেরা জুইচিন ঘাঁটির চারপাশে যেসব বন্দুক-খুপরির সারি, মেশিনগানের খোপ, পরিখা, কেল্লা, আর কাঁটাতারের বেড়া ছিল সেগুলির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অবরোধ ভেঙে ফেললেন। কুও-মিনটাং-এর একশোটি রেজিমেন্টের বিরুদ্ধে লালফৌজের তখন মরণ-পণ যুদ্ধ চলল। পর পর ন'টি যুদ্ধে ২৫,০০০ লালফৌজের মৃত্যুবরণের বিনিময়ে শেষ পর্যন্ত অবরোধ ভেঙে পথ করা সম্ভব হোল। লালফৌজ এগিয়ে চলল।

এই অভিযানের প্রথম দশ দিন ধরে রাতে চলা আর দিনে বিশ্রামের আদেশ

হোল। কিন্তু কোথায় বিশ্রাম মিলবে। কেননা খোলা ব্যূহগুলির ওপর বিমান থেকে জার্মানরা নির্দয়ভাবে বোমাবর্ষণ করতে লাগল। এবার হুকুম বদল হোল। এ নূতন পরিকল্পনায় দিনে রাতে পালা করে চার ঘন্টা চলা চার ঘন্টা বিশ্রামের কথা বলা হোল। কিন্তু পূর্ব পরিকল্পনা পাল্টালেও তাঁদের আর বিশ্রাম জুটলনা। কারণ তাঁদের ওপর আক্রমণ অব্যাহত ছিল। বিশ্রাম ত দূরের কথা, খাওয়ার সময়ও তাঁরা পেলেন না। এমনকি আশ্রয় এবং জল খোঁজারও অবকাশ তাঁরা পেলেন না। কেননা পরপরই এসে গেল যাত্রা শুরু করার পালা।

প্রতিদিনই লালফৌজকে লড়তে হোত সংখ্যায় অনেক বেশী শত্রুদের সঙ্গে। তাঁরা সাহসে ভর করে গাইত, 'লালফৌজ জানেনা মৃত্যুভয়। মরণে ডরায় সে তো লালফৌজ নয়।'১ পেছন থেকে, পাশ থেকে, আকাশ থেকে, শত্রুরা যখন-তখন আক্রমণ চালাতো। 'আমরা এতে এত ক্লান্ত হয়ে পড়তাম যে, নিজেদের গাছ বা কামানের সঙ্গে বেঁধে রাখতুম। এমন কি নিজেদের পরস্পরের সঙ্গে বাঁধতুম......। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমুতুম, ঘুমুতে ঘুমুতে হাঁটতুম। মনপ্রাণ দিয়ে চাইতুম একটি জিনিষই—তা হোল ঘুম। কিন্তু হায়! সেই ঘুম আমাদের আব জুটতো না। সবলরা দুর্বলদের টেনে নিয়ে চলতো। আমরা দল থেকে পিছিয়ে বা পেছনে পড়ে থাকতে চাইতুমনা। এগিয়ে চলাকে অব্যাহত রাখতে আমরা নিজেরা লম্বা সারিতে পরস্পরে দড়ি বেঁধে চলতুম।' তাঁরা এর নাম দিয়েছিলেন "ঘুমন্ত উড়ে চলা"।'২

লালফৌজ এভাবেই সারা পথ সোজা এগিয়ে চলল। পেঁৗছল এসে সিয়াং নদীর পূর্ব পারে। পরিকল্পনা অনুযায়ী এই নদী তাদের পার হতে হবে। কেননা হুনানের মধ্য দিয়ে সোজা এগিয়ে তার উত্তর-পশ্চিম মুখে দ্বিতীয় ফ্রন্ট বাহিনীর ঘাঁটিতে গিয়ে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁদের। যদিও এই বাহিনীর অধিকাংশ তখন অন্য এক জায়গায় সরে গিয়েছে।৩ এদিকে বিশাল কুওমিনটাং বাহিনী কিন্তু পথ আগলে রয়েছে। অথচ এঁদের হেঁটে নদী পার হতেই হবে। লালফৌজ জল ভেঙ্গে এগিয়ে চললেন। মাথায় যাঁরা বড়ো তাঁরা ছোটদের বয়ে নিয়ে চললেন। ১২-১৩ বছরের শত শত ছেলে-মেয়ে সৈন্যবাহিনীতে আর্দালি, রাঁধুনি, বাহকও ঘোষকের কাজ করার জন্য যোগ দিয়েছিল। তাঁরা বয়স্কদের কাঁধে চেপে চলল।

বিস্ময়কর সাহসের সঙ্গে লড়াই করে চললেন লালফৌজ (কি লড়াই না তাঁরা লড়েছিলেন)। দুটো সারিতে ভাগ হয়ে দাঁড়ালেন তাঁরা। দাঁড়ালেন এমন ভাবে যাতে মাঝখান দিয়ে অসামরিক লোকজন নদী পার হতে পারে। বড়ই দুঃখের হলেও যথেষ্ট স্ট্রেচার-বাহক না থাকায় বহু আহত গাদায় পড়ে মরতে লাগল। কিন্তু নিজেদের মুখে কাপড় গুঁজে তাঁরা আর্তনাদ বন্ধ করল। আবার সৈনিকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ে বহু ক্যাডারও মৃত্যুবরণ করলেন। মাও সে তুঙ আহতদের পাশে গেলেন। কিন্তু তাদের একজনকে নিজের ওভার কোটটি দিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই তখন তিনি করতে

পারলেন না।

সিয়াং নদীর তীরে এই লড়াই চলল এক সপ্তাহ ধরে। এই যুদ্ধে ক্ষয়-ক্ষতি হোল ভয়ঙ্কর। নিহত ও আহতেরা নদীর পাড়ে চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে রইলেন। এই পাগলামির বলি হলেন আরও ৩০,০০০ মানুষ। মাও বললেন, 'সঙ্গে বয়ে নিয়ে আসার উপায় ছিল না বলে আহতের একটি অংশকে আমাদের ফেলে রেখে আসতে হোল। তখনও আমাদের পায়ে জুতো ছিল না। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ চার দিন ধরে কিছু খায় নি। তবু কিন্তু আমরা লড়ে চললুম। আমার মনে আছে কি তুমুল বৃষ্টিই না হচ্ছিল সে সময়। কাদায় গড়াগড়ি খেয়ে, পাঁকে ডুবেও কিন্তু আমরা নদী পাড় হয়ে গেলাম।' লিউ পো-চেং-এর কথা মতে জানা যায়, সে যুদ্ধেই সেনাদলের অর্ধেক হয় নিহত না হয় সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছিল। কিন্তু গোঁয়ারগোবিন্দ লি-তে 'মাথা গুঁজে সো'জা এগিয়ে চলাব' হুকুম বদলালেন না।

এই প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখী হয়েও এঁরা নদী পার হলেন। ওপারে পেঁাছে আবার যাত্রা শুরু হোল। বাহিনীর সৈনিকেরা গান ধরলেন : 'আমরা আজও চলেছি—কালও চলবো এগিয়ে, বলতে পার কেউ, কোথায় যাব আমরা?' বার বারই তারা রাজনৈতিক শিক্ষকদের জিজ্ঞাসা করতেন 'আমরা এখন কোথায় চলেছি?' এই রাজনৈতিক শিক্ষকদের কাজ ছিল বাহিনীর লোকজনদের উৎসাহ দেওয়া, গানের সুর ধরিয়ে দেওয়া আর আহতদের চিকিৎসার তদারক করা। তাছাড়াও এগিয়ে-পিছিয়ে ইউনিটগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং এঁদের পাশাশাশি থেকে লড়াই করাও ছিল তাঁদের অন্যতম কাজ। রাজনৈতিক শিক্ষকেরা অবশেষে তাদের প্রশ্নের জবাবে গাইলেন 'আমরা মাওয়ের অনুগামী হ'ব, এই যাত্রার শেষ হোক শুভ।'

সামনেই ছিল তাঁদের আর এক শত্রু বাহিনী। সংখ্যায় হবে তাদের চেয়ে পাঁচ-ছ' গুণ বড়। তাই দু' মাইলেরও কম পথ লড়তে লড়তে এগুতে তাঁদের তিন দিন সময় লাগল। এবার কিন্তু সকলেরই টনক নড়ল। সকলের কাছেই পরিষ্কার হয়ে গেল এই চলার পথে কোথায় যেন একটা গলদ রয়ে গেছে। ক্লান্তিতে সবাই নিঃশেষিত হবার উপক্রম দেখা দিল। সংক্রামক ঘায়ে কত কত লোক পথেই মারা পড়তে লাগল। কিন্তু এগিয়ে চলা তবু থামলো না। এর মধ্যেই তাঁরা কোয়াংসির জাতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মিয়াওদের অধ্যুষিত অঞ্চলে পেঁাছে গেলেন।৪ '"এ সময় প্রশ্ন উঠল, দলনেতা! আমরা এখন কোথায় আছি?" জবাব মিলল, "জানিনা কমরেড! দেখুন না কে বলতে পারে"।' সে সময় একজনকে দেখে আমি এগিয়ে গেলাম কিন্তু আমার একটি কথাও সে বুঝতে পারল না। আমি সবই বললুম,—বললুম লালফৌজ, জুইচিন, সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির কথা। কিন্তু জবাব মিলল না। তখন তিনটি আঞ্চলিক ভাষায় আমি বুড়ো দা বলে ডাকলুম। তবু সে মাথা নেড়েই চলল। তখন আমি ভাবলুম ; "এবার বুঝেছি, আমরা চীন দেশের বাইরে চলে এসেছি। এই বিদেশে তাঁরা চীনা ভাষা বলতেও পারেনা"।' সৈন্যরা মিয়াওদের

সত্যি সত্যি বিদেশী বলেই ধরে নিল। কেননা তারা যে এর আগে কোন মিয়াওকে আর দেখেনি। 'তখন চেয়ারম্যান মাও আমাদের জাতীয় সংখ্যালঘু-দের অর্থাৎ মিয়াওদের বিষয়টা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। তাছাড়া তাঁদের প্রথা ও আচার-কানুনকে সম্মান দেখাবার কথাও বললেন। তাই আকারে-ইঙ্গিতেই আমরা তাদের সঙ্গে কথা-বার্তা চালালাম।'

এল নভেম্বর। রাতে পড়ত হাড়-কাঁপানো শীত। অথচ বাহিনীর সৈনিক-দের শীতের কোন পোষাক ছিল না। তবু তাঁরা সরাসরি মাল-পত্র ঘাড়ে করে পথ চলতে শুরু করল। সকাল হলে দেখতে পেল 'অদ্ভুত ধরণের সব কাঠের বাড়ি......অনেকটা ঝুলন্ত ঝুড়ির মত দেখতে'। এল ডিসেম্বর। সেই দিনটি ছিল ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪। লালফৌজ হুনান এবং কোয়েইচৌ-এর সীমান্তে তুংতাও কাউন্টিতে এসে পেঁছিল। কিন্তু তখন লালফৌজের সংখ্যা নেমে এসেছে মাত্র তিরিশ হাজারে। সেই মুহূর্তে "বাম সুবিধাবাদীরা" তখনও চাইছিল হো লুঙের অধীন দ্বিতীয় ফ্রন্ট বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হতে। সে পরিস্থিতির মুখে তুংতাও-তে একটি সম্মেলন হোল। এই সম্মেলনে মাও এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, 'প্রথম ফ্রন্ট বাহিনীরই কোয়েইচৌতে প্রবেশ করা উচিত।' সম্মেলনে আর যাঁরা উপস্থিত ছিলেন মাও তাঁদের উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হলেন। তাই উত্তর দিকে না গিয়ে লাল-ফৌজ দ্রুত পশ্চিম দিকে মোড় নিল। অবশেষে ১২ই ডিসেম্বর লালফৌজ কোয়েইচৌতে প্রবেশ করল। ১৪ই ডিসেম্বর সেখানে আরেকটি জোর লড়াই হোল। সে লড়াই করে কোয়েইচৌ সীমান্তের মধ্যে লি পিং কাউন্টি শহরটি লালফৌজ দখলে নিল। শহরটি দখল করার পর ১৪ই—১৮ই ডিসেম্বর লি পিং-এ পলিটব্যুরোর বৈঠক বসল। সে বৈঠকে লং-মার্চের সময় কোন সামরিক নীতি অনুসৃত হবে সে প্রশ্নেরই আলোচনা হোল। এতদিন পর এ অবসরে সৈনিকেরা এবার একটু বিশ্রাম পেলেন। অক্টোবর থেকেই কোয়েইচৌ-জেচু-য়ানের কিছু অংশ শীতের সাদা কুয়াসায় ঢাকা থাকে। এটা হোল লালফৌজের পক্ষে আশীর্বাদ। কেননা শত্রুরা আর তাঁদের ওপর বোমা ফেলতে পারল না।

এবার এক কঠিন প্রশ্নের সামনে এসে তাঁরা দাঁড়ালেন। প্রশ্ন হোল, কোনটা তাঁরা বেছে নেবেন?— সমূলে বিনষ্ট হয়ে যাওয়া না বেঁচে থাকা? এমনকি জেদী চিন্ পাং-সিয়েন এবং গোঁ ধরা লি-তেও অতিরিক্ত পরিশ্রমে নিঃশোষিত অবশিষ্ট মানুষগুলির দিকে তাকিয়ে এবার সত্যকে উপলব্ধি করলেন। কেননা এ অভিযানে ইতিমধ্যেই লালফৌজের দুই-তৃতীয়াংশকে বলি দেওয়া হয়ে গিয়েছে। 'এই গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণেই চেয়ারম্যান মাও লাল-ফৌজকে রক্ষা করলেন।......সমূলে বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে অবশিষ্ট ৩০,০০০ সৈনিককে তিনি বাঁচালেন।' আক্রমণ-অভিযানের ভারপ্রাপ্ত সেনা-পতি একচক্ষু লিউ পো-চেং তাঁর বক্তব্যে এই কথাই বলেছেন। 'এখানে (কোয়েইচৌতে) শত্রুরা ছিল দুর্বল'—তুংতাও-তে অভিযানের দিক পরি-বর্তনের সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে সক্ষম হওয়ার পর মাও একথা বলেছিলেন।

'আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাও এটা প্রমাণ করেও দিলেন। কেননা লালফৌজ অতি সহজেই সমরনায়কদের সেনাবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। এক দিনেই তাঁরা লি পিং দখল করে নিলেন। ক্ষুদ্র কাউন্টি হলেও এটি ছিল তাঁদের প্রথম জয়লাভ। আর দু'মাসের মধ্যে লি পিং-এ এঁরা প্রথম বিশ্রাম পেলেন।

লি পিং দখলের পর এই অল্প অবসরেই মাও সামান্য কিছু রদবদল করে নিতে পেরেছিলেন। মার্চ করার সময় অপ্রয়োজনীয় সব কিছু ফেলে দিয়ে যেতে তিনি আদেশ দিলেন। এই আদেশ বলে, আসবাবপত্র, ফাইল, যন্ত্রপাতি হয় পুড়িয়ে ফেলা হোল তা না হয় কাউকে দিয়ে দেওয়া বা পুঁতে ফেলা হোল। পরে আরও জিনিষপত্র ফেলে দেওয়া হোল। উৎফুল্ল গ্রামবাসীরা লালফৌজকে দেখতে এলে বাড়তি বন্দুকগুলিও তাঁদের দিয়ে দেওয়া হোল। এদিকে অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হলেও লালফৌজ ইতিমধ্যেই বেশ বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। মিয়াওদের কাছ থেকে কোন কিছু ধার করতে মাও তাঁর সৈনিকদের নিষেধ করেছিলেন। হানদের গ্রামগুলিতে গ্রামবাসীদের দাওয়ায় শোওয়া তাঁদের প্রথায় দাঁড়িয়েছিল এখানে তাও বারণ করা হোল। সৈনিকেরা তাই মাটিতে শুয়েই ঘুমুল। এমনকি পুকুরে যথেষ্ট মাছ এবং গরুর পাল থাকা সত্ত্বেও তাঁদের ভাগ্যে মাছ-মাংস কিন্তু জুটল না। তখনও পলিটব্যুরোই সব নির্দেশ দিচ্ছিলেন। কিন্তু সবাই ছিল মাও সে তুঙের মুখাপেক্ষী হয়ে, কেননা তখন সকলেই বিপ্লবী সামরিক পরিষদ মারফৎ প্রতিদিনের অভিযান এবং পথের নির্দেশ পাচ্ছিলেন।

তুংতাও এবং লি পিং সম্মেলন দুটি সম্পর্কে খুব সামান্য তথ্যই পাওয়া যায়। লিউ পো-চেং-এর বিবৃতিতে জানা যায় যে তখন, পুনর্গঠনের কাজ সংগঠিত হয়েছিল', আর জানুয়ারী ১৯৩৬-এ কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের প্যারিস সংখ্যায়ও লেখা হয়েছিল যে, 'সামরিক রণনীতির ভুলগুলি......লি পিং-এ সংশোধিত হয়েছিল।' লে ‌ঃ চি পিং লং মার্চের দু'টি পর্বের কথা বর্ণনা দিয়ে বলেছেন : একটি হল লি পিং-এর আগের পর্ব, সব কিছুই যখন বিভ্রান্তিতে ভরা। আর তার পরের পর্ব হোল নৈতিক মনোবল আর সিদ্ধান্তে ফিরে আসার পর্ব। লি পিং-এর পর লালফৌজ আবার একটি ছিন্ন মূল জনতার পরিবর্তে নেতৃত্ব দেওয়ার উপযুক্ত সেনাবাহিনীর রূপ নিল। ঐ পত্রিকাটিতে বলতে চেষ্টা হয়েছে যে পলিটব্যুরোর নেতৃত্বেই এটা সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু ঘটনা তা ছিল না। 'আমরা জেনে আনন্দিত হলাম যে চেয়ারম্যান মাও আবার সব কিছুতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এমনকি শত্রুকে দিয়েও নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করানো কি করে সম্ভব হতে পারে তাও তিনি জানতেন,—একেই তিনি বলতেন নেতৃত্বে ফিরে আসা। শত্রুকে তিনি সব সময়েই নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতেন......সব সময়েই তিনি এই কৌশল অবলম্বন করতেন।'

এবার তাঁরা আরও পশ্চিম দিকে সরে গেলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা কোয়েই-চৌ-এর ভেতর দিকে ঢুকে পড়লেন। চেন য়ুয়ান, লি পিং এবং হুয়াং পিং এই ছোট সহরগুলি তাঁদের দখলে এল। লালফৌজ আবার ধাতস্থ হলেন।

রাজনৈতিক লক্ষ্য আছে এমন একটি সেনাবাহিনীর মতোই তাঁরা গ্রামে গ্রামে নাচ-গান, নাট্যাভিনয় করতে করতে এগিয়ে চললেন।

এবার তাঁদের সামনে পড়বে সুগভীর উ নদী। এ নদীও তাঁদের পার হতে হবে। দু' পাশে তার, উঁচু খাড়া পাহাড়ের পাড়। তারই মধ্য দিয়ে গিরিখাত সৃষ্টি করতে করতে বয়ে চলেছে দুর্দান্ত, বন্য এই নদী। তখনো তাঁরা প্রায় একশ' মাইল দূরে—কিন্তু লালফৌজ ইতিমধ্যেই মনের দিক থেকে তৈরী হয়ে নিল। সৈন্যদের সামনে আশু এবং বাস্তব শ্লোগান দেওয়া হোল। তাঁদের মূল শ্লোগান হোল : 'কোয়েইচৌ-এর জঙ্গী শাসক ওয়াং চিয়া-লিয়ে-কে জীবন্ত বন্দী কর। উ নদী পার হও।' এ প্রসঙ্গে আরো বলা হোল যে, 'আমরা জানতাম আমাদের এখনও দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে হবে, তাই আমরা অনেক জোড়া খড়ের চটি বানিয়ে নিলুম।

হো চাং-এ আবার পলিটব্যুরোতে মত বিরোধ দেখা দিল। লি-তে এবং চিন পাং-সিয়েন সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নন। তাঁরা বেশ বুঝতে পেরে-ছিলেন যে, ক্ষমতা তাঁদের হাত থেকে ক্রমেই সরে যাচ্ছে। আর এমনকি এটাও ঘটনা যে, শেষ পর্যন্ত মাও সে তুঙ লালফৌজকে এ যাত্রায় রক্ষা করেছিলেন (এটা মোটেই বাড়িয়ে বলা হয়নি)। অথচ এতো বড়ো ঘটনাতেও তাঁদের মাও বিরোধিতা হ্রাস পেল না। তাই তখন থেকে মাওয়ের নির্দেশের বিরোধিতা শুরু হোল। এমনকি তাঁর নির্দেশ বাতিলের চেষ্টাও চলল। লি-তে এ সময় একটি যুদ্ধ পরিচালনার ওপর জোর দিতে লাগলেন। তিনি আবার এ সময় দ্বিতীয় ফ্রন্ট বাহিনীর সঙ্গে মিলতে চাইলেন। যে ফ্রন্টটি ছিল কোয়েইচৌ-এর উত্তর-পূর্ব সীমান্তে। এর অর্থও ছিল স্পষ্ট। অর্থাৎ কিনা লালফৌজকে আবার পূব দিকে পিছিয়ে নেওয়া। কিন্তু মাও সে তুঙ উ নদী পার হয়ে জেচুয়ানে প্রবেশ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এ যাত্রায়ও তাঁর এই সিদ্ধান্তেরই জয় হোল। এবার ইয়ে চিয়েন ইং, নিয়ে জুং-চেন তাছাড়া চৌ এন-লাই এবং চু-তেও মাও-এর পক্ষে ছিলেন। সেদিনের অভিযানে নির্দেশ প্রচার করলেন মাও। বললেন, 'উত্তর কোয়েইচৌ-এর দিকে এগিয়ে চল। হঠাৎ আক্রমণে সুনয়ি এবং তুং জে দখল কর। জনগণের মনে সাড়া জাগাও।' কোয়েইচৌ-এর দ্বিতীয় বৃহত্তম সহর সুনয়ি ছিল জঙ্গী শাসক ওয়াং চিয়া-লিয়ে'র অধীন। এই সহরটি পড়ে জেচুয়ান যাবার বড়ো রাস্তার ওপর। এই উ নদী কোয়েইচৌ প্রদেশকে দু' ভাগে ভাগ করে সুনয়ি সহরের দক্ষিণে বেঁকে বয়ে গেছে। ফলে, সহরটি একটি প্রাকৃতিক রক্ষাবেষ্টনীর আশ্রয় পেল। সুনয়ি আর তুংজের মাঝে রয়েছে পাহাড়ের প্রাচীর। তাতে আছে পথ মাত্র একটিই। নাম তার লৌশান গিরিপথ। যার মুখে দাঁড়িয়ে 'একজন দশ হাজারের মহড়া নিতে পারতো।' তাই উনদী পার হলে গিরিপথটি কব্জা করে সুনয়ি এবং তুংজে দখলে আনার চেষ্টা চলল। কেননা তাহলেই জেচুয়ানে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত হবার সম্ভাবনা ছিল। অথচ সেখানে উ নদীর চওড়া ছিল প্রায় ৩০০ গজ। ওর স্রোত ধারার গতিবেগ ছিল সেকেন্ডে প্রায় ৬ ফুট। ১৯৩৫-এর ১লা থেকে

৪ঠা জানুয়ারী সেই উ নদী পার হওয়ার চেষ্টা হোল। এ সম্পর্কে বলা হোল :

'নদীর দু' পাড়েই ছিল একেবারে খাড়া পাহাড়। শত্রুর গোলা বর্ষণের মধ্যে এগিয়ে চলল লালফৌজ। এই অবস্থার মুখে, আনুয়ানের খনি শ্রমিক কেং পিয়াও একটি ছোট বাহিনী নিয়ে পথের অনুসন্ধানে বেরুলেন। সেখানে একটি খেয়া ছিল। কিন্তু সেটি ছিল খুবই সুরক্ষিত। লালফৌজের সভ্যেরা বাঁশ কেটে ভেলা তৈরী করলেন। বাছা বাছা আঠারো জন সাতারু হিমশীতল নদী সাঁতরে অপর পারে শত্রু ঘাঁটি ধ্বংস করতে এগিয়ে গেলেন। এই সময়ে শত্রুর গোলাবর্ষণের লক্ষ্য অন্য দিকে টেনে রাখার চেষ্টা করা হোল। তাই খেয়ার ওপর একটা নকল আক্রমণ চালানো হোল। কিন্তু তথাপি এ পরিকল্পনা ব্যর্থ হোল। রাতেরবেলা আমরা আবার চেষ্টা করলুম। এভাবে চেষ্টার পর চেষ্টা করে চললুম। শেষ পর্যন্ত আমরা উ নদী পার হ'লাম। তাঁদের ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করলুম। অবশেষে ওপারের খাড়া পাহাড় অতিক্রম করে গেলাম।'

সে দিনটি ছিল ৫ই জানুয়ারী। লিন পিয়াও তাঁর রণচাতুরীর সাহায্যে সুনায় সহর দখল করলেন। জঙ্গীশাসকের সেনার ছদ্মবেশে কিছু সৈন্য নিয়ে বন্দীদের পথ প্রদর্শক হিসাবে নিজেকে চিহ্নিত করে তিনি রক্ষীদের এড়িয়ে গেলেন এভাবেই ঢুকে গেলেন তিনি সহরের বুকে। তারপর লড়াই শুরু করে সেনানিবাস দখল করে নিলেন। ৬ তারিখে মাও এবং বিপ্লবী পলিটব্যুরো সেই বিশাল শহরে প্রবেশ করেন। সেই শহরে ছিল সুন্দর খোদাই করা ইটের তৈরী তোরণ, পার্ক, বড়ো বড়ো দেয়াল ঘেরা ব্যবসায়ী ও জঙ্গী শাসকদের সাজানো বাড়ি। ছোট্ট সুনায় নদীর বুকে পুল পার হয়ে মাও সে তুঙ এসে উঠলেন ক্ষুদ্র এক জঙ্গী শাসকের বাড়িতে। ইতিমধ্যেই তার নীচের তলাটা দখল করেছিলেন এক সোয়াবীনের চাটনী ব্যবসায়ী। বর্তমানে প্রসিদ্ধ সেই বাড়িতেই সেই অতি গুরুত্বপূর্ণ সুনয়ি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সে সভা লং মার্চ, মাও সে তুঙের জীবন এবং চীনের বিপ্লবের ইতিহাসে যুগ-সন্ধি রচনা করেছিল।

১৯৩১-এর সেপ্টেম্বরে আমি সুনরিতে যাই। দেখলাম, চমৎকার বারান্দা-ওয়ালা সেই দোতলা বাড়িটি। সেই চওড়া বাঁধানো উঠোন। সেখানেই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কাঠের প্যানেল যুক্ত দেয়াল ঘেরা ছিল সেই সম্মেলন স্থান। তার চেয়ার, টেবিল, সেদিন যেমনটি ছিল আজও হুবহু সেই অবস্থায় রক্ষিত আছে।৬

১৯৩৫-এর ৬ই থেকে ৮ই জানুয়ারী এই সুনয়ি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পলিটব্যুরোর একটি প্রস্তাব অনুযায়ীই এই সভা ডাকা হয়। এই বর্ধিত সভায় পলিটব্যুরো ছাড়াও সেনাবাহিনী এবং কেন্দ্রীয় কমিটির দায়িত্বশীল কমরেডরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সভায় বহু সিদ্ধান্ত গৃহীত হোল। কিন্তু এই সিদ্ধান্তগুলির কোনটি হীন চক্রান্তের সাহায্যে মাওয়ের সামরিক ক্ষমতা

দখলের ফল নয়। এগুলি ছিল সংখ্যা গরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত। এই সভা ডাকার ব্যাপারে মাও সে তুঙ নির্ণায়ক শক্তির ভূমিকা পালন করেন। কেননা ইতি-পূর্বেই লি পিং সম্মেলনের মূল সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে গিয়েছিল।

এখন প্রশ্ন হোল, কারা এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। রিপোর্টে যা পাওয়া যায়, তাতে জানা যায় যে, সম্মেলনে যোগদানকারীদের সংখ্যাটা ১৬ থেকে ১৮ মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে তাতে কেউই পুরো একটি তালিকা দিতে পারে নি। আমরা জানি, মাও সে তুঙ ও চৌ এন-লাই ছাড়াও সেনা-পতিদের মধ্যে চু-তে, ইয়ে চিয়েন-য়িং, পো-চেং, লিন পিয়াও, পেং তে-হুয়াই এবং নিয়ে জুং-চেন এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া ২৮ জন বলশেভিকের মধ্যে এবং কাই-ফেং সহ অন্ততঃ সাত-আট জন সে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। আর উপস্থিত ছিলেন লিউ শাও-চি। ১৯৩২-এর শরৎকালে তিনি সাংহাই ছেড়ে জুইচিন ঘাঁটিতে চলে আসেন। সেখানে তিনি নিখিল চীন শ্রমিক সংঘের চেয়ারম্যান হ'ন। সুনায় পর্যন্ত তিনি লং মার্চে ছিলেন। আর সে সময় পেং তে-হুয়াই-এর তৃতীয় সেনাবাহিনীর কমিশারের পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন।

এই সভার কাজ 'কেন্দ্রীভূত হয়েছিল সামরিক অভিযানগুলিতে বাম সুবিধাবাদ এবং হটকারী বিচ্যুতির সমালোচনায়'। তাই এই ভাবেই তাঁরা এই সভার সীমাবদ্ধতার কথা বলেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন যে, এই সম্মেলন পরিপূর্ণ একটি আদর্শগত সংগ্রামের পটভূমি না হয়ে এর আলোচ্য বিষয় সামরিক নীতি ও কৌশলের পর্যালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তাই কেবল বর্তমান অভিযান এই লং মার্চ-এর বিষয়বস্তুই নয় এমনকি চিয়াং কাই-শেকের পঞ্চম অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পুরো বিষয়টিই এই পর্যালোচনার আওতায় আনা হয়েছিল। কেননা পঞ্চম অভিযান প্রতিরোধ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলেই তাঁরা ঘাঁটি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। সেনাবাহিনী-গুলির সাধারণ সভ্য এবং সেনাপতিদের মধ্যেও এই পরাজয় এবং পশ্চাদ-পসরণের ব্যাপারে অপমানবোধজনিত বিরক্তির প্রশ্নও বর্তমান ছিল। কেন তাঁরা ঘাঁটি এলাকা ছাড়লেন? কেন তাঁদের কোন কৈফিয়ৎ দেওয়া হোল না? স্বভাবতঃই এ সব প্রশ্নতো তখন তাঁদের মনে ছিলই। তাছাড়া অতীতের সেই প্রশ্নগুলি তখন আরও তীব্ররূপ ধারণ করল। সম্মেলনে এসব প্রশ্নের এবার জবাব দিতে হোল, এসব প্রশ্নে আগের নভেম্বর থেকেই মাও নীতি পরি-বর্তনের দাবী তুলে এসেছিলেন। এবার এই সব দাবীর কথা সবাই জানলেন। তাছাড়া এদিকে অনেক সেনাদলের সেনাপতিরাই নিজেদের বাহিনীর ক্ষয়-ক্ষতিতে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

এই পরিস্থিতির মুখে সুনায় সম্মেলনে ওয়াং মিং-এর 'বাম' সামরিক আইন নস্যাৎ হয়ে গেল। তাঁর 'এক জায়গায় দাঁড়িয়ে লড়াই করা' 'অল্পস্থায়ী দ্রুত আক্রমণ', 'নিছক আত্মরক্ষা' এবং 'সূচ্যগ্রভূমি ছেড়ে না দেওয়ার' নীতি এই সম্মেলনে পরিত্যক্ত হোল। তাছাড়া 'বাম' লাইনের 'গোঁড়ামি' এবং 'শাস্তি

ও বহিষ্কারের' পদ্ধতির ফলে বহু কমরেডের প্রতি যে অন্যায় আচরণ হয়েছিল এ সম্মেলনে তারও সমালোচনা করা হয়।

এতে আরো সমালোচনা হয় যে, সামরিক নেতৃত্ব নির্ভুল রণনীতি ও রণকৌশল গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। একমাত্র সেই কারণেই লালফৌজের বীরত্ব ও নৈপুণ্য, পশ্চাদ্ভাগের কর্মীদের উচ্চমানের কাজকর্ম এবং ব্যাপক জনগণের সহযোগিতা সত্ত্বেও চিয়াং কাই-শেকের পঞ্চম অভিযানকে পরাস্ত করা সম্ভব হয়নি। চিয়াং-এর 'দীর্ঘ স্থায়ী যুদ্ধ এবং বন্দুক ছোঁড়ার ফোকরওয়ালা কাঠের দুর্গ থেকে লড়াই করার কৌশলের' কথা চিন্তা করেই মাও সক্রিয় বা আক্রমণাত্মক আত্মরক্ষার রণনীতির ওপর জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু তার পরিবর্তে 'নিছক আত্মরক্ষাই, বা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষার লাইন নেওয়া হয়েছিল। এক ইঞ্চিও জমি না ছাড়তে সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে এই নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল যে, সৈনিকদের পশ্চাদপসরণ চলবে না নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে তাঁদের মৃত্যুবরণ করতে হবে। যে রণনীতি ও রণকৌশল অবলম্বন করে লালফৌজ এ পর্যন্ত যা কিছু সাফল্য অর্জন করেছিলেন তার মৌলনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল এই নিছক আত্মরক্ষার লাইন।৭

• 'সেরা বাহিনীগুলিকে কেন্দ্রীভূত করা, শত্রুর দুর্বলতা বেছে নেওয়া, গতিশীল যুদ্ধের কৌশলে শত্রু শক্তির অংশ বিশেষ বা বিরাট একটা অংশকে ধ্বংস করা', বা অন্য অর্থে মাও সে তুঙের নির্ধারিত রণনীতি ও রণকৌশল যা তিনি এতো সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করেছিলেন তাকে প্রয়োগ না করা যে কত মারাত্মক ভুল হয়েছিল সুনয়ি সম্মেলনের প্রস্তাবগুলিতে তা বিশ্লেষণ করা হয়। ১৯৩৬ সালে মাও-কে বলতে হয় : 'নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে লড়াই করার পদ্ধতিতে বহুগুণে শক্তিশালী নানকিং (চিয়াং কাই-শেক) বাহিনীর মোকাবিলা করার সিদ্ধান্তটি ছিল মারাত্মক ভুল। যুদ্ধে কৌশল বা মানসিকতার কোন দিক থেকেই লালফৌজ এ ধরণের লড়াইয়ে নিপুণ ছিল না।'

সম্মেলনের প্রস্তাবগুলিতে ঠিক সেই সব দুর্বলতারই পর্যালোচনা করা হয়েছিল যেগুলি পরবর্তীকালে মাও বিশদভাবে বলেছেন : এই দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী যুদ্ধের নীতি গৃহীত হয়েছিল এমন এক সময়ে যখন 'আমরা সহরের সর্বহারাদের অভ্যুত্থান এবং শ্বেতবাহিনীর বিদ্রোহী অংশগুলি থেকে মদত পাচ্ছিলাম না.........যখন আমাদের উড়োজাহাজ গোলন্দাজ বাহিনী কিছুই ছিলনা.........আর যখন আমরা দেশের অভ্যন্তরে শুধু লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলাম'।

এই প্রস্তাবগুলি যুদ্ধ সম্পর্কে মাওয়ের মৌলিক ধারণাগুলির একটি চমৎকার সারবস্তু ছিল। তাই সেদিক থেকে এগুলি মূল্যবানও বটে। ঐগুলি থেকে বোঝা যায় যে, ১৯৩৬ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত মাও যুদ্ধ বিষয়ে তাঁর যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি রচনা করেন ১৯৩৫-এর আগেই সেই বিষয়গুলি নিজের মনে মনেই বিশদভাবে আলোচনা করেছিলেন। সেই প্রস্তাবসমূহে আবার

বলা হয়েছে, 'শত্রুদের প্রলুব্ধ করে আমাদের এলাকার গভীরে টেনে নিয়ে যেতে হবে......। জয়লাভের জন্যে আমাদের এলাকার কিছু কিছু অংশ ছেড়ে দিতে আমাদের দ্বিধা করলে চলবে না......এসব কৌশল অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে যাতে লালফৌজের নেতৃত্ব বজায় থাকে।' অথচ তাঁর এ সমস্ত নীতি লঙ্ঘিত হয়েছিল।

সুনয়ি সম্মেলনে মাও 'যুদ্ধের নীতি ও কৌশল সম্পর্কে' বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বলা চলে, দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের সেটা ছিল তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণ। সে ভাষণকে নিঃসন্দেহে চীনের বিপ্লবী যুদ্ধ সম্পর্কিত মতবাদের সারবস্তু বলা চলে। মাও এই প্রসঙ্গে, লালফৌজের সদস্যদের বাঁচিয়ে রাখার ওপর জোর দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভ্রান্ত সামরিক নীতি অবলম্বনের ফলে অনর্থক জীবনহানিরও তিনি সমালোচনা করলেন। তাছাড়া 'শত্রুর শক্তিকে বেশী বড়ো করে দেখে আমাদের আর কোন অভিযান থেকে বিরত করা' বা 'জয়ের আশা না রেখেই মরীয়া হয়ে আক্রমণ করা' এ দুটো পন্থাকেই তিনি 'সুবিধাবাদী ঝোঁক' বলে আখ্যা দিলেন। (উদাহরণ স্বরূপ বড় সহরগুলির ওপর আশাহীন অপ্রয়োজনীয় আক্রমণগুলির কথা বলা চলে)। এই প্রসঙ্গে শত্রু শিবিরের দ্বন্দ্বগুলির সুযোগ গ্রহণে ব্যর্থতারও কঠোর সমালোচনা করা হয়......তাছাড়া ফুকিয়েন উনবিংশ পদাতিক বাহিনীর বিদ্রোহে মদত না দেওয়ার কারণেও তীব্র সমালোচনা করা হয়।

এখানেই (সুনয়ি) তিনি (মাও) সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, কিয়াংসি ঘাঁটি ছেড়ে যাওয়ার কারণটি ক্যাডার ও কর্মকর্তাদের কারোর কাছেই ব্যাখ্যা করা হয়নি। ফলে, সব ব্যাপারটাই একটি 'বাসা-বদল অভিযানের রূপ নিয়েছিল।' আর সব শেষে, সেই সময় পর্যন্ত লং মার্চের গোটা পরিচালন ব্যবস্থাই ক্ষয়-ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেননা, তিন মাস ধরে ভয়াবহরূপ ক্ষতিকর সব যুদ্ধে লিপ্ত থাকার ফলে তার পরিণতি সম্পর্কে মাও বলেন যে, 'আমরা প্রায় সর্বদাই নিষ্ক্রিয় অবস্থার মধ্যে আটকা পড়ি, আমাদের ওপর নিরন্তর নেমে আসে শত্রুর আক্রমণ, অথচ তখন আমরা শত্রুর ওপর কোন কার্যকর আক্রমণ এবং আঘাত হানতে অক্ষম ছিলাম।'

প্রতিরক্ষা-পরিচালনার সমালোচনার পর অবশেষে এই সভায় ভবিষ্যৎ রণনীতির রূপরেখা নির্ণীত হোল। সেনাবাহিনী ও পার্টির প্রধান কাজগুলি আবার ঘোষিত হোল। সিদ্ধান্ত গৃহীত হোল, জয় সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে লালফৌজ কোন চূড়ান্ত লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করবে না। উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় থেকে দ্রুত কৌশল পাল্টানোর উপযোগী যুদ্ধ—অর্থাৎ গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। শত্রুকে প্রলুব্ধ করে এলাকার মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে পেছনে ধাওয়া করে তাদের ক্লান্ত করে তুলতে হবে। তাদের দুর্বলতা প্রকট হয়ে না ওঠা পর্যন্ত তাদের ভুল করতে বাধ্য করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সহজ পরিবর্তনশীল এবং নমনীয় কৌশলে ব্যবহারযোগ্য এলাকা গড়ে তুলতে হবে। 'লালফৌজকে সব সময়ে নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। তাদের এমন

সুবিধাজনক অবস্থায় থাকতে হবে যাতে শত্রুর যে কোন আক্রমণের মোকা-বিলা তারা করতে পারে। নেতৃত্ব হারানো বা অসুবিধাজনক অবস্থা দুটিকেই লালফৌজকে এড়িয়ে যেতে হবে।' এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা হোল যে, কেন্দ্রীয় ঘাঁটির অবরোধ ভেঙেগ বেরুনোর সময় যে শোচনীয় ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল তার জন্য দায়ী ছিলেন হুয়া-ফু (লি-তে) এবং পো কু (চিন পাং-সিয়েন)। তাঁদের সিদ্ধান্তই ছিল ত্রুটিপূর্ণ। কেননা কোন প্রস্তুতি ছাড়াই তাড়াহুড়ো করে লালফৌজকে ঘাঁটি ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল। কিন্তু 'বিশাল সৈন্য-বাহিনীগুলির' মন্থরগতির জন্য তাদের ওপর বার বারই শত্রুপক্ষের আক্রমণ চলল। এই ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও ক্ষয়-ক্ষতির প্রশ্নে গঠনমূলক সমালোচনার কণ্ঠরোধ করেছিলেন লি-তে। তিনি নির্ভুল সুপারিশকেও 'গেরিলা নীতি' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। আর তাঁর এই কাজে মদত দিয়েছিলেন এবং তাঁকে সমর্থন করেছিলেন চিন পাং-সিয়েন।

লি-তে বা চিন পাং-সিয়েন দুজনের কেউই তাঁদের বিরুদ্ধে এই সমা-লোচনাকে সঠিক বলে স্বীকার করে নেননি। দেখা যায় যে, চৌ এন-লাইও প্রথমে মাওকে সমর্থন করেন নি। কিন্তু তিনি এবার আত্ম-সমালোচনায় অগ্রণী ভূমিকা নিলেন। চৌ এন-লাই কোন দিনই আত্ম-প্রশংসার স্বার্থকে বিপ্লবের প্রতিবন্ধক হতে দেননি। নিন্দুকেরা বলে থাকেন, এটা নাকি ছিল খুব তাড়াতাড়ি দল ও মত বদলানোর ঝোঁকের ফল। কিন্তু বাস্তবে এটা ছিল তাঁর আদর্শের প্রতি গভীর ও বিনীত নিষ্ঠা। আত্ম-সমালোচনার ক্ষেত্রে চৌ সকলের অগ্রণী ছিলেন। সামরিক কমিশনের সদস্য হিসাবে, ভুল নীতির সঙ্গে "একমত হয়ে তিনি যে কৃষকদের কেল্লা তৈরীর কাজে পাঠিয়ে ছিলেন সে-জন্য তখন তিনি নিজেকেই সেই অপরাধে অভিযুক্ত করলেন। বললেন, 'মাওয়ের মত অনুযায়ী চললে তখন অবরোধকে ব্যর্থ করে দিয়ে ঘাঁটিটিকে রক্ষা করা যেত।' তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে মাওকে সামরিক কমিশনের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তাব দিলেন। তাছাড়া তিনি এ কথাও বললেন যে, 'মাও সব সময় সঠিক পথে চলেছেন, আমাদের উচিত তাঁর কথা শোনা।' তাই 'মাও সে তুঙ সমস্ত অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করুন' এই আবেদনজানিয়ে তিনি সে সময় একটি প্রস্তাবও উত্থাপন করলেন।

ঐ সময়ে, আঠাশ জন বলশেভিকের অন্যতম চাং ওয়েন-তিয়েনও স্বীকার করেন যে, মাওয়ের মতই ছিল ঠিক। একই সময়ে চু-তে অভিযোগ তুললেন, লি-তেই সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতির মূলে দায়ী ছিলেন। সে পরিস্থিতির মুখে মাও সে তুঙ কম-বেশী কত ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন তা আমাদের জানা নেই। তবে যা প্রত্যাশা করা গিয়েছিল তার চেয়ে বেশী ব্যবধানেই তিনি জয়-লাভ করেছিলেন। চৌ এন-লাই এবং সেনাপতিরা সবাই মাওকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। জানা যায় যে, সে সময় আঠাশ জন বলশেভিকের বেশ কয়েক জনই আবার মাওয়ের পক্ষে ভোট দিয়ে ছিলেন।

১৯৪৮ সালে সুনায় প্রস্তাবাবলী মাওয়ের নির্বাচিত রচনাবলীর এক

সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তারপর আর এটা পুনর্মুদ্রিত হয়ে সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়নি। তবে সুনয়ি সম্মেলন আদর্শগত প্রশ্নগুলিকে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। কেননা সেগুলির আলোচনা করতে গেলে সম্মেলন কাল অবাঞ্ছিতভাবে দীর্ঘ হয়ে যেতো। তাছাড়া এসব প্রশ্নে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, সম্ভবতঃ মাসের পর মাস ধরে চলত জটিল সব অগ্নিপরীক্ষা। ১৯৪১—১৯৪৪ সালের মহান শুদ্ধি অভিযানের সময় পর্যন্ত দীর্ঘ সাত বছর ধরে এই পুনর্মূল্যায়ণ স্থগিত ছিল।

সম্মেলনে প্রস্তাবাবলী গৃহীত হয়েছিল, ঐক্য, উদ্দীপনা ও বিপ্লবের প্রতি অমর আস্থার সুরে। সম্মেলনে তাই বলা হোল 'এই বর্দ্ধিত সম্মেলন ......বিশ্বাস করে যে, চীনের সোভিয়েত বিপ্লবের ঐতিহাসিক ভিত্তি গভীর, তাই একে ধ্বংস বা পরাজিত করা যাবে না।' এই 'বিপত্তি চীনের বিপ্লবের অগ্রগতিতে আমাদের বিশ্বাসকে বিন্দুমাত্রও শিথিল করতে পারবে না......... পার্টি অতি সাহসের সঙ্গে তার ভুলগুলির সমালোচনা করেছে......তাই থেকে পার্টি নিজে শিক্ষা গ্রহণ করেছে।' এইভাবেই লালফৌজ এবং কমিউনিষ্ট পার্টির আত্মোৎসর্গের কথা আবার দৃঢ়ভাবে ঘোষিত হোল। সুনয়ি, সে-দিনের সেই সম্মেলনের মিলনভূমি আজ চীনের বিপ্লব ভূমি নামে খ্যাত সেই বিপুল তীর্থযাত্রীর পবিত্র পীঠভূমিগুলির অন্যতম।

সেই সম্মেলনে নূতন বিপ্লবী পরিষদ গঠিত হোল। ভোটে এই পরিষদের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হলেন মাও সে তুঙ। সম্পাদক মন্ডলীরও অন্যতম সদস্য হলেন তিনি। চাং ওয়েন-তিয়েন হলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক। কাজে কাজেই চিন পাং-সিয়েনের হাত থেকে সেক্রেটারী জেনারেলের দপ্তর তাঁর হাতে চলে এল। তাই পদমর্যাদায় মাও এখনও চাং ওয়েন-তিয়েনের নীচেই রয়ে গেলেন। কিন্তু প্রথম ফ্রন্ট বাহিনীর রাজনৈতিক কমিশার হিসাবে মাওয়ের পদমর্যাদা আবার ঘোষিত হোল। ফলে, সে সময় থেকে মাও 'লং মার্চের' সামরিক নির্দেশ দেওয়ার অধিকার পেলেন।

সম্ভবতঃ সে সময় থেকে মাও সে তুঙ আর সংখ্যালঘিষ্ঠের দলে পড়ে রইলেন না। এই প্রসঙ্গে বলা চলে যে, একটা দীর্ঘ ও বেদনাময় যুগের যেন অবসান হোল। এখন থেকে সকলেই বেশ বুঝতে পারলেন যে, মাওই হলেন তাঁদের একমাত্র পরিত্রাতা। এমনকি এতদিন যাঁরা তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন তারাও এই কথাই তখন ভেবেছিলেন। মাও এর আগে বলতেন 'আমি নিজেই এখন সংখ্যালঘিষ্ঠের দলে......এ অবস্থায় আমার একটি মাত্র কাজই হোল...... অপেক্ষা করা।' পরবর্তীকালেও বহুবার তাঁকে সংখ্যালঘিষ্ঠের দলে পড়তে হয়েছে। কিন্তু সুনয়ির সম্মেলনের পর থেকে একটানা নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মাওয়ের এই ছবি কল্পনা করার চেয়ে অবাস্তব আর কিছুই হতে পারে না। 'সংখ্যালঘিষ্ঠের মতবাদও কখনও কখনও ঠিক হয়'—এই নীতি পরবর্তীকালে মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নীতিগুলির মধ্যে অন্যতম বলে বিবেচিত হবে। 'কারা সংখ্যাগরিষ্ঠ এই মাপ কাঠিতে কখনো কে ঠিক আর

কে ভ্রান্ত তা বিচার করা সব ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না।'

১৯৩৫-এর ৯ই এবং ১০ই জানুয়ারী। মাও সে তুঙ সে সময় সুনয়ির সুদৃশ্য বিশাল ক্যাথলিক গির্জায় সামরিক কমিশনের সভ্য, শিক্ষাদানকারী বাহিনীর সভ্য এবং সামরিক ক্যাডারদের সমবেত করলেন। এই গির্জায় বড় একটি হলঘর ছিল। তিনি হলঘরে সমবেতদের সামনে তাঁর প্রস্তাবগুলির ব্যাখ্যা করলেন। কিন্তু সে আলোচনায় কোন নাম উল্লেখ করলেন না। এমনকি নাম ধরে কারোর সমালোচনাও করলেন না। কেবল লালফৌজের মূল কাজ কি তা-ই তিনি ব্যাখ্যা করলেন। বললেন,—জনগণের মধ্যে প্রচার অভিযান চালাতে হবে, তাদের সংগঠিত ও শিক্ষিত করে তুলতে হবে। আর জনগণের রাজনৈতিক সরকার প্রতিষ্ঠায় তাদের সাহায্য করতে হবে। এই প্রসঙ্গে 'নিছক সামরিক নীতির' তিনি কঠোর সমালোচনা করেন। লালফৌজকে তার পুরনো আদর্শে ফিরে যেতে অনুপ্রাণিত করেন। তাছাড়া লালফৌজের লক্ষ্যস্থল নির্দেশ করে বললেন : এবার লালফৌজকে, 'জাপানের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য উত্তর-পশ্চিমে এগিয়ে যেতে হবে।' সুনয়ির সম্মেলনেও নিশ্চয়ই এই লক্ষ্যই নির্ধারিত হয়েছিল। তবে ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত প্রস্তাবাবলীতে এর কোন উল্লেখ নেই। ৯ই জানুয়ারী ১০,০০০ লোকের এক জনসভায় সুনয়ি জেলা বিপ্লবী কমিটি গঠিত হোল। শ্লোগানে শ্লোগানে দেয়ালগুলি ভরে উঠল। দেয়াললিপিতে লেখা হোল 'কমিউনিজমই চীনকে বাঁচাতে পারে! অত্যাচারী, বদমাস ভদ্রসম্প্রদায় নিপাত যাক!' জুইচেনের সোভিয়েত সরকারের গঠনতন্ত্র আবার ছাপা হোল। সুনয়ির চার পাশে পাঁচটি জেলায় ও দুটি কাউন্টিতে ভূমি-সংস্কার আন্দোলন শুরু হোল। এখানে বিপ্লবী কমিটির সভ্যদের সঙ্গে মাও ফটো তুললেন। তাঁদের মধ্যে তাঁর প্রাক্তন শিক্ষক সু তে-লিও ছিলেন।[৮]

সম্মেলনের এই ফাঁকে সেনাবাহিনী ১২ দিন বিশ্রাম পেল। এরা এই অবসরে পুনর্গঠিত হোল। তাদের মনোবল তখন ছিল সেই তুঙ্গে। মাও সে তুঙ সেনাবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলাকে দৃঢ় করলেন। তাদের মধ্যেকার অভিযোগ ইত্যাদির প্রতিকার করলেন। ইতিমধ্যে ডিভিসনগুলিও পুনর্গঠিত হোল। মার্চ করার সময় ব্যূহগুলিকে সহজ করে সাজানো হোল। প্রায় ৪,০০০ নূতন সেনা যোগ দিল। কালবিলম্ব না করে তাদের তখন যাত্রা শুরু করার সময় সন্নিকট হোল।

'সুনয়ি সম্মেলনের উদ্দীপনা' ৩০,০০০ লালফৌজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। তাই, নিঃসন্দেহে সুনয়ি ছিল এক যুগসন্ধিক্ষণের সাক্ষী। মাও সে তুঙ তাঁর বিরোধীদের বিপক্ষে কোন আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেননি। অথচ কর্তৃত্ব তাঁর হাতেই চলে এল। নেতৃত্বের ক্ষমতা লাভে কোন চাতুরীর সাহায্য তাঁকে আর নিতে হোল না। কেননা তাঁর বিরোধীরা তখন পার্টি এবং লালফৌজকে কার্যতঃ ধ্বংস করে ফেলেছিল। আর সেই সংকটের মুহূর্তে নেতৃত্ব

দেওয়ার যোগ্যতা ছিল একমাত্র তাঁরই।

মৌন সম্মতির অর্থ কিন্তু মনে-প্রাণে গ্রহণ করা নয়। তাই দেখা যায় পার্টিতে তৃতীয় বাম লাইনকে তখনও রাজনীতিগতভাবে সম্পূর্ণ বর্জন করা হয়নি। সংকীর্ণবাদীরা তখনও বেশ শক্তিশালী ছিলেন। চিন পাং-সিয়েন কেবল নামে মাত্রই আত্ম-সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাওয়েরও সমালোচনা করতে ছাড়েন নি। তিনি তাঁর 'সর্বহারার আন্তর্জাতি-কতার' অভাবের কথা বলে সমালোচনা করেছিলেন। লিউ শাও-চিও সমা-লোচনার আসরে নেমেছিলেন। তিনি 'শ্বেত এলাকায় বাম লাইন অনুসরণ করা যুক্তিযুক্ত হয়নি বলে সে সময় সমালোচনা করেছিলেন। কেননা এই নীতির ফলে সে যাত্রায় শতকরা প্রায় একশো জন ক্যাডারকেই হারাতে হয়ে-ছিল। কিন্তু সমালোচনায় অংশ নিলেও সে সময় তাঁর নিজের কাজেও বেশ ত্রুটী দেখা দিয়েছিল। শ্বেত-এলাকায় জাপানকে প্রতিরোধের জন্য যুক্তফ্রন্ট লাইনে কাজ কবা এবং ছাত্র ও শ্রমিকদের জাগিয়ে তোলার দায়িত্ব তখন তাঁব ওপর ন্যস্ত হয়েছিল। তবে মনে হয়, সে সময় তিনি সুনযি থেকে উত্তর-পূর্ব চীনে ফিরে গিয়েছিলেন। এভাবেই আন্তঃপার্টি বিরোধ তখন বর্তমান ছিল। তবে এই আন্তঃপার্টি লড়াই সম্পর্কে সাধাবণ কর্মীদের মনে বিন্দুমাত্র রেখা-পাত ঘটেনি। তাঁরা কেবল এটা জানতেন যে, তাঁরা আগেব মতো অসহায়ভাবে আর পালিয়ে যাচ্ছেন না। লং মার্চ আজ এক মহাকাব্যে পরিণত হোল। সে মহাকাব্যে বর্ণিত হোল হাজার হাজার কৃষক-শ্রমিকের সহনশীলতা, সাহস আর অনমনীয় বিশ্বাসের কথা। তাঁদের এই সহনশীলতা, সাহস আর দৃঢ় বিশ্বাসের বলে একের পর এক চমকপ্রদ সব অপূর্ব কীর্তি স্থাপিত হতে শুরু করল।

পূবে. দিনের ওই ঘুম ভাঙে
বলো না, আমরা যাত্রা শুরু করেছি অসময়ে।
আমাদের যেতে হবে আরো অসংখ্য পাহাড় পেরিয়ে
অকেজো হবার আগে ;—এখানে
রয়েছে এক সৌন্দর্যে ভরা অপ্রত্যাশিত দেশ।

'জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে' লালফৌজের সেনাবাহিনী এবার উত্তর দিকে যাত্রা শুরু করল। উত্তর-পশ্চিমে যাত্রা করার এই সিদ্ধান্ত সুনয়িতে অনুমোদিত হয়েছিল। তবে একথা স্মরণীয় যে, লং মার্চ শুরু করার আগেই মাও উত্তর-পশ্চিমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। এবার সে সিদ্ধান্তকে বাস্তবে রূপায়িত করতেই জেচুয়ান, কানসু পার হয়ে শেনসি প্রদেশে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল। উভয়-শেনসিতে তখন একটি লালঘাঁটি ছিল। সেটিই ছিল তাঁদের তখন লক্ষ্যস্থল।

কিন্তু সে সময় আরেকটি লড়াই শুরুর অপেক্ষায় ছিল। চাং কুয়ো-তাও

পলিটব্যুরোর অন্যতম সদস্য। তিনি তখন জেচুয়ানে একটি ঘাঁটি প্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত ছিলেন। রেডিও যোগে তিনি সুনয়ি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত-গুলি জেনেছিলেন। সে সংবাদ পেয়েই রেডিও মারফৎ তিনি সুনয়ি সম্মে-লনের প্রস্তাবাবলীতে তাঁর অসম্মতি জানিয়ে ছিলেন। তবে জবাবে তিনি বেশী কথা বলেন নি। একথা সব সময়েই মনে রাখা দরকার যে, চীনের বিপ্লব কোন সময়েই একটা সরল রেখায় বা মসৃণ পথে চলেনি। এমনকি মাও সে তুঙ যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন তখনও তাঁর পক্ষে কোন কাজই সহজ সাধ্য হয়নি। চাং কুও-তাওয়ের পরবর্তী তারবার্তা ছিল তাত্ত্বিক আদর্শের বুলিতে ঠাসা। সোভিয়েট ঘাঁটি গড়ার প্রশ্নে তিনি তাঁর অভিমত জানালেন যে, এ গোটা নীতিটাই হোল ভুল। আর লং মার্চ হোল একটি শোচনীয় পরা-জয়ের কাহিনী। চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কর্তব্য হবে এ লং মার্চ থেকে বিরত থাকা। তাঁদের উচিত হবে সমস্ত সেনাবাহিনী নিয়ে তিব্বত বা সিন্-কিয়াং-এর মতো কোনো নিরাপদ স্থানে চলে গিয়ে সাময়িকভাবে তাঁদের লড়াইয়ে বিরত থাকা। কেননা তাঁর মতে, পার্টি তখন খুবই দুর্বল ছিল। ওদিকে তিনি নিজে তাঁর ঘাঁটিতে একটি 'সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র এবং সরকার' সংগঠিত করেছিলেন। সে ঘাঁটিতে সুনয়ি আগত লালফৌজকে স্বাগত জানা-তেও তিনি তৈরী ছিলেন। তবে এর উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের চেয়ারম্যানের পদটি তিনি দখল করার বাসনা মনে মনে পোষে-ছিলেন। তাই ধরা যেতে পারে যে এক দিকে চেয়ারম্যানের পদটি দখল করা এবং অপর দিকে সুনয়ি সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া বা আমল না দেওয়ারও এটি একটি তাঁর চাল থাকতে পারে।

এদিকে চাং কুও-তাওয়ের প্রভাব কিছু পলিটব্যুরোর সদস্যের ওপরও পড়েছিল। তাই চাং কুও-তাওয়ের সঙ্গে 'মুখোমুখি বসে যাতে সমস্ত ব্যাপারটার একটা ফয়সালা করে নেওয়া সম্ভব হয় সেজন্য পলিটব্যুরোর কিছু সদস্য খুব চাপ দিচ্ছিলেন। এমন কি পলিটব্যুরোর কয়েকজন সদস্যও চাংকে সমর্থন জানালেন। তাঁরা এমন কথাও বললেন যে, জাপানের বিপুল সামরিক শক্তির মোকাবিলায় না নেমে লালফৌজের পক্ষে 'সুদিনের অপেক্ষায়' থাকাই ভাল।

ইতিমধ্যে কিন্তু চিয়াং কাই-শেক অলসভাবে বসেছিলেন না। ইতিমধ্যে উত্তর দিক দিয়ে জেচুয়ানের প্রবেশ পথটিতে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে তাঁর সেনা-দল অপেক্ষা করছিল। উদ্দেশ্য ছিল, লালফৌজকে জেচুয়ানে ঢুকতে না দেওয়া আর এই কৌশল অবলম্বন করেই পেছন দিক থেকে উ এবং উত্তর দিক থেকে ইয়াংসি এই নদী দুটির মাঝখানে লালফৌজকে পিষে মারার চক্রান্ত হোল। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক সাঁড়াশী আক্রমণের পরি-কল্পনা নিলেন। এ আক্রমণ পরিকল্পনায় একদিক থেকে রইল তাঁর নিজের সেনাবাহিনী এবং অন্য দিক থেকে রইল হুনান, য়ুনান, জেচুয়ান, কোয়েইচৌ এবং কোয়াংসির জঙ্গী নায়কদের সেনাবাহিনীর মিলিত শক্তি। এই দুই শক্তি-

শালী বাহিনীর সাঁড়াশী আক্রমণে লালফৌজকে গ‍ুঁড়িয়ে ফেলতেই তিনি তাঁর সৈন্য সমাবেশ ঘটালেন।

এল ২২শে জান‍ুয়ারী। সামরিক পরিষদ চাং ক‍ুও-তাওকে বেতারে এক নির্দেশ পাঠালেন। সেই নির্দেশে বলা হোল, চিয়াং-এর বাহিনীকে আক্রমণ করার ভান করে চাং যেন তাঁর বাহিনীকে অবিলম্বে দক্ষিণ দিকে ইয়াংসি অভিম‍ুখে অভিযান করান। আর দক্ষিণ দিক থেকে লালফৌজ প্রবেশ করবে জেচ‍ুয়ানে। এতে চিয়াং সেনাবাহিনী পাল্টা সাঁড়াশী আক্রমণের ম‍ুখে পড়বে। সে অবস্থায় চিয়াংকে ন‍ূতন করে সৈন্য সাজাতে হবে। কিন্তু চাং ক‍ুও-তাও নির্দেশ মত কাজ করলেন না। বরং য‍ুদ্ধ এড়িয়ে আরও উত্তর দিকে পেরিয়ে গেলেন। বস্তুতঃ তাঁর ধারাটাই ছিল এরকম। তাই দেখা যায় যে, ১৯৩৩ সালে য‍ুওয়ান ঘাঁটি আক্রান্ত হলে চাং ক‍ুও-তাও বিন্দ‍ুমাত্র বাধা না দিয়েই জেচ‍ুয়ানে চলে যান। এমনকি ঘাঁটি এলাকায় তাঁর কয়েকটি সেনাদলও থেকে যায়। জেচ‍ুয়ানে সরে গিয়ে তিনি সেখানে ন‍ূতন ঘাঁটি গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে আবার দেখা যায় যে, জেচ‍ুয়ানে তাঁর প্রথম ঘাঁটিটিও তিনি এক জঙ্গী শাসকের দ‍ুর্বল আক্রমণের ম‍ুখে ছেড়ে পালান।

লালফৌজ এবার এক ন‍ূতন রণকৌশল গ্রহণ করলেন। প্রথমে তাঁরা জেচ‍ুয়ানে প্রবেশ না করার ভান করলেন। এভাবে ভান করেই লালফৌজ শেষ পর্যন্ত জেচ‍ুয়ানে প্রবেশের জন্য তৈরী হলেন। এটা সর্বজনগ্রাহ্য যে, শত্র‍ুকে নিজের উদ্দেশ্য ব‍ুঝতে না দেওয়াই হচ্ছে সকল সেনা নায়কের প্রথম নীতি। মাও তাঁর সেনাবাহিনীগ‍ুলিকে 'সর্পিল গতিতে' কখনো বা ব‍ৃত্তাকারে কখনো বা চক্রাকারে পরিচালিত করে লক্ষ্য পথে এগিয়ে নিয়ে চললেন। এই সর্পিল গতির কোথায় যে শেষ তা তাঁরা কখনো আন্দাজ করতে পারতেন না। তাঁরা তাঁদের চলার পথে অত্যাচারী জমিদারদের হত্যা করে, তাঁদের হেফাজতে যত দলিলপাট্টা ছিল সব প‍ুড়িয়ে, ফসল বিলিয়ে, জেল ভেঙ্গে বন্দীদের ম‍ুক্তি দিয়ে আর নাচ-গান নাট্যাভিনয় প্রদর্শনে জনসভা করে তাঁরা ক‍ৃষি বিপ্লবের কর্ম-স‍ূচীকে কার্যকরী করতে লাগলেন। আর লালফৌজের কাছে স্থানীয় ক‍ৃষক প্রতিনিধিদের দাবী উঠল 'ঘ‍ুর পথে এসে আমাদের জমিদারদের কবল থেকে ম‍ুক্ত কর‍ুন।' অভিযানে চলার পথে লালফৌজ সদাসতর্ক ছিলেন। মরণপণ লড়াইয়ের মাঝেও তাঁরা ভ‍ুলে যাননি যে, তাঁরা মহান বিপ্লবের দ‍ূত, জনগণের শিক্ষাদাতা। তাই আর নিছক শাস্তির বা বহিষ্কারের আর প্রশ্ন তখন ওঠে না। কেননা শাস্তির আর বহিষ্কারের জমানা তখন শেষ হয়ে গেছে। তখন সময় হচ্ছে শ‍ুধ‍ু জনগণের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা আনা, তাঁদের পরামর্শদান, তাঁদের নিয়ে সভা-সমিতি করা এবং তাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক অধিবেশন চালানো। তাই তখন মহা আনন্দে উদ্দীপিত হয়ে উঠলেন লালফৌজের সৈনিকেরা। বহ‍ু বছর বাদেও লং মার্চে অংশ গ্রহণকারী আজকের ব‍ৃদ্ধেরা স‍ুনয়ি পরবর্তী এই দিনগ‍ুলির কথা বলতে বলতে অন‍ুপ্রাণিত হয়ে উঠেন। তাঁদের কথাতে শোনা যায়, 'হ‍ৃদয় আমাদের প‍ুলকিত, নেতা আমাদের চেয়ারম্যান মাও........

বিপ্লবের দায়দায়িত্ব তিনিই বহন করেছিলেন।' এ প্রসঙ্গে মাও-এর লেখাটিও স্মরণীয় 'বিপজ্জনক চূড়াগুলিই অনন্ত সৌন্দর্যের আধার।'

লালফৌজের যাত্রা পথ বড়ই বিচিত্র। পনেরো সপ্তাহ ধরে তারা নিজেদের গতিপথে থেকে বহু বাঁক মোড় পরিবেষ্টন করে ফিরে চলল। এই যাত্রাপথে মাও ক্ষিপ্রগতিতে পশ্চিমে মোড় নিলেন। সামনে পড়ল লোহিত নদী। লোহিত নদীও তাঁরা পার হলেন। তারপর দক্ষিন মুখে ইয়ুনানের অন্তর্গত চাসিতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখান থেকে হঠাৎ আবার দ্রুতবেগে পূর্ব দিকে এগিয়ে গেলেন তাঁরা। আবার সামনে পড়ল সেই লোহিত নদী। নদী পার হয়ে ২৫শে ফেব্রুয়ারী তাঁরা তুংজে দখল করে নিলেন। তুংজে প্রবেশের মুখে সামনে ছিল লৌসান গিরিপথ। লালফৌজ হঠাৎ আক্রমণে সেই লৌসান গিরিপথও দখল করে নিলেন। ২৭শে ফেব্রুয়ারী তাঁরা আবার সুনয়িতে ফিরে এলেন। সুনয়িতে লালফৌজের সঙ্গে শত্রুপক্ষের দ্বিতীয় যুদ্ধ হোল। সে যুদ্ধে তাঁরা শত্রুপক্ষের কুড়িটি বাহিনী বিধ্বস্ত করে বিপুল জয়লাভ করলেন।

লৌসান গিরিপথ জয়ের আনন্দে জন্ম নিল মাও-এর নীচের কবিতাটির :

বলোনা, লৌহদৃঢ় সুরক্ষিত অভেদ্য ওই গিরিপথ
আজ এই সমর্থদিনে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে
    লঙ্ঘিব ওর সুউচ্চ চূড়া
আমরা লঙ্ঘিব ওর চূড়া।
এখানে নীল পাহাড় নীল নীলাদ্রি যেন
আর মুমূর্ষু সূর্য ওই রক্তাক্ত হেন।

সান জে'র 'যুদ্ধবিদ্যা' থেকে মাও কতগুলি কৌশল অর্জন করেছিলেন। যেমন ছলনাময় যুদ্ধ, যুদ্ধের ভান করা এবং ছুটে যাওয়া আবার হঠাৎ শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া ইত্যাদি নানা ধরণের কৌশল তিনি আয়ত্ব করেছিলেন। আর তাঁর জীবনে যুদ্ধ বহুল অধ্যায়ে যে কৌশলগুলিকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করে উন্নত করে তুলেছিলেন লৌসান গিরিপথ অধিকারের কৌশলটি ছিল তারই অন্যতম।

তারপর এল মার্চ মাস। লালফৌজ অব্যাহত গতিতে লক্ষ্য পথে এগিয়ে চলল। কখনো পাক খেয়ে খেয়ে, কখনো বা ঘুরে ঘুরে, কখনো জোরে এগিয়ে হঠাৎ পেছনে ফিরে অপ্রত্যাশিত আক্রমণে শত্রুকে পরাস্ত করতে লাগল। অভিযানে চলার পথে মাও ইতিমধ্যেই তাঁর সেনা দলকে দু'ভাগে ভাগ করে ফেললেন। ছোট্ট একটি দলকে দ্রুত গতিতে পাঠালেন এই ইয়াংসি নদীর দিকে। দেখলে মনে হোত, যেন এই দলটি ইয়াংসি নদী পার হতে যাচ্ছে। ফলে, চিয়াং-এর অধিকাংশ সেনা ইয়াংসি নদীর দিকেই চলে গেল। চিয়াং-এর সেনাদের এবার বারবার দ্রুত গতিতে ওঠা-নামা করিয়ে একেবারেই শ্রান্ত করে

তুললেন। এমনকি কখনো কখনো লালফৌজ একদিনে ৩০ মাইলেরও বেশী পথ অতিক্রম করলেন। তাঁদের মোকাবিলা করতে চিয়াংয়ের সেনাবাহিনী বিরাট অংশটাই ব্যাপৃত রইল। এই ফাঁকে লালফৌজের বড় অংশটি দক্ষিণ দিকে মোড় নিল। পথে পড়ল জঙগী শাসকদের ফৌজ। এই ফৌজকে খতম করে লালফৌজের বড় অংশটি আবার একবার দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে উ নদী পার হোল। সাধারণভাবে ভাবখানা যেন লালফৌজ কোয়েইচৌ-এর রাজধানী কোয়েই ইয়াং সহর আক্রমণ করবে। এদিকে লালফৌজের বিপক্ষে যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে স্বয়ং চিয়াং তখন কোয়েই ইয়াং-এ উপস্থিত ছিলেন। তিনি এবার তাঁকে সাহায্য করার জন্যে ইয়ুনানের সেনাবাহিনীকে ডেকে পাঠালেন। ফলে, ইয়ুনান প্রদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বড়ই দুর্বল হয়ে পড়ল। এদিকে চিয়াং-এর কাছ থেকে সাহায্যের ডাক পেয়ে ইয়ুনানের বাহিনী তাঁকে রক্ষা করার জন্য দীর্ঘ পর্বতসঙ্কুল পথে কোয়েইচৌ যাত্রা করল। এই খবর পেয়ে অগ্রগামী চতুর্থ লালফৌজের একটি সেনাদল সেদিকে ছুটে চলল। তিন দিনে তাঁরা প্রায় ১০০ মাইল পথ অতিক্রম করে অতর্কিতে ইয়ুনানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রাজধানী কানমিং আক্রমণ করার ভাণ করল। ইতিমধ্যেই বিরত চিয়াং সস্ত্রীক উড়োজাহাজে চড়ে কানমিং-এ এসে হাজির হয়েছিলেন। তিনি এসেছিলেন ফৌজ পাঠানোর ব্যাপারে নিশ্চিত হতে (তদারকী না করলে ফৌজ পাঠানোর ব্যাপারে জঙগী শাসকেরা ঢিলেমীতে অভ্যস্ত ছিল)। এ দিকে চিয়াং আসার মুহূর্তেই খবর এল 'লালফৌজ আসছে।' আতঙ্কিত আমলারা ইন্দো-চীনে পালাতে প্রস্তুত হোল। তাই ইয়ুনান বাহিনীকে বলা হোল তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে। সেই সময়ে লালফৌজের বড়ো অংশটি তখন উজানে যেখানে ইয়াংসী 'স্বর্ণ রেনুর নদী' নামে খ্যাত সেখানে নদী পার হচ্ছিল। তবে যেখানে তারা নদী পার হবে বলে ধারণা করা হয়েছিল তার অনেক পশ্চিমে তারা ইয়াংসী নদী পার হোল। তাই এক সপ্তাহ তাদের সামনে কোন বাধাই ছিল না। ন'দিন ন'রাত ধরে লালফৌজ নদী পার হোল। কিন্তু শেষ দু'দিনের মাথায় কুওমিনটাং বাহিনী এসে হাজির হোল। এই হোল মাও সে তুঙের যুদ্ধ বিদ্যা। যা হোল কৌশল ও কল্পনা শক্তি সমৃদ্ধ এবং নৈপুণ্যে আর চমৎকারিত্বে ভরা। লালফৌজের প্রতি পদক্ষেপে তাঁদের করণীয় কাজের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রাজনৈতিক শিক্ষকদের কথা শুনে তাঁরা আনন্দে হাসতেন। একথা বলা চলে যে, 'চেয়ারম্যান মাওয়ের শত্রুদের সব সময়েই তাঁর ইচ্ছামতেই চলতে বাধ্য করেন।'

শত্রুদের ফাঁদে ফেলার জন্য লালফৌজের একটি ছোট্ট বাহিনীও নিযুক্ত ছিল। সেই ছোট্ট বাহিনীটিও দিনে প্রায় ৫৩ মাইল দৌড়ে আবার ফিরে এলেন। শেষ পর্যন্ত এঁরাও নিরাপদেই 'স্বর্ণ রেণুর নদী' পার হলেন। এবার তাঁরা জেচুয়ানে প্রবেশ করলেন। সেখানে আর একটি জাতীয় সংখ্যালঘু এলাকায় য়ি উপজাতির লোকেদের মাঝে এসে তারা উপস্থিত হলেন।

বিবৃতিতে বলা হোল যে, '(নদী পেরুবার) দুদিন পরে আমরা য়ি

এলাকায় পেঁছুলাম......। সময়টি ছিল মে মাস। ধু-ধু করা মাঠ আর চাষহীন ক্ষেতগুলি ছিল পড়ে। কোথাও ধান ক্ষেত বা গোলাবাড়ি ছিলনা, ছিল বনের মাঝে কয়েকটা রুক্ষ কুঁড়ে ঘর মাত্র.........। একটা পাহাড়ী এলাকায় ঢোকার পরেই বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত একদল নর-নারীকে আমরা দেখতে পেলাম......। তারা চিৎকার করতে করতে এগিয়ে এলো। দলের মধ্যে থেকে পাঁচ জন দীর্ঘাঙ্গী নারী সামনে এসে উপস্থিত হোল। তাঁদের প্রত্যেকের হাত জোড়া একটি করে বড় লাল মোরগ ছিল। তাঁরা চেয়ারম্যান মাওয়ের কাছে এসে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল।'

মাও তাঁর মাথা ঝাঁকালেন। তরপর হাত দুটো তার বুকের সামনে রেখে কৃতজ্ঞতা জানালেন। তিনি সঙ্গে বন্দুক নিয়ে চলতেন না। নির্ভয়ে তিনি য়িদের মাঝে ঘুরে বেড়াতেন। উপহারের মুরগগুলি দেখে কিছু কিছু সৈনিক ভেবেছিল যে এগুলি নিশ্চয়ই খেতে দিয়েছে। 'কিন্তু অনতিবিলম্বেই বুঝতে পারলুম, সেগুলি আসলে গৃহপালিত লড়াকু মোরগ'। য়ি জাতির লোকেরা পাহাড়ের সব ঢালে গান গাইতে গাইতে স্বাগত জানিয়ে এলো। 'এই অপূর্ব হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য দেখে আমাদের চোখে জল বেরিয়ে এলো। লালফৌজের তরফ থেকে প্রচার চলল। নাট্যাভিনয় ও গান য়ি জাতিদের মাঝে অনুষ্ঠিত হোল। কুটি-য়ি উপজাতির প্রায় ২০০ জন লোক লালফৌজের সঙ্গে যোগ দিলেন। য়ি জাতির লোকেরা দেখতে 'লম্বায় তিব্বতীদের মতো ছিল, আর রং ছিল ঈগল পাখির ঠোঁটের মত কালো। অল্পবয়সী যুবাদের কোমর ছিল মেয়েদের চেয়েও সরু।' এবার শুরু হোল লালফৌজের আবার চলার পালা। পাহাড়ের ঢালে ঢালে ঘন ক্যামেলিয়ায় ঢাকা পর্বত শ্রেণীগুলি পার হয়ে এগিয়ে চলল লালফৌজ।

সামনেই এল এক কঠিন অগ্নিপরীক্ষা। মন ও দেহের ওপর এর প্রতিক্রিয়া পড়ল। চোখে পড়ল আরেকটি নদী। নাম তার 'তাতু'। 'তাতু'কে ভয় সকলেরই। স্থানটি ছিল ইতিহাস বিখ্যাত। এখানে ১৮৬৪-তে বীরত্বপূর্ণ কৃষক বিদ্রোহের শেষ পর্বটি অনুষ্ঠিত হয়। গণহত্যায় বিধ্বস্ত হয় সেই বিদ্রোহ। আর এখানেই শত্রু সৈন্য তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য অপেক্ষায় রয়েছে। ইতিমধ্যেই চিয়াং-এর সদম্ভ উক্তি শোনা যায়। 'তাতু' যেমন করে তাইপিং বিদ্রোহীদের শেষ পর্যন্ত ডুবিয়ে মেরেছিল তেমনি করে এই 'লাল দস্যুদের' সলিল সমাধি হবে এই তাতুতেই। লালফৌজ সেই 'তাতুর' দিকেই শঙ্কিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলল। তাঁরা স্বাভাবিকের চেয়েও শান্ত হয়ে পথ চলতে লাগল। কিন্তু মনে হোল, মাথার ওপরের গাছগুলি যেন হঠাৎ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে।

'স্বর্ণ রেণুর নদী' থেকে 'তাতু' ছিল প্রায় ২০০ মাইলের পথ। বলা হয়, এই দীর্ঘ অভিযানের সময় মাও মজার মজার গল্প বলতেন। আর সময় সময় হাসি ঠাট্টা দিয়ে তাঁর সেনাবাহিনীর মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখতেন। সেসব হাসি ঠাট্টা ও গাল-গল্পের পুনরাবৃত্তি ঘটত চার পাশের ব্যূহগুলির মধ্যে। 'তাতুর'

কালো জলে ডুবে 'জলদানব' হয়ে যাওয়ার ভয় যে সৈন্যদের মনে ছিল সে কথা মাও জানতেন। এমনকি প্রবাদ ছিল নিহত তাইপিং কৃষকদের আত্মা এখানে রাতের বেলায় নিজেদের দুর্ভাগ্যের জন্য বিলাপ করে বেড়ায়। সৈন্যদের মনে হয়ত বা ভয় ছিল, তাই তাঁদের মনে প্রশ্ন জাগত 'আমাদের ভাগ্যেও যদি তাই ঘটে যায়?' মাও তাদের সেই ভাবনার উত্তর দিয়ে বলতেন...... 'আমাদেরবেলায় তা ঘটতেই পারে না, আমরা যে বিপ্লবী। ইতিহাস পাল্টেছে আর তাকে পাল্টেছি আমরাই।' লালফৌজের কণ্ঠে ধ্বনিত তাই হোল 'চেয়ারম্যান মাও আছেন আমাদের সঙ্গে, যদি অন্ধ হয়েও যাই (তবু) এগিয়ে যাবো সোজা পথে, মৃত্যুর নেই ভয়।' মাও তাদের বুঝিয়ে বলতেন, 'অতীত কখনো ফিরে আসেনা'।' মাও ছিলেন লালফৌজের আস্থাভাজন। কেননা তিনি যে,' সুখে-দুঃখে ছিলেন ওদেরই একজন। আর ওদের প্রতিটি দুঃখ-ক্লেশ ও প্রতিটি আবেগের অংশীদারও ছিলেন তিনি। তিনি তাই সব সময়ই গান-কবিতা আর হাসির কথা দিয়ে ওদের নেতৃত্ব দিতেন। ওদের সবার ভাগে একই রেশনের বরাদ্দ ছিল, পড়তো একই পোষাক। তবে ওদের চেয়ে অনেক বেশী বরাদ্দ ছিল মাওয়ের পরিশ্রম। ওরা যখন ঘুমুতো তখন তিনি কেরোসিনের বাতি জেবলে বসে কাজ করতেন। অভিযানের পরবর্তী পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরী করতেন। খবর সংগ্রহ করতেন। বসে বসে রিপোর্ট লিখতেন......প্রয়োজনে আদেশ দিতেন......। এমনকি লং মার্চের সেই দিনগুলিতে তিনি রোজ রাতে ঘুমুতেও সময় পেতেন না আর ঘুমুলেও বড় জোড় দুই কি তিন ঘন্টা ঘুমুতেন।

ইতিমধ্যেই লালফৌজ শীতল পর্বতমালা অতিক্রম করে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে চলল। অবশেষে সামনে ৬০ মাইল অতিক্রম করে 'তাতু'র তীরে মধ্যযুগীয় শহর সেই আনশান চাং-এ এসে পেঁছিলেন। আনশান চাং-এ মানুষ (গুণটানা) টানা এক ধরণের নৌকো ছিল। তীব্র স্রোতের বিরুদ্ধে নৌকোর গুণ টানা ছিল আনশান চাং-এর একশ্রেণী মানুষের জীবিকা। আর নগ্ন নাবিকেরাই টানতো এই নৌকো। এই নদীর বুকে আড়াআড়ি উজানে সাড়ে চার মাইল গুণ টেনে চালাতে হোত এই নৌকো। আর ঘন্টার পর ঘন্টা পরিশ্রমে প্রতিবারে মাত্র পঞ্চাশ জনকে পার করা যেতো। তাই এভাবে পার হতে লালফৌজকে কয়েক সপ্তাহ লেগে যেত। তবে, 'তাতুর' উপরে একটা পুল অবশ্য ছিল। কিন্তু সে পুল ছিল আরো ৯০ মাইল দূরে। মাও বললেন : 'আমরা অবশ্য নৌকোয় এবং পুল দিয়ে নদী পার হব। আমরা উভয় ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে পারি।' একথা বলার সময়ে মাওকে বেশ প্রফুল্লে দেখাচ্ছিল। বর্ণিত এক বিবরণে বলা হোল—'সুতরাং আমরা গভীর বনের মধ্যে পথ কেটে আরও ৯০ মাইল এগিয়ে গেলুম। আর সে সময় অপর একটি ছোট্ট বাহিনী নৌকোয় নদী পার হয়ে ওপারে চলে গেল। সে পারের বড় বড় পাথরের চাঁইগুলিকে আঁকড়ে নদীর পার বরাবর হেঁটে তাঁরা শহরের দিকে এগিয়ে চলল। সেখানে অপেক্ষা করছিল একটি শক্তিশালী বাহিনী। সেই মুখেই নদীর পাড়ে ছিল এই লুটিং

শহর। আমরা যখন নদীর পূব পাড় থেকে পুল পার হয়ে শত্রু সৈন্যের সঙ্গে মুখোমুখী লড়বার প্রয়াস পাব তখন ওপারের লালফৌজ বাহিনী পেছন দিক থেকে সেই সৈন্যাবাস আক্রমণ করবে।'

অবশেষে সেই 'লুটিং' সেতুর দেখা মিলল। সেতুটি লম্বায় প্রায় ৮০০ গজ হবে। তেরটি বিপুলাকার লোহার শেকলে নদীর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত সেতুটি ছিল বাধা। সেতুটির প্রায় ২০০ ফুট নীচে নদী তার নিজের কাটা গিরিখাতে বয়ে চলেছে। মনে হবে যেন '১০,০০০ হাজার রেসের ঘোড়া' গর্জন করতে করতে ছুটে চলেছে। এ প্রসঙ্গে বলা হোল, বিকাল চারটায় আমরা সেতুর পূব প্রান্তে এসে পেঁছিলাম। এই চলার পথে তিন রাত কোন ঘুমুবার অবসর ছিল না। ঘন ঝোপের মধ্য দিয়ে পথ কেটে এক নাগাড়ে আমরা হেঁটে এসেছি। আমাদের হাতে কোন টর্চ ছিল না। তাই যারা পিছিয়ে পড়েছিল তাদের জন্য অপেক্ষা করতে পারিনি। কিছুটা পথ আমরা দেঁাড়েই এসেছি। কেননা আমরা জানতুম লুটিং সেতু দখল করে আমাদের সেখানে যথা সময়ে পেঁছতেই হবে। কেননা আমাদের লুটিং সেতু দখলের ওপর নির্ভর করছে সমগ্র লালফৌজের ভবিষ্যৎ।'

'এই লুটিং সেতু দখলের জন্যে আমাদের স্বেচ্ছাসেবক ছিল মাত্র বাইশ জন। অপর পারের ছাউনি শহর লুটিং-এর কুওমিনটাং বাহিনী পুলের ওপর অর্ধেক রাস্তা পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় সিকি মাইল পর্যন্ত সব তক্তা সরিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু তাঁরা নিজেদের দিকে অর্ধেকটা সেতুর ব্যাপারে মাথা ঘামায় নি। শত্রু পক্ষের প্রচন্ড মেশিনগানের গুলিবর্ষণের মুখোমুখি হয়েও আমাদের লোকেদের লোহার শেকলে হাতে হাত রেখে ধরে ঝুলে ঝুলে এগুতে হয়েছে। এই দেখে কুওমিনটাংরা নিজেদের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পাচ্ছিল না। কে ভেবেছিল যে লালফৌজ পাগলের মতো শুধু শেকলে ঝুলে ঝুলেই সেতু পার হবার চেষ্টা করবে? কিন্তু বাস্তবে তাই হচ্ছিল। প্রথম দলের বাইশ জনের মধ্যে সতের জনই নিহত হলেন। তাদের দেহগুলি নীচের খরস্রোতে তলিয়ে গেল। এ ক্ষেত্রে তাদের জায়গা নিয়ে নিল অন্যেরা। আমাদের একজন অবশেষে সেতুর মাঝ বরাবর গিয়ে পেঁছিল। সেখানে তক্তাগুলি পাতা ছিল। সেখানে পেঁছেই গ্রেনেডের টুপি খুলে দৌড়ে গিয়ে শত্রু সৈন্যের মধ্যে সেটি ছুড়ে দিল। লালফৌজ সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার দিয়ে উঠলো। আমাদের চিৎকারে যেন আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে গেল। তারা তক্তায় আগুণ ধরিয়ে দিল। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই আমাদের আরও লোক গেছো বাঁদরের মতো ঝুলতে ঝুলতে গিয়ে তক্তার ওপর উঠে পড়েছে। তারা এই আগুণের শিখার মধ্য দিয়েই ছাউনির দিকে ছুটে চলল। এই সময়ে হঠাৎ ওদিকে ছোট্ট বাহিনীটি যেটি নৌকোয় নদী পার হয়েছিল সেটি পেছন থেকে শত্রুর ছাউনি আক্রমণ করল। সঙ্গে সঙ্গে গোলাগুলির আওয়াজ ও চিৎকার শোনা গেল। আতঙ্কগ্রস্ত ছাউউনির সৈন্যেরা আত্মসমর্পণ করল। এভাবেই আমরা দু' ঘন্টায় লুটিং সেতু দখল করলাম। সঙ্গে সঙ্গে শহরটিও আমাদের

আওতায় এল। সেখানকার জনগণের কাছ থেকে আমরা তাঁদের দরজার কপাটগুলো ধার নিলাম। এ ব্যাপারে আমাদের প্রতি তাঁরা সৌজন্য ও দয়া দেখালেন। সেই কপাটগুলিকে আমরা তক্তার মতো সেতুর শেকলের ওপর পেতে দিলুম। আর তার ওপর দিয়েই লালফৌজ হেঁটে নদী পার হয়ে এল। কিন্তু পেছনে কুওমিনটাং বাহিনী এসে পড়ায় আমাদের পেছনের অংশকে আর একবার জোরদার লড়াই লড়তে হোল। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি কিন্তু আর এক্ষেত্রে ঘটলো না। আমরা তাতু নদীকে জয় করলাম। স্থানীয় লোকদের কেউ কেউ আবার বললেন, তাইপিং কৃষকদের আত্মাগুলি আর রাতের বেলায় কেঁদে বেড়াবে না। তাঁদের আত্মারা এবার প্রতিশোধে তৃপ্ত হয়েছে।'১০ তাতু নদীর সেই স্মরণীয় জয়ের সময়টি হোল ১৯৩৫-এর মার্চ মাস।

এবার লালফৌজ উঁচু পর্বতমালার ওপরে এসে উপস্থিত হোল। সেই পর্বতমালা উপর্যুপরি বিশাল বিশাল ধাপে এগিয়ে গেছে তিব্বতের দিকে। আর তারই সমান্তরাল চূড়াগুলি মাথা উঁচু করে সোজা দাঁড়িয়ে আছে। তিব্বতের সেই বরফের চূড়াগুলির বিশাল মহাসমুদ্র যেন চক্ চক্ করছে। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু বিস্ময় ভরা শুভ্রতার বিস্তারই চোখে পড়ে। দেখে দেখে কেমন যেন নেশা ধরে যায়। ভাবতেও অবাক লাগে। কেবলই মনে হয় এ যেন এক নূতন জগৎ,—নূতন পরিবেশ। লালফৌজের সেনারা এমনটি কখনও কল্পনা করেননি। কেননা তাঁদের বেশীর ভাগই ছিলেন দখিন দেশের বা জেচুয়ানের গরম স্যাঁত স্যাঁতে সমভূমির অধিবাসী। অথচ তাদের কোন শীতবস্ত্র ছিল না। মাও তাই তাঁদের শুকনো লঙ্কা আর আদা সিদ্ধ করে সেই জল পান করতে বললেন। তিনিও তাঁদের সঙ্গে সমান তালে পা চালিয়ে পর্বতে উঠলেন। কিন্তু তুষারে পা তাঁর পেছ্লাতে লাগল। তাঁর বাদামী পাজামা পুরো ভিজে গেল। পা তাঁর ক্রমেই অসাড় হয়ে পড়ল। তিনি ঠাট্টা করে বললেন 'তুষার আমার পা দুটো বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে।' এ অবস্থায়ই ১৬,০০০ ফুট উঁচু তুষার পর্বতমালা তাঁদের পার হতে হোল। কিন্তু হিমঠান্ডায় বহু লোক তাঁদের মারা গেলেন। আর শত শত লোক তুষার পীড়িত হয়ে পড়ে রইলেন। দুর্ভাগ্য যে, তাঁরা আর কোন দিন উঠলেন না। তাছাড়া তুষার পাতেও কিছু লোক মারা পড়লেন। আর বাকী কিছু মারা গেলেন দেহের ক্লান্তিতে, নিউমোনিয়ায় আর হার্ট-ফেল করে। দলে ছিলেন ৩৫ জন মহিলা। তাঁদের একজন তাঁর সদ্যোজাত শিশুকে এক খচ্চরের পিঠে ঝুড়িতে শুইয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সেই খচ্চরটির পা পিছলে যাওয়ায় মায়ের চোখের সামনেই ঝুড়িটি উল্টে যায়। হতভাগ্য শিশুটি খাড়াইয়ের নীচে সেই তুষারের মধ্যে ডুবে গেল। কেউ আর তার কোনদিন হদিস পেলেন না।

লালফৌজের কাঁধে ছিল বিপুল বোঝা। দশ দিনের রসদ ও জ্বালানী তাঁদের সঙ্গে নিতে হয়েছিল। পথ চলতে চলতে মাও তাঁর সৈনিকদের হুনানের 'অষ্ট মুখ' নামে এক পর্বতের কথা বললেন। বর্ষায় এটি নীল বর্ণ ধারণ করে। লোকে বলে পাহাড়টা এতো উঁচু যে, "'মানুষকে মাথা নীচু করতে হয়।

ঘোড়ার জিন খুলে ফেলতে হয়। কেননা পাহাড়টা আকাশ থেকে মাত্র 'সোয়া তিন ফুট নীচে।' 'পর্বত কি করে এত উঁচু হয়?' আমাদের এই প্রশ্নের উত্তরে চেয়ারম্যান মাও জবাব দিলেন : 'কেন, আমরা কি তেমনি উঁচু এক পাহাড় পার হচ্ছি না? কই, আমরা তো তাতে ভয় পাই নি। আমরা কোন কিছুতে ভীত হব না। লালফৌজের কাছে সবই সম্ভব।' আমরা এর ওপর গান বেঁধে ফেললাম। "লালফৌজ নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত কোন কিছুতেই ডরায় না।" মাও সেই পাহাড়গুলি সম্পর্কে কবিতা লিখলেন :

পাহাড়! ওগো পাহাড়!
সজোরে ছুটাই ঘোড়া যখনই সে থামাতে চায়
মাথা তুলতেই দেখি অবাক স্বর্গ যেন
সোয়া-তিন ফুট মাথার উপরে আমার
পাহাড়! ওগো পাহাড়!

ওগো পাহাড়!
অশান্ত সমুদ্র ওই, উত্তাল জোয়ারে তার
কল্লোলিত তরঙ্গ মালা,
প্রবল এক আক্রমণ
যুদ্ধোন্মত অযুত অশ্বরাজির প্রবল গতিবেগ যেন

ওগো পাহাড়ের চূড়া!
বর্শা ফলকের ওই সুতীক্ষ্ণ বিন্দুতে তোমার সুনীল স্বর্গ রচি
ঢালে ঢালে ব্যপ্ত তোমার,
সর্বত্র যাও বহি।

সময় এগিয়ে চলল। এল জুলাই মাস। অবশেষে লালফৌজ পশ্চিম জেচুয়ানের অভ্যন্তরে মৌকুং-এ এসে পৌঁছল। সেখানে চাং কুও-তাও বেশ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মনে হোল এবার, হাজার হাজার মাইল পথ চলার বুঝি শেষ হল। বুঝি বা শেষ হোল অজস্র লড়াই আর ওৎ পেতে লুকিয়ে থাকা শত্রুদের আক্রমণের পালা (কেননা ওৎ পেতে লুকিয়ে থাকা উপজাতিদের দ্বারা তাঁরা আক্রান্ত হয়েছিলেন। যুদ্ধের হাঁক ছেড়ে পাথরের চাঁই গড়িয়ে ফেলে এবং বর্শা ছুঁড়ে তারা তাঁদের ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল)। এ সময় তাঁদের মনে পড়ল এক চক্ষু লিউ পো-চেং-এর কথা। তিনি কিভাবে এক য়ি-প্রধানের সঙ্গে বসে মুরগীছানার রক্ত পান করে কিছু সংখ্যক য়ি-এর সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি স্থাপন করেছিলেন। মনে পড়ল, কেমন করে তাঁরা কুওমিনটাংদের পর্যাপ্ত সংখ্যক যুবতী সরবরাহ না করার অপরাধে বন্দী ২০০ য়ি-কে জেল থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তাঁরা গান রচনা করেছিলেন। তাছাড়া হাসি-তামাসার খোরাকও তাঁরা তৈরী করেছিলেন। যেমন সেই "১১ নং বাস ধরার কথা"।—

অর্থাৎ কিনা, সেদিন দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটেই অতিক্রম করার কথা। এখন তাঁদের যাত্রা পথের শেষ সীমায় এসে পেঁছে গেছেন। কেননা এখানে যাঁরা তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছেন তাঁরা ছিলেন চতুর্থ ফ্রন্ট বাহিনীর সৈনিক। হাতে তাঁদের ছিল নিশান আর বিশাল ব্যানার। তাতে লেখা ছিল, 'এসো আমরা উত্তর-পশ্চিম জেচুয়ানের বিপ্লবী ঘাঁটিকে সম্প্রসারিত করি'। তখন অঝোরে বৃষ্টি ঝরছিল। সৈন্যেরা পরস্পরে আলিংগনে কাঁদতে লাগল। লং মার্চের সৈনিকের কাছে শোনা গেল, 'তখন আমরা বেঁচে ছিলাম মাত্র কুড়ি হাজার।'১১

সেই প্রবল বৃষ্টিপাতের মধ্যে মাও সে তুঙ ও চু-তে ছেঁড়া পোষাকে ত্রিপল চাপা দিয়ে ঠাসাঠাসি হয়ে পড়ে রইলেন,—কখন চাং কুও-তাও আসবেন সেই প্রতীক্ষায়। শেষ পর্যন্ত ত্রিশ জন অশ্বারোহী রক্ষী পরিবৃত হয়ে তিনি এলেন ঘোড়ায় চড়ে। "তারা দেখতে ছিলেন গাট্টাগোট্টা, মোটাসোটা। মনে হবে, ভালোমন্দ খেয়ে তাদের মুখে রক্ত যেন ফেটে পড়ছে। তাদের ঘোড়াগুলিও ছিল মনিবদের মতোই সতেজ, দেখতেও ছিল বেশ সুন্দর, তেল চুকচুকে গা......। ঘোড়াগুলি দেখে আমাদের জিভে জল এল ভাবলাম কি চমৎকার সব ঘোড়া! চেয়ারম্যান মাও হেসে আমাদের বললেন 'ঘোড়াগুলিকে হিংসা করোনা'।" এই বৃষ্টির মধ্যেই মাও এবং চু-তে, চাং কুও-তাও-এর দিকে এগিয়ে গেলেন। চাং কিন্তু তাঁর ঘোড়া থেকে নামলেন না। তিনি তার ঘোড়ার ওপর বসে থেকেই তাঁদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। মাও এবং চু-তে কাছে গেলে তারপর তিনি 'গদাই-লস্করী চালে ঘোড়া থেকে নামলেন'।

দীর্ঘপথ অতিক্রম করে মাও অনুগামী যে মানুষগুলি শেষ পর্যন্ত এসে পেঁছিল তাঁরা ছিল সবাই শীর্ণকায়। উকুন ও পাঁচড়ায় তাঁদের সারা গা ছিল ভর্তি। দেখলে মনে হবে যেন দুমড়ে পড়ে হাঁটছে তাঁরা। সবাই এঁরা ছিল ক্ষুধার্ত। দেখলে মনে হোত যেন একদল ভিখারী এসে তখন হাজির হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের মন ছিল উল্লসিত। আর উল্লসিত ছিল এই ভেবে যে তাদের কষ্ট করার পালা বুঝি এবার শেষ হোল। কিন্তু চাং কুও-তাও এঁদের দিকে কটমট করে তাকালেন। দেখলেন তাঁদের পোষাক ছেঁড়া। কিন্তু তাঁদের চোখের ভাষা তাঁর নজরে পড়ল না। ভাল নজরে তাকালে হয়তবা তিনি দেখতে পেতেন, সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত এক জনতা। শীর্ণ দেহে তাঁদের কেউ কেউ তখন দাঁড়াতেই পাচ্ছিলেন না। চাং-এর স্মৃতিকথায় এই অংশের ভাষার ষোল আনাই ছিল মুরুব্বিয়ানায় ঠাসা। যে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে লালফৌজের সেনারা শেষ পর্যন্ত এসে উপস্থিত হলেন সে সম্পর্কে বিন্দু বিসর্গও তাঁর স্মৃতিকথায় লেখা নেই। ১৯২৩ সালে এই মানুষটির কলম থেকেই বেরিয়েছিল 'কৃষকেরা রাজনীতিতে আগ্রহী নন...... তারা শুধু চায় পর্যাপ্ত ফসল আর জমির মালিকানা'। তিনিই এবার ভাবলেন, এই নবাগত মাওয়ের ২০,০০০ কাকতাড়ুয়া ভূতের দলের চেয়ে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হৃষ্টপুষ্ট তাঁর ৫০,০০০ সেনা কত না বেশী শক্তিমান।

১৯১৮ সালে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে মাও এবং চাং-এর সঙ্গে প্রথম

বিরোধ বাঁধে। এরপর উভয়ের মধ্যে আর বন্ধুত্ব দানা বেঁধে উঠেনি। চাং রাশিয়ায় ছিলেন। রুশ ভাষায়ও তিনি সুপন্ডিত ছিলেন। এখন প্রশ্ন উঠে তিনি কি ১৯২৭ সালে ষ্টালিন প্রেরিত তারবার্তার অনুবাদ করেন নি? লিউ শাও-চি এবং লি লি-শানের সংগে তিনি ছিলেম সারা চীন শ্রমিক ফেডারেশনের নেতা এবং চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম। তাছাড়া তিনি ছিলেন পলিটব্যুরোর সদস্য এবং কেন্দ্রীয় ঘাঁটির ভাইস-চেয়ারম্যান। পার্টিতে তাঁর প্রবীণতার যথাযোগ্য স্বীকৃতির কথাই ভাবতেন। তাছাড়া অনুসৃত বহু শিষ্ঠাচারের জন্য চাং কৃতিত্ব দাবী করতেন। এই প্রসংগে তিনি লিখেছিলেন যে, তাঁর আনুষ্ঠানিক সেকেলে সদাচারণের জন্যে তাঁর সমালোচনা করা হয়েছিল।১২ তাঁর মতে সেই মুহূর্তে এই রকম জিনিষ গড়ে তোলা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, তাদের এই গোপন শত্রুতা আসলে ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল না। এসব কিছুর উর্ধ্বে ছিল নীতি এবং ক্ষমতার প্রশ্নটা। একথা অনস্বীকার্য যে চীনের ক্ষেত্রে সামরিক শক্তির প্রশ্নটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর সেই সামরিক শক্তিই ছিল তাঁর পক্ষে। ফলে, চাং কুও-তাও ভাবলেন, তিনি তাঁর অভিমতকে অন্যদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারবেন। তবে বাইরে থেকে তাঁর মতকে যতই যুক্তিসংগত বলে মনে হোক না কেন আসল উদ্দেশ্য ছিল তাঁর ভিন্ন। সামরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রশ্নে, নিজের ক্ষমতার ভিত পাকা করার প্রেরণাই ছিল তাঁর প্রবল।

সে সময় মৌকুং-এ দুটি সম্মেলন এবং অনেকগুলি ছোট ছোট সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। চাং তখন গোটা বিপ্লবের গতিধারা সম্পর্কে প্রশ্ন তুললেন। জাপানের সংগে লড়াইয়ের প্রশ্নে উত্তর দিকে অভিযানের সিদ্ধান্তের সংগে তিনি একমত হলেন না। তাছাড়া সুনায়ি সম্মেলনকেও তিনি 'স্বেচ্ছাচারমূলক' বলেই মনে করলেন। কিন্তু মাওয়ের বক্তব্য ছিল ভিন্ন। তিনি জোরের সংগেই বললেন লং মার্চ সফল হয়েছে। চাং বিপরীত মন্তব্য করে বললেন, লং মার্চ ব্যর্থ হয়েছে। তাই তিনি কুওমিনটাং-এর সংগে আপোষরফার সূত্রে সমাধানের ওপর জোর দিলেন।১৩ এমনকি তিনি চিয়াং-এর সংগে রাজনৈতিক আঁতাত করতেও চাইলেন। এই আঁতাতের উদ্দেশ্যেই তিনি লালফৌজকে চিয়াং-এর জাতীয় বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলেন। তিনি যুক্তি দেখালেন যে, চিয়াং-এর বাহিনীতে জাতীয় মনোভাবাপন্ন পদস্থ কর্মচারীদের ঠাঁই হবে। এই আঁতাতের কথাবার্তা চালাতে চালাতেই তিনি পশ্চিম জেচুয়ানে একটি নিরাপদ ঘাঁটি গড়ে তুলতে চাইলেন। আর তিব্বত কিংবা সিন কিয়াং-এর আরও অভ্যন্তরে চলে যেতে মাওকে তিনি সুপারিশ করলেন। তাছাড়া এদিকেও কমিনটার্ণ বেতার মারফৎ এক বার্তা এল। সে বার্তায়, দেশের অভ্যন্তরে বহু ঘাঁটি গড়ে তোলার সুপারিশ জানানো হোল। বলা হোল, সোভিয়েত সরকার এ ব্যাপারে রসদ যুগিয়ে সাহায্য করবে।

কমিনটার্ণের এই ধরণের উপদেশের অর্থ কি, মাও তা ভালো করেই

জানতেন। তিনি জানতেন যে, ১৯৩২-এ মস্কোয় ফিরে যাওয়ার পর থেকেই কমিনটার্ণের সদস্যের সম্মানজনক পদে ওয়াং মিং অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এতাবৎকাল তারযোগেই বিপ্লব করে যাচ্ছিলেন। ঘাঁটি থেকে পাওয়া খবরগুলিকে তিনি নিজের জমকালো ভাষায় ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সেখানে পরিবেশন করতেন। আর সেখান থেকে তিনি ঘাঁটিগুলিকে 'প্রস্তাব ও নির্দেশগুলি' পাঠাতেন। সে সময়ে লি-তে (অটো ব্রাউন, হুয়া ফু) এম ফ্রেড নামে তাছাড়া আরও একটি ছদ্মনামে 'লং মার্চে লালফৌজ সম্পর্কে কমিনটার্ণের সংবাদদাতা' হিসাবে অভিহিত হয়েছিলেন। ২০শে জুলাই তিনি একটি রিপোর্ট লিখলেন। তাতে সুনয়ি সম্মেলনের কোন উল্লেখ ছিল না। এমনকি তাতে, বিপ্লবী সামরিক পরিষদে মাওয়ের চেয়ারম্যান পদলাভের কথারও কোন উল্লেখ ছিলনা।

এ প্রসঙ্গে বলা চলে যে, চাং-এর পরিকল্পনাগুলিই ছিল মাও-এর ঠিক বিপরীত। স্বভাবতঃই এক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি ছিল তার উত্তরে এই কথাকি বলা চলে যে, জাপানের বিরুদ্ধে লড়া ছাড়া লালফৌজ আর কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য আব কিছু থাকতে পাবে? ববং তার জবাবে এই কথাই বলা চলে যে, কোন ঘটনা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর সঠিকতাই হোল তাকে নিজের অনুকূলে রূপান্তরিত করার ব্যাপারে চূড়ান্ত কথা। এদিকে কিন্তু তখনও কমিউনিষ্টরা নিত্য নূতন, অকল্পনীয় পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছিলেন। মাও তবু একথা তখন জোরের সঙ্গে মনে করতেন, পরিস্থিতিকে ঘনিষ্ঠভাবে বিচার করলে দেখা যেতো যে, তা ছিল অতি চমৎকার (আমরা এটা ধরে নিতে পারি যে এই ভাবনাতে চাং কুও-তাও-এর একটু রোমাঞ্চ এবং কিছু অট্টহাসিরও কারণ হয়েছিল)।

কিন্তু মাও যে দৃষ্টিভঙ্গীতে ঘটনাবলীকে বিচার করতেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে চললেন। তাঁর মতে ঐ পরিস্থিতিতে জাপানের বিরুদ্ধে লড়ার সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল। এরই মধ্যে ব্যাপক জনগণের মধ্যে জাপ-বিরোধী একটি যুক্তফ্রন্টের ভ্রূণ জন্ম নিয়েছিল। কিন্তু অভাব ছিল যোগ্য নেতৃত্বের। সেই নেতৃত্বকেই এখন গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দিল। কিন্তু একথাও ঠিক যে, তা কখনই চিয়াং কাই-শেকের কাছে আত্মসমর্পণ করে বা কয়েকটি উচ্চপদ গ্রহণের মাধ্যমে সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। কেননা এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে অস্ত্রত্যাগ করা মাত্রই কমিউনিষ্ট নেতাদের ক্ষমতাচ্যুত করে গণহত্যা শুরু হবে। তাছাড়া লং মার্চ যে সফল হয়েছে, এ শ্লোগানগুলি কিন্তু তার তখন কোন উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত ছিলনা। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, চাং লং মার্চের সাফল্যকে যেমন মেনে নিতে পারছিলেন না তেমনি মাওকেও সহ্য করতে পারছিলেন না। তাই তিনি কৃশকায়, কঙ্কালসার মাওয়ের দিকে কটমট করে তাকালেন। 'এর অর্থ এই যে, জাপানের বিপুল সামরিক শক্তির আক্রমণকে কিনা নিজেদের ওপর অযথা টেনে নিয়ে আসা'। অতীতেও এ ধরণের প্রশ্ন উঠেছিল। ১৯২৭ সালে মাও চেন তু-সিউর সামনে প্রশ্নটি

যেভাবে রেখেছিলেন এখানেও ঠিক সেভাবেই তুলে ধরলেন। প্রশ্ন তুললেন, 'পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করা বা নেতৃত্ব দেওয়া'—এর কোনটি সঠিক কাজ হবে? একথা ভুললে চলবে না যে, জাতীয় দেশপ্রেমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টির অতি অবশ্যই বিরাট দায়িত্ব থাকে। আর কেবল কমিউনিস্ট পার্টিই এই দায়িত্ব পালন করতে পারে। এদিকে চিয়াং কাই-শেকও দেখলেন যে, নিষ্ক্রিয়তার মাধ্যমে জাপ-আক্রমণের প্রতি মৌন সম্মতি জানানো আর সম্ভব হচ্ছে না। কেননা জনগণ ধীরে ধীরে তাঁর বিপক্ষে চলে যাচ্ছে। জনগণ চাইছে প্রতিরোধ। অপর দিকে জঙ্গী শাসকেরা এমনকি তাঁর সেনাপতিরাও পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে। তাই এই পরিস্থিতির মুখে আরও ভালো দিনের আশায় চীনের পশ্চিমাঞ্চলে সরে যাওয়া আর উচিৎ হবে না। কেননা সেই বিরল বসতি এলাকা এই বিশাল সৈন্যবাহিনী রসদ চালাতে পারবে না। তার চেয়েও বড়ো কথা এই যে সেখানে চীনা জনগণের ব্যাপক অংশের সঙ্গে তাঁরা কোন যোগাযোগ রাখতে পারবে না। আর, তাছাড়া বাস্তব ঘটনাবলীর ওপর সক্রিয় প্রভাব খাটানো সম্ভব হবে না। তাই তিব্বত বা সিনকিয়াং-এ পিছু হটে আস্তানা নেওয়ার অর্থই হবে বিপ্লবী কর্তব্য থেকে নিজেদের এড়িয়ে চলা আর বিরোধী সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণকারী জঙ্গী শাসক বনে যাওয়া।

তারপর লিয়াংহেকৌ এবং মাওএরকাই-এর সভা দু'টি খুবই তিক্ততাপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। একটি বিষয়ে মাও তাঁর পরিকল্পনার সমর্থনে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট পান। সে বিষয়টি হোল, লং-মার্চ অব্যাহত গতিতে চলতে থাকবে। এবার এ অভিযান উত্তর শেনসির দিকে এগিয়ে যাবে। সেখানে রয়েছে লিউ চি-তান এর অধীন একটি ছোট্ট লাল্ঘাঁটি। তখন সেদিকেই চীনের আক্রমণ জোরদার হচ্ছিল। আর তা মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে নিকটতম স্থান ছিল সেটাই।

চাং কুও-তাও এর সঙ্গে মাও-এর যে দ্বন্দ্ব ছিল তা ছিল পার্টির অভ্যন্তরে দু' ধারার চিরস্থায়ী দ্বন্দ্বেরই অংশরূপে। মাও একথা পরবর্তী কালেও বলতেন। আর এ দ্বন্দ্ব ছিল তাঁর জীবনের কঠিন ও জ্বালাময় অধ্যায়গুলির অন্যতম। বলা চলে, তা ছিল তাঁর জীবনের সব চেয়ে অন্ধকারময় মুহূর্ত"। এতে সহজেই বোঝা যায় যে, এঁদের এই দ্বন্দ্ব কেবল মুখের ঝগড়াতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাতে বিপদেরও আশঙ্কা ছিল। আর তা যে কত ব্যাপক এবং গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা কল্পনা করাও খুব কঠিন ছিল। তবু একমাত্র দৃঢ়তা ও কূটনৈতিক কৌশলের সমন্বয়েই তাকে এড়ানো সম্ভব হয়েছিল। কেননা এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, চাং-এর শক্তি এবং গোলাগুলি ছিল অপেক্ষাকৃত বেশী। তাই একবার যদি উপযুক্ত সংখ্যক পলিটব্যুরোর সদস্যকে তাঁর মতের পক্ষে টেনে এনে মাওয়ের বিপক্ষে ভোটে জিততে পারতেন তাহলে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগে তিনি বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করতেন না। আর এই পরিস্থিতির মুখে যদি একটু পিছনে তাকানো যায় এবং পলিটব্যুরোর সদস্যদের সঙ্গে মাও-এর যে সম্পর্ক ছিল তা স্মরণ করা যায়, তাছাড়া সুনায় সম্মেলনে যা ঘটেছিল তা

বিচার করা সম্ভব হয় তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, চাং কুও তাও-এর হাতে অনেকগুলি তুরুপের তাস ছিল। দীর্ঘ পথ অভিযানে রণক্লান্ত, ক্ষুধাতুর, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দিহান অনেকের সামনেই চাং-এর যুক্তিগুলি অত্যন্ত লোভনীয় চেহারা নিয়ে সময় সময় হাজির হোত। যে অবস্থার বিপাকে তাঁরা তখন ছিলেন সে অবস্থার মুখে মাও-এর পরিকল্পনা অনেকের কাছেই অতি-রিক্ত বাগাড়ম্বরপূর্ণ এবং অবাস্তব মনে হোত। এই পরিস্থিতির মুখে চাং কুও-তাও, চু-তেকে তাঁর দলে টানতে আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। চু-তে ছিলেন জেচুয়ানবাসী। তাই চু-তেকে সংগে পেলে চাং-এর খুব সুবিধা হোত। কেননা চু-তেকে সামনে রেখে বিপুল সংখ্যক জেচুয়ানবাসীকে নিজের ঘাঁটিতে সামিল করা সহজ হোত। ইতিপূর্বেই তিনি ৩৫,০০০ হাজার জেচুয়ানবাসীকে তাঁর সৈন্যদলে ভর্তি করেছিলেন। জেচুয়ানবাসীদের একটা ঝোঁক ছিল। তাঁরা নিজেদের প্রদেশ ছেড়ে অন্যত্র যাওয়া সবচেয়ে বেশী অপছন্দ করতেন।

মাও ছিলেন এই প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে। এ সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট অভিমত ছিল যে, প্রাদেশিকতার ঝোঁক থাকলেও তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। তাঁর নীতির ফলেই তিনি বিভিন্ন প্রদেশের সৈনিকদের মেলাতে সফল হয়েছিলেন। আর সেই ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। তিনি বললেন, আমাদের সামনে দুটি পথ খোলা আছে। হয়, চীনের জনগণ, শ্রমিক-কৃষক এবং তাঁদের বীরত্বপূর্ণ লড়াইকে পরিত্যাগ করা আর তা না হয় ব্যক্তিগত ত্যাগস্বীকার নির্বিশেষে বিপ্লবের কাজ চালিয়ে যাওয়া—এ দুটির একটিকে বেছে নিতে হবে। স্বভাবতঃই মাও সে তুঙ বেছে নিলেন বিপ্লবকেই। কেননা 'পশ্চিমের স্বর্গে' আবামদায়ক অবস্থানেব প্রলোভন, আক্রমণের আশঙ্কামুক্ত নিরাপদ আশ্রয়, চিয়াং-এর অধীনে উচ্চপদেব চাটুবৃত্তি ইত্যাদি মাওকে খুবই বিতৃষ্ণ করে তুলল।

১৯৩৫-এর ১লা আগষ্ট চীন বিপ্লবের ইতিহাসে দিনটি ছিল একটি স্মরণীয় দিন। বিপ্লবী সামরিক পরিষদ পলিটব্যুরোর অনুমোদিত ৮১টি ধারা সম্বলিত একটি অতিদীর্ঘ ঘোষণাপত্র জাতিব উদ্দেশ্যে প্রচার করলেন। এই ঘোষণাপত্রের শিরোনামাটি ছিল 'জাপ-প্রতিরোধ এবং জাতীয় মুক্তি সম্পর্কে দেশবাসীর নিকট আবেদন।' ১লা আগষ্ট ছিল 'সৈনিক দিবস'। এই 'সৈনিক দিবসে' এই ইস্তাহার প্রকাশ, জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শপথের প্রতীকরূপে ধরা দিল। জাপানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ইচ্ছুক অন্যান্য শক্তির সংগে একটি যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার আহ্বানও এতে ছিল। এতে সুনায়িতে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলিই আবার সমর্থিত হোল।১৪

সঠিক সেই তারিখটা জানা নেই, তাই বলা গেল না। তবে হয় আগষ্টের শেষা-শেষি নয়তবা সেপ্টেম্বরের গোড়াতেই লং মার্চ আবার শুরু হোল। এবার সেনাবাহিনীকে দুটি ব্যূহে ভাগ করে নেওয়া হোল। এ ভাগ দুটিকে বলা চলে পূর্ব বা বাম এবং পশ্চিম বা ডান। প্রত্যেকটিতেই ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার লোক ছিল। ডান বা পশ্চিম ব্যূহে ছিল প্রথম ফ্রন্টবাহিনীর প্রথম ও তৃতীয়

সেনাদল। আর এর সঙ্গে ছিল আরও চতুর্থ ফ্রন্টবাহিনীর চতুর্থ ও ত্রিশতম সেনাদল (চাং কুও-তাও-এর বাহিনী)। বাম বা পূর্ব ব্যূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রথম ফ্রন্টবাহিনীর পঞ্চম এবং নবম সেনাদল আর চতুর্থ ফ্রন্টবাহিনীর একত্রিশ ও বত্রিশতম সেনাদল। এভাবেই দুটি ব্যূহে দুটি ফ্রন্টবাহিনীর শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখা হয়েছিল। এতে নিশ্চয়ই কষ্ট-কল্পনার কোন কারণ হবে না। কেননা, 'আরও ঐক্য' সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবেই এই ভার-সাম্য রক্ষার চেষ্টা হয়েছিল। আশঙ্কা ছিল চাং কু-তাও বহুলাংশে দুর্বল, অস্ত্রসজ্জায় হীন প্রথম ফ্রন্টবাহিনীর উপর আক্রমণ হানতে পারেন। আর আশঙ্কা ছিল যে, পলিটব্যুরোর সদস্যদের এবং সেই সঙ্গে মাওকে বন্দী করে তিনি নিজেকে পার্টি এবং সেনাবাহিনীর একচ্ছত্র নেতা বলে ঘোষণা করতে পারেন। চাং-এর আচরণেই এমন আশঙ্কা আর সন্দেহের কারণ ঘটেছিল। ইতিপূর্বের তিক্ত বিরোধগুলি জুড়েই চাং কুও-তাও এই সন্দেহের অব-কাশ সৃষ্টি করেছিলেন। তাছাড়া তিনি সুনয়ি বর্দ্ধিত সভার বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেও সন্দেহ সৃষ্টি করেছিলেন। এমনকি সে সময় তিনি পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল হবার দাবীও রেখেছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, তার চেয়েও তিনি অতি জঘন্য কাজে লিপ্ত ছিলেন। তিনি তাঁর ঘাঁটির উত্তর-পূর্ব দিকে সাংপান এলাকায় জমায়েত কুওমিনটাং সৈন্যদের বিরুদ্ধে নিজেদের সুসজ্জিত সেনাবাহিনী প্রয়োগে অস্বীকার করেন। অথচ এই সাংপান এলাকাকেই দক্ষিণ ব্যূহের নেতা মাও সে তুঙকে অতিক্রম করে যেতে হবে। চিয়াং অবশ্য অনুমান করেছিলেন, মাও উত্তর দিকেই যাবেন। তিনি তাই সেই মতো প্রস্তুতিও নিয়েছিলেন। অবশ্য সাংপানে তাঁর সেরা সেনাবাহিনী ছিলনা। এই সেরা বাহিনী মজুত ছিল আরও উত্তরে কানসু প্রদেশে। তাই খুবই শক্তিশালী এই কুওমিনটাং সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে চাং তাঁর সেনাদলকে প্রয়োগ করে ঝুঁকি নিতে চাননি। সাংপানে আক্রমণের বিপক্ষে চাং-এর ছিল এই যুক্তি। অথচ এ লড়াই না করে কি করে সেই এলাকা তিনি পার হবেন তা তিনি ব্যাখ্যা করেন নি।

সে সময় দক্ষিণ ব্যূহের নেতৃত্বে ছিলেন মাও, চৌ এন-লাই এবং বেশীর ভাগ পলিটব্যুরোর সদস্য। চাং কুও-তাও-এর সঙ্গে চতুর্থ ফ্রন্টবাহিনীর যে অংশ (বেশীর ভাগ অংশই) ছিল তার সেনাপতি সু সিয়াং-চিয়েন মাওয়ের ব্যূহের অন্তর্গত চাং সেনাদেরও সেনাপতি ছিলেন। পশ্চিম ব্যূহের নেতা ছিলেন চাং কুও-তাও। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সেই ব্যূহের অন্তর্গত প্রথম ফ্রন্ট-বাহিনীর অংশবিশেষের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি চু-তে এবং লিউ পো-চেং।

কোন কোন রিপোর্টে জানা যায় চু-তেই সেনাদলকে এভাবে ভাগ করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। আবার অন্যদের মতে জানা যায় এর রচয়িতা ছিলেন ইয়ে চিয়েন-য়িং। তিনি নাকি ঘটনা বিবর্তনের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে-ছিলেন। আর পরবর্তীকালে সম্ভব হলে আকস্মিক আক্রমণ করার যে পরি-কল্পনা চাং করেছিলেন সে বিষয়েও মাওকে তিনিই সতর্ক করেছিলেন।

মাও-এর নেতৃত্বে দক্ষিণ ব্যূহ সাংপান এলাকা অতিক্রম করেছিল। অথচ এই এলাকাকেই চাং খুব বিপজ্জনক মনে করেছিলেন। এদিকে কিন্তু এক মাস বিশ্রামের পরও লোকজন খুবই দুর্বল ছিলেন। অথচ সেই অবস্থাতেই তাঁদের লড়াই করতে এগুতে হবে। এবার তিব্বতী অধ্যুষিত এক এলাকায় তাঁদের থাকতে হয়েছিল। কুওমিনটাংরা এই তিব্বতীদের হুমকি দিয়েছিলেন। এঁরা বলেছিলেন যে যদি তাঁরা লালফৌজকে সাহায্য করেন তবে এঁরা তাঁদের খুন করে ফেলবেন। সেই ভয়ে তিব্বতীরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে ছিলেন। লালফৌজের সৈনিকদের প্রতি মাও-এর নিষেধ ছিল তাঁরা যেন তিব্বতীদের খালিঘর থেকে একটি জিনিষও না নেন। এই বিধিভংগের অপরাধে কয়েক-জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। চলার পথে যবের ক্ষেত সৈন্যদের চোখে পড়ল। গ্রামবাসীদের অনুপস্থিতিতে তাঁরা যব কেটে গাদা দিয়ে দিলেন। আর যে অংশটুকু তাঁরা নিলেন তার মূল্যবাবদ অর্থ রেখে দিয়ে গেলেন। তবে তাঁরা বললেন, 'কিন্তু আমরা চাল, মাংস, নুন কিছুই পেলাম না'। স্বভাবতঃই নুনের অভাব তাঁদের কাছে খুবই পীড়াদায়ক হয়ে উঠল। ফলে, যব হজম করতে তাদের ভয়ানক অসুবিধায় পড়তে হোল। এ অবস্থায় এক বাড়িতে কিছু তাজা শুয়োরের চামড়া দেখা গেল। এগুলি পেয়ে এক তরুণ সৈনিক সেগুলি সিদ্ধ করতে গেলেন। সেগুলিই তাদের কাছে তখন লোভনীয় খাদ্য ছিল। তাঁদের মনে হয়েছিল 'কী চমৎকার সুবাস' সেই ঝোলের! ছোট ছোট শক্ত লোমে ভর্তি সেই চামড়ার ঝোলের 'ভোজে অংশ গ্রহণ করে মাও বললেন, ভারি চমৎকার উপাদেয়......কেননা কয়েক মাস ধরে রুচিকর কোন খাদ্যই তাঁদের জোটে নি।' এভাবে বিশাল জলাভূমি পার হবার সময় তাঁরা 'কী করে চামড়া সিদ্ধ করে খেতে হয়' তা শিখে নিলেন।

অবশেষে লালফৌজের দুটো ব্যূহই যাত্রা শুরু করল। সাংপান ছিল মাওয়ের লক্ষ্যস্থল। লক্ষ্যপথে এগিয়ে তিনি কয়েকদিন পরেই কুখ্যাত সেই 'বিরাট বিলে' এসে পৌঁছলেন। মাওয়ের পশ্চিমে আপা অঞ্চল থেকে চাং কুও-তাও-এর ব্যূহ যাত্রা শুরু করল। এ বিলটি ছিল এক বিস্তীর্ণ জলমগ্ন তৃণ-ভূমি অঞ্চল। মাঝে মাঝেই ছিল তার চোরাবালি। যে কেউ পা দিলেই তাকে টেনে নিত। লং মার্চের সব চেয়ে বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতার মধ্যে এই জলা-ভূমি পার হওয়া ছিল অন্যতম।

তবে বাস্তবে কি ঘটেছিল সে নিয়ে বিস্তর বিভ্রান্তি থেকে গেছে। এমনকি সম্প্রতি লং মার্চে অংশগ্রহণকারী যোল জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরও এ বিভ্রান্তি ঘোচে নি।

চাং কুও-তাও-এর বিবৃতি অনুযায়ী জানা যায় যে, মাও তাঁর আগে আগেই দক্ষিণ দিক থেকে একটি নদী পার হতে পেরেছিলেন (এ নদীটির নাম ছিল কে হো। এটি ছিল পীত নদীরই অংশ বিশেষ)। চাং অবশ্য তখন নদীটিকে প্লাবিত দেখতে পান। যদিও সে স্থানটি ছিল উৎসের আরও কাছে। ঠিক সেই সময়েই চাং একটি বিশাল কুওমিনটাং বাহিনীর স্বারা আক্রান্ত

হচ্ছিলেন। এই অবস্থার মুখে চাং ঘোষণা করলেন যে, এ নদী পার হওয়া যাবেনা। তখন তিনি তাঁর ব্যূহকে দক্ষিণ দিকে আপা অভিমুখে ফিরতে আদেশ দিলেন। সেই সঙ্গে মাওয়ের ব্যূহে তাঁর বাহিনীর যে অংশটি ছিল তাকেও ফিরতে আদেশ দিলেন। কিন্তু কেন তাঁর এ আদেশ বিবৃতিতে তার কোন উল্লেখ ছিল না। চাং যা লিখেছিলেন তাতে তিনি বলেছেন যে, মাও তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যমূলক 'জঙ্গী' আচরণেই চাং-এর জন্য অপেক্ষা না করে সেই রাতেই 'ঘূর্ণীঝড়ের মতো অকস্মাৎ' সে স্থান ছেড়ে এগিয়ে যান। সেখান থেকেই দক্ষিণ ব্যূহের অন্তর্গত চাং-সেনারা 'পরিত্যক্ত হোল।' তাঁদের ভাগ্যে ফিরে আসা ছাড়া কিংবা কুওমিনটাংদের হাতে নিহত ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। তবে, চাং এর নির্দেশ ও আচরণের বিরুদ্ধে মাও যথারীতি একটি কথাও বলেন নি। 'বিপ্লবের গতিধারা', ইতিহাস যার নাম তার বিচারের অপেক্ষায় থাকাই মাও শ্রেয় মনে করলেন।

চৌ এন-লাই এডগার স্নোকে বলেছিলেন যে, সত্যিসত্যিই একটা কুও-মিনটাং বাহিনীর আক্রমণ ঘটেছিল। এতথ্য নির্ভুল, কেননা সেই 'বিশাল বিলের' প্রান্তসীমায় সাংপানে মাও কুওমিনটাং বাহিনীকে পরাস্ত করে-ছিলেন। এছাড়া মাও-এর মতো চৌ এন-লাইও এ বিষয়ে সংযতবাক ছিলেন। চাং কুও তাও-এর ব্যূহে চু-তে'র সঙ্গে তাঁর স্ত্রীও ছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, জল প্লাবনে ব্যূহ দু'টিকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। আর সারা 'শীতকালটা আমাদের তিব্বতী ঘোড়া, চমরী গাই (ইয়াক) আর ভেড়ার মাংস খেয়ে কাটাতে বাধ্য করেছিল।' অংশগ্রহণকারীদের রিপোর্ট, এ বিষয়ের ওপর কিছুটা আলোকপাত করে। তাদের একজনের মুখে শোনা যায় 'আমরা ছিলাম মাও সে তুঙের ব্যূহে। হঠাৎ আদেশ এলো আবার দক্ষিণ দিকে ফিরে যেতে হবে। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এতে খুশীই হোল। ধারণা ছিল "ফিরে গিয়ে আমরা ভালো চালের ভাত খেতে পাবো"। আমরা শুনলাম উত্তরদেশে কোনো খাদ্যই পাওয়া যায় না। আমাদের বলা হোল, ফিরে গিয়ে আমরা গোটা জেচুয়ান প্রদেশকে লাল এলাকা বানিয়ে ফেলবো। তাই আমরা ঘুরে দাঁড়ালাম। ব্যূহ ত্যাগ করলাম। সেই বিলের ভেতর দিয়ে আমরা ফিরে গেলুম।' এ বিবৃতি শোনা যায়, চতুর্থ ফ্রন্টবাহিনীর একজন সৈনিকের মুখে। তিনি মাওয়ের ব্যূহে ছিলেন। এই অবসরে তাঁরা বিশাল বিলটি পার হয়ে গেলেন।

চাং কুও-তাও-এর ব্যূহে প্রথম ফ্রন্টবাহিনীর অপর এক সৈনিকের সাক্ষ্যে জানা যায় : 'নদীতে কোন বানই ছিল না। আর তাছাড়া, আমরা এমন কত নদীই তো হেঁটে পার হয়েছি। ভয় আমরা পাইনি। আক্রমণ? হ্যাঁ, ছিল বৈকি। তবে যে সব আক্রমণে আমরা অভ্যস্ত ছিলুম তার চেয়ে এ আক্রমণ জোরালো ছিল না। কিন্তু চাং কুও-তাও লড়াই করতেই চাননি। এই ফিরে আসার হুকুমের পর একটি বছরেরও বেশী সময় আমরা তাঁর সেনাবাহিনীর লোকজনের সঙ্গে দিন কাটিয়েছি একই ব্যূহে। তারা আমাদের বলেছেন আমরা এতো বড়ো বাহিনী কিন্তু আমরা কখনো লড়াই করি না। এমনকি

সত্যি কথা বলতে কি ওয়ুয়ানের ঘাঁটিটিও আমরা বিনা যুদ্ধেই ছেড়ে চলে এসেছি"।' কিন্তু এভাবে বিনা যুদ্ধে 'উদ্দেশ্যহীনভাবে দুনিয়ার এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়ানো' সৈনিকেরা পছন্দ করতেন না।

এ প্রসঙ্গে আর একটি সাক্ষ্য মেলে। এটি চতুর্থ ফ্রন্টবাহিনীর একজন রাজনৈতিক শিক্ষকের কাছ থেকে পাওয়া। তিনি মাওয়ের সঙ্গে দক্ষিণ দিকেব ব্যূহে থাকাই বেছে নিয়েছিলেন। তিনি বলেন 'আমাদের বলা হোল : জেচুয়ানে একটি বড়ো ঘাঁটি গড়ার জন্যে আমরা ফিরে যাচ্ছি।......মূলতঃ আমি চতুর্থ ফ্রন্টবাহিনীতে ছিলাম। কিন্তু তখন ছিলাম মাও-এর ব্যূহের অধীন। হুকুম যখন এলো তখন অনেকেই ফিরে গেল। কিন্তু আমি মাওয়ের অনুগামী হলাম।'

এই পরিস্থিতির মুখে বাম ও ডান দিকের ব্যূহের বৃহত্তর অংশের সবাই সেই বিরাটবিলের মধ্য দিয়ে ফিরে চলল। তবে যারা ফিরে গেল তাদের ঐ ভয়ংকর জলা তিন তিন বার পার হ'তে হোল। কারণ আর কিছুই নয়, কেননা পরের বছরই আবার ঐ একই পথে তাদের যাত্রা করতে হয়েছিল।

কিন্তু এখানেই ঘটনার শেষ নয়। আরেকটি কাহিনীর উল্লেখ এখানে করতেই হবে। কাহিনীটি হোল সেনাপতিমন্ডলীর অধ্যক্ষ ইয়ে চিয়েন-য়িং-এর সম্পর্কে। তিনি ছিলেন মাও-এর ব্যূহের সঙ্গে। মাও-এর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে চাং কুও-তাওয়ের একটি পরিকল্পনার আভাষ পেলেন ইয়ে চিয়েন-য়িং। এ পরিকল্পনার মূলে ছিল এক গভীর ষড়যন্ত্র। এই বিরাট জলাভূমির অপর প্রান্তে ছিল কুওমিনটাং বাহিনী। সেই অপেক্ষারত কুও-মিনটাং দলের বিরুদ্ধে কেবল লড়তে দেওয়াই নয় তাকে পেছন থেকে আক্রমণের অভিসন্ধিও ছিল তাঁর। আমরা জানিনা তিনি এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারতেন কিনা। কিন্তু এ ঘটনা থেকে বোঝা যেতে পারে যে মাও কেন 'ঘূর্ণিঝড়ের মতো হঠাৎ' এগিয়ে গিয়ে ছিলেন। মাওয়ের সামনে দুটি পথ খোলা ছিল। একটি ছিল কুওমিনটাং বাহিনীকে আক্রমণ করা অপরটি হোল আত্মক্ষয়ী অন্তর্কলহে লিপ্ত হওয়া। তিনি প্রথমটিকেই বেছে নিলেন। আর এতেই সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে যে, পরবর্তীকালে মাও কেন এডগার স্নোকে বলেছিলেন এটা তাঁর জীবনের 'সবচেয়ে অন্ধকারময়' অধ্যায়গুলির মধ্যে অন্যতম। আর এই পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গেল দেখেই চাং তারপর তাঁর নিজের সৈন্যদের ফেরার হুকুম দিলেন। তবে একথাও ঠিক যে, কোন না কোন উপায়ে ফিরে তিনি যেতেনই। কেননা জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই করার বা উত্তরে অভিযানের ইচ্ছা তাঁর আদৌ ছিল না। তাই তিনি সবচেয়ে সোজা পথ পৃষ্ঠ প্রদর্শনের পথ ধরলেন। আর গোড়া থেকেই তিনি তা করতে চেয়েছিলেন।

চাং কুও-তাও তাঁর পৃষ্ঠপ্রদর্শনের কালে প্রধান সেনাপতি চু-তে এবং লিউ পো-চেংকে সঙ্গে নিলেন। মহান সর্বহারার সাংস্কৃতিক বিপ্লবে যখন তরুণ রেড গার্ডেরা এই সব ঐতিহাসিক প্রশ্নের বিতর্কে মগ্ন হয়েছিলেন

(কখনও কখনও অনৈতিকহাসিক অতিরঞ্জনের সঙ্গে) তখন বহুল প্রচারিত আর একটি সমস্যার প্রশ্নটি এইভাবে তোলা হোল : এই গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে চু-তে'র প্রকৃত মনোভাবটি কি ছিল? চাং তাঁর বক্তব্যে দাবী করেছিলেন যে, চু-তে স্বেচ্ছায়ই চাং কুও-তাওয়ের সঙ্গে ফিরে গিয়েছিলেন। আবার এ্যাগনেস স্মেডলীর কাছে চু-তে নিজেই বলেছেন 'বন্দুকের নলের আগায়' তাঁকে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। না, তিনি তখন বাস্তবিকই কোন মন স্থির করতে পারেন নি? তরুণ রেড গার্ডেরা প্রশ্ন তুলেছিলেন, সে সময় চু-তে'র ক্ষেত্রে সঠিক কোন পথটি অনুসৃত হয়েছিল ?

চাং কুও-তাও বেশ জোরের সঙ্গেই বলেছেন, 'মাওয়ের পলায়নে' নাকি চু-তে'র ঘৃণা ও রোষের উদ্রেক ঘটেছিল। তাছাড়া নিজের লক্ষ্য সম্বন্ধেও চু-তে কোন দিনই নিশ্চিত ছিলেন না। এই ঘটনা দিয়েই বোধ হয় তাঁর অবস্থাটা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। একদিকে মনে করা যেতে পারে যে, সম্ভবতঃ তিনি তাঁর নিজের প্রদেশ জেচুয়ানে থেকে যেতে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন। সেখানকার জনগণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। হয়ত বা তিনি ভেবেছিলেন, সেখানে তাঁর পক্ষে একটি সফল ঘাঁটিও গড়ে তোলা সম্ভব ছিল। তাই উত্তর দিকে অভিযানকে একটা ভুল পদক্ষেপ বলে তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে থাকতেও পারেন। অন্যদিকে এমনও মনে করা যেতে পারে যে, তিনি স্বেচ্ছায় চাং কুও-তাওয়ের হাতের পুতুল বনে যাননি। তবে, তিনি হয়তবা এটাও চান নি যে, লালফৌজের দুটি দল পরস্পরের মধ্যে লড়ে যাক। চু-তে'র জীবনী থেকে আমরা তাঁর বীরত্ব ও নির্ভীকতার পরিচয় পাই। কিন্তু এও জানা যায় যে, ঠান্ডা মাথায় সূক্ষ্ম বিচারের যোগ্যতা তাঁর ছিল না। ইতিপূর্বেও তিনি চিং কাং এর জুইচিন ঘাঁটিতে হটকারী সামরিক অভিযানে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। এমন কি সব সময়ে তিনি মাও সে তুঙের সঙ্গে একমতও হতে পারেন নি। তবু এটা নিশ্চিত যে, দুরন্ত এক উভয় সংকটে পড়ে মানুষটি হয়তবা এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামকে এড়িয়ে যাওয়াটাই সবচেয়ে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেছিলেন। চাং কুও-তাওয়ের সাহচর্যে তাঁকে এক বছর থাকতে হয়েছিল। কিন্তু সে বছরটি তাঁর সুখে কাটেনি। তাছাড়া একথাও নিশ্চিত যে চাং-এর হুকুম মতো তিনি কখনও মাও-এর নিন্দা করেন নি।

এই আত্মক্ষয়ী অন্তর্কলহের আসল ফলটি ভীষণ ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। এর ফলে মাওয়ের ব্যূহে রইল মাত্র ৮,০০০ এরও কম লোক। মূল ব্যূহের ২২,০০০ বা তারও বেশী লোক ফিরে গেল। লিউ পো-চেং এবং পঞ্চম ও অষ্টম সেনাবাহিনী চু-তে'র অনুগামী হোল।

মাওয়ের অনুগামীদের মুখে শোনা যায় যে, 'পাসিতে এসে জলাভূমি শেষ হয়েছে। সেখানে তৃণভূমিতে আমরা প্রবেশ করলাম। লম্বা ঘাসওয়ালা ডাঙ্গা জমিতে উঠে আমরা দেখলাম চতুর্থ ফ্রন্টবাহিনীর কমরেডরা পুরনো পথে ফিরে চলেছেন। জলাভূমির মধ্য দিয়ে এক দীর্ঘ সারিতে নিজেদের টেনে নিয়ে তারা চলেছেন। আমরা তো তা দেখে একেবারেই অবাক! আমরা চেয়ারম্যান

মাওকে জিজ্ঞাসা করলাম "এরা ফিরে যাচেছ কেন?" ওদিকে তারা চিৎকার জুড়ে দিয়েছিল ; "আমরা জেচুয়ানে লালঘাঁটি গড়তে যাচিছ।" আবার কেউ কেউ বলল : "আমরা ভালো চালের ভাত খেতে ফিরে চলেছি"।'

'শেষ পর্যন্ত আমরা এক জনশূন্য স্থানে এসে পৌছলাম। দৃষ্টির আড়াল ছাড়িয়ে আকাশ আছড়ে পড়ছে লম্বা লম্বা ঘাসের মাথায়। সেখানে মাটির দেওয়াল ঘেরা গোয়াল ভরা গরু রয়েছে। দেওয়ালগুলিও সব গোবর মাটির তৈরী। কিন্তু চেয়ারম্যান মাও অবশ্য আমাদের সে গরু ছুঁতে দিলেন না। আমাদের দেখেই লোকেরা সব পালিয়ে গিয়েছিল। তাই তাদের সম্পত্তি আমরা নিজের অধিকারে নিতে পারি না। আমরা চেয়ারম্যান মাও-এর মুখের দিকে তাকালাম। দেখলাম, তিনি বেশ বিচলিত। দৃষ্টি তাঁর নিবদ্ধ ছিল জলাভূমির মাঝে। যার মধ্য দিয়ে চলেছে ফিরে যাওয়া কমরেডদের এক দীর্ঘ সারি—যাদের প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল অতি ক্লান্ত। তাদের এই ফিরে যাওয়া দেখে মনে হোল এর বুঝি আর শেষ নেই। অবশ্য এ চলার পথে আমাদেরও লোভ জেগেছিল। কারণ আমাদের সামনে ছিল অনেক পাহাড়। আর অপেক্ষা করছিল একটা বড়ো যুদ্ধ। এবার আমরা নিশ্চিত যে, উত্তরাঞ্চলে আমরা আর কোথাও ভাত পাবনা। কেননা এখানে কোন ধানের চাযই হয়না। অথচ আমরা ছিলাম সবাই দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ। আমাশয়ে আক্রান্ত হয়েছিলাম প্রায় সবাই। আর অনেক কমরেডকেই এই রোগে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে ইতিপূর্বে।'

'চেয়ারম্যান মাও বললেন : "ওদের যেতে দাও।" এমনকি যে সব কমরেডরা তাঁকে ছেড়ে গেলেন তাদেব তিনি নিজেদের সম্পর্কে যত্নশীল হতে বললেন। 'পাসি'-তে আমাদের একটি বড়ো সভা হোল। চেয়ারম্যান মাও আমাদের জিজ্ঞাসা কবলেন "তোমরা কি ফিরে যেতে চাও?" এই প্রশ্ন শুনে আমরা তাঁর দিকে তাকালাম। চিন্তা করলাম, তিনি সর্বদা আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। আমাদের সঙ্গে পায়ে হেঁটেই তিনি পথ চলেছেন। আমরা তাঁর জন্য স্ট্রেচার তৈরী করেছিলাম। অথচ তিনি সেটা কখনোই ব্যবহার করেন নি। সব সময়েই তিনি সেটা আহতদের ব্যবহারে দিয়েছিলেন। আমরা চেঁচিয়ে উঠলাম "আমরা কখনোই ফিরে যাব না। আপনার সঙ্গেই আমরা এগিয়ে যাবো!" চেয়ারম্যান মাও তখন বললেন, "বাকীরাও সব ফিরে আসবে—ফিরে আসবে আমাদের কাছে। আমরা তাদের পথ পরিষ্কার করে রাখবো। তাদের ফেরার পথ আমরাই তৈরী করে দেবো।" আমরা এবার লড়ার জন্যে মন তৈরী করলাম। আর লড়লুমও খুব ভালো ভাবেই।'

এটা ছিল লাত্‌জেকৌ-এর যুদ্ধ। চিয়াং কাই-শেকের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি ছিলেন হু সুং-নান। তাঁর নেতৃত্বেই ৪০,০০০ সৈন্য 'ওয়াক্সি মাউথ পাস' (মোমের মুখের গিরিপথ) রক্ষা করছিল। লালফৌজ এ যুদ্ধে লড়ল ছুড়ি আর ভোজালী দিয়ে। কানসুর অশ্বারোহীদের দিয়ে গঠিত সেনাবাহিনীর ওপর তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়ল। হু সুং-নান লালফৌজকে পিষে মারার জন্য এদের নিয়োগ করেছিলেন। এই প্রশ্নে তাঁরা বললেন যে, 'আমরা এদের টুকরো

টুকরো করে কেটে ফেললুম।' আমাদের আর কিছুতেই দমাতে পারল না। সারা রাত যুদ্ধ করে ভোরবেলা আমরা গিরিপথটি দখল করে নিলুম।'

সত্যি ভয়ঙ্কর ছিল সেই জলাভূমিটি। তারই স্মৃতি লং মার্চে অংশ-গ্রহণকারী হাজার হাজার কমরেডদের মনে আজও গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতের চিহ্ন বর্তমান রয়েছে। (তাদের তিন হাজারেরও বেশী আজও জীবিত আছেন)।১৬

তাদের স্মৃতিকথায় ধরা পড়ে, সেটি ছিল 'এক বিস্তীর্ণ বিপুল বিষাদময় 'কাদার মহাসমুদ্র'। যার কোন পার নেই। যেন এক জলার মরুভূমি। সে জলা-গুলি যেন আমাদের গ্রাস করতে চেয়েছে। এখানে ওখানে নিবিড় ঘাসের ঝোপ আর কোথাও বা ছোট ছোট শক্ত জমির টুকরো। ছিল কেবল সরু একটি পথের নিশানা মাত্র। অগ্রগামীরা সাদা ছাগলোমের দড়ি দিয়ে পথটি চিহ্নিত করে রেখে গেছে। এর মধ্যেই একদিন বরফ পড়ল। সাদা জড়িটা আর আমরা দেখতে পেলাম না। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে আমরা খালি হাতে বরফ সরাতে লেগে গেলাম। কেননা ঐ দড়িটাই ছিল আমাদের জীবন রেখা।'

এই পরিস্থিতির মুখোমুখী হয়ে তাঁরা পথ প্রদর্শক যোগাড় করার চেষ্টা করলেন। তাঁরা বলেন যে, 'স্থানীয় লোকেরা সুযোগ পেলেই আমাদের গুলি ছুড়তো। কিন্তু আমরা তবু কয়েকজন পথপ্রদর্শক যোগাড় করে ফেললুম। কেননা জলাভূমির মাঝখানে পথের নিশানাটা তারাই চিনতো। কিন্তু এরা তার পরিবর্তে মাংস আর টাকা চাইলো। অবস্থা বুঝে তারা খুব চড়া দাম হেঁকে বসে রইলো। আর দাম না পেলে এক পাও নড়বে না বলে গোঁ ধরে রইল। ছয় বেহারার পালকীতে তাদের বয়ে নিয়ে যেতে হোল আমাদের। কখনো কখনো তারা হোচট খেয়ে পড়ত। আর পথপ্রদর্শকেরাও জানতো যে তারা তখন যে-কোন মূল্যই দাবী করতে পারে।'

লালফৌজের কাছে তখন কোন খাদ্য মজুত ছিল না। দিনের মধ্যে তিন-বারই আবহাওয়া পাল্টাতো। কখনও কখনও বিবর্ণ, নিষ্প্রভ, 'চাঁদের মতো' সূর্য দেখাতো। ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, তুষারপাত আবার মাঝে মাঝে বাতাসের ঝটকা বইতো। ফলে লোকগুলির গায়ে বরফের মতো কাদা জমে যেতো। তাঁদের ঘুমুবার কোন উপায় ছিল না। ব্যাঙের ছাতার ঝোপের ওপর পিঠাপিঠি বসে রাতে তাঁরা কেবল ঢুলতেন। খাদ্য ছিল বুনো ঘাস আর আগাছা মাত্র। এই অবসরে চেরির মতো এক প্রকার ফলের তাঁরা সন্ধান পেলেন। তাছাড়া এক ধরণের ওলকপি খেয়ে তাঁরা বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হোলেন। আক্রান্ত হলেন মারাত্মক আমাশয়েও। তাঁরা স্মৃতিকথায় বলেন, 'আমরা সঙ্গে করে যে সব নিয়েছিলুম তাই আমরা কাঁচা খেলুম। কিন্তু হজম করতে পারলুম না। 'সবই বদহজম হোল।' বার থেকে পনের বছরের যে 'খুদে বাহিনী' লং মার্চে ছিল তারা ঐ মুহূর্তে চমৎকার কাজ করেছে। 'শিক্ষকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তারা সর্বদা আগে আগে চলেছে। আহতদের ক্ষতস্থান ধুইয়ে

দিয়েছে। রাত জেগে সৈনিকদের সংখ্যা গুনেছে। নানা সন্ধানে বেরিয়ে কোথা থেকে ফল খুঁজে নিয়ে এসেছে। তাছাড়া ক্যাডারদের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে পথের ধারে দাঁড়িয়ে গান ধরেছে। আর হাততালি দিয়ে কদম কদম পা ফেলে চলার তাল বজায় রেখেছে। আমরা কি গান করতুম? হ্যাঁ, তা করতুম বৈকি। গান করতুম : "ওহো চামড়া খেতে কি স্বাদ!" আমরা চামড়ার বেল্ট সিদ্ধ করে টুকরো টুকরো করে তা চিবোতাম। অবশ্য জলটা দুর্গন্ধ হয়ে যেতো।'

তাছাড়া এই দুর্গন্ধ পথযাত্রায় তিব্বতীরা এবং কানসু হুই অশ্বারোহীরা বার বার তাদের ওপর আক্রমণ হানতো। তারা সুযোগ পেলেই গুলি ছুঁড়তো। তাছাড়া পথের পাশে গোপন আস্তানায় ওৎ পেতে থাকত। সময় বুঝে পেছন থেকে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়তো। স্মৃতি কথায় শোনা যায় 'তারা পেছন দিক থেকে আসতো। ফলে, তাদের এই হঠাৎ হঠাৎ আক্রমণে অনেক কমরেড নিহত হোন। ঘোড়সওয়ারদের আমরা সময় মতো দেখতে পেতাম না। আমরা যখন তৃণভূমি অঞ্চলে সেই লম্বা লম্বা ঘাসের এলাকায় গিয়ে পড়লুম বিশেষ করে তখনই এ অসুবিধাটা বুঝতে পারলুম। তবে এ অবস্থায় লড়াই করে আমরা কিন্তু কয়েকটা ঘোড়াও কেড়ে নিয়েছিলুম।'

এ অবস্থায় সময় সময় আমাদের মনে সংশয়ের দোলা লাগতো : মনে প্রশ্ন জাগতো কোন ধরণের মরণ বরণীয়—বিষক্রিয়ায়, জলার পাকে ডুবে না গুলি খেয়ে? ওই জলায় যতো রকমের আগাছা, ঘাস, বা কন্দ জন্মাতো আমাদের অবশ্যই তার সবগুলিই খেতে হয়েছিল।' তাদের পাগুলি বিষাক্ত যন্ত্রণাদায়ক ঘায়ে ভরে গিয়েছিল। অগ্রগামীদের মধ্যে যারা পথে প্রাণ হারিয়েছিলেন সে মৃত দেহগুলিকে পায়ে মাড়িয়েই তাদের এগিয়ে যেতে হয়েছিল। এক মহিলা যিনি তিনবার এই জলাভূমি অতিক্রম করেছেন তিনি কথা প্রসঙ্গে বলেছেন 'আমি চলছি, আমার নীচে কি একটা ক্যাচ করে উঠলো। ঘন আগাছা সরিয়ে দেখি এক মৃত মানুষের মুখ! স্বপ্নে এখনও আমি সে মুখ দেখতে পাই।'

সেই লং মার্চের সময় ওই বিশাল জলাভূমিতে কতজন প্রাণ হারিয়েছেন কিংবা তাদের অতিক্রম করার পথে কতজন যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেছে তার হিসাব আমাদের কাছে নেই। বলা চলে, 'সবটা মিলে সে একটা মহান যুদ্ধ, একটা বিরামহীন সংগ্রাম ছিল।' কিন্তু 'ওয়াক্সি মাউথ পাস' (মোমের মুখের গিরি-পথ) এবং সেখানকার লড়াইয়ের পর মাওকে লিউপান নামে আর একটি পর্বতশ্রেণী পার হতে হয়েছে। এই পর্বতের সর্বোচ্চ চূড়ায় তাঁরা একটা পাথরে খোদাই করা লেখা দেখতে পান। তাতে লেখা ছিল 'তরঙ্গ শীর্ষের বিভাজন'। এটি ছিল একটি সীমান্ত অঞ্চল। ইতিপূর্বে যেখানে তাঁরা হুই ঘোড়সওয়াদের সঙ্গে লড়েছিলেন সেই কানসু প্রদেশ এবং যেখানে তাঁরা যাবেন সেই শেনসি প্রদেশের সীমান্ত ছিল সেটি। পাহাড়ের ঢালে তাঁরা অল্পক্ষণ বিশ্রাম নিলেন। কালটি ছিল অক্টোবর মাস। আবহাওয়া ছিল খুবই নিরানন্দের। কেননা স্থানটি ছিল খুব শীতল। তাঁদের চার পাশেই ছিল

অনাবৃত পাহাড় আর ফাটল। এটা ছিল লোয়েসভূমি। পীত নদী বাহিত পুরু হলদে মাটি ছিল তার। স্থানে স্থানে ভাঁজ খাওয়া-কোঁচকানো তার পীঠ-ভূমি। এটি ছিল শত সহস্র বর্গমাইল বিস্তৃত একটি বিপুল বিশাল গিরি-খাত। লোয়েসের খাড়াইয়ের খোঁড়া গুহায় লোকেরা বাস করতো। মাও সেই অঞ্চলটি সম্পর্কে বললেন, 'দশটা প্রদেশ পার হয়ে এসে আমরা একাদশে প্রবেশ করেছি'। মুখ ছিল তাঁর হাসিতে ভরা।

লিউ পানের সর্বোচ্চ চূড়ায় পেঁছানো ছিল খুবই কষ্টসাধ্য। প্রস্তরা-কীর্ণ সংকীর্ণ পথে ছ'টি পাক খাওয়ার পর সেখানে পেঁছানো যায়। এ জন্যেই এই পাহাড়ের নাম হয়েছে 'লিউ পান' বা 'ছ' পাকে। সে তারিখটা ছিল ৭ই অক্টোবর। অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে, তার অনেক দূর দিয়েই চীনের মহান প্রাচীর চলে গেছে। আর তা চলেছে মধ্য এশিয়ার বিশাল মরুভূমির দিকে আর তার এই বিশাল যাত্রা পথে সে মহাপ্রাচীর যেন চলেছে পর্বতগুলির দু' পাশে দুটি পা দিয়ে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে। উক্ত পরিবেশে মাওয়ের আনন্দ কাব্যে উৎসারিত হোল :

মেঘমুক্ত আকাশ আজ অনেক উঁচুতে
চেয়ে দেখি, বুনো হাঁসেরা পাখা মেলে দিল ওই দখিন দীগন্তে,
চীনের মহাপ্রাচীরে যদি না পেঁছুতে পারি
আমরাতো মানুষ নই!
অবশ্য গুনে বলতে পারি, আমাদের এই দীর্ঘ অভিযানে
পেরিয়েছি পথ বিশ হাজার লি।

পশ্চিমের হাওয়া লেগে লিউপানের চূড়ায়
আমাদের পতাকা উড়ে,
দানবকে বাঁধব বলে লম্বা কাছিটি আজ ধরেছি শক্ত করে।
ভাবছি, কবে বাঁধব সেই ধূসর দানবেরে।

সাতটি নক্ষত্র খচিত একটি 'ধূসর ড্রাগন' ছিল জাপানের প্রতীক। মাও তাঁর সামনে উত্তর চীনের এই বিশাল বিস্তার সম্পর্কে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে চিন্তা করলেন। বিশ্রামের কালে নিরাপদ আশ্রয়রূপে এলাকাটিকে না দেখে স্থানটিকে তিনি আগামী দিনের যুদ্ধের পটভূমিকায় দেখলেন। ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করার এই অসাধারণ ক্ষমতা অনেক 'বিবেকবান' ব্যক্তির কাছেই বাড়াবাড়ি বলে মনে হবে। আর কেই বা অনুমান করতে পারতেন যে চীন-রূপ এই বিশাল মহাসমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদের ন্যায় মাত্র ৭,০০০ সঙ্গী নিয়ে মাও সবেমাত্র একটি রক্তাক্ত বছর অতিক্রম করে এসে সামনের এই নগী-

ভূত নির্জন শীতার্ত গিরিখাতে জাপানের বিপুল সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে মহড়া নেবে। অনেকের কাছেই মনে হোত মাও-এর এ নিছক শূন্যগর্ভ আস্ফালন মাত্র। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে ইতিমধ্যেই ইতিহাস জন্ম নিতে শুরু করেছিল।

স্মৃতিকথায় শোনা যায়, 'অবশ্য আমাদের জন্যে আরও সংগ্রাম অপেক্ষা করছিল। লিউ পান গিরিপথের অনেক নীচে ছিল তার সমভূমি অঞ্চল। স্থানটি তখন আবার একবার ধূসর ও বাদামী বর্ণ ধারণ করল। জঙ্গী শাসক মা হুং-কোয়েই সমভূমি অঞ্চলে তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীর সমাবেশ ঘটালো। যুদ্ধে অবশ্যই জয় হোল আমাদেরই। আমাদের আক্রমণে ঘোড়া এবং তাদের সওয়ারগুলো আর্তচীৎকার তুলে পালাতে বাধ্য হোল।'

২০শে অক্টোবর তাঁরা উত্তর শেনসির ছোট্ট কাউন্টি য়ুচিচেনে পেঁছলেন। সে সম্পর্কে বলা হোল : 'সময়টি ছিল গোধূলি লগ্ন। আমরা তখন সেখানে পেঁছলুম। হঠাৎ শোনা গেল বড় বড় কাসর ঘন্টা আর ঢাক-ঢোলের আওয়াজ ......শোনা গেল, এক জনতা আসছে আমাদের সম্বর্ধনা জানাতে, তারা আসছে চেয়ারম্যান মাওকে বরণ করতে। অন্ধকারের অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল তারা যেন একটি জনসমুদ্রের মতো এগিয়ে আসছে। তারা মুক্ত কণ্ঠে ধ্বনি তুললো : "স্বাগত, সুস্বাগত! চেয়ারম্যান মাও জিন্দাবাদ! চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি জিন্দাবাদ।" সেই সন্ধিক্ষণে আমাদের চোখে ঝরছে অশ্রুধারা।'

মাও সে তুঙের সহযাত্রী ৭,০০০ মানুষের লং মার্চ, এখানেই তার অবসান হোল। মাও সামনে এসে দাঁড়ালেন। পরণে তাঁর কোন কোট নেই। যে ইউনি-ফরমটি পরে তিনি লং মার্চ শুরু করেছিলেন সেটিই ছিল তাঁর গায়ে। ইতি-মধ্যে এটিও ছিড়ে খান খান হয়েছে। ময়লা জমেছে পুরু হয়ে। পঞ্চদশ লাল-ফৌজের সেনাপতি সু হাই-তুং এগিয়ে এলেন। লং মার্চে অংশগ্রহকারীদের অভ্যর্থনা করার জন্যে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। মাও তাঁকে দেখে বললেন,— 'কষ্ট করে এসে আমাদের সঙ্গে এই সাক্ষাৎ করার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।' তারপর তাঁরা দুজনেই নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। কেননা বলার কথা যে আর ফুরোবার নয়।

অবশেষে উত্তর শেনসির য়ুচিনচেনে লালফৌজ এসে পেঁছল। তাঁরা এবার তাঁদের কাজের হিসাব-নিকেশ করতে বসলেন। এই লং মার্চে দীর্ঘ ৭৮০০ মাইল পথ, কঠিন পরিশ্রমে পায়ে হেঁটে পার হয়েছেন তাঁরা। এ দীর্ঘ অভি-যানে এগারোটি প্রদেশ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করার পথে আঠারোটি পর্বত-মালা ও চল্লিশটি নদী পার হতে হয়েছে তাঁদের। আর তাঁরা আক্রমণ করে দখল করেছেন বাষট্টিটি নগর ও শহর। দশটি প্রাদেশিক সমরনায়কের সেনা-বাহিনীর অবরোধকে তাঁরা চূর্ণ করেছেন। আর চিয়াং কাই-শেকের দশ লক্ষ কুওমিনটাং সেনার সঙ্গে লড়াই করে কৌশলে তাঁদের পরাস্ত করে এসেছেন তাঁরা। এ চলার পথে ছ'টি জাতীয় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাও তাঁরা পার হয়ে এসেছেন।

লং মার্চের কথা বলতে গেলে প্রশ্ন জাগে,—এর তাৎপর্য কি? জবাবে আমরা বলি, ইতিহাসের তথ্যপঞ্জিতে লং মার্চই হোল এক প্রথম নজীর, এক ইস্তেহার, এক প্রচার শক্তি, এক বীজ বোনার মন্ত্র......। দুনিয়ার কাছে এই লং মার্চ ঘোষণা করেছে যে লালফৌজ হোল এক শক্তিশালী বীরবাহিনী। এগারোটি প্রদেশের কুড়ি কোটি মানুষকে জানিয়েছেন যে লালফৌজের পথই হোল তাদের মুক্তির পথ......। লং মার্চ......তাঁদের চলার পথে অসংখ্য বীজ বুনে এসেছে, সে বীজ থেকেই জন্ম নেবে অসংখ্য অঙ্কুর, পাতা, ফুল, ফল —ভবিষ্যতে ফল্‌বে সোনার ফসল।১৭

১৯৩৬ সালে এডগার স্নোকে মাও সে তুঙ তাঁর লং মার্চের ওপর লেখা যে কবিতাটি উপহার দিয়েছিলেন সেটি এখানে উল্লেখযোগ্য :১৮

এই বিশাল দীর্ঘ অভিযানে লালফৌজ ভীত নয়
ওদের এই চলার পথে হাজারো পাহাড়, হাজারো নদ-নদী,
　　উপেক্ষা করেছে সব খোস মেজাজি মনে।
অতি তুচ্ছ এক একটি ঢেউয়ের মতো, পর পর ডিঙিয়েছে ওরা
　　কুন্ডলিত পাঁচটি পর্বতমালা,
　　ওয়াংমেঙের অতি ভয়ংকর চূড়া,
আর, গোড়ালির নীচে ছিল যত আস্তাকুঁড় পাকে ভরা।
সুবর্ণ বালুকা নদী, তীরে শোভে কুয়াশার কোলে ঢাকা
　　দুরারোহ অতি উচ্চ পাহাড়,
তাতু নদীর 'পরে অদূরে বিস্তারি লোহার শিকলে ছিল গাঁথা
　　শীতালু সেতুটি তার।
মিনশানের অনন্ত তুষার সমুদ্রের মাঝে হাসির ফোয়ারা কত!
বাহিনী ত্রয়ীর ফৌজিরা যবে একে একে পার হোল
　　স্মিত হাসিতে মুখ সবার ভরে গেল।

এবার যবনিকার অন্তরালে আর এক ঘটনা প্রবাহের দিকে তাকানো উচিত। তা হলে দেখা যাবে যে, আপা থেকে চাং কুও-তাও তাঁর ব্যূহকে ফেরালেন। তারপর ঘোড়ার পিঠে চললেন দক্ষিণ মুখে চো কে চি শহরের দিকে। সেখানে অনেক তিব্বতী লামা মন্দির এবং জোতদারদের ভিড় ছিল। সেই শহরে পৌঁছে তিনি একটি সভা ডাকলেন। নিজের সমর্থকে ঠাসা সেই সভায় তিনি মাওয়ের 'আকস্মিক প্রস্থান'-এর প্রশ্ন তুলে লালফৌজ এবং পার্টির মধ্যে 'কাজের ঐক্য ভেঙেগ গিয়েছিল' বলে তাঁর বিরুদ্ধে নিন্দা করেন। তিনি সে সভায় দাঁড়িয়ে বলেন যে, এই সভা মাওয়ের 'গেরিলানীতি ও পরা-

জিত মনোভাবের' তীব্র নিন্দা করে। ইতিমধ্যে চাং কুও-তাও-এর একজন অধীনস্থ সামরিক কর্মচারীও জুটে গেল। তিনি সুনয়ি বর্দ্ধিত সম্মেলনে তৈরী 'মেকী কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরোর' সম্পর্কে নিন্দা করলেন। সেই সঙ্গে তিনি সারা চীনের পার্টি প্রতিনিধিদের একটি প্লেনাম ডেকে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচনের দাবীও জানালেন। তাই প্লেনাম না হওয়া পর্যন্ত ওই 'তথাকথিত কেন্দ্রীয় কমিটির' কোন নির্দেশ না মানার তিনি জিগীর তুললেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই চো কে চি-তে একটি 'অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কমিটি' গঠিত হোল। চাং কুও-তাও তার সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত হলেন, (তাঁর স্মৃতিকথা অনুযায়ী অনিচ্ছা সহকারে)। এবার উত্তর শেনসির ঘাঁটিতে এই সম্পর্কে এক তারবার্তা পাঠানো হোল। তাতে বলা হোল যে যদিও মাওয়ের নেতৃত্বে গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটিকে স্বীকার না করার সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়েছে তবুও 'ঐক্যের স্বার্থে এখানেও ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করা যেতে পারে'। আরও বলা হোল যে, চু-তেকে প্রধান সেনাপতি এবং চাং কুও-তাওকে চেয়ারম্যান করে গঠিত সামরিক পরিষদই হোল সমস্ত সেনাবাহিনীর ওপর সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। ইতিমধ্যে একটি নূতন সোভিয়েত ঘাঁটি (জেচুয়ান— সিকাং ঘাঁটি নামে অভিহিত) স্থাপিত হোল। আর জাতীয় সংখ্যালঘুদের সরকারের একটি সংঘকে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষণা করা হোল। আর এইসব কার্যবিবরণীর রিপোর্ট মস্কোয় পাঠানো হোল।

এইভাবেই চাং কুও-তাও চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধান পদে তাঁর দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে তিব্বতের নিকটতম প্রদেশ শিকাং-এর রাজধানী কানটিং-এ তিনি 'সংখ্যালঘুদের এক বিশেষ স্বাধীন সরকার' প্রতিষ্ঠা করলেন। আর এখানেই তিনি তাঁর সেনাবাহিনী সহ শীতের আস্তানা গাড়লেন। এই অঞ্চলটি ছিল শুধু আফিম উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। বিরলবসতি এই অঞ্চলে তিব্বতী এবং হানদের বাস ছিল। ফলে, চাং-এর সেনাবাহিনী এলাকার জনগণের ওপর বিপুল বোঝা হয়ে দাঁড়ালো। চাং কুও-তাও তাঁর বাহিনীর লোকজনকে উৎপাদনের কাজে লাগাতে পারলেন না। অথচ মাও সে তুঙ ইতিপূর্বেই চাং-কে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, জাতীয় অধ্যুষিত এলাকায় তৈরী ঘাঁটির কোন ভবিষ্যৎ নেই। তাই এ ধরণের প্রচেষ্টা-কেও এক ধরণের শোষণ ও জঙ্গী শাসকসুলভ কায়দাই বলা চলে। ওই অঞ্চলের জনসংখ্যা ছিল খুবই কম। তাছাড়া ভূ-প্রকৃতির গঠন অনুযায়ী চাষবাস করাও ছিল খুব কষ্টকর। তাছাড়া ভিন্ন ভাষাভাষী সৈনিকেরা স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান কবতে পারতো না। স্থানীয় লোক-জনদের কাছে হান সম্রাট এবং কুওমিনটাংদের অত্যাচারের এক দীর্ঘ ইতিহাস ছিল। চাং কুও-তাও-এর লোকেরা শেষ পর্যন্ত ·আফিমের ব্যবসায় নেমে পড়লো। জঙ্গী শাসকের সেনাবাহিনীর মতোই চাং-এর সেনাবাহিনী স্থানীয় লোকদেব কাছে শত্রুতে পরিণত হোল। দলত্যাগ ও রোগের হিড়িকে শেষ পর্যন্ত তাঁদের সংখ্যা কমে যেতে লাগল।

অথচ ইতিমধ্যে মাও সে তুঙ এবং কেন্দ্রীয় কমিটি, উত্তর শেনসিতে এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্যে উৎসাহিত করে চাং কুও-তাওকে তার পাঠালেন। ১৯৩৬-এর জুন মাসে হো লুঙ-এর দ্বিতীয় ফ্রন্ট বাহিনী সিকাং-এ এসে পৌঁছল। এই সেই দ্বিতীয় ফ্রন্ট বাহিনী যার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে লি-তে এতো চেষ্টা করেছিলেন। এই দ্বিতীয় ফ্রন্ট বাহিনীর ইতিহাস ছিল গৌরবোজ্জ্বল।

হো-লুঙ ছিলেন একজন প্রাক্তন কুওমিনটাং জঙ্গী নেতা। পেং তে-হুয়াইয়ের মতো তিনিও কমিউনিষ্টদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ১৯২৭-এর ১লা আগষ্টে নানচাং দখলে অংশগ্রহণ করেছিলেন।১৯ তারপর তিনি তাঁর নিজের প্রদেশ হুনানের উত্তর-পশ্চিমে একটি ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে আর একটি ঘাঁটির সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি পশ্চিম হুনান-হুপেই সীমান্ত এলাকা গড়ে তোলেন। কিন্তু ১৯৩৪-এর গ্রীষ্মকালে চিয়াং কাই-শেক ওই সীমান্ত এলাকাটি আক্রমণ করে দখল করে নেন। হো লুং পিছু হটে আসেন। তারপর পিছু হটে এসে উত্তর-পূর্ব কোয়েইচৌতে গিয়ে সেখানে চারটি কাউন্টি নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। পথে তিনি সিয়াও-কে, ওয়াং-চেন এবং জেন পি-শি'র নেতৃত্বাধীন কয়েকটি গেরিলাবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হোন। ১৯৩৪-এর গ্রীষ্মকালে এঁরা কেন্দ্রীয় ঘাঁটি এলাকা থেকে ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছিলেন। জেন পি-শি ইতিপূর্বেই মাও-এর সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখে চলেছিলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত হো লুঙ-এর দ্বিতীয় ফ্রন্ট বাহিনীর রাজনৈতিক কমিশার নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৩৫-এর বসন্তকালে দ্বিতীয় ফ্রন্ট বাহিনী কোয়েইচৌয়ের কাউন্টি থেকে বিতাড়িত হয়ে হুনানে ফিরে যায়। তারপর সেখান থেকে তাড়া খেয়ে দ্রুতগতিতে পুরোনো পথে আবার ফিরে এসে মাও যে পথে গিয়েছিলেন অনেকটা সেই পথ ধরেই কোয়েইচৌয়ের মধ্য দিয়ে সিকাং-এ চাং কুও-তাও-এর ঘাঁটিতে এসে পৌঁছলেন। সময়টি ছিল ১৯৩৬ এর জুন মাস। খুব দীন অবস্থায় এই বাহিনী এসে পৌঁছল। এই প্রসঙ্গে বলা হোল 'তাঁদের খাদ্য-বস্ত্র সব কিছুই দিতে হোল আমাদের'। অবশ্য দ্বিতীয় ফ্রন্ট বাহিনীর ২০,০০০ সেনার অতিরিক্ত বোঝা এসে পড়ল চাং কুও-তাওয়ের ঘাঁটির ওপর। ফলে এই ঘাঁটির অভাব বহুগুণে বেড়ে গেল। এর পরিণতি দেখা দিল কলহে। সে অবস্থায় জেন পি-শি উদ্যোগী হয়ে এক নূতন প্রস্তাব দিলেন। তিনি এই প্রস্তাবে বললেন যে, উত্তর-পশ্চিম শেনসি প্রদেশে মাও-এর ঘাঁটিতে সেনাবাহিনী মিলিত হোক। চু-তে এতে সাগ্রহে সায় দিলেন।

এ প্রসঙ্গে আরও কথিত আছে যে, লিন য়ু-নানের ভ্রাতা লিন য়ু-য়িংকে জেন পি-শি'র কাছে মাও পাঠিয়েছিলেন। লক্ষ্য আর কিছুই নয়, ঘাঁটিতে মিলিত হতে ওদের রাজী করানোই ছিল উদ্দেশ্য। জেন পি-শি শেষ পর্যন্ত হো-লুঙ এবং চু-তে'কে রাজী করালেন। লি পো-চেং তাতে জেন পি-শিকে সমর্থন করলেন। অবশেষে ১৯৩৬-এর জুলাই মাসে চতুর্থ এবং দ্বিতীয় ফ্রন্ট

বাহিনী দুটিই সিকাং থেকে উত্তরাভিমুখে নিজেদের লং মার্চে যাত্রা শুরু করলো।

এতে মাও এবং চৌ উভয়েই উৎফুল্ল হলেন। এ'রা তখন উত্তর শেনসিতে অবস্থিত সামরিক শক্তির অর্ধেক শক্তিকে নিয়ে জুং-চেন-এর নেতৃত্বে আগুয়ান বাহিনীর সাহায্যের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিলেন। নিয়ে জুং-চেন-এর নেতৃত্বাধীন বাহিনী শত্রুবাহিনীর মাঝখান দিয়ে ওই আগুয়ান বাহিনীগুলির পথ পরিষ্কার করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এগিয়ে চললো। মাওয়ের আসার ঠিক এক বছর পরে ১৯৩৬-এর অক্টোবরে কানসু প্রদেশের রাজধানী লানচৌ শহরের অনতিদূরে হুই নিং-এ এ'দের পুনর্মিলন ঘটলো। উভয় সৈনিকেরা গলা জড়াজড়ি করে হেসে-কে'দে আকুল হয়ে উঠলো। সে সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন 'চু-তে প্রেতের মতো কংকালসার ছিলেন কিন্তু চাং কুও-তাও বেশ মোটাসোটা ও তেল কুচকুচে ছিলেন......। আমি অবাক হয়ে যাই তিনি কী করে এমন নাদুস-নুদুস চেহারাটি বজায় রেখে-ছিলেন!২০

কিন্তু এটা বেশ স্পষ্ট ছিল যে, চাং কুও-তাও এ ব্যবস্থাকে খুশি মনে মেনে নেননি। মাঝ পথেই তিনি আবার একটি পরিকল্পনা ফে'দেছিলেন। ফলে, চু-তে হো-লুঙ এবং জেন পি-শি'র সঙ্গে তাঁর আর এক দফা বাদ-বিতন্ডা চলে। চাং মনে মনে স্থির করেছিলেন যে তিনি সিন কিয়াং-এ সরে গিয়ে সেখানে সোভিয়েত রাশিয়ার খুব কাছাকাছি একটি ঘাঁটি গড়বেন। এ উদ্ভট পরিকল্পনাই প্রমাণ করে দিল যে, তাঁর নিরেট মগজে ভূগোল, সেনা-বাহিনী পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সাধারণজ্ঞান কিছুই ছিল না। সিনকিয়াং ছিল এক বিস্তৃর্ণ মরু অঞ্চল। সেখানে প্রতি বর্গমাইলে পাঁচ জনেরও কম লোকের বাস ছিল। আর মরূদ্যানগুলি শেকলের মতো একটার সঙ্গে আর একটা যুক্ত ছিল। ফলে, এ এলাকাটি ছিল ঘাঁটি গড়ার ক্ষেত্রে একেবারেই অনুপযুক্ত। চাং তবু ছিটকে বেরিয়ে গেলেন। পীত নদী পার হয়ে কানসুর প্রবেশ পথ ধরে তিনি পশ্চিমাভিমুখে সিনকিয়াং-এর পথ ধরলেন। চীনের মহা-প্রাচীরের পাদদেশে সবচেয়ে শোচনীয় যুদ্ধে শত্রুরা তাঁর বাহিনীর সৈনিকদের প্রায় কচুকাটা করে ফেললো। মাত্র ২,০০০-এর মতো সেনা বে'চে রইলো......। ১৯৩৭-এর মে মাসে মাও-এর উদ্ধারকারী বাহিনী তাদের সঙ্গে করে শেনসিতে ফিরিয়ে নিয়ে এলো। চাং সে সময় আর একবার পালিয়ে বাঁচলেন। যথা সময়ে লানচৌতে এসে দ্বিতীয় ফ্রন্ট বাহিনীর সঙ্গে আবার যোগ দিলেন। এই বাহিনী তখন শেনসির পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। তাঁদের নিয়ে তিনি তখন হুই নিং-এ এসে হাজির হলেন।

চাং কুও-তাও লং মার্চে এভাবেই তাঁর নিজের সেনাবাহিনীর ধ্বংস করলেন। অবশেষে নিজেকে রাজনৈতিকভাবে নিশ্চিহ্ন করার পথেও এগিয়ে চললেন। মাও-এর অন্যান্য বহু প্রতিপক্ষের মতোই তিনিও নিজের হাতে নিজের কবর খু'ড়েছিলেন। কিন্তু যেসব সেনানায়ক বা সৈনিকেরা তাঁর সঙ্গে

গিয়েছিলেন তাদের কাউকেই কোন মন্দ বলা বা ভর্ৎসনা করা হয়নি। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আজ অতি উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত আছেন।২১ এমনকি মাও সে তুঙ চাং কুও-তাও-এর বিরুদ্ধে একটি আঙ্গুলও তোলেননি। কিন্তু যারা নিজেদের দোষেই নিজেদের ব্যর্থতাকে ডেকে নিয়ে আসে তাদের পক্ষে অন্যকে ক্ষমা করা অসম্ভব। চীনের বিপ্লবের দীর্ঘ বিলম্বিত রক্তস্রাবী ইতি-হাসে যাঁরা জনগণের সেবায় প্রাণদান করেছেন চাং কুও-তাও তাঁদের মধ্যে স্থান করে নিতে পারেন নি। আর অপর পক্ষে আত্মপ্রবঞ্চনার জন্য যাঁরা বেঁচেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন।

—ஃ—

নির্দেশিকা

১। লং মার্চে অংশ গ্রহণকারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

২। লি-তে তাঁর 'স্মৃতিকথা'য় বলেছেন,—'অভিযানের প্রথম পর্বে মারাত্মক ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি।' কিন্তু এই বক্তব্য লং মার্চে অংশগ্রহণকারীদের অনেকের সাক্ষ্যে সত্য বলে প্রমাণিত হয় না।

৩। লং মার্চের ম্যাপ দেখলে তা জানা যায়।

৪। চীনে প্রায় পঞ্চাশটির মতো জাতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আছে। তাঁরা চীনের মোট জনসংখ্যার সাত শতাংশ হবেন।

৫। সঙ্কীর্ণতাবাদীরা।

৬। সুনৃয়িতে স্থানীয় পার্টি ও বিপ্লবী কমিটির সভ্যদের সঙ্গে সাক্ষ্যৎকার।

৭। ১৯৩১ এর সেপ্টেম্বরে সুনৃয়িতে সাক্ষাৎকার।

৮। ১৯৩১ এ লেখিকার সুনৃয়ি গমন ও সেখানে সাক্ষাৎকার।

৯। মাও সে তুঙের কবিতা (১৯৩৪)।

১০। লং মার্চে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে লেখিকার ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।

১১। লং মার্চে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। সরকারী ঐতিহাসিকেরা বলেন, মোট সংখ্যা ছিল ৪৫,০০০। কিন্তু এ হিসাবটা ঠিক নয়।

১২। চাং কুও-তাও-এর স্মৃতিকথা। মিং পাও মাসিক পত্রিকা (১৯৩৬—১৯৩৮) হংকং থেকে প্রকাশিত।

১৩। মাও নিজে এডগার স্নোর কাছে এই আন্তঃপার্টি দ্বন্দ্ব সম্পর্কে কিছু বলেন নি।

১৪। এখন বলা হয় যে এর বিষয়বস্তুতে কিছু বামপন্থী সুবিধাবাদী বিচ্যুতি ছিল। (অতি-বাম বিচ্যুতি আসলে প্রতিক্রিয়ার হাতকেই নিয়ত শক্ত করে। তাই কার্যত; এই আপাত-বিরোধী সত্যের পটভূমিতে তা 'দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ' নামে অভিহিত)। ২রা আগষ্টে মস্কোয় অনুষ্ঠিত কমিনটার্নের সপ্তম কংগ্রেসে (জুলাই-আগষ্ট ১৯৩৫) 'সবচেয়ে ব্যাপক একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্ট গঠনে আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম সাহসী চীনের পার্টি যে উদ্যোগ নিয়েছে' তা অনুমোদিত হয়। এই সময়ে স্তালিনও কয়েক মাস ধরে ভাবছিলেন বিশাল শক্তির বিরুদ্ধে একটা যুক্তফ্রণ্ট গড়ে তোলার কথা। কিন্তু রুশ বা কমিনটার্নের চিন্তার থেকে মাওয়ের চিন্তা যে আলাদা ছিল তা পরে দেখা যাবে। সম্ভবতঃ এই জন্যেই এখন ১লা আগষ্ট, ১৯৩৫ এর ঘোষণার সমালোচনা করা হয়। যুক্তফ্রণ্ট নীতির ওপর কমিনটার্নের সরকারী একটি ঘোষণা এরপর ২০শে আগষ্ট বের হয়।

১৫। লং মার্চে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সেনাদলের ষোলোজনের সঙ্গে লেখিকা সাক্ষাৎ করেন।

১৬। এঁদের মধ্যে চাং কুও-তাওয়ের চতুর্থ ফ্রণ্ট বাহিনীর সৈনিকেরা ছিলেন। লেখিকা তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

১৭। জাপ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কৌশল প্রসঙ্গে (২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৩৫) নির্বাচিত গ্রন্থাবলী—প্রথম খন্ড।

১৮। তিন সেনাদল হোল প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ ফ্রন্ট বাহিনীগুলি। মাও তাঁর কবিতায় সেই দু'টি সেনাবাহিনীকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন যে দুটি ১৯৩৬ এ শেন্‌সিতে পেঁাছে পুনর্মিলিত হয়েছিল।

১৯। দ্বিতীয় খন্ডের তৃতীয় অধ্যায় দেখুন।

২০। আমেরিকার চিকিৎসক ডাঃ মা হাইতে, যিনি জর্জ হাতেম নামেও খ্যাত ছিলেন, তিনি ১৯৩৬ সালে চীনে অবস্থানকালে লালফৌজে যোগদান করেন। এই তথ্য সযত্নে গোপন রাখা হয়েছিল। সম্প্রতি তা প্রকাশিত হয়েছে। ডাঃ মা হাইতে ১৯৩৬ সালের গোড়ার দিকে উত্তর শেন্‌সির ঘাঁটিতে পেঁাছেছিলেন।

২১। যেমন বলা চলে, লি সিয়েন-নিয়েন হলেন উপ-প্রধানমন্ত্রী. আর চেন্‌ চি-ফাঙ হলেন সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত।